ইভান তুর্গেনেভ



পিতা-পুত্র





'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

ইভান তুর্গেনেভ · পিতা-পুত্র

ইভান তুর্গেনেভ

পিতা-পুত্র

উপন্যাস

‘১৮৬০ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা, যখন ‘পিতা-পুত্র’-এর চিন্তা প্রথম আমার মাথায় আসে। প্রধান চরিত্র বাজারভের ভিত্তিস্বরূপ ছিল আমার কাছে বিস্ময়কর এক তরুণ পল্লী চিকিৎসক।... পরবর্তীকালে নিহিলিজ্‌ম নামে পরিচিত যে বস্তুটির সবে অস্পষ্ট সূত্রপাত ঘটেছে, যা তখনও নির্দিষ্ট আকার লাভ করে নি, আমার চোখে, এই অপূর্ব মানুষটির মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।’

ইভান তুর্গেনেভ

ISBN 5-05-001224-4

'যে যাই বলুন না কেন, বাজারভ কিন্তু উপন্যাসের বাকি সব চরিত্রকে ছাপিয়ে ওঠে। তার ওপর যে সব গুণাবলী আরোপিত হয়েছে সেগুলি আকস্মিক নয়। আমি তাকে ট্র্যাজিক চরিত্র করে তুলতে চেয়েছিলাম — তাই এখানে কোমলতার কোন অবকাশ ছিল না। সে সৎ, সত্যনিষ্ঠ, মাথা থেকে পায়ের নখ অবধি সে একজন গণতন্ত্রী।... আমার মতে বাজারভের ট্র্যাজিক রূপের শেষ রেখা টানার জন্য তার মৃত্যুর আবশ্যক ছিল।... বাজারভের অশিষ্টতা, হৃদয়হীনতা, নির্মম শুষ্কতা ও কটু স্বভাবের জন্য পাঠক যদি তাকে ভালোবাসতে না পারেন — তাহলে বুঝতে হবে দোষ আমার, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি নি।'

ইভান তুর্গেনেভ

ইভান তুর্গেনেভ

পিতা-পুত্র

উপন্যাস

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

Иван Тургенев

ОТЦЫ И ДЕТИ

Роман

На языке бенгали

Ivan Turgenev

FATHERS AND SONS

A novel

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001224-4

অনুবাদকের নিবেদন

উপন্যাসে স্থান-কাল হিশেবে ও সম্পর্কের তারতম্য বিচারে একই ব্যক্তি কখনও মূল নামে, কখনও পূর্ণ নামে (রুশ ব্যক্তিনামের তিনটি অংশ: নাম, পিতৃনাম বা পিতৃপরিচয় এবং পদবী বা কুলপরিচয়) কখনও নাম ও পিতৃপরিচয়ে বা পদবী ধরে, কখনও বা স্রেফ ডাকনামে — তাও আবার একাধিক ডাকনামে উল্লিখিত হয়েছে। পাঠকবর্গের বোঝার সুবিধার জন্য তাই উপন্যাসে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানও প্রদত্ত হল।

নিকলাই পেত্রোভিচ কির্সানভ (পেত্রোভিচ অর্থ পিওতর-নন্দন) — ক্ষুদ্র জমিদার।

পাভেল পেত্রোভিচ কির্সানভ — নিকলাই কির্সানভের দাদা।

পিওতর কির্সানভ — নিকলাই ও পাভেল কির্সানভের বাবা।

আগাফোক্লেয়া কুজ্‌মিনিশ্‌না কির্সানভা (ডাকনাম আগাথা। পিতৃকুলের পদবী কোলিয়াজিনা) — নিকলাই ও পাভেল কির্সানভের মা।

ইলিয়া কোলিয়াজিন — আগাফোক্লেয়া কুজ্‌মিনিশ্‌নার খুড়তুত ভাই।

মাশা (শুধু ডাকনামে উল্লেখ আছে) — নিকলাই কির্সানভের পত্নী।

আর্কাদি নিকলায়েভিচ কির্সানভ (কখন-কখন দ্রুতোচ্চারণের ফলে নিকলাইচ। 'নিকলায়েভিচ' অর্থ নিকলাই-

নন্দন।) ডাকনাম আর্কাশা — নিকলাই কির্সানভের পুত্র।

মাত্ভেই ইলিচ কোলিয়াজিন — ইলিয়া কোলিয়াজিনের পুত্র।

ইয়েভ্গেনি ভাসিলিয়েভিচ বাজারভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজারভ বলে উল্লিখিত। অনেক **সময়** ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ (দ্রুতোচ্চারণের ফলে ভাসিলিয়েভিচ-এর বিকৃতি); বাড়ির ডাকনাম: আদরের মাত্রা হিশেবে যথাক্রমে 'ইয়েনিউশা', 'ইয়েনিউশ্কা', 'ইয়েনিউশেচ্কা', 'ইয়েনিউশেন্-কা' ইত্যাদি। — আর্কাদির বন্ধু।

ইয়েগোরভ্না (শুধু পিতৃনামে উল্লেখ আছে) — আর্কাদির ধাই।

ভাসিলি ইভার্নভিচ (বা ইভানিচ) বাজারভ, ডাকনাম ভাসিয়া — ইয়েভ্গেনি বাজারভের বাবা।

আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না, ডাকনাম আরিশা — ইয়েভ্গেনি বাজারভের মা।

ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্না (পদবীর উল্লেখ নেই) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ফেনেচ্কা' ও 'ফেনিয়া' এই ডাকনামে উল্লেখ আছে — নিকলাই কির্সানভের পরিচারিকা-কন্যা, পরবর্তীকালে তাঁর ধর্মপত্নী।

আন্না সের্গেইয়েভ্না ওদিন্ৎসোভা — ওদিন্ৎসোভ পদবীধারী জনৈক জমিদারের বিধবা পত্নী।

সের্গেই নিকলায়েভিচ লোকতেভ — ওদিন্ৎসোভার বাবা।

কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্না, ডাকনাম কাতিয়া — আন্না ওদিন্ৎসোভার ছোট বোন।

আভ্দোতিয়া স্তেপানভ্না — ওদিন্‌ৎসোভার মাসী।
ভিক্তর সিত্নিকভ — বাজারভের পরিচিত।

বালক-বালিকা দাস-দাসীদের উল্লেখ সচরাচর ডাকনামে আছে। তা সত্ত্বেও বলা দরকার যে ফেদিয়া থেকে ফেদ্কা বা তানিউশা থেকে তানিউশ্কা — এরকম প্রকারভেদও দেখা যায়। দু'-একজনের নাম ফরাসী কায়দায় রূপান্তরণের প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন: Pierre সাপোজ্নিকভ। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কুক্শিনা — ইয়েভ্দোক্সিয়া (Eudoxia) কুক্শিনা, যার আসল নাম আভ্দোতিয়া নিকিতিশ্না কুক্শিনা।

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী সঙ্গত কারণেই 'রুশ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ' নামে অভিহিত। ঠিক তখনই পুশ্‌কিন, গোগল, দস্তয়েভ্‌স্কি, লেভ তল্‌স্তয় ও চেখভের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির প্রকাশ। রুশ সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ইভান সের্গেয়েভিচ তুর্গেনেভও (১৮১৮-১৮৮৩) স্বমহিমায় দীপ্ত। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজরা তাঁকে ডিকেন্স ও থ্যাকারের সঙ্গে তুলনা করেন, জার্মানরা তুলনা করেন গ্যেটে'র সঙ্গে, ফরাসীরা — বাল্‌জাকের সঙ্গে। বিভিন্ন জাতির বহু লেখক তাঁকে নিজেদের সাহিত্যগুরু আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রবল ও অনপনেয়। ফ্লবেয়র, মপাসাঁ, এদ্‌মন গঁকুর, দোদে ও জোলা তাঁকে তাঁদের 'মেত্‌র্‌' অর্থাৎ গুরু বলে উল্লেখ করেছেন।

লেখক হিশেবে তুর্গেনেভের কথা বলতে গেলে তাঁর রচনার গীতিধর্মিতা ও আশ্চর্য সঙ্গীতগুণের উল্লেখ সর্বাগ্রে করতে হয়। তুর্গেনেভ নিঃসন্দেহে ছিলেন এক মহৎ কথাশিল্পী কিন্তু শুধু এই কথাশিল্প কোন লেখককে মহিমা দান করতে পারে না। তুর্গেনেভ ছিলেন স্বদেশের ইতিহাস এবং বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক ঘটনাসঙ্কুল যুগের মানুষ। তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে রুশ জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব সমস্ত ঘটনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। লেখক সামাজিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন;

স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য সমগ্র জাতির মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা দেয় লেখক যেন তার প্রতিমূর্তি।

তুর্গেনেভের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'পিতা-পুত্র' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাও বটে। ১৮৬২ সালের বসন্তকালে উপন্যাসটি মস্কোর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অনতিকালের মধ্যে তার একটি পৃথক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। পরের বছর বইটি প্রকাশিত হয় ফরাসী অনুবাদে, অতঃপর জার্মানে এবং ইংরেজিতে। 'পিতা-পুত্র' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পত্রপত্রিকায় উপন্যাসটি সম্পর্কে তর্কবিতর্কমূলক বড় বড় প্রবন্ধ মুদ্রিত হতে থাকে, সমসাময়িক লোকেরা চিঠিপত্র ও কথাবার্তার মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেন। বস্তুত তখনকার কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই তুর্গেনেভের উপন্যাসটি সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। এর বিষয়বস্তু ছিল রীতিমতো কালোচিত। আলোচ্য বিষয় নিছক দুই পুরুষের সংঘর্ষ নয়। তখন সময়ও ছিল জটিল, উত্তেজনাপূর্ণ। প্রথম নিকলাইয়ের প্রায় ত্রিশ বছর ব্যাপী অন্ধকারাচ্ছন্ন দীর্ঘ রাজত্বকালের সবে অবসান ঘটেছে। সিংহাসনে আরোহণ করার পর জার প্রথম নিকলাই ডিসেম্ব্রিস্টদের অভ্যুত্থান কঠোর ভাবে দমন করেন। রুশ সেনাবাহিনীতে অভিজাত বংশোদ্ভূত যে সমস্ত অফিসার ছিলেন মূলত তাঁদের মধ্যে ঐক্যসাধনকারী গোপন সমিতিসমূহের সদস্য এই 'ডিসেম্ব্রিস্টরা'। অভ্যুত্থানের পাঁচজন নেতা ফাঁসীকাষ্ঠে দণ্ডিত হন, শতাধিক ব্যক্তিকে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে পাঠানো হয়, সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দেওয়া হয়, অভ্যুত্থানে যোগদানকারী শত শত সৈনিক বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয় (অনেকে এতে মারাও যায়), দূরবর্তী গ্যারিসনে স্থানান্তরিত

হয়। প্রথম রুশ বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান দমন করার পর প্রথম নিকলাই দেশের সমাজ জীবনের যে-কোন বিক্ষোভ অবদমনের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। পেত্রাশেভের পরিচালনাধীন প্রগতিশীল যুবচক্রের সদস্যেরা গ্রেপ্তার হলেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের ভাবী মহাপ্রতিভা তরুণ লেখক ফিওদর দস্তয়েভ্স্কিও ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের যখন মশানে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক সেই সময় 'দয়ার অবতার' জার মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাঁদের সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে প্রেরণের নির্দেশ পাঠান। তুর্গেনেভ ইতিমধ্যে 'শিকারীর রোজনামচা' লিখে বড় রকমের খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনিও কিন্তু জারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে রেহাই পেলেন না। বিখ্যাত রুশ লেখক নিকলাই গোগলের মৃত্যু উপলক্ষে সমবেদনা প্রকাশ করে প্রবন্ধ লেখা ও প্রকাশের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁকে মস্কো থেকে বহিষ্কার ক'রে তাঁর জমিদারীতে পাঠিয়ে দেন। রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ দুষ্ট ক্ষত ছিল ভূমিদাস প্রথা — জমিদারদের ওপর কৃষকপ্রজাদের দাসসুলভ নির্ভরতা। জার নিকলাইয়ের রাজনীতির অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর ছিল যেনতেন প্রকারেণ ভূমিদাস প্রথা বজায় রাখা। ১৮৫৫ সালে এই স্বৈরাচারীটির মৃত্যু হলে সমাজে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। দেশ যে রকম কানাগলিতে এসে আটকে পড়েছে সেখান থেকে তাকে বার করে আনার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ — ভূমিদাস কৃষকেরা জমিদারদের কবল থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল, বহু কৃষক-অভ্যুত্থান দেখা দিল। কৃষক বিপ্লবের আশঙ্কায় শাসন কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়ল, তারা বুঝতে পারল যে কৃষক পম্প্রদায় কবে 'নীচ থেকে' নিজেদের মুক্ত করবে তার

জন্য অপেক্ষা ক'রে না থেকে 'ওপর থেকে' তাদের মুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রুশ সমাজের প্রগতিশীল মহল কৃষকদের পক্ষে। যে সমস্ত লোক কৃষক বিপ্লব আশা করতেন এবং তার পক্ষে প্রচার করতেন তাঁদের বলা হত বিপ্লবী গণতন্ত্রী। তাঁদের পাশাপাশি উদারপন্থীরাও ছিলেন — তাঁরাও দেশ ও সমাজের নবরূপায়ণের জন্য পথানুসন্ধান করতে থাকেন, কিন্তু তাঁদের সে পথ ছিল সরকারী সংস্কারের কাছাকাছি, ক্রমশ রূপান্তরধর্মী। ১৮৬১ সালের শুরুতে রুশ সরকার শেষ পর্যন্ত কৃষকসম্প্রদায়ের মুক্তি ঘোষণা করে টগবগে ডেকচির ঢাকনা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এই সংস্কার ছিল লুঠেরা প্রকৃতির — কৃষকসম্প্রদায় বা বিপ্লবী গণতন্ত্রী — কাউকেই তা তৃপ্ত করতে পারল না।

তুর্গেনেভের পিতামাতা ছিলেন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। তাঁর মা ছিলেন অর্লোভ প্রদেশের সবচেয়ে ধনী জমিদারনী — তিনি ছিলেন ১১০ হাজার হেক্টর পরিমাণ জমি ও ৫ হাজার ভূমিদাসের মালিক। তিনি ছিলেন ভূমিদাসপ্রথার কট্টর সমর্থক, ভূমিদাস কৃষকদের ওপর তাঁর অত্যাচারের সীমা ছিল না। 'আমি জন্মেছি এবং বড় হয়ে উঠেছি এমন একটা পরিবেশে যেখানে মাথায় চাঁটি, চড় চাপড়, মারধোর ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ব্যাপার...' লেখক তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন। 'ভূমিদাস প্রথার প্রতি ঘৃণা তখনই আমার মনের ভেতরে বাসা বাঁধে।' ভূমিদাসদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মা'র সঙ্গে তাঁর তীব্র সংঘর্ষ বাধে, তিনি পিতৃমাতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন। 'আমি যা ঘৃণা করি তার সঙ্গে একই বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করা, তারই পাশাপাশি থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।... আমার চোখে, এই শত্রুটির একটি নির্দিষ্ট রূপ ছিল, তার একটি সুপরিচিত

নাম ছিল — এই শব্দটি ছিল ভূমিদাসপ্রথা।' কিশোর তুর্গেনেভ — তুর্গেনেভের নিজের ভাষায় — সারা জীবন এই ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 'হ্যানিবলের শপথ' (বিখ্যাত কার্থেজীয় সেনানায়ক হ্যানিবলের নামে) গ্রহণ করে। তরুণ লেখকের বন্ধু হলেন প্রথম যুগের অন্যতম বিপ্লবী গণতন্ত্রী, সাহিত্য সমালোচক বিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রুশ সাহিত্য ও রুশ সমাজচিন্তার ওপর প্রভাব ফেলে। বেলিন্‌স্কির চিন্তাভাবনার প্রতি বিশ্বস্ততার নিদর্শন হিশেবেই যেন তুর্গেনেভ তাঁর স্মৃতিতে 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।

রাশিয়ায় রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রের নেতা নিকলাই চের্নিশেভ্‌স্কি ও নিকলাই দব্রোলিউবভের সঙ্গে তুর্গেনেভের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, আর লণ্ডনে বসবাসকারী অসামান্য বিপ্লবী আলেক্সান্দর গের্ৎসেনের সঙ্গে ত তাঁর রীতিমতো বন্ধুত্ব ছিল। মাতৃভূমির দুঃখে তিনি ব্যথিত হতেন, কিন্তু কৃষক বিপ্লবের সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন 'ধীর পরিবর্তনে বিশ্বাসী উদারপন্থী'। কিন্তু লেখক হিশেবে, বলতে গেলে, তুর্গেনেভের শক্তি নিহিত ছিল তাঁর অসাধারণ সামাজিক সংবেদনশীলতার মধ্যে। বেলিন্‌স্কি তুর্গেনেভের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন 'গভীর বাস্তবতাবোধ'। তুর্গেনেভ সম্পর্কে দব্রোলিউবভ লেখেন, 'যে সমস্ত নতুন নতুন চাহিদা, নতুন নতুন ধ্যানধারণা সমাজচৈতন্যে প্রবেশ করে সেগুলি তিনি দ্রুত ধরতে পারতেন এবং নিজের রচনায় সচরাচর... এমন কোন প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যার আগমন আসন্ন এবং যা ইতিমধ্যে অস্পষ্ট ভাবে সমাজে আলোড়ন তুলতে শুরু করেছে।' ঊনবিংশ শতাব্দীর

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে রাশিয়ায় এক নতুন ধরনের প্রগতিশীল সমাজকর্মীর আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশ-বহির্ভূত, সরকারী কর্মচারী সম্প্রদায় ভুক্ত উদারপন্থী গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী লোকজন — কথার চেয়ে কাজের মূল্য এঁদের কাছে বেশি; রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ উক্ত সম্প্রদায় দেশের মুখ্য সামাজিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল। নবযুগের নায়কের জন্ম সংবেদনশীল শিল্পী তুর্গেনেভের নজর এড়ায় নি, তিনি তার রূপাঙ্কনের প্রয়াস পান। 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ইয়েভ্‌গেনি বাজারভ। বাজারভ চাষী-পরিবারের ছেলে। সে গর্ব করে বলে, 'আমার ঠাকুর্দা হাল চষতেন।' বাজারভ পরিশ্রমী, বাজারভ কাজের লোক। বাজারভ নবপ্রজন্মের প্রতিনিধি — এই প্রজন্ম স্থান নিয়েছে তাদের 'পিতৃপুরুষদের', যাঁদের সাধ্য ছিল না যুগের মূলগত সমস্যার সমাধান করা। উপন্যাসে বাজারভকে 'নিহিলিস্ট' (লাতিন শব্দ 'নিহিল' অর্থাৎ 'নাস্তি' থেকে) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তুর্গেনেভ 'প্রাচীনতা বিরোধী', 'জড়বাদী' ও 'বিপ্লবী' — এই ব্যাখ্যা দিয়ে ধারণাটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। তুর্গেনেভ তাঁর একটি পত্রে বাজারভের প্রতিকৃতির এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন: '... তাকে যদি নিহিলিস্ট আখ্যা দেওয়া হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা বিপ্লবী অর্থে।' তুর্গেনেভ একথা সরাসরি তাঁর উপন্যাসে লিখতে পারেন নি, কিন্তু সেকালের পাঠকমহল আকার-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারেন। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে কোন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রের ভবিষ্যৎ চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গেই যুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু বাজারভের পিতা যখন বাজারভের বন্ধু আর্কাদিকে তাঁর নিজের পুত্র

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা আপনি ওর নামযশ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সেটা কি চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে নয়?' তার উত্তরে আর্কাদি বলল, 'অবশ্যই নয়...'

বাজারভের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে অভিজাত কির্সানভ পরিবার। তার প্রধান প্রতিপক্ষ পাভেল পেত্রোভিচ কির্সানভ। তিনি হলেন জেনারেলের পুত্র, প্রাক্তন রক্ষিবাহিনী-অফিসার, এককালে উচ্চ বর্ণের সমাজের এক সুন্দরী রমণীর প্রেমে পড়েন এবং তার পেছন পেছন ছুটে বেড়িয়ে নিজের সমস্ত আত্মিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন। এককালে তিনি নিজেকে উদারপন্থী বলে গণ্য করতেন। এমনকি এখনও পাভেল কির্সানভের ধারণা যে তিনি এক মহৎ ও উদার উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন ধারণ করছেন এবং সেই কারণে সকলের শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন সময় ঘটনাস্থলে বাজারভের আবির্ভাব। বাজারভ এসেই কির্সানভের এই সযত্নে লালিত ভ্রান্ত জীবনবোধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিল। বাজারভের কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে পাভেল কির্সানভ 'সনাতনপন্থী', তাঁর অস্তিত্ব 'স্বেচ্ছাচারপূর্ণ', 'অন্তঃসারশূন্য', তাঁর নীতি যে-লোক হাত গুটিয়ে বসে আছে তার পক্ষে যুক্তি দেওয়া। আর এই কারণেই কির্সানভ পরিবারের বড় কর্তাটি বাজারভকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু কেবল পাভেল কির্সানভই যে বাজারভের কাছে একজন অচেনা-অজেনা পর মানুষ এমন নয়। মানসিকতার দিক থেকে সীমাবদ্ধ নিকলাই পেত্রোভিচ এবং তাঁর পুত্র আর্কাদি তার বিরক্তি উৎপাদন করে। তারা কেউ কোন কালে সাধারণের কাজে সংগ্রামের পথে সাথী হবে না, কেননা পাভেল পেত্রোভিচ ত বটেই, কির্সানভ পরিবারের আর সকলেও প্রাচীন

বিধিব্যবস্থার সঙ্গে দিব্যি আপস করে নিয়েছে। এই বিধিব্যবস্থা, তাদের দৃষ্টিতে নিখুঁত নয় ঠিকই, কিন্তু মোটের ওপর এতে তাদের চলে যায়। কিন্তু বাজারভের কাছে এটা অচল, তার মতে এর ধ্বংস সাধন প্রয়োজন।

উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে লেখকের নিজের সম্পর্কটা কিন্তু অতিমাত্রায় জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এই যে বাজারভ যেমন একজন ব্যক্তি হিশেবে তেমনি জনকর্মী হিশেবেও তুর্গেনেভের অনেক দূরের মানুষ। লেখক স্বীকার করেছেন যে উপন্যাসে নিকলাই পেত্রোভিচ ছিলেন অনেক পরিমাণে তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন। অর্থাৎ, তুর্গেনেভ নিজেকে 'পিতৃশিবিরে' ফেলেছেন। আবার সেই সঙ্গে এও বলেছেন, 'লেখার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি সর্বক্ষণ তার (বাজারভের) প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি।... বাজারভের অশিষ্টতা, হৃদয়হীনতা, নির্মম শুষ্কতা ও কটু স্বভাবের জন্য পাঠক যদি তাকে ভালোবাসতে না পারেন — আমি আবার বলছি, যদি তাকে ভালোবাসতে না পারেন — তা হলে বুঝতে হবে দোষ আমার, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি নি।' নিজের উপন্যাসের নায়কের প্রতি লেখকের এই গভীর সমবেদনা আলেক্সান্দর গের্ৎসেনও লক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'পিতৃ ও পুত্র সম্প্রদায়ের ভাগ্য অদ্ভুত বলতে হয়! তুর্গেনেভ যে বাজারভের পিঠ চাপড়ানোর উদ্দেশ্যে তার উদ্ভাবন ঘটান নি এটা স্পষ্ট; তিনি যে পিতৃসম্প্রদায়ের স্বার্থে কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন এটাও স্পষ্ট। কিন্তু কির্সানভদের মতো করুণার পাত্র, নগণ্য পিতাদের পাশে তুলনায় তুর্গেনেভকে মুগ্ধ করে রুক্ষ স্বভাবের বাজারভ, তাই পুত্রকে বেত না মেরে উলটে তিনি পিতৃসম্প্রদায়কে ধরে

ঠেঙিয়েছেন।' নিঃসন্দেহে রুশ জীবনে বাজারভের আদি রূপ ছিল। তুর্গেনেভ বলেছেন যে বাস্তবে তাঁর নায়কের আদি রূপ ছিল জনৈক পল্লী চিকিৎসক দ্মিত্রিয়েভ। বাজারভের যুক্তিতর্কের মধ্যে চের্নিশেভ্স্কি ও দব্রলিউবভের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অনায়াসে লক্ষ করা যায়। কিন্তু শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করেন তা অনেক সময়ই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ফলে, নানা রূপের সমবায়ে গঠিত — যদিও সাধারণীকরণের অখন্ডতা ও বিশেষ রূপের সমগ্রতার বিরুদ্ধে কখনও যায় না।

বাজারভের পরিণতি হয়েছিল শোচনীয়। লেখক তাকে বাধ্য করেছেন তিক্ত কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে: 'আমাকে রাশিয়ার দরকার আছে... না, মনে হয় দরকার নেই।' সর্বোপরি উপন্যাসে বাজারভ শোচনীয় রকমের নিঃসঙ্গ। আমরা সত্যিকারের সমমতাবলম্বী কাউকে দেখতে পাই না, তার কোন খাঁটি বন্ধুর দেখা পাই না; যদিও তথাকথিত শিষ্য ও অনুসারীর অভাব নেই। সে তার প্রেমেও নিঃসঙ্গ। আন্না সের্গেইয়েভ্না ওদিন্‌ৎসোভার প্রতি তার তিক্ত অনুভূতির মধ্যে বাজারভ আবেগপূর্ণ, শক্তিমান ও গভীর প্রকৃতির ব্যক্তি রূপে প্রকটিত। ওদিন্‌ৎসোভা বুদ্ধিমতী, অসাধারণ, আকর্ষণীয়া, মনোহারিণী। ওদিন্‌ৎসোভারও ভালো লেগেছে বাজারভকে। কিন্তু শান্ত নির্বিঘ্ন জীবনের আকর্ষণ, নিজের জমিদারিতে সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যাস, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণের অক্ষমতা বাজারভের প্রতি তার উপলব্ধির উচ্ছ্বাসকে দমিয়ে দেয়।

তুর্গেনেভ বিশ্বাস করতেন যে 'বিনাশই' বাজারভের মতো ব্যক্তির 'নিয়তি', যেহেতু তার সময় এখনও আসে নি, সে

'ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে' দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাই বাজারভকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়।

সেই সঙ্গে বাজারভের অসুস্থতা ও মৃত্যুর বর্ণনা যে সমস্ত পাতায় আছে, সেখানে সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে নিজের সৃষ্ট নায়কের প্রতি লেখকের মনোভাব — তার সাহসের জন্য, মনের দৃঢ়তার জন্য তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, এমন একজন চমৎকার মানুষের মৃত্যুতে শোকানুভূতি। বাজারভ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন প্রকাশ পাচ্ছে তার যাবতীয় সদ্‌গুণ: বাহ্যিক কঠোরতার অন্তরালে পিতামাতার প্রতি তার অনুরাগ, ওদিন্‌ৎসোভার প্রতি তার রোমাণ্টিক প্রেম, জীবনতৃষ্ণা, শ্রম, বীরত্বপূর্ণ কীর্তি ও সামাজিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা; প্রবল ইচ্ছা শক্তি, অনিবার্য মৃত্যুর মুখে তার সাহস। আন্তোন চেখভ লিখছেন, 'ওঃ, কী দারুণ এই 'পিতা-পুত্র'! ইচ্ছে হয় নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে লোকজন ডাকি! বাজারভের অসুস্থতার এমন জোরাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে আমি দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম, আমার এমন উপলব্ধি হতে লাগল যেন আমি তার কাছ থেকে সংক্রামিত হয়ে পড়েছি। আর বাজারভের পরিণতি? তার বৃদ্ধ পিতামাতার?.. কে জানে কী ভাবে তিনি লিখতে পারলেন। দস্তুরমতো এক মহাপ্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টি।'

বাজারভ সম্পর্কে সেকালের যুবসম্প্রদায় লেখকের মনোভাব পোষণ করত না; তাদের মতে, তুর্গেনেভের এই চরিত্রটি 'কনিষ্ঠ প্রজন্মের প্রকৃত প্রতিনিধি', তারই মধ্যে 'পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে' এই প্রজন্মের 'সর্বাপেক্ষা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসূচক আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার অনুরাগ ও অনীহা'।

বাজারভ অনেক ব্যাপারে হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের নবপ্রজন্মের অনুকরণস্থল। তার পক্ষসমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন তরুণ উদারপন্থী সমালোচক দ্মিত্রি পিসারেভ, তখনকার দিনের রুশ যুবসমাজের ওপর যাঁর প্রভাব ছিল বিপুল।

বাজারভের মৃত্যুকে পিসারেভ লেখকের চেয়ে একটু অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'বাজারভ কী ভাবে জীবন যাপন করছে এবং কী কাজ করছে তুর্গেনেভের পক্ষে তা দেখানো সম্ভব নয় বলেই তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কী ভাবে সে মারা যাচ্ছে।' সমালোচক জোর দিয়ে বলেন যে বাজারভের মৃত্যুর ঘটনাটি এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে প্রয়োজন হলে সে তাঁর আদর্শের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারে। পিসারেভ সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, 'বাজারভ যে ভাবে মারা গেছে সে ভাবে মরতে পারা মহৎ কীর্তি স্থাপন করা ছাড়া আর কিছু নয়।...'

একশ' বছরেরও বেশি আগে তুর্গেনেভের লেখা এই উপন্যাস আগের মতোই প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে আছে। একাধিক প্রজন্মের পাঠক এর ওপর ভাবনাচিন্তা করেছেন। অস্থির ও ব্যাকুলচিত্ত বিদ্রোহী 'নিহিলিস্টের' প্রতিমূর্তি তার সমকালীন অগ্রণী লোকজনের ভাবাদর্শগত অন্বেষা এবং বিগত শতাব্দীর রাশিয়ার জীবনধারা বুঝতে সাহায্য করে।

আর্তুর তলস্তিয়াকভ

এক

১৮৫৯ সালের মে মাসের বিশ তারিখের কথা।*** সড়কের ওপরকার একটা গ্রাম্য সরাইখানার ভেতর থেকে নীচু দেউড়ির ধাপ বয়ে টুপি-ছাড়া খালি মাথায় বেরিয়ে এলেন এক জমিদারবাবু। তিনি তাঁর ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল পিওতর, এখনও ওদের কোন পাত্তা নেই?'

জমিদারবাবুটির বয়স বছর চল্লিশেকের কিছু ওপরে হবে। তাঁর পরনে চৌখুপি পাতলুন, গায়ের ওভারকোট ধূলিধূসরিত।

ভৃত্যটি অল্পবয়সী। গালদুটো তার ফোলা-ফোলা, চিবুকে সাদাটে রোঁয়া-রোঁয়া সামান্য দাড়ির আভাস, চোখজোড়া ছোট-ছোট, ঘোলাটে। তার সব কিছু — পমেটম মাখা বিচিত্রবর্ণের কেশবিন্যাস, এক কানে ফিরোজামণির একটা মাকড়ি, তার বিনীত ভঙ্গি — এক কথায় সব মিলে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে সে রীতিমতো হাল আমলের, উন্নত প্রজন্মের ভৃত্য।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্য প্রসন্নচিত্তে পথের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'না হুজুর, এখনও কোন পাত্তা নেই।'

'পাত্তা নেই?' মনিব আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'না হুজুর,' এবারেও ভৃত্য জবাব দিল।

জমিদারবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে একটা ছোট বেঞ্চের ওপর বসে পড়লেন। যতক্ষণ দুই পা গুটিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে বসে উদাসদৃষ্টিতে তিনি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন ততক্ষণে

আসুন, পাঠক, আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক।

ভদ্রলোকের নাম নিকলাই পেত্রোভিচ কির্সানভ। সরাইখানা থেকে মাইল দশেক দূরে একটা শাঁসালো জমিদারীর মালিক তিনি, দু'শ'জন মুনিষ তাঁর অধীনে। কৃষকদের ভোগদখলের অধিকার দেওয়ার পর এখন তিনি নিজে একটা 'ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই এখন থেকে নিজেকে পাঁচ হাজার একর ভূসম্পত্তির অধিকারী বলাই তাঁর পছন্দ। তাঁর পিতা ছিলেন এক ফৌজী জেনারেল, ১৮১২ সালের যুদ্ধে লড়াইও করেছিলেন। অর্ধশিক্ষিত ও অমার্জিত হলেও হীন প্রকৃতির রুশী তিনি ছিলেন না। সারা জীবন ভারী কাজের বোঝা বয়ে বেরিয়েছেন, গোড়ায় ছিলেন ব্রিগেডের সেনাপতিত্বে, পরে ডিভিশনের। চিরকাল বাস করে এসেছেন মফস্বলে, আর সেখানে নিজস্ব পদমর্যাদাবলে তাঁর ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিকলাই পেত্রোভিচের দাদা পাভেল। তাঁর সম্পর্কে আমরা অবশ্য পরে বলব। দাদার মতো নিকলাই পেত্রোভিচেরও জন্ম রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তার শিক্ষাদীক্ষা হয় বাড়িতে, শস্তার গৃহশিক্ষকদের হাতে আর হামবড়াই অথচ একান্ত বশংবদ সহকারিবৃন্দ অর্থাৎ রেজিমেণ্ট ও স্টাফের লোকজন পরিবৃত অবস্থায়। তার জননীর পিতৃকুলের পদবী ছিল কোলিয়াজিনা। কুমারী অবস্থায় নাম ছিল আগাথা, জেনারেল-পত্নী বনার পর হলেন আগাফোক্‌লেয়া কুজ্‌মিনিশ্‌না কির্সানভা। তিনি ছিলেন সেই সমস্ত 'রায়বাঘিনীদের' একজন যাঁরা ঘরে বাইরে সমান ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ান। তিনি জমকাল টুপি আর সরসরে রেশমী পোশাক পরে ঘুরতেন, গির্জায় সকলের আগে ক্রসের সামনে

আসতেন, কথা বলতেন উঁচু গলায়, আর বলতেও পারতেন বিস্তর; সকালে ছেলেমেয়েদের তাঁর হস্তচুম্বন করতে দিতেন, রাতে তাদের আশীর্বাদ করতেন — এক কথায়, জীবনটাকে তিনি উপভোগ করে গেছেন। জেনারেলের পুত্র হিশেবে দাদা পাভেলের মতো নিকলাই পেত্রোভিচেরও সেনাবাহিনীতে যোগদান করার কথা ছিল। কিন্তু সাহস থাকা ত দূরের কথা, বরং 'কাপুরুষ' বলে সে নাম কিনেছিল। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সরকারী সনদ যেদিন এলো ঠিক সেই দিনই সে পা ভেঙে পড়ে রইল। দু'মাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকার পর যখন সে উঠল তখন চিরজীবনের মতো তার একটা পা সামান্য খোঁড়া হয়ে গেছে। পিতা তখন পুত্রের বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে তাকে অসামরিক চাকুরীতে পাঠানোর সংকল্প করলেন। পুত্র আঠারো বছরে পদার্পণ করতেই তিনি তাকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। দাদা পাভেল ততদিনে গার্ড রেজিমেণ্টের অফিসার বনে গেছে। দুই যুবক একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে একসঙ্গে বসবাস করতে লাগল। তাদের এক দূরসম্পর্কীয় মামা, মা'র খুড়তুত ভাই ইলিয়া কলিয়াজিন ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তিনি দূর থেকে দুই ভাইয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। তাদের পিতা তাঁর নিজের ডিভিশনে ও নিজের পত্নীর কাছে ফিরে এলেন। কেবল কালেভদ্রে তিনি মুহুরিদের কায়দায় লম্বা লম্বা টানা হস্তাক্ষরে কলঙ্কিত বড় বড় চারপেজি ধূসর কাগজ পুত্রদের পাঠাতেন। ঐ সব কাগজের অন্তে শোভাবর্ধন করত সযত্নে পাকিয়ে পাকিয়ে লেখা এই কথাগুলো: 'পিওতর কির্সানভ, মেজর জেনারেল'। ১৮৩৫ সালে নিকলাই পেত্রোভিচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরোল, আর সেই বছরই এক দুর্ভাগ্যজনক সমীক্ষার ফলে

জেনারেল কির্সানভ চাকরী থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে এলেন সেখানে বসবাস করার উদ্দেশ্যে। তাভ্রিচেস্কি বাগের পাশে একটা বাড়ি প্রায় ভাড়াই নিয়ে ফেলেছিলেন, ইংলিশ ক্লাবে নামও লিখিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন। আগাফোক্লেয়া কুজ্মিনিশ্নাও অচিরেই তাঁর স্বামীকে অনুসরণ করলেন — নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি, অবসরগ্রহণকারী অস্তিত্বের বেদনা তাঁকে কুরে কুরে খেত। ইতিমধ্যে নিকলাই পেত্রোভিচও তার পিতামাতার বেশ খানিকটা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল, তাঁদের জীবদ্দশাতেই তার ভূতপূর্ব বাড়িওয়ালা, জনৈক সরকারী কর্মচারী প্রেপলভেন্স্কির কন্যার প্রেমে পড়ে। মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালোই, ভাবনাচিন্তার দিক থেকে তাকে বেশ অগ্রসরও বলা চলে। পত্রপত্রিকার 'জ্ঞানবিজ্ঞান' বিভাগের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধাদি সে পাঠ করত। অশৌচের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতেই নিকলাই পেত্রোভিচ তাকে বিয়ে করে বসল। পিতার প্রভাববশত রাজপরিবার প্রতিপালন দফতরে*) যে কাজটি পেয়েছিল সেটি ছেড়ে দিয়ে সে তার মাশাকে নিয়ে পরম আনন্দে মেতে রইল — প্রথমে বনবিদ্যাভবনের কাছাকাছি এক বাগানবাড়িতে, অতঃপর শহরের এক সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়িতে, যার সিঁড়িগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে, বৈঠকখানাটি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। শেষকালে আশ্রয় নিল গিয়ে গ্রামে। সেখানেই স্থিত হল। অনতিকালের মধ্যে সেখানে জন্ম হল পুত্র আর্কাদির। স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সুখেশান্তিতে বসবাস করতে লাগল। দু'-জনের মধ্যে প্রায় কখনই ছাড়াছাড়ি হত না। দু'জনে একসঙ্গে

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পাঠ করত, চার হাতে পিয়ানো বাজাত, দ্বৈত সঙ্গীত গাইত। স্ত্রী ফুলগাছ লাগাত, হাঁসমুরগীর ঘর দেখাশোনা করত, নিকলাই পেত্রোভিচ কখন-সখন বাইরে শিকার করতে যেত, জমিদারীর তদবির-তদারক করত। এদিকে আর্কাদিও দিনে দিনে বাড়তে লাগল — বেশ শান্তিতে আর নির্বিঘ্নে। দশটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল স্বপ্নের মতন। সাতচল্লিশ সালে কির্সানভের স্ত্রী মারা গেল। এই আঘাত কির্সানভের পক্ষে প্রায় অসহনীয় হয়ে দেখা দিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেল। মনের বেদনা অন্তত খানিকটা ভুলে থাকার জন্য বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ নিল, কিন্তু এমন সময় এসে পড়ল আটচল্লিশ সালের ধাক্কা*)। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ফিরে আসতে হল গ্রামে। বেশ কিছু কাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর জমিদারী পুনর্গঠনের কাজে মনোনিবেশ করল। পঞ্চান্ন সালে পুত্রকে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার সঙ্গে তিনটি শীতকাল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কাটাল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে থাকার সময় বাড়ি থেকে প্রায় কোথাও সে বেরোত না, চেষ্টা করত আর্কাদির তরুণ সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে। গত শীতকালে আর আর্কাদির কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাই তখন, ১৮৫৯ সালের মে মাসে আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি পুত্রের জন্য অপেক্ষা করতে। নিকলাই পেত্রোভিচের চুল এখন সাদা ধবধবে, দেহে স্থূলতা দেখা দিয়েছে, পিঠ সামান্য কুঁজো। এককালে তিনি নিজে যেমন স্নাতক উপাধী লাভ করেছিলেন আজ তাঁর পুত্রও তেমনি ফিরে আসছে স্নাতক হয়ে।

ভৃত্য ভদ্রতার খাতিরে, কিংবা হয়ত প্রভুর চোখের আড়াল হওয়ার জন্যই, ফটকের নীচে গিয়ে পাইপ ধরাল। নিকলাই

পেত্রোভিচ মাথা নীচু করে দেউড়ির জরাজীর্ণ ধাপগুলো দেখতে লাগলেন। বিচিত্রবর্ণের একটা বড়সড় মুরগীর বাচ্চা ভারিক্কি চালে ধাপগুলোর ওপর চরে বেড়াচ্ছে, তার বড় বড় হলদে ঠ্যাঙগুলো জোরে জোরে খটখট আওয়াজ তুলছে। একটা নোংরা মাথা বিড়াল ঢং করে রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে। ঠাঠা রোদ। সরাইখানার আধা অন্ধকার বারান্দা থেকে রাইয়ের গরম রুটির গন্ধ ভেসে আসছে। নিকলাই পেত্রোভিচ স্বপ্নে মশগুল। 'আমার ছেলে... বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক... আমার আর্কাশা...' নিরন্তর তাঁর মাথার ভেতরে ঘুরতে লাগল। তিনি অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু মাথায় ঘুরে ফিরে আসতে লাগল সেই একই চিন্তা। তাঁর মনে পড়ল পরলোকগতা স্ত্রীর কথা। 'আহা, দেখে যেতে পারল না...' বিষণ্ন মনে ফিসফিস করে বললেন।... নীলচে রঙের একটা হৃষ্টপুষ্ট পায়রা উড়ে এসে পথের ওপর বসল, কুয়োর ধারে কিছুটা জল জমে ডোবা হয়ে আছে দেখতে পেয়ে জলপান করার জন্য তড়িঘড়ি সেখানে উড়ে গেল। নিকলাই পেত্রোভিচ পায়রাটাকে দেখতে লাগলেন, এমন সময় তাঁর কানে এসে বাজল চাকার আওয়াজ — একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে।

'আমার মনে হয় ওরাই, হুজুর,' বড় ফটকের বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ভৃত্য জানাল।

নিকলাই পেত্রোভিচ এক লাফে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে রাস্তা বরাবর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিন ঘোড়ায় জোতা একটা গাড়ি আসছে। গাড়ির ভেতর থেকে ঝলক দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের টুপির নীল ফিতে আর বড় আদরের সেই পরিচিত মুখের আদলটি।

'আর্কাশা! আর্কাশা!' হাত নাড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কির্সানভ ছুটলেন।... কয়েক মুহূর্ত বাদেই তাঁর ঠোঁটজোড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতকের শ্মশ্রুগুম্ফহীন, রোদে পোড়া, ধূলিধূসরিত গণ্ডদেশে এসে ঠেকল।

দুই

'ধুলোটুলোগুলো আগে ঝাড়তে দাও বাবা, নয়ত তোমার গায়ে নোংরা লেগে যাবে,' বাপের আদরের উত্তরে উৎফুল্ল হয়ে আর্কাদি বলল। পথের ধকলে তার কণ্ঠস্বর কিছুটা ভেঙে গেলেও কিশোরসুলভ সুরেলা।

'ও কিছু না, ও কিছু না,' সস্নেহে মৃদু হেসে নিকলাই পেত্রোভিচ বললেন। তারপর বার দুয়েক পুত্রের গ্রেটকোটের কলার এবং নিজের ওভারকোট হাত দিয়ে ঝাড়লেন। 'দেখি, দেখি, তোকে একবার ভালো করে দেখি,' বলতে বলতে তিনি পেছনে সরে গেলেন, পরক্ষণেই দ্রুত পদক্ষেপে সরাইখানার দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'এই যে এদিকে, এদিকে। ঘোড়াগুলোকে জোরে হাঁকাও।'

নিকলাই পেত্রোভিচকে তাঁর পুত্রের চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত দেখাচ্ছিল। তিনি যেন খানিকটা অপ্রতিভ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন, কেমন যেন ঘাবড়ে গেছেন। আর্কাদি এই অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করল।

সে বলল, 'বাবা, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিই। এ হল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাজারভ, যার কথা আমি তোমাকে প্রায়ই চিঠিতে লিখতাম। অনুগ্রহ করে ও কিছুদিনের জন্যে আমাদের বাড়িতে থাকতে রাজী হয়েছে।'

দীর্ঘকায় বাজারভ সবে ঘোড়ার গাড়ি থেকে বাইরে নেমে এসেছে। তার গায়ে ঝালর দেয়া লম্বা ঝুলের সফরী কোট। নিকলাই পেত্রোভিচ চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাজারভ সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে না দিলেও নিকলাই পেত্রোভিচ তার দস্তানা-ছাড়া লাল টকটকে খালি হাতটা চেপে ধরলেন।

'পরম প্রীত হলাম,' তিনি বললেন, 'আমাদের এখানে আগমনের সদিচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞ। আশা করি... হ্যাঁ, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পুরো নামটা?'

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভ,' কোটের কলারটা পেছনে উলটে দিয়ে আলস্যজড়িত অথচ পুরুষালী কণ্ঠে জবাব দিল বাজারভ। এবারে তার পুরো মুখটা নিকলাই পেত্রোভিচের নজরে এলো। দীর্ঘ ও শীর্ণ। প্রশস্ত ললাট। নাকের ওপরের অংশ চেটাল, নীচের দিক টিকল। বড় বড় চোখে সবুজ রঙের আভা। গালের দু'পাশে বালিরঙের ঝুলন্ত একজোড়া জুলফি। একটা স্থির মৃদু হাসিতে তার মুখটা দীপ্ত, মুখে প্রকাশ পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস ও প্রখর বুদ্ধির ঝলক।

নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর কথার জের টেনে বললেন, 'মহদাশয় ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, আশা করি আমাদের এখানে আপনি মন খারাপ করার অবকাশ পাবেন না।'

বাজারভের পাতলা ঠোঁটজোড়ায় মৃদু শিহরন দেখা দিল, কিন্তু নিকলাই পেত্রোভিচের কথার জবাবে কিছুই না বলে সে মাথার টুপিটা সামান্য ওঠালো মাত্র। তার গাঢ় ধূসর বর্ণের কেশরাশি দীর্ঘ ও ঘন হওয়া সত্ত্বেও মাথার প্রশস্ত খুলির বিশাল স্ফীতি তাতে ঢাকা পড়ে নি।

নিকলাই পেত্রোভিচ পুত্রের দিকে ফিরে আবার বললেন, 'তাহলে আর্কাদি কী বলিস? এখন ঘোড়াগুলো জুততে বলব কি? নাকি তোরা একটু জিরিয়ে নিতে চাস?'

'বাড়িতে গিয়ে জিরোব'খন বাবা। জুততে বল।'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি,' পুত্রের মুখের কথা পড়তে না পড়তে পিতা বললেন। 'এই পিওতর, শুনছিস? বন্দোবস্ত কর্। একটু চটপট কর্ ভাই।'

পিওতর একজন উন্নতমানের মার্জিত ভৃত্য, তাই প্রভুপুত্রের হস্তচুম্বনের জন্য সে এগিয়ে আসে নি, কেবল দূর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে নমস্কার জানিয়েছে। প্রভুর আদেশ শুনে সে ফের সদর ফটকের ভেতর দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ইতিমধ্যে সরাইখানার মালিকের স্ত্রী একটা লোহার পাত্র করে আর্কাদির জন্য জল নিয়ে আসায় আর্কাদি জল পান করতে লাগল। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলতে শুরু করেছে। বাজারভ পাইপ ধরিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

নিকলাই পেত্রোভিচ ব্যস্ত হয়ে আর্কাদিকে বললেন, 'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। তবে তোর ঘোড়ার গাড়ির জন্যেও তিনটে ঘোড়া আছে। কিন্তু আমার গাড়িতে কেবল দু'জনের বসার জায়গা হবে। জানি না, তোর বন্ধু...'

'ও বড় গাড়িটায় যাবে,' বাবাকে থামিয়ে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল আর্কাদি। 'ওর সঙ্গে ও সব লৌকিকতার কোন দরকার নেই, বাবা, প্লীজ। ও চমৎকার ছেলে, একেবারে সাদাসিধে... দেখলেই বুঝতে পারবে।'

নিকলাই পেত্রোভিচের কোচোয়ান ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এলো।

বাজারভ তার ভাড়া-গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে ফিরে বলল, 'ওহে চাপদাড়ি, একটু গতর-টতর নাড়াও!'

গাড়োয়ানের সঙ্গে ভেড়ার চামড়ার কোটের পেছনকার ফুটোর ভেতরে হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার সঙ্গী-গাড়োয়ান। বাজারভের মন্তব্য কানে যাওয়ামাত্র সে বলল, 'শুনলি মিতিয়া, বাবু তোকে কী বলে ডাকলেন? চাপদাড়ি! — চাপদাড়িই বটে তুই।'

মিতিয়া কোন উচ্চবাচ্য না করে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর্মাক্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে খুলল।

'চটপট, ওরে ছোঁড়ারা চটপট কর্,' নিকলাই পেত্রোভিচ হাঁক দিলেন, 'ভোদ্কার জন্যে বখশিস পাবি 'খন!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘোড়া জোতা হয়ে গেল। ছোট গাড়িটায় বাপ-বেটার জায়গা হয়ে গেল। পিওতর কোচবক্সে উঠে পড়ল। বাজারভ লাফিয়ে বড় গাড়িতে চড়ে বসে চামড়ার গদিতে মাথা গুঁজল। দুটো গাড়িই যাত্রা করল।

তিন

'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত তাহলে ডিগ্রী নিয়ে বাড়ি এলি,' কখনও আর্কাদির ঘাড়, কখনও বা তার হাঁটু স্পর্শ করে নিকলাই পেত্রোভিচ বলতে থাকেন। 'এলি তাহলে!'

'জ্যাঠামশাই কেমন আছেন? ভালো ত?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল। যদিও সে প্রায় শিশুর মতো অকপট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিল, তবু কথাবার্তাকে আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাব থেকে মুক্ত করে প্রাত্যহিকতার পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল।

'ভালো আছে। তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার সঙ্গে

আসতেও চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন জানি মত পালটাল।'

'তুমি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে আমার জন্যে?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'তা প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক হবে।'

'ওঃ বাবা, তোমার মতো লোক আর হয় না!'

আর্কাদি চট করে বাপের দিকে ফিরে সশব্দে তাঁর গণ্ডদেশ চুম্বন করল। নিকলাই পেত্রোভিচ নিঃশব্দে হাসলেন।

তিনি বললেন, 'তোর জন্যে যা চমৎকার একটা ঘোড়া রেখেছি না! দেখবি এখন। আর তোর ঘরেও নতুন দেয়াল-কাগজ লাগানো হয়েছে।'

'আর বাজারভের জন্যে? ওর জন্যে ঘর আছে ত?'

'ওর জন্যেও পাওয়া যাবে 'খন।'

'দেখো বাবা, ওকে একটু আদর-আপ্যায়ন করো। ওর বন্ধুত্বের দাম যে আমার আছে কতখানি, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, বাবা।'

'ওর সঙ্গে তোর আলাপ কি অনেক দিনের?'

'না, এই সম্প্রতি।'

'হ্যাঁ, গত শীতকালে আমি ওকে দেখি নি। কী করে ও?'

'ওর আসল সাবজেক্ট হল প্রকৃতিবিজ্ঞান। কিন্তু তা হলে কী হবে, সব বিষয়েই ওর জ্ঞান আছে। আগামী বছর ডাক্তারের ডিগ্রী নেবার ইচ্ছে আছে ওর।'

'ও! ডাক্তারী পড়ছে, তা-ই বল,' এই বলে নিকলাই পেত্রোভিচ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'পিওতর, দ্যাখ দেখি, আমাদের চাষীরা চলেছে যেন? তাই ত মনে হচ্ছে।'

প্রভু হাত দিয়ে যেদিক দেখাল পিওতর সেই দিকে তাকিয়ে দেখল। লাগামছাড়া ঘোড়ায় জোতা কয়েকটা গাড়ি সংকীর্ণ গ্রাম্য পথ ধরে দ্রুত গড়াতে গড়াতে চলেছে। প্রত্যেকটি গাড়িতে বসে আছে একজন, বড় জোর দু'জন করে চাষী। তাদের সকলের গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, কোটের বুক খোলা।

'হ্যাঁ, ওরাই বটে, হুজুর,' পিওতর বলল।

'ওরা চলেছে কোথায়? শহরে নাকি?'

'শহরে বলেই ত মালুম হয়। শুঁড়িখানায় হবে আর কি,' অবজ্ঞাভরে এই কথাগুলো যোগ করে সে কোচোয়ানের দিকে মাথাটা এমন ভাবে সামান্য ঝুঁকাল, যেন তাকে সাক্ষী মানছে। কিন্তু লোকটার তাতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে ছিল সাবেকি ধাঁচের মানুষ, আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে সে সায় দিতে পারে না।

নিকলাই পেত্রোভিচ পুত্রের দিকে ফিরে বললেন, 'এ বছর চাষীগুলোকে নিয়ে হয়েছে বড় জ্বালা। খাজনা-টাজনা কিছুই দেয় না। কী যে করি?'

'আর তোমার খেত-মজুর যারা, তাদের নিয়ে ভালো চলছে ত?'

'হ্যাঁ, তা চলছে,' নিকলাই পেত্রোভিচ দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন। 'মুশকিলটা এই যে ওরা বাইরে থেকে উস্‌কানি পায়। তাছাড়া নিজস্ব কোন উদ্যোগও এখন পর্যন্ত দেখি না। জোয়াল নষ্ট করে ফেলে। জমিটা অবিশ্যি চষেছে মন্দ নয়। যা হোক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু চাষবাস তোকে কি আর এখন টানে?'

আর্কাদি বাপের শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমাদের এখানে কোন ছায়া নেই দেখছি।'

'উত্তরের ব্যালকনির ওপর আমি বড় একটা ছাউনি করে দিয়েছি। এখন খোলা হাওয়ায় বসে খাওয়াদাওয়াও করা যায়,' নিকলাই পেত্রোভিচ বললেন।

'সেটা অনেকটা বাগানবাড়ির মতন হবে না?.. সে যাক গে, এসবই নেহাৎ ছোটখাটো ব্যাপার। অমনিতেই যা সুন্দর জল-হাওয়া! কী চমৎকার গন্ধ! সত্যি বলতে গেলে কি, দুনিয়ার আর কোথাও এখানকার মতো এমন মিষ্টি গন্ধ আছে বলে আমার মনে হয় না! তাছাড়া এখানকার আকাশ...'

বলতে বলতে আর্কাদি হঠাৎ থেমে গেল, আড়চোখে পেছন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

নিকলাই পেত্রোভিচ মন্তব্য করলেন, 'তুই ত বলবিই। তুই এখানে জন্মেছিস, এখানকার সব কিছুই তোর কাছে কেমন বিশেষ বিশেষ ত মনে হবেই...'

'কিন্তু বাবা, লোকের জন্ম যেখানেই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।'

'তা হলেও!..'

'না, তাতে একেবারেই আসে যায় না।'

নিকলাই পেত্রোভিচ অপাঙ্গে পুত্রের দিকে তাকালেন। গাড়ি আরও আধমাইল অতিক্রম করার পর দু'জনের মধ্যে আবার কথাবার্তা শুরু হল।

নিকলাই পেত্রোভিচ শুরু করলেন, 'আমার মনে নেই তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম কিনা, তোর বুড়ি আয়া ইয়েগোরভ্না মারা গেছে।'

'তাই নাকি? আহা, বেচারি! আচ্ছা, প্রকোফিচ বেঁচে আছে কি?'

'বেঁচে আছে, যেমন ছিল তেমনি আছে — এতটুকু বদলায়

নি। সেই আগের মতোই খিটখিটে। মোট কথা, আমাদের এই মারিইনোতে বড় রকমের কোন অদলবদল তোর চোখে পড়বে না।'

'তোমার সরকার সেই একই লোক আছে?'

'একমাত্র এখানেই যা বদল হয়েছে। আমি ঠিক করেছি যে-সমস্ত ভূমিদাস মুক্তি পেয়েছে, যারা আগে গেরস্থালির দেখাশোনা করত তাদের কাউকে আর রাখব না — অন্তত পক্ষে দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজের ভার তাদের দেব না।' (আর্কাদি চোখের ইশারায় পিওতরকে দেখাল।) 'Il est libre en effet',* নিকলাই পেত্রোভিচ চাপা স্বরে মন্তব্য করলেন, 'তবে ও হল গিয়ে আমার খাস চাকর। এখন আমার যে সরকার সে শহুরে লোক, লোকটা নিজের কাজ জানেশোনে বলেই মনে হয়। বছরে আড়াইশ' রুব্‌ল মাইনে ধার্য করেছি।' ভেতরে ভেতরে বিচলিত হয়ে পড়লে নিকলাই পেত্রোভিচের বরাবর যা মুদ্রাদোষ এবারেও তেমনি হাত দিয়ে কপাল আর ভুরু ঘসতে ঘসতে তিনি যোগ করলেন, 'হ্যাঁ তোকে এইমাত্র যে বললাম, মারিইনোতে কোন অদলবদল তোর চোখে পড়বে না... এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আগে থেকে তোকে সচেতন করে দেওয়া উচিত হবে, যদিও...'

একমুহূর্তের জন্য তিনি কথার মাঝখানে হোঁচট খেলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন, তবে এবারে ফরাসী ভাষায়:

'কোন কট্টর নীতিবাগীশ আমার অকপট স্বীকারোক্তিকে অসঙ্গত মনে করতে পারে। কিন্তু প্রথম কথা হল, ঘটনাটা গোপন রাখা যাচ্ছে না, দ্বিতীয়ত তুই ভালো ভাবে জানিস,

---

* ও আসলেই স্বাধীন (ফরাসী)।

বাপ-ছেলের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে চিরকাল আমার নিজস্ব কতকগুলো ধ্যানধারণা ছিল। তবে হ্যাঁ, তুই আমাকে নিন্দে করতে পারিস — সে অধিকার তোর আছে। আমার এই বয়সে... এক কথায়, সেই যে... সেই মেয়েটা, যার কথা তুই ইতিমধ্যে সম্ভবত শুনেও থাকবি...'

'ফেনেচ্‌কার কথা বলছ ত?' বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

নিকলাই পেত্রোভিচ আরক্ত হয়ে উঠলেন।

'দোহাই তোর, ওর নাম অত জোরে বলিস নে।... হ্যাঁ... ও এখন আমার কাছে থাকে। আমি ওকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি।... দুটো ছোট ছোট ঘর ছিল সেখানে। তবে হ্যাঁ, পুরো ব্যবস্থাটাই বদল করা যায়।'

'না, না, তার কী দরকার, বাবা?'

'তোর বন্ধু আমাদের এখানে অতিথি হয়ে এসেছে।... কেমন যেন দেখায়...'

'বাজারভের কথা যদি বল, দোহাই তোমার, ওর জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ও এসবের ঊর্ধ্বে।'

'তাছাড়া তুইও ত আছিস,' নিকলাই পেত্রোভিচ ক্ষান্ত হলেন না। 'বার-বাড়ির অবস্থাটা ত ভালো নয় — মুশকিল ত সেখানেই।'

'আহা, তুমি থাম দেখি বাবা,' তাঁর মুখের কথা পড়তে না পড়তে আর্কাদি বলল, 'লোকে ভাববে তুমি বুঝি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ। তোমার লজ্জা করা উচিত।'

'লজ্জা ত করেই, করা উচিত,' বলতে বলতে নিকলাই পেত্রোভিচ আরও আরক্ত হয়ে উঠলেন।

'হয়েছে বাবা, আর নয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!'

আর্কাদির মুখে মধুর হাসি খেলে গেল। ‘ক্ষমা চাইবার কী আছে?’ মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে উদার ও কোমল স্বভাবের পিতার জন্য এক ধরনের প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠত্ববোধের সঙ্গে গভীর প্রশ্রয়পূর্ণ মমতায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ‘দোহাই তোমার, আর নয়,’ আরও একবার কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারে আপনার পরিণত বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার উপলব্ধিতে পরম পুলক বোধ করল।

নিকলাই পেত্রোভিচ তখনও হাত দিয়ে কপাল রগড়াচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুত্রকে এক ঝলক দেখে নিলেন। দেখামাত্র হৃদয়ে কিসের যেন একটা তীক্ষ্ন খোঁচা অনুভব করলেন। কিন্তু এর জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করলেন।

‘এই যে, এখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের খেতখামার,’ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তিনি মুখ খুললেন।

‘আর ঐ যে সামনের ওই বনটা — ওটা কি আমাদের?’ আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ, আমাদের। তবে আমি বেচে দিয়েছি। এ বছরে কেটে ফেলা হবে।’

‘কেন, বেচে দিলে কেন?’

‘টাকার দরকার ছিল। তাছাড়া এই জমিটা চাষীদের হাতে চলে যাচ্ছে।’

‘যারা তোমাকে খাজনা দেয় না তাদের হাতে চলে যাচ্ছে?’

‘এটা ওদের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আজ হোক কাল হোক খাজনা ওরা দেবেই। না দিয়ে যাবে কোথায়?’

‘বনটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে,’ এই বলে আর্কাদি নজর দিয়ে চারধার দেখতে লাগল।

যে-সব জায়গার ওপর দিয়ে ওরা যাচ্ছিল সেগুলোকে ছবির মতো সুন্দর ঠিক বলা চলে না। দূর দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে মাঠ, মাঠের পর মাঠ — কোথাও সামান্য উঁচু, কোথাও বা নাবাল; কোথাও কোথাও চোখে পড়ে ছোট বন, এঁকেবেঁকে চলে গেছে নীচু নীচু পাতলা ঝোপঝাড়ে ছাওয়া খাত। মনে হয় যেন সম্রাজ্ঞী ইয়েকাতেরিনার কালের*) সাবেকি মানচিত্রের প্রতিরূপ চোখের সামনে ভাসছে। এছাড়াও পথে পড়ছিল নদী-নালা আর তাদের ক্ষয়িত তটভূমি, এঁদো পুকুর, পুকুরের জরাজীর্ণ ঘাট, পল্লীগ্রাম, প্রায় অর্ধবিধ্বস্ত কালো চালায় ঢাকা পল্লীকুটির, পরিত্যক্ত খামারের পাশে মাড়াইয়ের জন্য শুকনো ডালপালার দেয়াল-ঘেরা ভগ্নপ্রায় চালাঘরের হাঁ-করা ফটক, আর গির্জা — কতকগুলি ইটের তৈরি — তাদের গায়ের আস্তর জায়গায় জায়গায় খসে গেছে, কতকগুলি বা কাঠের — তাদের মাথার ওপরকার ক্রস হেলে পড়েছে, প্রাঙ্গণের কবরখানা বিধ্বস্ত। আর্কাদির মনটা একটু একটু করে দমে যেতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশত, পথে যে-সমস্ত চাষীর দেখা পাওয়া গেল তারা সকলেই জীর্ণ বেশধারী, চরম দুর্দশাগ্রস্ত। ছালবাকল-ওঠা, ডালপালা-ভাঙা উইলো গাছগুলি পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণশীর্ণ ভিখারীর মতো। শুকনো, হাড় জিরজিরে রুক্ষ চেহারার গোরুর পাল গোগ্রাসে নর্দমার ধারের ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা যেন সবে কোন মারাত্মক দানবের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের ছিনিয়ে এনেছে। বসন্তের এই সুন্দর দিনটির মাঝখানে এই জীর্ণশীর্ণ পশুপালের করুণ চেহারা যেন নিরানন্দ ও অনন্ত শীতের, শীতকালের বরফঝড়, হিম আর তুষাররাশির এক পাণ্ডুর প্রেতমূর্তির আভাস সূচনা করছে। এই সব দেখতে দেখতে আর্কাদি মনে মনে ভাবল, 'নাঃ,

এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ বলা চলে না; এখানে না আছে অবাক করার মতো প্রাচুর্য না কোন উদ্যম। না, না, এ জায়গাকে এ ভাবে ফেলে রাখা উচিত হবে না। এর পরিবর্তন অবশ্যই চাই। কিন্তু কী ভাবে করা যায়, কী ভাবে সে কাজে নামা যায়?..'

এই ভাবে আর্কাদি চিন্তা করতে লাগল। যতক্ষণ সে চিন্তা করতে করতে চলল ততক্ষণে বসন্ত তার নিজস্ব রূপে দেখা দিল। চতুর্দিকে স্বর্নাভ সবুজের সমারোহ, মৃদুমন্দ সমীরণের উষ্ণ নিশ্বাসে গাছপালায়, ঝোপে-ঝাড়ে, ঘাসে ঘাসে — সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মৃদু শিহরন, উজ্জ্বল আভা। লার্ক-পাখিদের অবিরাম সুরলহরীর উচ্ছ্বাসে সর্বত্র মুখরিত। টি-টি পাখির দল নাবাল তৃণভূমির ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে কখনও বিলাপ করছে, কখনও বা নিঃশব্দে টিলা পার হয়ে চলেছে। রবিশস্যের খেতগুলিতে ফসল এখনও তেমন বড় হয়ে ওঠে নি, খেতের স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মধ্যে সুন্দর কালো ছায়া বিস্তার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকের দল। খেতের রাই সামান্য সাদা-সাদা হয়ে এসেছে, কাকগুলি তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কদাচিৎ খেতের ধোঁয়া-ধোঁয়া তরঙ্গের মাঝখান থেকে মাথা বার করছে। আর্কাদি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তার মনের ভাবনাচিন্তা একটু একটু করে দুর্বল হতে হতে শেষে মিলিয়ে গেল।... সে গা থেকে গ্রেটকোট খুলে ফেলল, একটা ছোট বালকের মতো উৎফুল্ল হয়ে এমন ভাবে বাপের দিকে তাকাল যে তিনি ওকে আবার আলিঙ্গন করলেন।

নিকলাই পেত্রোভিচ বললেন, 'আর বেশি দূর নেই। এই যে এই টিলাটার ওপর উঠলেই বাড়ি চোখে পড়বে। আমাদের একসঙ্গে দিব্যি কাটবে রে আর্কাশা! তুই আমাকে খেতখামার দেখাশোনার কাজে সাহায্য করবি, অবশ্য এ কাজ যদি তোর

একেবারে একঘেয়ে না লাগে। আমাদের নিজেদের মধ্যে এখন ভালো মিলমিশ হওয়া দরকার, আমাদের একে অন্যকে ভালো ভাবে জানা দরকার। ঠিক বলি নি?'

'অবশ্যই,' আর্কাদি বলল। 'ওঃ কী সুন্দরই না আজকের এই দিনটা!'

'তুই এসেছিস বলে রে। হ্যাঁ বসন্ত তার সমস্ত রূপ উজার করে ঢেলে দিয়েছে। আর হ্যাঁ, পুশ্‌কিনের সঙ্গে আমি একমত — তোর মনে আছে 'ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিনের' সেই কথাগুলো:

কী বেদনা জাগে মনে তব আগমনে,
মধুমাস, মধুমাস, প্রণয়ের কাল!
কত যে...'*)

'আর্কাদি!' বড় ঘোড়াগাড়ি থেকে শোনা গেল বাজারভের কণ্ঠস্বর। 'আমাকে একটা দেশলাই পাঠিয়ে দে, আমার এখানে পাইপ ধরানোর মতো কিছু নেই।'

নিকলাই পেত্রোভিচ বাধা পেয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন। আর্কাদি বেশ খানিকটা অবাক হয়ে, তবে সেই সঙ্গে আবেগ নিয়েও বটে, আবৃত্তি শুনতে শুরু করেছিল। বাজারভের কথা শুনে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পকেট থেকে রুপোবাঁধানো দেশলাইয়ের বাক্স বার করে পিওতরের হাত দিয়ে বাজারভের কাছে পাঠিয়ে দিল।

বাজারভ আবার হেঁকে বলল, 'সিগার চাই তোর?'

'দে,' আর্কাদি উত্তরে বলল।

পিওতর ওদের গাড়িতে ফিরে এসে দেশলাই বাক্স সমেত একটা মোটা কালো চুরুট আর্কাদির হাতে তুলে দিল।

আর্কাদিও কালবিলম্ব না করে চুরুট ধরিয়ে ফেলল। কড়া তামাকের একটা উগ্র ও ঝাঁঝাল গন্ধে তার চারধার ছেয়ে গেল। নিকলাই পেত্রোভিচ জীবনে কখনও তামাক খান নি, তাই গন্ধ নাকে যেতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও — অবশ্য পুত্রের মনে যাতে আঘাত না লাগে সেই জন্য তার অলক্ষ্যে — নাক ঘুরিয়ে নিলেন।

পনেরো মিনিট বাদে দুটো গাড়িই লাল রঙের লোহার ছাদে ঢাকা একটা ছাইরঙা নতুন বাড়ির দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এই জায়গাটার নামই মারিইনো। এটাকে নবপল্লীও বলা হয়। আবার চাষীরা হা-ঘর গাঁ-ও বলে।

চার

গৃহভৃত্যের দল প্রভুদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দেউড়িতে ভিড় করে ভেঙে পড়ল না। দাসদাসী বলতে দেখা দিল একমাত্র বছর বারো বয়সের একটি ছোট মেয়ে, তার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা। পিওতরের সঙ্গে তার চেহারার বেশ মিল। গায়ে তকমা-আঁটা ছাইরঙা কোর্তা, কোর্তার সাদা বোতামে প্রতীক চিহ্ন আঁকা। এ হল পাভেল পেত্রোভিচ কির্সানভের খাসভৃত্য। ছোকরা নীরবে ছোট গাড়িটার দরজা খুলে দিল, তারপর বড় গাড়ির পর্দার বাঁধন খুলল। নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর পুত্র ও বাজারভ সমভিব্যাহারে একটা হলঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। হলঘরটা অন্ধকার, প্রায় খালি। দরজার ওপাশ থেকে এক ঝলক দেখা দিল এক অল্পবয়স্কা মহিলার মুখ। হলঘর ছেড়ে তিনজনে এসে হাজির হল বৈঠকখানায়। এই ঘরটা কিন্তু আধুনিকতম রুচিতে সাজানো।

‘এই ত আমরা বাড়িতে চলে এসেছি,’ মাথার টুপিটা খুলে ঝাঁকুনি দিয়ে চুল পেছনে সরিয়ে দিয়ে নিকলাই পেত্রোভিচ বললেন। ‘এখন বড় কথা, কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করা।’

‘কিছু খেতে পারলে অবশ্য মন্দ হত না,’ সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আড়িমুড়ি ভাঙতে ভাঙতে বাজারভ বলল।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়া হোক, তাড়াতাড়ি খাওয়া দরকার,’ প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও নিকলাই পেত্রোভিচ পা ঠুকে বললেন। ‘আরে এই ত প্রকোফিচ এসে গেছে।’

যে ভৃত্যটি প্রবেশ করল তার বয়স বছর ষাটেক, রোগা পাতলা চেহারা, গায়ের রঙ তামাটে, পরনে খয়েরী রঙের টেইল কোট, তামার বোতাম আঁটা, গলায় গোলাপী রুমাল বাঁধা। লোকটা দাঁত বার করে হাসল, এগিয়ে এসে আর্কাদির হস্তচুম্বন করল, তারপর অতিথিকে নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে পিছু হটে গিয়ে কোমরের পেছনে হাত রেখে দাঁড়াল।

‘এই যে প্রকোফিচ দেখ,’ নিকলাই পেত্রোভিচ শুরু করলেন, ‘শেষকালে এলো আমাদের এখানে।... অ্যাঁ? দেখে কী রকম মনে হয় তোমার?’

‘দেখতে চমৎকার লাগছে হুজুর,’ বুড়ো দাঁত বার করে বলল, কিন্তু পরক্ষণেই তার ঘন ভুরুজোড়ায় ভাঁজ পড়ল। ‘হুকুম হয় ত টেবিলে খানা সাজাই?’ গম্ভীর ভাবে সে বলল।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আর বলতে। তবে হ্যাঁ ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ, প্রথমে আপনার ঘরটায় যাবেন কি?’

‘না, ধন্যবাদ। তার কোন দরকার নেই। ওদের কেবল বলে দিন আমার সুটকেসখানা যেন ওখানে নিয়ে রেখে দেয়, আর

এই যে এই পোশাকটাও,' গায়ের সফরী কোটটা খুলতে খুলতে সে যোগ করল।

'খুব ভালো কথা। প্রকোফিচ, ওঁর কোটটা নিয়ে যাও।' (প্রকোফিচ কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে দুই হাত দিয়ে বাজারভের 'পোশাকটা' নিয়ে মাথার ওপরে তুলে ধরে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল), 'আর তুই আর্কাদি? তুই কি যাবি একটু তোর নিজের কামরায়?'

'হ্যাঁ, হাতমুখ ধুয়ে একটু সাফসুতর হওয়া দরকার,' এই বলে আর্কাদি দরজার দিকে যেতে যাবে এমন সময় বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। লম্বায় মাঝারি। পরনে কালো রঙের ইংলিশ স্যুট, গলায় হালফ্যাশনের খাটো গলবন্ধ, পায়ে চকচকে চামড়ার জুতো। ইনি পাভেল পেত্রোভিচ কির্সানভ। দেখলে তাঁকে বছর পঁয়তাল্লিশ মনে হয়। তাঁর মাথার ছোট-করে-ছাঁটা সাদা চুলের ওপর নতুন চাঁদির মতো একটা গাঢ় রঙের দীপ্তি ঝলমল করছে। মুখে বিষণ্নতার ছাপ, কিন্তু বলিরেখার চিহ্ন নেই — অসাধারণ নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন — যেন একটা সূক্ষ্ম ও হালকা ছেনি দিয়ে কাটা; তাতে প্রকাশ পাচ্ছে অপূর্ব সৌন্দর্যের আভাস। বিশেষ করে আকর্ষণীয় তাঁর স্বচ্ছ কালো পটলচেরা চোখজোড়া। আর্কাদির জ্যাঠার অবয়ব পুরোদস্তুর মার্জিত, আভিজাত্যপূর্ণ। তাঁর চেহারার মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে কিশোরসুলভ সৌষ্ঠব, ধরণীর সীমানা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা সচরাচর বয়সের বিশেষ একটা কোঠা পেরোলে লোপ পায়।

পাভেল পেত্রোভিচ তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে হাত বার করে বাড়িয়ে দিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে। সুন্দর হাতটি, গোলাপী রঙের লম্বা লম্বা নখ; শার্টের তুষারশুভ্র কফে

লাগানো একটিমাত্র সাদা ঝকমকে বিশাল মণিখণ্ডের বোতামে সে হাত আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। প্রাথমিক ভাবে ইউরোপীয় কেতায় হ্যাণ্ডশেক করার পর তিনি রুশী প্রথা অনুযায়ী আর্কাদিকে চুম্বন করলেন, অর্থাৎ তাঁর সুরভিত গোঁফজোড়া তিনবার আর্কাদির গালে বুলোলেন, তাকে স্বাগত জানালেন।

নিকলাই পেত্রোভিচ বাজারভের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাভেল পেত্রোভিচ তাঁর নমনীয় দেহাবয়ব ঈষৎ আনত করে মৃদু হাসলেন, কিন্তু হাত বাড়ালেন না; শুধু তা-ই নয়, হাত ফের পকেটে পুরলেন।

'আমি ত ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি আজ আর আসছ না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে, শিষ্ট ভঙ্গিতে সামান্য দুলতে দুলতে সাদা ঝকমকে সুন্দর দন্তপংক্তি প্রকাশ করে মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন। 'পথে কোন বিপদ-আপদ ঘটে নি ত?'

'না না তা ঘটে নি,' আর্কাদি জবাব দিল। 'এদিক-ওদিক করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেল আর কি। তবে এখন রাক্ষসের মতন খিদে পেয়েছে আমাদের। প্রকোফিচকে একটু তাড়া দাও বাবা, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাব,' ঝট করে সোফা থেকে উঠে পড়ে বাজারভ বলল। দুই যুবকই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কে?'

'আর্কাশার বন্ধু। আর্কাশার কথায়, ভারী বুদ্ধিমান।'

'এ কি আমাদের এখানে থাকবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এই লোমশটা?'

'হ্যাঁ। কেন?'

পাভেল পেত্রোভিচ নখ দিয়ে টেবিলের ওপর তাল ঠুকলেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি আর্কাদি c'est dégourdi,*' তিনি মন্তব্য করলেন। 'ও ফিরে আসাতে আমি খুশি হয়েছি।'

খেতে বসে কথাবার্তা বিশেষ হল না। বিশেষত বাজারভ প্রায় কোন কথাই বলল না, তবে খেল প্রচুর। নিকলাই পেত্রোভিচ — তাঁর নিজের ভাষায় যাকে তিনি বলেন তাঁর কৃষক জীবন — সে-সম্পর্কে নানা ঘটনা বললেন। তিনি আসন্ন সরকারী ব্যবস্থাদি, বিভিন্ন কমিটি, প্রতিনিধিত্ব*⁾, মেশিন প্রচলনের আবশ্যকতা ইত্যাদি নিয়ে কথা বললেন। পাভেল পেত্রোভিচ খাবার ঘরের ভেতরে সামনে-পেছনে ধীরে ধীরে পায়চারী করে চললেন (সান্ধ্যভোজন তিনি কখনও করতেন না), কদাচিৎ লাল সুরায় ভরতি পাত্র থেকে চুমুক মারতে লাগলেন, তার চেয়েও মাঝেমধ্যে 'হুঃ, হাঁ, হুম্' গোছের যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করে গেলেন সেগুলোকে কোন মন্তব্য না বলে বোধহয় অভিব্যক্তি বলাই সমীচীন হবে। আর্কাদি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কিছু কিছু সংবাদ জানাল। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। সবে শৈশব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠার পর কোন তরুণ যখন এমন কোন জায়গায় ফিরে আসে, যেখানে লোকে তাকে শিশু বলে দেখতে অভ্যস্ত তখন সচরাচর যে-রকম অস্বাচ্ছন্দ্য তার মনকে অধিকার করে বসে আর্কাদিরও তেমনি হল। সে অকারণে টেনে টেনে কথা বলল। 'বাবা' কথাটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল, এমনকি একবার তার বদলে 'পিতা' বলেও উল্লেখ করল; অবশ্য শব্দটা সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল। সে যে কোন রকম কুণ্ঠা বোধ করছে না এটা বেশি করে দেখানোর জন্য

---

* উচ্ছন্নে গেছে (ফরাসী)।

আসলে যতটা ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে মদ নিজের পানপাত্রে ঢালল, পুরোটা পান করল। প্রকোফিচ আর্কাদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল, সে সর্বক্ষণ নিঃশব্দে তার ঠোঁটদুটো কেবল নাড়ছিল। খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে যে যার জায়গায় চলে গেল।

ড্রেসিং গাউন পরে আর্কাদির বিছানার পাশে বসে বসে একটা বেঁটে মতন পাইপ টানতে টানতে বাজারভ বলল, 'যা-ই বলিস না কেন তোর জ্যাঠা কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের লোক। পাড়া গাঁয়ে কিনা এমন বাবুয়ানি! বোঝ কাণ্ড! আর আঙুলের নখের কথা যদি বলিস — একজিবিশনে রেখে দেবার মতো!'

আর্কাদি উত্তর দিল, 'কিন্তু তুই ত আর জানিস না, একসময় উনি ছিলেন সমাজের মধ্যমণি। একদিন সময় পেলে তোকে বলব ওঁর কাহিনী। দেখতে যা সুন্দর ছিলেন! মেয়েদের মাথা ঘুরে যেত।'

'আচ্ছা, তা-ই বল! তার মানে, পুরনো দিনের স্মৃতিতে আর কি। বড় আফশোসের কথা, এখানে কাকেই বা মুগ্ধ করবেন? আমি সব সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ওঁর শার্টের আশ্চর্য কলার — ঠিক যেন পাথরের, আর দেখছিলাম ওঁর চিবুক — নিখুঁত কামানো। কী মনে হয় আর্কাদি নিকলাইচ? হাস্যকর নয় কি?'

'হয়ত তা-ই। কিন্তু উনি লোক ভালো, সত্যি বলছি।'

'একেবারেই সেকেলে, অচল। তবে তোর বাবা কিন্তু বেশ। অবশ্য কবিতা-টবিতা আবৃত্তি না করলেই পারেন, তাছাড়া চাষবাসের ব্যাপারেও তেমন একটা ভাবনাচিন্তা করেন বলে মনে হয় না। তবে বেশ ভালোমানুষ উনি।'

'আমার বাবার মতন মানুষ হয় না।'

'তুই লক্ষ করেছিস, ওকে কেমন নার্ভাস-নার্ভাস দেখাচ্ছে?'

আর্কাদি মাথা নেড়ে সায় দিল। যেন সে নিজে নার্ভাস হয়ে পড়ে নি।

বাজারভ বলে চলল, 'এই রোমাণ্টিক বুড়োমানুষরা বড় আজব! নিজেদের নার্ভ সিস্টেমকে উত্তেজনার চরম সীমায় টেনে নিয়ে যায়, আর তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে। যাক গে, চলি এখন। আমার ঘরে আবার ইংরেজি কেতার ওয়াশ-স্ট্যান্ড আছে, কিন্তু ঘরের দরজার ছিটকিনি আটকায় না। সে যা-ই হোক না কেন, ইংরেজি কেতার ওয়াশ-স্ট্যান্ড — উৎসাহব্যঞ্জক বটে। প্রগতির লক্ষণ বলা চলে।'

বাজারভ চলে গেল। আর্কাদি এক সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। নিজের বাড়িতে, পরিচিত বিছানায়, কোন প্রিয় হাতের শ্রমে তৈরি লেপের নীচে শুয়ে নিদ্রা যেতে কী মধুরই না লাগে! তার ধাইয়ের মৃদু, কোমল ও অক্লান্ত হাতের স্পর্শ যে এই লেপের ওপর পড়ে নি তা-ই বা কে বলতে পারে? ইয়েগরভ্‌নার কথা মনে হতে আর্কাদি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার অক্ষয় স্বর্গসুখ কামনা করল। নিজের জন্য সে কোন প্রার্থনা করল না।

আর্কাদি এবং বাজারভ দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বাড়ির আর সকলের চোখে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। পুত্রের গৃহ প্রত্যাবর্তনে নিকলাই পেত্রোভিচ উত্তেজনা বোধ করছেন। তিনি বিছানায় শুলেন বটে কিন্তু মোমবাতির আলো না নিভিয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর দাদা দুপুর রাত গড়িয়ে যাবার পরও নিজের পড়ার ঘরে প্রশস্ত গাম্ব্‌সীয় আরাম কেদারায়*) ফায়ার

প্লেসের সামনে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ফায়ার প্লেসে কয়লা ধিকি ধিকি জ্বলছে। পাভেল পেত্রোভিচ গায়ের জামাকাপড় ছাড়েন নি, কেবল পায়ে চকচকে বুটজুতোর বদলে শোভা পাচ্ছে লাল রঙের চীনা চটিজুতো। তাঁর হাতে ধরা আছে Galignani-র সাম্প্রতিক সংখ্যা*), কিন্তু তিনি পড়ছিলেন না; একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ফায়ার প্লেসের দিকে। ফায়ার প্লেসের ভেতরে একটা নীলচে আগুনের শিখা কখনও কমছে কখনও দপ্ করে জ্বলে উঠছে, তিরতির করে কাঁপছে। তাঁর মাথার চিন্তাভাবনা কোথায় ঘুরছে ঈশ্বর জানেন। তবে কেবল যে অতীতেই বিচরণ করছে এমন নয়। তার মুখে একাগ্রতা ও বিষাদের ছাপ। মানুষ কেবল স্মৃতিচারণে ডুবে থাকলে তার মুখের ভাব এরকম হয় না। পেছনের ছোট ঘরটাতে একটা বড় সিন্দুকের ওপর বসে আছে এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক। গায়ে তার হাতকাটা নীল জ্যাকেট, কালো চুলের ওপর সাদা রুমাল বাঁধা। এই অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটিই ফেনেচ্কা। সে কখনও কান পেতে শুনছে, কখনও ঝিমুচ্ছে, কখনও বা দৃষ্টিপাত করছে খোলা দরজার দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে একটা ছোট বাচ্চার পালঙ্ক, শোনা যাচ্ছে ঘুমন্ত শিশুর একটানা নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

পাঁচ

পরদিন সকালে বাজারভের ঘুম ভাঙল সকলের আগে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। চারপাশে তাকিয়ে দেখার পর সে মনে মনে ভাবল, 'হুম্! জায়গাটা ত দেখছি আহা মরি কিছু নয়।' নিকলাই পেত্রোভিচ যখন তাঁর নিজের জমির

সঙ্গে চাষীদের জমির সীমানা বেঁধে দিতে থাকেন, তখন তাঁকে নতুন খামার বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সমতল, তিরিশ বিঘা পরিমাণ এক উজাড় জমি আলাদা করে রাখতে হয়। তিনি সেখানে বসতবাটী ও কাছারি ঘর তুলেছেন, বাগান বানিয়েছেন, একটা পুকুর আর দুটো ইঁদারাও খুঁড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু চারাগাছগুলো নতুন জায়গায় ভালোমতো শেকড় গাড়তে পারল না, পুকুরে জলও খুব কম উঠল, আর ইঁদারার জলের স্বাদ দেখা গেল নোনতা। একমাত্র লাইলাক ও অ্যাকাশিয়া গাছের একটা কুঞ্জ বেশ ঘন পল্লবিত হয়ে উঠল। এখানে কখন কখন চা পান ও মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হয়। বাগানের সবগুলো পথ ঘুরে ঘুরে দেখতে বাজারভের কয়েক মিনিট সময় লাগল। এর মধ্যে সে গোয়ালঘর আর আস্তাবলটাও দেখে নিল। দুই বালক গৃহভৃত্যের সন্ধান পেয়ে তাদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলাপ জমিয়ে নিল, তারপর তাদের সঙ্গে খামার বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরের এক ছোট জলার দিকে রওনা দিল ব্যাঙ ধরার উদ্দেশ্যে।

'ব্যাঙ দিয়ে তুমি কী করবে বাবু?' ছেলেদের মধ্যে একজন ওকে জিজ্ঞেস করল।

নিম্নস্তরের লোকজনের মধ্যে নিজের প্রতি আস্থা জাগিয়ে তোলার একটা বিশেষ ক্ষমতা বাজারভের ছিল, যদিও কস্মিনকালে ওদের সে প্রশ্রয় দিত না, ওদের প্রতি বরাবরই একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করত। তবু ছেলেটার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'তা হলে বলি। আমি ব্যাঙ ধরে চিরে দেখি ওর শরীরের ভেতরে কী কাণ্ডকারখানা চলছে। আমি তুমি — আমরা সকলেই এই ব্যাঙের মতো, কেবল দু'পায়ে হাঁটি এই

যা। তাই ব্যাঙ কাটলে আমাদের নিজেদের শরীরের ভেতরে কী কাণ্ডকারখানা চলছে তাও বুঝতে পারব।'

'কিন্তু তা দিয়ে তোমার কী হবে?'

'ধর্ তুই অসুখে পড়লি, তোর চিকিৎসা যদি করতে হয় আমাকে তখন যাতে ভুল না হয়।'

'তুমি কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ।'

'ওরে ভাস্কা, শুনছিস, বাবু বলছেন তুই আর আমিও নাকি ব্যাঙ। তাজ্জব ব্যাপার!'

ভাস্কার বয়স বছর সাতেক। তার মাথার চুল শণের মতন সাদা, গায়ে ছাইরঙা কসাক কামিজ, খাড়া কলার, খালি পা। সে বলল, 'ব্যাঙের কথা বলছিস ত? ভয় লাগে ওদের দেখলে।'

'ভয়ের আবার কী আছে? ওরা কি কামড়ায় নাকি?'

'আচ্ছা হয়েছে, এবারে দর্শন-টর্শন ছেড়ে জলে নেমে পড় ত বাবারা,' বাজারভ বলল।

ইতিমধ্যে নিকলাই পেত্রোভিচেরও ঘুম ভেঙে গেছে। আর্কাদির কাছে গিয়ে দেখলেন সে ততক্ষণে জামাকাপড় পরে ফেলেছে। পিতা-পুত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মোটা কাপড়ের ছাউনি ঢাকা টেরাসে। রেলিং-এর কাছে, টেবিলের ওপরে লাইলাক ফুলের বড় বড় স্তবকের মাঝখানে সামোভার ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। সেই যে ছোট মেয়েটি গতকাল ওদের আসার পর দেউড়িতে প্রথম এসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার আবির্ভাব ঘটল। তীক্ষ্নকণ্ঠে সে জানাল:

'ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্না্র শরীরটা ভালো নেই, তাই আসতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করতে বলেছেন আপনারা

নিজেরাই চা ঢেলে নেবেন, নাকি দুনিয়াশাকে পেঠিয়ে দিতে হবে?'

নিকলাই পেত্রোভিচ মেয়েটির মুখের কথা পড়তে না পড়তে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আমি নিজে ঢেলে নেব, নিজেই ঢেলে নেব 'খন। তুই আর্কাদি কী দিয়ে চা খাস — ক্রীম দিয়ে, না লেবু দিয়ে?'

'ক্রীম দিয়ে,' উত্তর দেবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে আর্কাদি বলল, 'বাবা?'

নিকলাই পেত্রোভিচ অস্বস্তির ভাব নিয়ে পুত্রের দিকে তাকালেন।

'কী?' তিনি বললেন।

আর্কাদি চোখ নামিয়ে নিল।

'বাবা, আমার প্রশ্ন যদি তোমার কাছে অসঙ্গত ঠেকে তাহলে ক্ষমা করো,' আর্কাদি শুরু করল, 'কিন্তু গতকাল তুমি যে রকম খোলাখুলি ভাবে মনের কথা বললে তাতে আমার মনে হয় আমারও উচিত খোলাখুলি ভাবে নিজের মনের কথা বলা... তুমি রাগ করবে না ত?'

'না না, বল্ই না।'

'তোমার কাছ থেকে সাহস পেয়েছি বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি... আমি এখানে আছি বলেই কি ফেনেচ্... আমি আছি বলেই কি সে চা ঢালতে এখানে আসছে না?'

নিকলাই পেত্রোভিচ মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'হয়ত তাই, হয়ত ও মনে করে... ও লজ্জা পাচ্ছে...'

আর্কাদি চট করে চোখ তুলে পিতার মুখের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।

'মিথ্যেই লজ্জা পাচ্ছে কিন্তু। প্রথমত আমার চিন্তাভাবনার ধরন তোমার অজানা নেই (এই কথাগুলো বলার সময় আর্কাদি বেশ তৃপ্তি বোধ করল); দ্বিতীয়ত, তোমার কি মনে হয় তোমার অভ্যস্ত জীবনধারায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার তিলমাত্র ইচ্ছে আমার আছে? তাছাড়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে তোমার পছন্দ খারাপ হতে পারে না। তুমি যদি তোমার সঙ্গে একই ঘরে বাস করার অধিকার তাকে দিয়ে থাক তার মানে, সে এই অধিকারের যোগ্য। সে যাই হোক না কেন, মোটের ওপর, ছেলে বাপের বিচারক হতে পারে না, বিশেষত আমি, বিশেষ করে তোমার মতো বাপের, যে কখনও, কোন ভাবেই আমার স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করে নি।'

আর্কাদির কণ্ঠস্বর শুরুতে কাঁপছিল। তার মনে হচ্ছিল যেন সে উদারতার পরিচয় দিচ্ছে, তবে সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারছিল যে নিজের বাবাকে সে যেন এক রকমের জ্ঞান দান করছে। কিন্তু নিজের কথার আওয়াজ মানুষের ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর্কাদিও তার শেষ কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে শাণিত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল।

'ধন্য মানতে হয় তোকে আর্কাশা,' চাপা গলায় বললেন নিকলাই পেত্রোভিচ। আবার ভুরু ও কপালের ওপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলেন তিনি। 'তোর অনুমান ঠিকই — কোন ভুল নেই। বাস্তবিকই মেয়েটা যদি এর যোগ্য না হত... এ আমার কোন চপল মনের খামখেয়াল নয়। তোর সঙ্গে এ নিয়ে কিছু বলতে আমার বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু তুই নিজেই বুঝতে পারছিস তোর উপস্থিতিতে ও লজ্জা পাচ্ছে, তাই আসতে পারছে না, বিশেষত তোর আসার পর আজ এই প্রথম দিন।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমি নিজে তার কাছে যাব!' ভেতরে ভেতরে উদারতার নতুন আরেক দফা উচ্ছ্বাস অনুভব করে উল্লসিত হয়ে আর্কাদি লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'আমি তাকে বুঝিয়ে বলব যে আমার সামনে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।'

নিকলাই পেত্রোভিচও উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি শুরু করলেন, 'তোর পায়ে পড়ি আর্কাদি... যাস নে... ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না... আমি তোকে আগে থাকতে বলি নি ...'

কিন্তু আর্কাদি তার কথায় কানই দিল না — খোলা বারান্দা ছেড়ে ছুটে চলে গেল। নিকলাই পেত্রোভিচ দৃষ্টি দিয়ে ওকে অনুসরণ করলেন, তারপর বিমূঢ় হয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠা-পড়া করতে লাগল। এই মুহূর্তে তিনি কল্পনা করছিলেন কি ভবিষ্যতে পুত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনিবার্য ভাবে কেমন বিচিত্র আকার নিতে চলেছে? উপলব্ধি করছিলেন কি যে আর্কাদি যদি এই ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকত তাহলে তাঁর প্রতি আরও বেশি সম্মান দেখাত? তিনি কি নিজের চিত্তদৌর্বল্যের জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন? বলা কঠিন। এই সবগুলো ভাবনাই তার মনের ভেতরে ছিল, তবে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির রূপে। তা-ও আবার অস্পষ্ট ভাবে। তার মুখ তখনও আরক্ত, হৃৎপিণ্ডও দ্রুততালে ওঠা-পড়া করছে।

দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল — আর্কাদি বারান্দায় প্রবেশ করল।

'আমাদের আলাপ-পরিচয় হল, বাবা!' আর্কাদির মুখের ওপর ফুটে উঠল এক মধুর ও প্রসন্ন বিজয়োল্লাস। 'ফেদোসিয়া

নিকলায়েভ্‌নার শরীরটা আজ সত্যি সত্যিই খারাপ, পরে আসবেন। কিন্তু তুমি আমাকে বল নি কেন যে আমার একটা ভাই আছে? এখন ওকে চুমো খেয়ে আদর করলাম, কিন্তু আগে জানলে ত কাল সন্ধেবেলাই করতে পারতাম।'

নিকলাই পেত্রোভিচ কিছু একটা বলতে গেলেন, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনের জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে দেন, কিন্তু আর্কাদি তার আগেই বাপের গলা জড়িয়ে ধরল।

'এ কী? ফের কোলাকুলি চলছে?' ওদের পেছন থেকে শোনা গেল পাভেল পেত্রোভিচের কণ্ঠস্বর।

সেই মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাবে পিতা ও পুত্র উভয়েই স্বস্তি বোধ করল, খুশি হল। কখন কখন এমন একেকটি আবেগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন মানুষ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করে, মুক্তি পেতে পারলে খুশিই হয়।

'অবাক হওয়ার কী আছে?' নিকলাই পেত্রোভিচ খুশির সুরে বললেন। 'এক যুগ অপেক্ষা করে থাকার পর আমি আর্কাশাকে পেলাম।... গতকাল ও আসার পর থেকে ওকে ভালো করে দেখবার ফুরসত পেলাম কোথায়?'

'আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না,' পাভেল পেত্রোভিচ মন্তব্য করলেন, 'এমনকি ওর সঙ্গে কোলাকুলি করতে আমার নিজেরও আপত্তি নেই।'

আর্কাদি জেঠার দিকে এগিয়ে গেল। এবারেও সে তার নিজের দুই গালে অনুভব করল তাঁর সুরভিত গোঁফজোড়ার স্পর্শ। পাভেল পেত্রোভিচ টেবিলের ধারে বসে পড়ল। তাঁর পরনে ইংলিশ কাটের ছিমছাম প্রভাতী স্যুট। মাথায় শোভাবর্ধন করছে ছোট্ট তুর্কী ফেজ টুপি। এই ফেজ টুপি আর হেলাফেলা করে বাঁধা টাই স্বাধীন গ্রাম্য জীবনের ইঙ্গিতবহ। তবে গায়ের

শার্টটা সাদা নয়, রঙচঙে — সকালের এই সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। অবশ্য শার্টের শক্ত কলার বরাবরের মতোই উদ্ধত ভঙ্গিতে নিখুঁত কামানো চিবুকে ঠেকে আছে।

'তোর নতুন বন্ধুটি গেল কোথায়?' আর্কাদিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'ও বাড়িতে নেই। সচরাচর ও খুব ভোরে উঠে কোথাও বেড়াতে চলে যায়। আসল কথা কি, ওর দিকে অত মনোযোগ দেবার দরকার নেই। ও লৌকিকতার ধার ধারে না।'

'হ্যাঁ, সে ত দেখাই যাচ্ছে,' ধীরেসুস্থে রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন পাভেল পেত্রোভিচ। 'তা এই বন্ধুটি কি বহু দিন আমাদের এখানে থাকবে বলে এসেছে?'

'সেটা নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর। বাবার কাছে যাবার পথে ও এখানে এসেছে।'

'ওর বাবা কোথায় থাকেন?'

'আমাদের এই জেলাতেই, এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। ওখানে তাঁর ছোটখাটো একটা তালুক আছে। উনি এককালে ছিলেন রেজিমেণ্টের ডাক্তার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ত বলি কোথায় যেন শুনেছি বাজারভ পদবীটা?.. মনে আছে, বাবাদের ডিভিশনে একজন বদ্যি ছিল — বাজারভ?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। তাহলে এই বদ্যিই ওর বাবা। হুম্!' পাভেল পেত্রোভিচ গোঁফ মোচড়ালেন। তারপর থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সে যাই হোক, বাজারভ নিজে লোকটা আসলে কী?'

'বাজারভ কী?' আর্কাদি বাঁকা হাসি হাসল। 'জ্যাঠামশাই,

যদি চান তাহলে আমি আপনাকে বলতে পারি ও আসলে কী।'

'হ্যাঁ, বলই না ভাইপো।'

'ও হল নিহিলিস্ট*)।'

'কী কী?' নিকলাই পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন। এদিকে পাভেল পেত্রোভিচ ছুরির আগায় মাখন তুলতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন।

'ও নিহিলিস্ট,' আর্কাদি আবার বলল।

'নিহিলিস্ট,' নিকলাই পেত্রোভিচ আওড়ালেন। 'তার মানে, আমার বিচারবুদ্ধি যত দূর বলে, এটা লাতিন শব্দ। নিহিল অর্থ নাস্তি। এ শব্দের অর্থ তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে লোক... যে লোক কিছুই মানে না।'

'বরং বলা যেতে পারে কোন কিছুর ওপর যার শ্রদ্ধা নেই,' পাভেল পেত্রোভিচ কথার খেই ধরে মন্তব্য করলেন, তারপর ফের মনোনিবেশ করলেন মাখনের দিকে।

'যে লোক সব কিছু সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে,' আর্কাদি মন্তব্য করল।

'ওই একই কথা হল না কি?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, একই কথা নয়। নিহিলিস্ট তাকেই বলা যায় যে লোক কোন প্রভুত্বের সামনে মাথা নোয়ায় না, যে লোক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন প্রিন্সিপ্‌লকে মানে না — তা সেই নীতিকে ঘিরে অন্যদের যত ভক্তিশ্রদ্ধাই থাকুক না কেন।'

'তা না হয় হল। কিন্তু জিনিসটা কি ভালো?' পাভেল পেত্রোভিচ বাধা দিয়ে বললেন।

'কে কী ভাবে নেয় তার ওপর নির্ভর করছে জ্যাঠামশাই।

কোন কোন লোকের পক্ষে ভালো, আবার কারও কারও পক্ষে খুবই খারাপ।'

'বটে। যাই হোক, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের চর্চার বিষয় নয়। আমরা সেকেলে লোক। আমাদের মতে প্রিন্সিপ্‌ল ছাড়া (পাভেল পেত্রোভিচ প্রিন্সিপ্‌ল শব্দটি উচ্চারণ করলেন মোলায়েম করে, ফরাসী কায়দায় দ্বিতীয় স্বরের ওপর ঝোঁক দিয়ে, কিন্তু আর্কাদি করেছিল প্রথম স্বরের ওপর ঝোঁক দিয়ে), বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন প্রিন্সিপ্‌লকে যদি গ্রহণ না করা হয় — যেমন তুই বলিল — তাহলে ত এক পাও নড়া যায় না, নিশ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যায় না। Vous avez changé tout cela*. ঈশ্বর তোমাদের সুস্থ রাখুন, তোমরা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হও,*) আর আমরা, আমরা তোমাদের তারিফ করেই তুষ্ট থাকব শ্রীল শ্রীযুক্ত... হ্যাঁ, কী যেন বলা হয় ওদের?'

'নিহিলিস্ট,' আর্কাদি স্পষ্ট করে বলল।

'হ্যাঁ। আগেকার দিনে ছিল হেগেলিস্ট*), এখন হয়েছে নিহিলিস্ট। দেখা যাবে নাস্তির মধ্যে, শূন্যতার মধ্যে কী করে টিকে থাক তোমরা। আচ্ছা, এবারে ভাই নিকলাই পেত্রোভিচ ঘণ্টিটা বাজাও ত — আমার কোকো খাবার সময় হয়ে গেছে।'

নিকলাই পেত্রোভিচ ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক দিলেন, 'দুনিয়াশা!' কিন্তু দুনিয়াশার বদলে বারান্দায় দেখা দিল ফেনেচ্‌কা নিজে। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, বছর তেইশেক বয়স। সাদা ধবধবে, নরম চেহারা। চুল আর চোখ কালো। শিশুসুলভ লাল ফুলো

---

* এ ত তোমাদের উল্ট পুরান দেখছি (ফরাসী)।

ফুলো ঠোঁটজোড়া, স্নিগ্ধ তার ছোট ছোট দুটি হাত। তার পরনে পরিপাটী ছিটের পোশাক, তার গোল পুরুষ্টু দুটি কাঁধের ওপর হালকা ভাবে ফেলা নীলরঙের একটা নতুন ওড়না। সে হাতে করে নিয়ে এসেছে বড় এক পেয়ালা কোকো। পাভেল পেত্রোভিচের সামনে সসংকোচে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল। তার সুন্দর মুখের কোমল ত্বকের ওপর খেলে গেল তপ্ত শোণিতের রক্তিম উচ্ছ্বাস। চোখ নামিয়ে আঙুলের ডগা টেবিলের প্রান্তে ঠেকিয়ে হালকা ভাবে ঝুঁকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে মনে হচ্ছে এখানে এসেছে বলে সে যেন লজ্জা পাচ্ছে, অথচ যেন মনে এটাও অনুভব করছে যে এখানে আসার অধিকার তার আছে।

পাভেল পেত্রোভিচ কঠোর ভ্রূকুটি করলেন, নিকলাই পেত্রোভিচ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

'এই যে ফেনেচ্‌কা, ভালো ত?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে তিনি বললেন।

'নমস্কার,' নীচু অথচ সুরেলা গলায় সে জবাব দিল। আর্কাদি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। আড়চোখে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল। তার চলনভঙ্গি খানিকটা শ্লথ হলেও সেটা তার পক্ষে বেমানান মনে হচ্ছিল না।

এর পর কয়েক মুহূর্তের জন্য বারান্দায় নেমে এলো নিঃশব্দতা। পাভেল পেত্রোভিচ নিঃশব্দে কোকোর পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে এক সময় হঠাৎ মাথা তুললেন।

'এই যে শ্রীযুক্ত নিহিলিস্টের আগমন ঘটছে,' অর্ধস্ফুটস্বরে তিনি বললেন।

সত্যি সত্যিই বাগানের কেয়ারির মাঝখান দিয়ে পা ফেলে

বাজারভকে আসতে দেখা গেল। তার গায়ের ডাক-কোট আর পাতলুন কাদায় মাখামাখি; পুরনো গোল হ্যাটের চুড়োর চারধারে জড়িয়ে আছে শাপলার ডাঁটা। ডান হাতে সে ধরে আছে একটা ছোট থলি; থলির ভেতরে কতকগুলো জ্যান্ত কী যেন নড়াচড়া করছে। দ্রুত পায়ে বারান্দার কাছাকাছি এসে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে সে বলল, 'নমস্কার। চায়ের টেবিলে আসতে দেরি হয়ে গেল বলে মাফ চাইছি। এক্ষুনি আসছি। এই এটাকে, এখানকার এই বন্দীগুলোকে আগে যথাস্থানে রেখে আসি।'

'আপনার ওটাতে কী আছে? জোঁক নাকি?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, ব্যাঙ।'

'আপনি ব্যাঙ খান, নাকি পোষেন?'

'এক্সপেরিমেণ্ট করি,' ঔদাস্যভরে কথাগুলো বলে বাজারভ বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

'ওগুলোকে ও কাটাছেঁড়া করবে,' পাভেল পেত্রোভিচ মন্তব্য করলেন। 'প্রিন্সিপ্‌লে আস্থা নেই, কিন্তু ব্যাঙে আস্থা আছে।'

আর্কাদি করুণার দৃষ্টিতে জেঠার দিকে তাকাল। নিকলাই পেত্রোভিচ কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। পাভেল পেত্রোভিচ নিজে অনুভব করলেন যে তাঁর ঠাট্টাটা ঠিক লাগসই হয় নি। তিনি তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে খামারের প্রসঙ্গ তুললেন, বললেন নতুন নায়েবটি গতকাল তাঁর কাছে এসে অভিযোগ জানিয়ে গেছে যে ফোমা নামে মুনিষটা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে, একেবারে হাতের বাইরে চলে গেছে। কথা প্রসঙ্গে নায়েব বলেছে, 'লোকটা কী বলে না বলে তার ঠিক নেই।

সর্বত্র দুর্নাম কিনেছে। ওর পরিণতি খারাপ, খুবই খারাপ, আপনাকে বলে রাখলাম।'

ছয়

বাজারভ ফিরে এসে টেবিলের ধারে বসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চা পান করতে লাগল। দুই ভাই নীরবে তাকে দেখতে লাগলেন। আর্কাদি আড়চোখে একবার বাপের দিকে আরেকবার জেঠার দিকে তাকাতে লাগল।

অবশেষে নিকলাই পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি অনেকটা দূরে গিয়েছিলেন?'

'আপনাদের নলখাগড়ার বনের কাছে যে ছোট জলাটা আছে ওখানে গিয়েছিলাম। গোটা পাঁচেক কাদাখোঁচা পাখি আমার তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। ওদের গুলি করে মারলেই ত পারিস, আর্কাদি।'

'আপনার কি শিকারে রুচি নেই?'

'না।'

'আপনি ফিজিক্স নিয়ে চর্চা করেন বুঝি?' এবারে পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ ফিজিক্সই বটে; তবে মোটের ওপর প্রকৃতিবিজ্ঞানও বলতে পারেন।'

'শুনতে পাই সম্প্রতি জয়েশল্যাণ্ডাররা এই ক্ষেত্রে খুব উন্নতি লাভ করেছে।'

'হ্যাঁ, জার্মানরা এই বিদ্যায় আমাদের গুরু,' বাজারভ তার কথায় তেমন কোন মনোযোগ না দিয়ে সাধারণ ভাবে উত্তর দিল।

'জার্মান' না বলে 'ডয়েশল্যাণ্ডার' শব্দটি পাভেল পেত্রোভিচ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্রূপ করে, কিন্তু সেদিকে কেউ আমল দিল না।

'জার্মানদের সম্পর্কে আপনার এত উঁচু ধারণা?' পাভেল পেত্রোভিচ শিষ্টাচার বজায় রেখে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ভেতরে ভেতরে বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। বাজারভের সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন ভাব দেখে তাঁর অভিজাত স্বভাব বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না। এই বদ্যির ছেলেটার মধ্যে লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব থাকা দূরের কথা, কথার উত্তর পর্যন্ত সে দিচ্ছে অনিচ্ছাভরে, কাটাকাটা, আর তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা রূক্ষতা, অনেকটা ঔদ্ধত্যের ভাব।

'তাদের বিজ্ঞানীরা বেশ কাজের লোক।'

'বটে, বটে। আচ্ছা, রুশী বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব সম্ভব এতটা প্রশস্তিমূলক হবে না, তাই না?'

'হ্যাঁ সম্ভবত তা-ই।'

'এমন নিঃস্বার্থ মনোভাবের প্রশংসা করতে হয় বৈ কি!' শরীরটা সিধে করে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে পাভেল পেত্রোভিচ পাল্‌টা জবাব দিলেন। 'কিন্তু আর্কাদি নিকলাইচ যে এইমাত্র আমাদের বলল আপনি নাকি কারও কোন কর্তৃত্ব মানেন না সেটা তাহলে কী ব্যাপার? আপনি কি সত্যি সত্যি কোন কর্তৃত্বে বিশ্বাস করেন না?'

'কর্তৃত্ব মানতে যাব কেন? বিশ্বাসের কথা বলছেন? — কিসের বিশ্বাস? কেউ যদি কোন বিচক্ষণ কথা বলে, আমি মেনে নিই ব্যস্‌, চুকে গেল।'

'জার্মানরা সবাই বুঝি বিচক্ষণ কথা বলে?' পাভেল পেত্রোভিচ বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখেমুখে এমন একটা

নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাব ফুটে উঠল যে মনে হল তাঁর সমগ্র সত্তা যেন মেঘের ওপারে, ধ্যানজগতের কোন এক উচ্চমার্গে বিচরণ করছে।

'সবাই নয়,' বাজারভ একটা ছোট হাই তুলে জবাব দিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কথাকাটাকাটি চালিয়ে যাওয়া তার অভিপ্রেত নয়।

পাভেল পেত্রোভিচ আর্কাদির দিকে এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করলেন যেন তিনি বলতে চান, 'তোমার বন্ধুটি যে বেশ ভদ্র তা মানতেই হবে।'

এরপর বেশ খানিকটা চেষ্টাকৃত ভাবে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমার কথা যদি বলেন, তাহলে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে জার্মানদের আমি খুব একটা প্রীতির চোখে দেখি না। যারা রুশী জার্মান তাদের কথা না হয় না-ই বললাম — সকলেরই জানা আছে তারা কী চিজ। কিন্তু জার্মানির জার্মানদেরও আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আগেকার দিনে হলে না হয় এটা-ওটার জন্যে কোন রকমে সহ্য করলেও করা যেত। তখন তাদের ছিল এই যেমন শিলার, গ্যেটে*) — এঁরা সব। বিশেষ করে আমার ভাই তাঁদের খুবই পক্ষপাতী।... কিন্তু আজকাল কোথা থেকে এসে জুটেছে যত সব কেমিস্ট আর মেটেরিয়ালিস্ট...'

'ভালো একজন কেমিস্ট যে-কোন কবির চেয়ে বিশগুণ বেশি কাজের,' বাজারভ তাঁর কথার মাঝখানে বলে উঠল।

'বটে, বটে!' পাভেল পেত্রোভিচের যেন ঘুম পাচ্ছে — ভ্রূজোড়া সামান্য ওপরে তুলে বিড়বিড় করে তিনি বললেন। 'আপনি তাহলে আর্ট মানেন না?'

'অর্থ উপার্জনের আর্ট কিংবা অর্শ নিরাময়ের!' বাজারভ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল।

'হয়েছে, হয়েছে। এই নিয়ে আপনি বেশ ঠাট্টাও করতে পারেন দেখছি। তার মানে আপনি সব কিছুই অস্বীকার করছেন, তাই ত? ধরলাম তা-ই। অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে এই যে আপনার আস্থা একমাত্র বিজ্ঞানে, ঠিক বলি নি?'

'আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে কোন কিছুতেই আমার আস্থা নেই। আর বিজ্ঞান? সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? যেমন ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলো বৃত্তি বা পেশা আছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান আছে। আর সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই — আদৌ নেই।'

'খুবই ভালো কথা। আচ্ছা, মানুষের সমাজে অন্যান্য যে সমস্ত প্রথা নিয়ম ইত্যাদি আছে সেগুলোর প্রতিও কি আপনার এই একই রকম নেতিবাচক মনোভাব?'

'এটা আপনার নিছক প্রশ্ন, না জেরা?'

পাভেল পেত্রোভিচের মুখ সামান্য ফেকাসে হয়ে গেল। নিকলাই পেত্রোভিচ দেখলেন কথাবার্তা আর বেশি দূর গড়াতে দেওয়া ঠিক হবে না।

'পরে কোন এক সময় এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করা যাবে প্রিয় ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ মহাশয়। তখন আপনার মতামত আমরা জানতে পারব, নিজেদের মতামতও আমরা বলব। আমার নিজের তরফ থেকে আমি বলতে পারি যে আপনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা করেন বলে আমি খুবই আনন্দিত। আমি শুনেছি যে জমির উর্বরতা বাড়ানোর ব্যাপারে লিবিখ্*) কিছু কিছু আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন।

আপনি আমার কৃষিচর্চার কাজে কিছু সাহায্য করতে পারেন, কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।'

'আপনি আজ্ঞা করলেই হয়, নিকলাই পেত্রোভিচ। কিন্তু লিবিখ্ পর্যন্ত পৌঁছুতে আমাদের এখনও ঢের দেরি। প্রথমে অ-আ-ক-খ শিখতে হয়, তারপরই না বই! অথচ আমরা এখন পর্যন্ত বর্ণপরিচয় চোখেই দেখি নি।'

নিকলাই পেত্রোভিচ মনে মনে বললেন, 'না, তুমি দেখছি সত্যি সত্যিই নিহিলিস্ট।'

মুখে বললেন, 'যাই হোক, আশা করি দরকার পড়লে আপনার শরণাপন্ন হলে কিছু মনে করবেন না।' তারপর দাদার দিকে ফিরে বললেন, 'এখন, দাদা, চল আমাদের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করতে হয়।'

পাভেল পেত্রোভিচ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি আপন মনে বললেন:

'হ্যাঁ, বিপুল জ্ঞানবুদ্ধির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরকম ভাবে পাঁচটি বছর গ্রামে কাটিয়ে দেওয়া একটা অভিশাপ বিশেষ! ডাহা মূর্খ বনে যেতে হয়। তোমার চেষ্টা থাকে যা কিছু তোমাকে এককালে শেখানো হয়েছিল তা না ভোলার, কিন্তু একদিন হঠাৎ ধাক্কা খাবে — দেখতে পাবে যা তুমি শিখেছিলে সে সবই আগড়ম বাগড়ম, শুনতে পাবে বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন লোকজন এই সব আজেবাজে বিষয়ের চর্চা আর করে না, অতএব তুমি হলে গিয়ে একটা পিছিয়ে-পড়া আহাম্মক। কী আর করা যাবে! মনে হয় অল্পবয়সী ছেলেছোকরারা যে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।'

পাভেল পেত্রোভিচ জুতোর গোড়ালির ওপর ধীরে ধীরে

পাক খেয়ে ধীরে ধীরেই বেরিয়ে গেলেন জায়গা ছেড়ে। নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

দুই ভাই চলে যাবার পর তাঁদের পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ামাত্র বাজারভ শান্তস্বরে আর্কাদিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, উনি কি বরাবরই এই রকম নাকি?'

আর্কাদি মন্তব্য করল, 'শোন্ ইয়েভ্গেনি, তুই কিন্তু ওঁর সঙ্গে খুবই রুক্ষ ব্যবহার করেছিস। তুই ওঁকে অপমান করেছিস।'

'হুঁঃ, এই গেঁয়ো ভুত বনেদী লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিতে আমার বয়েই গেছে! আরে এ সব হল আত্মম্ভরিতা, শূন্যগর্ভ বড়মানুষী হালচাল। অতই যদি হয়, ওঁর ধরন-ধারণ যদি ওরকমই হয় তাহলে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গিয়ে ওসব চালালেই ত পারেন।... সে যাক গে, আর নয় ওঁর প্রসঙ্গ। আমি খুবই দামী জাতের একটা জলপোকা দেখতে পেয়েছি — সচরাচর চোখে পড়ে না। Dytiscus marginatus, জানিস? আমি তোকে দেখাব।'

'আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম, ওঁর জীবনকাহিনী তোকে শোনাব,' আর্কাদি বলতে গেল।

'জীবনকাহিনী? পোকার জীবনকাহিনী?'

'হয়েছে, হয়েছে, আর নয় ইয়েভ্গেনি। আমার জেঠার জীবনকাহিনী। তুই দেখবি তুই ওঁকে যে রকম ভাবছিস আসলে উনি মোটেই সে রকম লোক নন। ওঁকে দেখে উপহাস না করে বরং সহানুভূতির উদ্রেক হওয়া উচিত।'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু তোর অত টানটা কেন ওঁর ওপর বল্ দেখি?'

'লোকের প্রতি সুবিচার করা উচিত ইয়েভ্গেনি।'

‘এসব কথা আবার আসে কোথা থেকে?’

‘না, যা বলছি শোন্...’

এই বলে আর্কাদি তার জ্যাঠামশাইয়ের জীবনবৃত্তান্ত শুরু করে দিল। পাঠক পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই বিবরণ পাবেন।

সাত

ছোট ভাই নিকলাইয়ের মতো পাভেল পেত্রোভিচও প্রারম্ভিক শিক্ষাদীক্ষা পান বাড়িতে পরে রাজপুরুষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে*)। শিশুকাল থেকেই অসাধারণ সুন্দর, তায় আবার আত্মবিশ্বাসী, একটু-আধটু রসিকতা করতে পারতেন, দরকার হলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না — ফলে তাঁকে কারও ভালো না লেগে পারত না। অফিসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের যত্রেতত্রে তাঁকে দেখা যেতে লাগল। তাঁর খাতির দেখে কে! তিনি নিজেও নিজেকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন, এমনকি ভাঁড়ামি করতেন, নানা রকম ভান করতেন — কিন্তু এও তাঁকে মানাত। তাঁকে দেখে মহিলারা মাথা ঠিক রাখতে পারত না, পুরুষেরা তাঁকে ফাটবাজ বলত, গোপনে গোপনে ঈর্ষা করত। ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি, তিনি তাঁর ভাই নিকলাইয়ের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে বাস করতেন। ভাইকে তিনি অন্তর থেকে ভালোবাসতেন, যদিও ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মিল বিন্দুমাত্র ছিল না। নিকলাই পেত্রোভিচ সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন, তাঁর মুখাবয়ব ছোটখাটো, প্রীতিকর, কিন্তু কিছুটা বিষাদ মাখা: চোখদুটো ছোট কালো, চুল নরম, পাতলা। আলসেমিতে তাঁর বেশ উৎসাহ ছিল, তবে গ্রন্থপাঠেও কম ছিল না, কিন্তু লোকজনের সংশ্রব তিনি এড়িয়ে চলতেন। পাভেল পেত্রোভিচ

একটা সন্ধ্যাও ঘরে কাটাতেন না, সাহস ও দক্ষতার জন্য তাঁর নামডাক ছিল (তিনি বলতে গেলে অভিজাত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শরীরচর্চার ফ্যাশন চালু করেন)। সাকুল্যে পাঁচ-ছয়টার বেশি ফরাসী বই তিনি পাঠ করেন নি। আঠাশ বছর বয়সেই তিনি ক্যাপ্টেন হন। তাঁর সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কর্মজীবনে বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

সেই সময় সেণ্ট পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে কালেভদ্রে দর্শন দিতেন এক মহিলা — প্রিন্সেস র.। এখনও তাঁর কথা লোকে ভুলে যায় নি। তাঁর স্বামীটি ছিলেন সুমার্জিত, ভদ্র, কিন্তু বোকাটে। কোন সন্তানাদি তাঁদের ছিল না। মহিলা হঠাৎ হঠাৎ করে বিদেশে চলে যেতেন, হঠাৎই রাশিয়ায় ফিরে আসতেন। মোটের ওপর তাঁর জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ ছিল অদ্ভুত। ছলকলাপটিয়সী লঘুচিত্তের নারী বলে সমাজে তাঁর প্রসিদ্ধি হয়েছিল, সব রকমের আমোদপ্রমোদে তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে নাচতেন, অল্পবয়সী পুরুষদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতেন, ডিনারের আগে বাড়ির আধা অন্ধকার বৈঠকখানায় তাদের আপ্যায়ন করতেন। এদিকে রাতের বেলায় কাঁদতেন, প্রার্থনা জানাতেন, কোথাও শান্তি পেতেন না। কখনও কখনও ক্ষোভে বেদনায় হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সকাল পর্যন্ত ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করে বেড়াতেন, কিংবা সম্পূর্ণ পাণ্ডুর ও শীতল অবস্থায় স্তবের বই নিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু যেই দিন হল অমনি আবার তিনি অভিজাতমহলের মোহিনী নারী, আবার বেরিয়ে পড়তেন তাঁর নিয়মিত টহলে, হাসতেন, এটা ওটা বকতেন, দেখে মনে হত তাঁর সামান্যতম চিত্তবিনোদন করতে

পারে এমন যে-কোন জিনিস তাঁর কাছে সাদরে বরণীয়। তাঁর দেহসৌষ্ঠব ছিল অপূর্ব। নিরেট সোনার মতো ভারী, সোনালি রঙের চুলের বিনুনি হাঁটুর নীচে নেমে এসেছে। তবু সুন্দরী তাঁকে বলা চলে না। তাঁর সমস্ত মুখাবয়বের মধ্যে একমাত্র যে জিনিসটা সুন্দর ছিল তা হল তাঁর চোখজোড়া — ঠিক চোখজোড়াও ততটা নয় — সেগুলো আয়তনে বড় নয়, ধূসরবর্ণের; কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি! — দ্রুত সঞ্চারী, গভীর, শঙ্কালেশহীন স্পর্ধিত, ভাবমগ্ন, এমনকি বিষণ্ণ — প্রহেলিকাময়। এমনকি মুখে যখন তিনি স্রেফ ফাঁকা বুলি আওড়ান তখনও তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি। তাঁর সাজসজ্জা ছিল মার্জিত রুচির। পাভেল পেত্রোভিচ একবার এক নাচের আসরে তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাজুরকা নাচেন। নাচের সময় ভদ্রমহিলা বুদ্ধিবিবেচনাপূর্ণ একটি কথাও বলেন নি। কিন্তু পাভেল পেত্রোভিচ ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। অমনিতেই তিনি সহজে বিজয়লাভে অভ্যস্ত, এক্ষেত্রেও তিনি অচিরে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুলেন। কিন্তু এই সহজ সাফল্য তাঁর উৎসাহকে প্রশমিত করা ত দূরের কথা বরং তিনি আরও প্রবল, আরও দুর্বার আবেগের তাড়নায় আসক্ত হয়ে পড়লেন এই রমণীর প্রতি; কারণ, চরম আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও তাঁর মধ্যে যেন অলঙ্ঘনীয়, অনধিগম্য এমন একটা কিছু থাকত যেখানে প্রবেশ করার সাধ্য কারও নেই। তাঁর অন্তরে যে কী রহস্য লুকানো আছে ঈশ্বরই জানেন! মনে হত মহিলা যেন এমন কোন রহস্যময়ী শক্তির বশে আছেন যা তাঁর নিজেরও অজ্ঞাত। সে-ই যেন তাঁকে যেমন খুশি তেমনি খেলাচ্ছে, তাঁর নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য কি ঐ প্রবল শক্তির খামখেয়ালের সঙ্গে এঁটে

ওঠে! তাঁর আচরণ ছিল অসঙ্গতির মূর্তিমান প্রকাশ। একমাত্র যে চিঠিগুলো সঙ্গত কারণেই তাঁর স্বামীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করলেও করতে পারত সেগুলো তিনি লিখেছিলেন এমন একজন লোককে যে তাঁর প্রায় অপরিচিত। সে প্রেম তাঁর মনস্তাপের কারণ হল। এর পর থেকে যার ওপর তাঁর নজর পড়ত তার সঙ্গে তিনি হেসে কথা বলতেন না, হাসিঠাট্টা করতেন না, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতেন আর তার কথা শুনতেন। কখন কখন, এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অতর্কিতে এই বিমূঢ়ভাব একটা হিমেল আতঙ্কের রূপ নিত; তার চোখমুখের ভাব হত মৃতবৎ, ভয়ঙ্কর। তিনি রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে পড়ে থাকতেন, তাঁর পরিচারিকা দরজার চাবির ফুটোয় কান পেতে তাঁর চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত। কতবারই না মধুর মিলনপর্বের পর বাড়ি ফিরে এসে কির্সানভ ভেতরে ভেতরে অনুভব করেছেন এমন এক তিক্ত আক্ষেপ, এমন এক বুক-ভাঙা-যন্ত্রণা, যা চরম ব্যর্থতার পর হৃদয়ে জেগে ওঠে। তিনি তখন বেদনায় কাতর হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আর কী চাই আমার?' একবার তিনি মহিলাকে পাথরের ওপর স্ফিংকসের*) মূর্তি খোদাই করা একটা আঙটি উপহার দিলেন।

'এটা কী?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'স্ফিংকস?'

'হ্যাঁ,' কির্সানভ উত্তরে বললেন, 'আর এই স্ফিংকস হলেন আপনি।'

'আমি?' এই বলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর রহস্যময় দৃষ্টি মেলে তাকালেন কির্সানভের দিকে। 'এটা রীতিমতো স্তাবকতা, জানেন?' ঈষৎ বাঁকা হেসে তিনি যোগ করলেন। তাঁর চোখে আগের মতোই সেই অদ্ভুত দৃষ্টি।

এমনকি প্রিন্সেস র. যখন পাভেল পেত্রোভিচকে প্রেম নিবেদন করতেন তখনও পাভেল পেত্রোভিচের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। কিন্তু প্রিন্সেস যখন তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়লেন — আর এটা খুবই তাড়াতাড়ি ঘটল — তখন তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি যন্ত্রণায়, ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়লেন, প্রিন্সেসকে শান্তিতে থাকতে দিলেন না, সর্বত্র তাঁর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। পাভেল পেত্রোভিচ এরকম নাছোড়বান্দার মতো তাঁকে অনুসরণ করতে থাকায় শেষকালে তিনি বিরক্ত হয়ে বিদেশে চলে গেলেন। এদিকে পাভেল পেত্রোভিচ বন্ধুবান্ধব ও কর্তাব্যক্তিদের সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ ও পরামর্শ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে প্রিন্সেসের পশ্চাদনুসরণ করলেন। কখনও তাঁর পেছন পেছন ঘুরে বেড়িয়ে, কখনও বা ইচ্ছা ক'রে তাঁকে চোখের আড়াল করে বছর চারেক তিনি পরবাসে কাটিয়ে দিলেন। নিজের আচরণের জন্য তাঁর নিজেরই লজ্জা হল, নিজের কাপুরুষতার জন্য তাঁর নিজের ওপর ঘৃণা হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। প্রিন্সেসের রূপ, দুর্বোধ্য, প্রায় অর্থহীন অথচ মোহিনী সেই রূপ তাঁর হৃদয়ের গহনতম প্রদেশে স্থান নিয়েছিল। একবার বাডেন-এ*) দৈবাৎ মহিলার সঙ্গে ফের আগের মতো মিলনের সুযোগ ঘটেছিল। মনে হয়েছিল এর আগে আর কখনও মহিলা এত গভীর ভাবে তাঁকে ভালোবাসেন নি। কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই সব কেটে গেল — শেষ বারের মতো দীপ জ্বলে উঠে নিঃশেষে নিভে গেল। বিচ্ছেদ যে অনিবার্য এটা আগে থেকে টের পেয়ে পাভেল পেত্রোভিচ অন্ততপক্ষে তাঁর বন্ধু হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন — যেন এমন নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্ভব। কিন্তু প্রিন্সেস চুপিসারে বাডেন ছেড়ে

চলে গেলেন। এর পর থেকে তিনি বরাবর কির্সানিভকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। কির্সানিভ রাশিয়ায় ফিরে এলেন, তাঁর পূর্বতন জীবন শুরু করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পুরনো মাটিতে পা রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভেসে বেড়াতে লাগলেন। তখনও লোকসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল, অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মানুষের সমস্ত অভ্যাস তিনি বজায় রাখলেন। দুটি-তিনটি নতুন সাফল্যের জন্যও তিনি বড়াই করতে পারতেন। কিন্তু এখন আর তিনি নিজের কাছ থেকে কিংবা অন্যদের কাছ থেকে — কারও কাছ থেকেই বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করেন না, কোন উদ্যোগও নেন না। তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে। রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে বসা, বেজায় মন খারাপ করা, অকৃতদার পুরুষদের মহলে উদাসীন ভাবে তর্কবিতর্ক চালানো তাঁর পক্ষে একটা তাগিদ হয়ে দাঁড়াল — কিন্তু সকলেই জানেন এটা কুলক্ষণ। বলাই বাহুল্য, বিয়ের কথা তিনি ভুলেও চিন্তা করতেন না। এই ভাবে কেটে গেল দশটি বছর। বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন, নিষ্ফল দশটি বছর কেটে গেল দ্রুত, ভয়ানক দ্রুত। রাশিয়াতে সময় যেমন তাড়াতাড়ি কেটে যায় তেমন আর কোথাও কাটে না। লোকে বলে, জেলখানায় নাকি আরও তাড়াতাড়ি কাটে। একদিন ক্লাবে ডিনার টেবিলে পাভেল পেত্রোভিচ প্রিন্সেস র.-র মৃত্যুসংবাদ পেলেন। প্যারিসে প্রায় অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অনেকক্ষণ ক্লাবঘরে পায়চারী করলেন, তাস খেলার আসরের কাছাকাছি থেকে থেকে থমকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন। তবে রোজকার চেয়ে আগে বাড়ি ফিরলেন না। কিছুকাল বাদে তিনি তাঁর নামে

পাঠানো একটা ছোট পার্সেল পেলেন — তাতে প্রিন্সেসকে তিনি যে আঙটিটা দিয়েছিলেন সেটা ছিল। স্ফিংকসের ওপর একটা ক্রসচিহ্ন এঁকে দিয়ে পাভেল পেত্রোভিচকে তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে এই ঢ্যাঁরাটাই হল হেঁয়ালির উত্তর।

এ হল আটচল্লিশ সালের গোড়ার দিককার ঘটনা। ঠিক এই সময়ই পত্নীবিয়োগ হওয়ার পর নিকলাই পেত্রোভিচ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসেন। ভাই গ্রামে গিয়ে বাসা বাঁধার পর থেকে তার সঙ্গে পাভেল পেত্রোভিচের প্রায় কোন দেখাসাক্ষাৎই ছিল না। ঘটনাচক্রে নিকলাই পেত্রোভিচের যখন বিবাহ হয় ঠিক সেই সময় প্রিন্সেসের সঙ্গে পাভেল পেত্রোভিচের আলাপের প্রথম পর্ব চলছে। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভাইয়ের কাছে গেলেন — তাঁর অভিপ্রায় ছিল মাস দুয়েক সেখানে আতিথ্য স্বীকার করবেন, ভাইয়ের সাংসারিক সুখ দেখে আনন্দ উপভোগ করবেন। কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি তিনি সেখানে টিকতে পারলেন না। দুই ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাত ছিল আকাশ পাতাল। আটচল্লিশ সালে এই তফাতটা কমে এলো। নিকলাই পেত্রোভিচের পত্নীবিয়োগ হল, পাভেল পেত্রোভিচ তাঁর অতীতের স্মৃতি বিসর্জন দিলেন: প্রিন্সেসের মৃত্যুর পর তিনি চেষ্টা করতেন তাঁর কথা না ভাবতে। কিন্তু নিকলাই পেত্রোভিচের মনে মনে এই বোধ ছিল যে তাঁর জীবনটা ব্যর্থ অতিবাহিত হয় নি — পুত্র চোখের সামনে বড় হচ্ছে। এদিকে নিঃসঙ্গ, অকৃতদার দাদা পাভেল প্রবেশ করেছেন জীবনের এমন এক গোধূলি পর্বে যখন মনস্তাপ আশার মতো মনে হয়, আর আশাকে মনে হয় মনস্তাপের মতো, যখন যৌবন চলে গেছে, অথচ বার্ধক্যও শুরু হয় নি।

অন্য যে কোন লোকের তুলনায় পাভেল পেত্রোভিচের

জীবনে এই পর্বটা ছিল বেশি কঠিন। নিজের অতীতকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব কিছু হারিয়েছেন তিনি।

নিকলাই পেত্রোভিচ একবার তাঁর দাদাকে বললেন, 'আমি এখন আর তোমাকে মারিইনোতে (স্ত্রীর সম্মানে তিনি নিজের গ্রামকে এই নাম দিয়েছেন) ডাকছি না। আমার স্ত্রী যখন বেঁচে ছিল তখনই তোমার খারাপ লাগত ওখানে, আর এখন ত আমার মনে হয় একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে তুমি মারাই যাবে।'

'আমার বুদ্ধিসুদ্ধি তখনও কম ছিল, আমি ছটফটে ছিলাম তখন,' পাভেল পেত্রোভিচ উত্তর দিলেন, 'এখন বুদ্ধিসুদ্ধি আমার যদি নাও বেড়ে থাকে অন্তত এটা বলতে পারি যে মন শান্ত হয়ে এসেছে। এখন কথাটা দাঁড়াচ্ছে অন্য — তোর যদি আপত্তি না থাকে ত আমি বরাবরের মতো তোর ওখানে গিয়ে উঠতে পারি।'

নিকলাই পেত্রোভিচ মুখে কোন উত্তর না দিয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু নিজের অভিপ্রায় সাধন করতে করতে এই কথাবার্তার পর আরও দেড় বছর কেটে গেল। তবে একবার সেই যে তিনি গ্রামে গিয়ে উঠলেন, তার পর থেকে গ্রাম ছেড়ে তিনি একটি বারও বাইরে গেলেন না — এমনকি যে তিনটি শীতকাল নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর পুত্রের সঙ্গে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কাটান, তখনও নয়। তিনি বইপত্র পড়তে শুরু করলেন — বেশির ভাগই ইংরেজিতে। মোটের ওপর নিজের সমস্ত জীবনটাই তিনি গড়ে তুললেন ইংরেজি কেতায়। পাড়াপড়শীদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ করতেন, গ্রামের বাইরে যাওয়া বলতে যেতেন একমাত্র নির্বাচনের সময়। সেখানে বেশির ভাগ সময়ই চুপচাপ থাকতেন, কেবল মাঝে মধ্যে নিজের অদ্ভুত অদ্ভুত উদারপন্থী মতামত ব্যক্ত করে সেকেলে ধাঁচের

জমিদারদের জ্বালাতন করতেন, ভয়ও পাইয়ে দিতেন, অথচ নতুন প্রজন্মের লোকজনদের কাছাকাছিও তিনি ঘেঁষতেন না। তবে প্রাচীন ও অর্বাচীন দুই দলই তাঁকে দাম্ভিক মনে করত, দুই দলই তাঁর অভিজাতসুলভ অপূর্ব চালচলনের জন্য এবং তাঁর বিজয়ের খ্যাতি কানাঘুষোয় শুনতে পেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করত। শ্রদ্ধা করার আরও যে সমস্ত কারণ ছিল তা হল এই যে তিনি চমৎকার সাজগোজ করতেন, সব সময় এসে উঠতেন হোটেলের সবচেয়ে ভালো কামরাটিতে, বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া করতেন। এমনকি একবার নাকি ওয়েলিংটন*) আর লুই ফিলিপের*) সঙ্গেও এক টেবিলে খানা খেয়েছেন। সর্বত্র খাঁটি রুপোর ড্রেসিং কেস আর সফরের উপযোগী স্নানের গামলা বয়ে বেড়াতেন। তাঁর গা থেকে কেমন যেন একটা অসাধারণ, আশ্চর্য রকমের 'খানদানি' আতরের সুবাস বেরোত। হুইস্ট*) খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সব সময় হারতেন। সর্বোপরি লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করত তাঁর প্রশ্নাতীত সততার জন্য। রমণীরা তার বিষণ্ণ মাধুর্যে আকর্ষণ বোধ করত, কিন্তু তিনি তাদের সংস্পর্শে আসতেন না।

আর্কাদি তার বৃত্তান্ত শেষ করে বলল, 'তাহলেই বোঝ ইয়েভ্‌গেনি, জেঠাকে তুই কী রকম ভুল বিচার করছিস! বাবাকে যে কতবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন সে কথা না হয় না-ই বললাম। নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত দিয়েছেন। আর জমিদারী, তুই হয়ত জানিস নে, ভাগাভাগি করা নেই — কিন্তু উনি যে কাউকে সাহায্য করেন খুশি মনে, সব সময় চাষীদের পক্ষ নেন; অবশ্য এটাও ঠিক যে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনি চোখমুখ কোঁচকান, অডিকোলন শোঁকেন...'

'সে ত বোঝাই যাচ্ছে — নার্ভের গণ্ডগোল আর কি,' বাধা দিয়ে বলল বাজারভ।

'হলেও হতে পারে, তবে এটা বলতে পারি যে ওঁর মনটা খুবই বড়। আর মূর্খ ওঁকে কোন মতেই বলা যায় না। কী ভালো ভালো পরামর্শই না আমি পেয়েছি ওঁর কাছে!.. বিশেষ করে... বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে।'

'আচ্ছা! নিজে গরম দুধে মুখ পুড়িয়ে অন্যের ঠাণ্ডা জলে ফুঁ দেওয়া! ওসব জানা আছে!'

আর্কাদি একথায় দমে না গিয়ে বলে চলল, 'যাই হোক, এক কথায়, উনি খুবই অসুখী লোক — বিশ্বাস কর্ আমাকে। ওঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাটা অপরাধ বলে মনে করি।'

'আরে কে ওঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে?' আর্কাদির কথায় আপত্তি তুলে বলল বাজারভ। 'তবে হ্যাঁ, তবু আমি বলি, যে লোক কোন এক রমণীর প্রেমের ওপর তার সমস্ত জীবনটা বাজি রাখে, সেই তাসের বাজি হারার পর একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এতদূর অকর্মণ্য হয়ে পড়ে যে জীবনে তার আর কিছুই করার সামর্থ্য থাকে না, তাকে আর যা-ই বলা যাক, অন্তত পুরুষমানুষ বলা যায় না, মরদ বলা যায় না। তুই বলছিস, উনি অসুখী লোক: তুই অবশ্য ভালো জানিস; কিন্তু বদখেয়াল এখনও পুরোপুরি ওঁর মাথার ভেতর থেকে যায় নি। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, উনি নিজেকে একজন কাজের লোক বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, যেহেতু উনি 'গালিনানি' নামে ঐ চোথা কাগজটা পড়েন আর মাসে একবার একজন চাষাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচান।'

'কিন্তু মনে রাখা উচিত কী রকম শিক্ষাদীক্ষা তিনি

পেয়েছিলেন, কোন্ সময়ের কোন্ আবহাওয়ায় তিনি মানুষ,' আর্কাদি বলল।

বাজারভ এবারে ফেটে পড়ল। 'শিক্ষাদীক্ষা?' সে বলল। 'প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা — এই যেমন, অন্তত আমাকেই ধর্ না কেন। আর সময়ের কথা যদি বলিস, আমি কেন তার ওপর নির্ভর করতে যাব শুনি? বরং সময়ই নির্ভর করুক আমার ওপর। না ভাই, এসবই হল গিয়ে শৃঙ্খলার অভাব, ফাঁকিবাজী। নারী-পুরুষের মধ্যে এই যে রহস্যময় সম্পর্কের কথা লোকে বলে, আমি জানতে চাই, এটা কী? আমরা শারীরবিজ্ঞানীরা জানি, কী এই সম্পর্ক। চোখের অ্যানাটমিটা একবার ভালোমতো স্টাডি করে দ্যাখ দেখি — ঐ যে প্রহেলিকাময় দৃষ্টির কথা তুই বললি, ওটা এলো কোথা থেকে? এসবই হল রোমান্টিসিজ্‌ম, ছেঁদো, বস্তাপচা, বানানো। যাক গে, আপাতত চল্ ঐ গুবরে পোকাটাকে দেখা যাক্।'

ওরা দুই বন্ধুতে বাজারভের ঘরের দিকে চলল। ঘরটা ইতিমধ্যেই কেমন যেন একটা হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধে ছেয়ে গেছে, তার সঙ্গে এসে মিশেছে সস্তা তামাকের গন্ধ।

আট

নায়েবের সঙ্গে ভাইয়ের কথাবার্তার মধ্যে পাভেল পেত্রোভিচ বেশিক্ষণ থাকলেন না। নায়েব লোকটা ঢ্যাঙা, রোগা। ক্ষয়রোগগ্রস্তের মতো মিঠে তার গলার আওয়াজ, চোখজোড়া ধূর্ত-ধূর্ত। নিকলাই পেত্রোভিচের যে-কোন মন্তব্যের উত্তরে সে কেবলই বলছিল, 'হ্যাঁ হুজুর, তা ত বটেই হুজুর।' বারবার চেষ্টা করছিল চাষীদের মাতাল আর চোর-জোচ্চোর বলে

দেখানোর। সম্প্রতি খামার-ব্যবস্থা নতুন রীতিতে ঢেলে সাজানো হয়, কিন্তু তাতে এখন পুরো জমিদারী তেল-না-দেওয়া চাকার মতো ক্যাঁচকোঁচ আর্তনাদ করছে, বাড়ির তৈরি কাঁচা কাঠের আসবাবের মতো মড়মড় করছে। নিকলাই পেত্রোভিচ হতাশার ভাব না দেখালেও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, গভীর চিন্তায় পড়লেন — তিনি বুঝতে পারছেন টাকা ছাড়া কিছুই হবে না, অথচ টাকা তার প্রায় সব শেষ। আর্কাদি ঠিকই বলেছে — পাভেল পেত্রোভিচ একাধিকবার ভাইকে সাহায্য করেছেন; যখনই দেখেছেন সংকট থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় সেই চিন্তায় নিকলাই পেত্রোভিচ মাথা ঘামাচ্ছেন, মাথা ঘামিয়ে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না, তখনই তিনি ধীরে ধীরে জানলার দিকে এগিয়ে আসতেন, পকেটের ভেতরে হাত গলিয়ে দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে বলতেন, 'Mais je puis vous donner de l'argent'*; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে টাকা দিতেন। কিন্তু যেদিনকার কথা হচ্ছে সেদিন তাঁর নিজের কাছেই এক কপর্দকও ছিল না, তাই তিনি স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করলেন। সাংসারিক চিন্তা তাঁর মনকে বড় ভারাক্রান্ত করে তুলত। তাছাড়া তাঁর কেবলই মনে হত নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মনিষ্ঠা সত্ত্বেও যেন ঠিক যে ভাবে কাজে লাগা উচিত সে ভাবে কাজে লাগতে পারছেন না; যদিও নিকলাই পেত্রোভিচের ভুলটা যে আসলে কোথায় সেটা দেখানোর ক্ষমতা হয়ত তাঁর নেই। তিনি মনে মনে বিচার করতেন, 'ভাইয়ের আমার যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তববুদ্ধি নেই, লোকে ওকে ঠকাচ্ছে।' অন্যদিকে পাভেল পেত্রোভিচের বাস্তববুদ্ধি সম্পর্কে নিকলাই পেত্রোভিচের ধারণা

* 'আমি কিন্তু তোকে কিছু টাকা দিতে পারি' (ফরাসী)।

ছিল খুবই উঁচু, তিনি সবসময় তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। তিনি বলতেন, 'আমি নরম ধরনের, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, সারাটা জীবন লোকসমাজ থেকে দূরে কাটিয়েছি। কিন্তু তুমি লোকজনের সঙ্গে অনেক ওঠা-বসা করেছ — এটা ফেল্না নয়। বাজপাখির মতো দৃষ্টি তোমার।' ভাইয়ের এই কথায় পাভেল পেত্রোভিচ মুখ ঘুরিয়ে নিতেন মাত্র, তবে তাঁকে নিবৃত্ত করতেন না।

নিকলাই পেত্রোভিচকে পড়ার ঘরে রেখে দিয়ে বাড়ির সদর ও অন্দরের মাঝখানের সরু অলিন্দটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা নীচু দরজার কাছে এসে চিন্তিত মুখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে দরজায় ঘা মারলেন।

'কে? ভেতরে আসুন,' ফেনেচ্কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি,' এই বলে পাভেল পেত্রোভিচ ভেজানো দরজাটা খুলে ফেললেন।

ফেনেচ্কা তার বাচ্চাকে নিয়ে চেয়ারে বসে ছিল। পাভেল পেত্রোভিচকে দেখামাত্র সে চট করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চাটাকে একটা মেয়ের কোলে তুলে দিতে সেই মেয়েটিও তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। ফেনেচ্কা ত্রস্ত হাতে তার মাথার রুমালটা গুছিয়ে নিল।

'যদি ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকি মাফ করবেন,' পাভেল পেত্রোভিচ তার দিকে না তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি কেবল আপনাকে বলতে এসেছিলাম... আজ সম্ভবত কাউকে শহরে পাঠানো হচ্ছে, তাই না?.. তা যদি হয়, আমার জন্যে কিছুটা সবুজ চা কিনতে বলবেন, কেমন?'

'আচ্ছা হুজুর,' ফেনেচ্কা জবাব দিল। 'তা, কতটা কিনতে বলেন?'

'এই আধ পাউণ্ডটাক হলেই যথেষ্ট হবে বলে আমার মনে হয়। আচ্ছা, এখানে ব্যবস্থা পালটেছে দেখছি?' চারপাশে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন। ফেনেচ্‌কার মুখের ওপর দিয়েও দৃষ্টিটা এক ঝলক চলে গেল। 'ঐ যে, পর্দাগুলোর কথা বলছি,' ফেনেচ্‌কা তাঁর কথা বুঝতে পারছে না দেখে তিনি বললেন।

'ও, হ্যাঁ হুজুর, ঐ পর্দাগুলো। নিকলাই পেত্রোভিচ আমাদের দান করেছেন। কিন্তু ওগুলো ত অনেক দিন হল ঝুলছে।'

'তা হবে। আমিও ত বহুকাল এ ঘরে আসি নি। এখন ঘরটা বেশ ভালো হয়েছে।'

'নিকলাই পেত্রোভিচের দয়া বলতে হবে,' মৃদুস্বরে বলল ফেনেচ্‌কা।

'আগেকার বার-বাড়ির ঘরের চেয়ে এখানে আপনার ভালোই লাগছে, কী বলেন?' মুখে বিন্দুমাত্র হাসি না ফুটিয়ে ভদ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন পাভেল পেত্রোভিচ।

'হ্যাঁ ভালো ত ঠিকই, হুজুর।'

'আপনার আগেকার জায়গা এখন কাকে দেওয়া হয়েছে?'

'এখন ওখানে থাকে ধোপানিরা।'

'ও!'

পাভেল পেত্রোভিচ চুপ করে গেলেন। 'এবারে চলে যাবেন,' ফেনেচ্‌কা মনে মনে ভাবল। কিন্তু পাভেল পেত্রোভিচ গেলেন না। ফেনেচ্‌কা তাঁর সামনে স্থির মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাত কচলাতে লাগল।

'বাচ্চাটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন কেন?' পাভেল পেত্রোভিচ

শেষকালে বললেন। 'আমি বাচ্চা ভালোবাসি। ওকে একবার নিয়ে আসুন না, দেখি।'

ফেনেচ্‌কা লজ্জায় ও আনন্দে লাল হয়ে গেল। পাভেল পেত্রোভিচকে সে ভয় পেত — উনি প্রায় কখনই ওর সঙ্গে কথা বলতেন না।

ফেনেচ্‌কা হাঁক দিল, 'দুনিয়াশা, মিতিয়াকে এখানে নিয়ে আসুন (বাড়ির সকলকে সে 'আপনি' সম্বোধন করত)। আচ্ছা, না, দাঁড়ান, ওকে আগে জামা পরানো দরকার।'

ফেনেচ্‌কা দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আহা, জামা পরা না থাকলেই বা কী আসে যায়?' পাভেল পেত্রোভিচ বললেন।

'আমি এক্ষুনি আসছি,' এই বলে ফেনেচ্‌কা ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

পাভেল পেত্রোভিচ ঘরে এখন একা। এবারে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ঘরের চারপাশে দৃষ্টিপাত করলেন। ঘরটা ছোট, নীচু ছাদের, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বেশ আরামের। মেঝের তক্তায় মাত্র কিছুদিন আগে রঙ লাগানো হয়েছে — ঘরে তার গন্ধ, সেই সঙ্গে ক্যামোমাইল ও মেলিসা ফুলের গন্ধ। দেয়াল বরাবর কয়েকটা চেয়ার, পেখম আকৃতির পিঠ সেগুলোর। পরলোকগত জেনারেলের আমলের জিনিস। কোন এক অভিযানের সময় পোল্যাণ্ডে কেনা। এক কোণায় গোল ঢাকনাওয়ালা এই পেটাই লোহার সিন্দুকের পাশে মসলিন কাপড়ের চাদর ঢাকা একটা ছোট উঁচু পালঙ্ক। তার উলটো দিকের কোনায় ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু নিকলাইয়ের একটা বড়, কালো প্রতিমার সামনে দীপ জ্বলছে। জ্যোতির সঙ্গে লাল ফিতে দিয়ে লটকানো ডিমের আকারের একটা ছোট্ট চীনেমাটির লকেট

ঝুলছে সাধু নিকলাইয়ের বুকের ওপর। জানলার তাকে গত বছরের মোরব্বার বয়ামগুলোর ভেতর দিয়ে সবুজ রঙ ঝিলিক দিচ্ছে। বয়ামের মুখে সযত্নে আঁটা কাগজের ঢাকনা, তার ওপর বড় বড় অক্ষরে ফেনেচ্‌কার নিজের হাতে লেখা: 'গুজবেরী'। এই গুজবেরীর মোরব্বা নিকলাই পেত্রোভিচের বিশেষ পছন্দ। ঘরের কড়িকাঠ থেকে লম্বা দড়িতে ঝুলছে একটা খাঁচা। তাতে খর্ব পুচ্ছধারী এক সিস্‌কিন পাখি অবিরাম কিচিরমিচির আর লাফালাফি করে চলছে, ফলে খাঁচাটাও অনবরত কাঁপছে আর দুলছে, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু পটপট শব্দে শণের বীজ মেঝেতে পড়ছে। দুই জানলার মাঝখানের দেয়ালে একটা দেরাজ আলমারির মাথার ওপর ঝুলছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা নিকলাই পেত্রোভিচের কতকগুলো প্রতিকৃতি — খুবই খারাপ। কোন এক ফোটোগ্রাফার এই গ্রামে এসেছিল, তারই তোলা। ঐ একই জায়গায় ঝুলছে ফেনেচ্‌কার নিজের একটা ছবি — একেবারেই বাজে: কালো ফ্রেমের ভেতরে একটা দৃষ্টিহীন মুখ, মুখে কেমন যেন একটা চেষ্টাকৃত হাসি — এর বেশি আর কিছু বোঝার উপায় নেই। ফেনেচ্‌কার মাথার ওপরে জেনারেল ইয়েরমোলভ*) — গায়ে তার ককেশীয় ঢঙের পশমী আঙরাখা, জেনারেলের ঠিক কপালের ওপর ঝুলছে জুতোর আকারের একটি রেশমি পিন-কুশন — তার আড়াল থেকে তিনি ভয়ংকর দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছেন দূর ককেশাস পর্বতমালার দিকে।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। পাশের ঘরে খসখস, ফিসফিস আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। পাভেল পেত্রোভিচ দেরাজ থেকে মাসাল্‌স্কির 'স্ত্রেল্‌ৎসি'*) উপন্যাসের বহু হাত-ফেরতা চিটচিটে একটা আলাদা খণ্ড তুলে নিয়ে কয়েকটা

পৃষ্ঠা ওলটালেন। দরজা খুলে গেল, মিতিয়াকে কোলে নিয়ে ফেনেচ্‌কা প্রবেশ করল। বাচ্চার গায়ে পরিয়েছে একটা লাল রঙের ছোট্ট জামা, জামার কলারে জরি লাগানো, তার মাথা আঁচড়েছে, মুখ মুছিয়ে দিয়েছে। সুস্থ শিশুমাত্রেই যেমন করে, বাচ্চাটা তেমনি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে, ইতস্তত গা মোড়ামুড়ি করছে, খুদে খুদে হাতদুটি নাড়ছে। চটকদার জামাটা বোধহয় তার মনে ধরেছে — তার তুলতুলে চেহারার সর্বত্র ফুটে উঠেছে আনন্দের ভাব। ফেনেচ্‌কা তার নিজের চুলও গুছিয়ে নিয়েছে, আরও ভালো একটা রুমাল মাথায় বেঁধেছে। তবে সে যেমন ছিল তেমন থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বাস্তবিকই সুস্থ শিশু কোলে সুন্দরী যুবতী মা— পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি মুগ্ধকর আর কী হতে পারে?

'ওঃ কী সুন্দর গোলগাল!' আদরের সুরে এই বলে তিনি তাঁর তর্জনীর দীর্ঘ নখের ডগা দিয়ে মিতিয়ার জোড়া থুতনিতে সুড়সুড়ি দিলেন। বাচ্চাটা সিস্‌কিন পাখির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে খিলখিল করে হেসে উঠল।

'এই যে জেঠু হন তোমার,' মুখ ঝুঁকিয়ে ছেলের দিকে নামিয়ে তাকে সামান্য নাড়া দিয়ে ফেনেচ্‌কা বলল। এদিকে দুনিয়াশা আস্তে আস্তে জানলার তাক-এ একটা তামার পয়সার ওপর ধূপবাতি রেখে জ্বালিয়ে দিল।

'ক'মাস হল ওর বয়স?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'ছয় মাস। এই শিগ্‌গিরই, এগারো তারিখে সাতে পড়বে।'

'আটে নয় ত ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্‌না?' খানিকটা সলজ্জ ভাবেই কথার মাঝখানে বলে ফেলল দুনিয়াশা।

'না, সত্যিই!' বাচ্চা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, একদৃষ্টে সিন্দুকের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে মা'র নাক আর ঠোঁট খপ্ করে খামচে ধরল। 'দুষ্টু,' ফেনেচ্কা বলল; কিন্তু ছেলের হাতের খামচি থেকে মুখ সরিয়ে নিল না।

'আমার ভাইয়ের মতোই দেখতে হয়েছে,' পাভেল পেত্রোভিচ মন্তব্য করলেন।

'আর কার মতোই বা দেখতে হবে?' ফেনেচ্কা মনে মনে ভাবল।

'হ্যাঁ,' পাভেল পেত্রোভিচ যেন নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছেন — এই ভাবে বলে চললেন, 'মিল যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।' তিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে, অনেকটা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ফেনেচ্কার দিকে।

'এই যে জেঠু হন তোমার,' ফেনেচ্কা আবার বলল, তবে এবারে বলল ফিস্ফিস্ করে।

'আরে পাভেল যে! তুমি এখানে, তা-ই বল!' হঠাৎ শোনা গেল নিকলাই পেত্রোভিচের কণ্ঠস্বর।

পাভেল পেত্রোভিচ ভুরু কুঁচকে ত্রস্ত ঘুরে তাকালেন। কিন্তু ছোট ভাই এত উল্লসিত হয়ে, এমন কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন যে উত্তরে মৃদু না হেসে তাঁর উপায় রইল না।

'চমৎকার কিন্তু তোর ছেলেটা!' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আমি এখানে একবার ঢুঁ মারলাম চায়ের কথা বলতে।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন ভাব ফুটিয়ে তুলে পাভেল পেত্রোভিচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'নিজে নিজেই এসেছিল নাকি?' নিকলাই পেত্রোভিচ ফেনেচ্‌কাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, নিজে নিজেই। দরজা খট্‌খট্‌ করলেন, তারপর ভেতরে ঢুকলেন।'

'আর আর্কাশা? আর্কাশা তোমার কাছে আর আসে নি?'

'না, আসে নি। আমি বার-বাড়িতে গিয়ে উঠলেই ত পারি নিকলাই পেত্রোভিচ?'

'তার কী দরকার?'

'আমার মনে হয় এটা হয়ত এখনকার মতো ভালো হবে।'

'ন্‌... না,' নিকলাই পেত্রোভিচ কপালে হাত ঘষে থতমত খেয়ে বললেন। 'আগে ভাবা উচিত ছিল,' সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, 'ওরে আমার তুলতুলেটা!' বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে এসে তার গালে চুমো খেলেন। তারপর খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ফেনেচ্‌কার হাতে ঠোঁট ঠেকালেন। মিতিয়ার লাল জামার গায়ে ফেনেচ্‌কার হাতটা দেখাচ্ছিল দুধের মতো সাদা ধবধবে।

'নিকলাই পেত্রোভিচ! এ আপনি কী করছেন?' আমতা আমতা করে এই কথা বলে সে চোখ নামাল, তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলল।... সে যখন কটাক্ষ হানার মতো দৃষ্টি মেলে তাকাত আর সোহাগে ঢলে পড়ে বোকাটে হাসি হাসত তখন অপূর্ব মাধুর্য ফুটে উঠত তাতে।

ফেনেচ্‌কার সঙ্গে নিকলাই পেত্রোভিচের আলাপ হয় এই ভাবে। বছর তিনেক আগে একবার তাঁকে দূরবর্তী মহকুমা-শহরের এক সরাইখানায় রাত কাটাতে হয়। সরাইখানায় তাঁকে থাকার জন্য যে ঘর দেওয়া হয় সেখানকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শয্যাদ্রব্যের বিশুদ্ধতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

‘এখানকার কর্ত্রী কি জার্মান নাকি?’ তিনি মনে মনে ভাবলেন। কিন্তু দেখা গেল কর্ত্রী আসলে বছর পঞ্চাশেক বয়সের এক রুশ মহিলা। বেশ পরিপাটী তাঁর বেশভূষা, চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কথাবার্তায় গাম্ভীর্য আছে। মহিলার সঙ্গে চা পানের সময় তাঁর কথা হয়। মহিলাকে তাঁর খুব ভালো লেগে যায়। নিকলাই পেত্রোভিচ সেই সময় সবে তাঁর নতুন খামার-বাড়িতে এসে উঠেছেন। ভূমিদাসদের তিনি আর রাখবেন না বলে মনস্থ করেছেন, তাই ঠিকে লোকজন খুঁজছিলেন। এদিকে সরাইয়ের কর্ত্রীটিও অনুযোগ করে বলল যে দিনকাল খারাপ পড়েছে — শহরে আজকাল আগন্তুকের সংখ্যা কমে গেছে। নিকলাই পেত্রোভিচ মহিলাকে তাঁর বাড়িঘর দেখাশোনার কাজ নেবার প্রস্তাব দিতে সে রাজি হয়ে গেল। স্বামী তার একমাত্র সন্তান কন্যা ফেনেচ্‌কাকে রেখে অনেক আগেই গত হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক বাদে আরিনা সাভিশ্‌না (নতুন গৃহপরিচালিকা) কন্যাকে নিয়ে মারিইনোতে এসে উপস্থিত হল, তাদের থাকার জায়গা হল বার-বাড়িতে। দেখা গেল নিকলাই পেত্রোভিচের নির্বাচন ভুল হয় নি। আরিনা দেখতে দেখতে ঘরবাড়ির শ্রী ফিরিয়ে আনল। ফেনেচ্‌কার বয়স তখন সতেরো চলছে, কিন্তু কারও কথায় তার কোন উল্লেখমাত্র থাকে না, তাকে দেখতেও পাওয়া যায় কদাচিৎ। তার অনাড়ম্বর জীবন নিঃশব্দে কাটত, কেবল রবিবার-রবিবার পল্লীর গির্জার কোন এক নিভৃত কোনায় তিনি তার ধবধবে সাদা মুখের কোমল রেখা এক ঝলক দেখতে পেতেন। এই ভাবে এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল।

একদিন সকালে আরিনা নিকলাই পেত্রোভিচের পড়ার ঘরে এসে প্রথামতো নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল যে

মেয়ের চোখে উনুন থেকে আগুনের ফুলকি পড়েছে — তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন কিনা। আর দশজন ঘরে-বসে-থাকা লোকের মতন নিকলাই পেত্রোভিচও একটু আধটু ঘরোয়া চিকিৎসা চর্চা করতেন, এমনকি হোমিওপ্যাথির বাক্সও আনিয়েছিলেন। তিনি তক্ষুনি রোগিনীকে নিয়ে আসতে বললেন। বাবু তাকে ডাকছে শুনে ফেনেচ্‌কা দারুণ ভয় পেয়ে গেল, তাহলেও মা'র পেছন পেছন সে চলল। নিকলাই পেত্রোভিচ তাকে জানলার কাছে নিয়ে এসে দু'হাতে তার মাথা তুলে ধরলেন। তার ফুলে-ওঠা লাল টকটকে চোখটা বেশ ভালো করে দেখার পর তিনি একটা লোশন লাগাতে বললেন। লোশনটা সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তৈরি করে ফেললেন, তারপর নিজের রুমাল ছিঁড়ে তাকে দেখিয়ে দিলেন কী ভাবে সেটা লাগাতে হয়। মনোযোগ দিয়ে তাঁর সমস্ত কথা শোনার পর ফেনেচ্‌কা যখন ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় আরিনা তাকে বলল, 'ওরে বোকা মেয়ে, বাবুর হাতে চুমো খা।' নিকলাই পেত্রোভিচ তার দিকে হাত বাড়িয়ে না দিয়ে ভেবাচেকা খেয়ে গিয়ে নিজেই তার ঝুঁকে পড়া মাথার সিঁথিতে চুমো খেলেন। ফেনেচ্‌কার চোখ শিগগিরই ভালো হয়ে গেল। কিন্তু নিকলাই পেত্রোভিচের মনের ওপর সে যে ছাপ ফেলল তা সহজে মুছল না। ফেনেচ্‌কার সেই ভীতচকিত, ঈষৎ উত্তোলিত, নির্মল, কোমল মুখছবি বারবার তাঁর মনকে উতলা করে তুলতে লাগল। তিনি তাঁর করতলে উপলব্ধি করতে লাগলেন তার নরম চুলের স্পর্শ, তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল আলতো ভাবে খোলা সেই অপাপবিদ্ধ ঠোঁটজোড়া যার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল মুক্তামালাসদৃশ দশনপংক্তি।

এরপর থেকে গির্জায় তিনি তাকে আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলেন, তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। প্রথম প্রথম ফেনেচ্‌কা তাঁকে দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একবার সন্ধ্যার আগে আগে রাই খেতের মাঝখানে পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথের ওপর নিকলাই পেত্রোভিচকে দেখতে পেয়ে ফেনেচ্‌কা সোমরাজ আর নীল ঝুমকো ফুলের ঝোপে ঢাকা ঘন উঁচু রাইখেতের ভেতরে ঢুকে পড়ল। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিকলাই পেত্রোভিচের চোখ এড়ানো। খেতের ভেতর থেকে ফেনেচ্‌কা একটা ছোট্ট বন্য জন্তুর মতো উঁকি মেরে তাঁকে দেখতে লাগল। নিকলাই পেত্রোভিচ রাইয়ের সোনালি শীষের জাফরির ফাঁক দিয়ে তার মাথাটা দেখতে পেয়ে কোমলস্বরে তাকে ডেকে বললেন:

'এই যে ফেনেচ্‌কা! আমি কিন্তু কামড়াই না।'

'নমস্কার,' ফেনেচ্‌কা তার লুকানোর জায়গা থেকে না বেরিয়ে সেখান থেকেই অস্ফুটস্বরে বলল।

একটু একটু করে নিকলাই পেত্রোভিচের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে লাগল, কিন্তু তখনও তাঁর উপস্থিতিতে সে লজ্জা পেত। এমন সময় তার মা আরিনা ওলাউঠা রোগে মারা গেল। ফেনেচ্‌কা এখন কোথায় যায়? মা'র কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তা হল গোছাল স্বভাব, সহজ বিচারবুদ্ধি ও গম্ভীর প্রকৃতি। কিন্তু তার বয়স এতই কম, এতই একা সে... নিকলাই পেত্রোভিচ নিজে এত ভালো, এত বিনয়ী... বাদবাকি ঘটনার বিবরণ আর না দিলেও চলে।

'আচ্ছা, তাহলে দাদা তোমার কাছে এলেন?' নিকলাই পেত্রোভিচ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'দরজায় টোকা মেরে ঢুকলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, ভালো কথা। এবারে মিতিয়াকে আমার কাছে দাও দেখি, আমি একটু দোলাই।'

নিকলাই পেত্রোভিচ মিতিয়াকে নিয়ে তাকে প্রায় ছাদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতে লাগলেন। এতে ছোট শিশুটি যেমন মহা খুশী, তার মা'র আশঙ্কাও কিন্তু তেমনি কম নয়। যতবার মিতিয়া ওপরে উঠে যাচ্ছে ততবারই তার মা ওর ছোট ছোট খালি পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ততক্ষণে পাভেল পেত্রোভিচ ফিরে গেছেন তাঁর ছিমছাম সুন্দর পড়ার ঘরটিতে। সুন্দর ছাইরঙা দেয়াল-কাগজে মোড়া ঘর, দেয়ালের গায়ে রঙবেরঙের ইরানী গালিচার ওপর ঝুলছে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র। গাঢ় সবুজ রঙের মখমলের গদি মোড়া আখরোট কাঠের আসবাব, রেনেসাঁস-শৈলীতে তৈরি পুরনো আবলুষ কাঠের একটা বইয়ের আলমারী, জমকাল লেখার টেবিলের ওপর কতকগুলো কাঁসার মূর্তি, ফায়ার প্লেস।... পাভেল পেত্রোভিচ সোফায় গা এলিয়ে দিলেন, মাথার পেছনে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রায় হতাশ দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন। তার মুখের ওপর যে অনুভূতির ছাপ পড়েছিল ঘরের দেয়ালের কাছ থেকে পর্যন্ত তা লুকানোর উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন কারণে, কে জানে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের পর্দাগুলো ফেলে দিলেন, তারপর আবার গা এলিয়ে দিলেন সোফার ওপরে।

নয়

ঐ দিনই ফেনেচ্‌কার সঙ্গে বাজারভেরও আলাপ হয়ে গেল। আর্কাদির সঙ্গে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বাজারভ ওকে

ব্যাখ্যা করে বলছিল কিছু কিছু চারাগাছ, বিশেষত ওক গাছের চারা কেন মাটিতে শেকড় গাড়তে পারে নি।

'রুপোলি পপলার গাছ এখানে বেশি করে বসানো দরকার, সঙ্গে সঙ্গে ফার গাছ, আর সম্ভবত লাইম গাছও। কিছু কালো মাটিও অবশ্য যোগ করতে হয়। ঐ যে ওই কুঞ্জটা — ওটা বেশ গজিয়েছে,' সে যোগ করল, 'তার কারণ অ্যাকাশিয়া আর লাইলাক যে কোন জায়গায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, ওদের যত্নের কোন দরকার হয় না। বাঃ! ওখানে যেন কেউ আছে মনে হচ্ছে!'

দুনিয়াশা ও মিতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফেনেচ্‌কা বসে ছিল কুঞ্জের ভেতরে। বাজারভ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর্কাদি পুরনো পরিচিতের মতো ওকে দেখে মাথা ঝাঁকাল।

'এ কে?' পাশ দিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারভ জিজ্ঞেস করল আর্কাদিকে। 'কী সুন্দর মেয়েটা!'

'কার কথা বলছিস তুই?'

'কার কথা, তা-ও বলে দিতে হবে? — এখানে সুন্দর মেয়ে ত একটাই।'

আর্কাদি একটু ইতস্তত ক'রে সংক্ষেপে বলল ফেনেচ্‌কা কে।

'আচ্ছা!' বাজারভ বলল। 'তোর বাপের নজরটা বেশ ভালোই আছে দেখছি। আমার ভালো লেগেছে ওঁকে, তোর বাপকে। হুঁ-হুঁ-হুঁ! সাবাস বলতে হয়। সে যা-ই হোক, আলাপ করতে হয় কিন্তু,' এই বলে সে পেছনে, কুঞ্জটার দিকে হাঁটা দিল।

'ইয়েভ্‌গেনি!' আর্কাদি আর্তস্বরে ওকে পিছু ডেকে বলল। 'সাবধান, ভগবানের দোহাই।'

বাজারভ বলল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমরা পোড় খাওয়া লোক, শহরে থাকি।'

ফেনেচ্কার সামনে এগিয়ে এসে সে মাথার টুপি খুলে ফেলল। ভদ্র ভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সে শুরু করল, 'আপনার অনুমতি হয় ত নিজের পরিচয় দিই। আর্কাদি নিকলাইয়েভিচের বন্ধু — এক অতি নিরীহ জীব।'

ফেনেচ্কা বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখতে লাগল।

'কী চমৎকার বাচ্চা!' বাজারভ বলে চলল। 'চিন্তা করবেন না, আজ অবধি কাউকে আমি চোখ দিই নি। ওর গাল অমন লাল কেন? দাঁত শুলোচ্ছে নাকি?'

ফেনেচ্কা মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, চারটে দাঁত এর মধ্যেই উঠে গেছে, এখন এই আবার মাড়ি ফুলেছে।'

'কোথায়, দেখান দেখি।... আরে আপনি ভয় করবেন না, আমি একজন ডাক্তার।'

বাজারভ বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। ফেনেচ্কা ও দুনিয়াশা দু'জনেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে বাচ্চার দিক থেকে কোন প্রতিরোধ এলো না, সে ভয়ও পেল না।

'দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি।... ও কিছু নয়, সব ঠিক আছে। খাসা দাঁত হবে। তেমন কিছু ঘটলে আমাকে বলবেন। আর আপনি? আপনি নিজে সুস্থ ত?'

'সুস্থ, ঈশ্বরের কৃপায় সুস্থ।'

'ঈশ্বরের কৃপায়। — এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর আপনি?' দুনিয়াশার দিকে ফিরে যোগ করল বাজারভ।

দুনিয়াশা মেয়েটা বাড়ির ভেতরে বেশ কড়া, কিন্তু বাড়ির

বাইরে তার ফুর্তি আর ধরে না; তাই বাজারভের প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল খিলখিল করে হেসে উঠল।

'বাঃ, এই ত চাই। আচ্ছা এবার আপনাদের পালওয়ানকে ধরুন।'

ফেনেচ্‌কা বাচ্চাকে নিজের কোলে তুলে নিল।

'আপনার কোলে কী শান্ত হয়ে বসে ছিল!' অর্ধস্ফুটস্বরে ফেনেচ্‌কা বলল।

বাজারভ জবাব দিল, 'সব বাচ্চাই আমার কোলে শান্ত হয়ে বসে থাকে। আমি বশ করার মন্ত্র জানি।'

'বাচ্চারা বুঝতে পারে কে তাদের ভালোবাসে,' দুনিয়াশা মন্তব্য করল।

'সেটা ঠিক,' ফেনেচ্‌কা সায় দিয়ে বলল। 'মিতিয়াও যার তার কোলে কখ্‌খনও যাবে না — যতই লোভ দেখাও না কেন।'

আর্কাদি কিছুক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষকালে কুঞ্জের কাছে চলে এসেছে। সে এবারে ওদের কথাবার্তায় যোগ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমার কাছে যাবে কি?'

সে হাত বাড়িয়ে মিতিয়াকে ইসারায় কাছে ডাকল। কিন্তু মিতিয়া মাথা ঝট করে পেছনে হেলিয়ে কান্না জুড়ে দিল। এতে ফেনেচ্‌কা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'অন্যবার যখন আমাকে ভালো ভাবে জানার সুযোগ পাবে তখন হবে 'খন,' প্রশ্রয়ের সুরে আর্কাদি বলল। দুই বন্ধু স্থান ত্যাগ করল।

'কী নাম যেন বললি ওর?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'ফেনেচ্‌কা... ফেদোসিয়া,' আর্কাদি উত্তর দিল।

'আর পিতৃকুলের পরিচয়? সেটাও ত জানা দরকার।'

'নিকলায়েভ্না*)।'

'Bene*। ওর যেটা ভালো লেগেছে সেটা এই যে খুব একটা অপ্রস্তুত ভাব ওর মধ্যে নেই। অন্য কেউ হলে হয়ত এটাকে দোষের বলে মনে করত। কিন্তু আমার মনে হয় এটা নেহাৎই বাজে ব্যাপার। অপ্রস্তুত হওয়ার কী আছে? ও একজন মা — ওর দিক থেকে ও ঠিকই আছে।'

'ত ঠিকই আছে,' আর্কাদি মন্তব্য করল, 'কিন্তু আমার বাবা...'

'কেন? তিনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন,' বাজারভ আর্কাদির কথার মাঝখানে বলল।

'উঁহু, আমি সে রকম দেখি না।'

'হুঁ, দেখা যাচ্ছে, বাড়তি একজন উত্তরাধিকারী আমাদের কারও মনঃপূত নয়।'

'এরকম চিন্তা আমার মাথায় আসতে পারে একথা ভাবতেও তোর লজ্জা হল না!' আর্কাদি উত্তেজিত হয়ে বলল। 'আমি যে বললাম বাবা ঠিক করেন নি, সেটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আমার মনে হয় তাঁর উচিত ছিল ওকে বিয়ে করা।'

'এ-হে-হে!' বাজারভ শান্ত কণ্ঠে বলল। 'এই নাকি আমাদের মহানুভবতার নমুনা! তুই এখনও বিবাহ বন্ধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করিস! এটা তোর কাছ থেকে আশা করি নি কিন্তু।'

দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ নীরবে পা ফেলল।

বাজারভ ফের কথা শুরু করল, 'তোর বাপের বিষয়-আশয় সব দেখলাম। গোরু-ভেড়ার অবস্থা খারাপ, ঘোড়াগুলো রদ্দি।

---

* বেশ (লাতিন)।

দালান-টালানেরও অবস্থা ভালো নয়, কাজের লোকগুলো দেখে মনে হল এককেটা কুঁড়ের বাদশা; আর ঐ নায়েবটা — হয় বোকা, নয়ত ঠক — আসলে যে কী আমি এখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলাম না।'

'আজ দেখছি তুমি কাউকে ছেড়ে কথা বলছ না, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ।'

'আর ঐ ভালোমানুষ চাষাগুলো তোর বাপকে ঠকিয়ে ফতুর করে ছাড়বে। জানিস ত কথায় বলে, 'রুশ চাষী পারলে ভগবানকেও গিলে খায়'।'

'এখন জ্যাঠামশাইয়ের কথাই মানতে হয় দেখছি,' আর্কাদি মন্তব্য করল, 'রুশীদের সম্পর্কে বাস্তবিকই তুই খারাপ মত পোষণ করিস।'

'আহা-হা কী কথাই না বললি! রুশীদের কেবল যেটা ভালো তা হল নিজেদের সম্পর্কে যা-তা ধারণা। বড় কথা হল দুই আর দুয়ে চার, বাদবাকি আর সব তুচ্ছ।'

'আর প্রকৃতি? সেও তুচ্ছ?' সূর্য ইতিমধ্যে বেশ নীচে নেমে এসেছে, দূরে বিচিত্রবর্ণের খেতগুলোর ওপর স্নিগ্ধ, সুন্দর আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে — সে দিকে তাকিয়ে আর্কাদি অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'প্রকৃতিও তুচ্ছ — সেই অর্থে, যে অর্থে তুই তাকে বুঝিস। প্রকৃতি কোন দেবালয় নয়, প্রকৃতি হল এক কর্মশালা — মানুষ সেই কর্মশালার একজন কর্মী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভায়োলিনচেল্লোর মন্থর ধ্বনি বাড়ি থেকে তাদের দিকে ভেসে এলো। কে যেন বিপুল আবেগ দিয়ে বাজাচ্ছে, যদিও অপটু হাতে। শুবার্টের*) 'প্রত্যাশা'। বাতাস মধুময় হয়ে উঠেছে সেই মধুর সুরের প্লাবনে।

'এ কী!' হতচকিত হয়ে বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'বাবা বাজাচ্ছেন।'

'তোর বাবা ভায়োলিনচেল্লো বাজান নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বাবার বয়স কত বল্ ত?'

'চুয়াল্লিশ।'

বাজারভ হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল।

'তুই হাসছিস কেন বল্ ত?'

'ঝোঝ কাণ্ড! চুয়াল্লিশ বছর বয়সের একটা মানুষ, pater familias,* কোথাকার কোন্ এক মহকুমায় থাকেন, বাজান কিনা ভায়োলিনচেল্লো!'

বাজারভের অট্টহাসি আর থামে না। কিন্তু আর্কাদির যত গুরুভক্তিই থাক না কেন, এবারে তার মুখে হাসির এতটুকু রেখা ফুটল না।

দশ

প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। মারিইনোর জীবন তার আপন ধারায় বয়ে চলল। আর্কাদি পরম ভোগবিলাসে মগ্ন হল, বাজারভ কাজ করতে লাগল। বাড়ির সকলে তার তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণে, তার স্পষ্ট কাটা-কাটা কথায়, তার অস্তিত্বে এত দিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিশেষত ফেনেচ্কা তাকে এতদূর মেনে নিয়েছে যে একদিন রাতে মিতিয়া কেঁপে কেঁপে উঠলে সে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। বাজারভ ফেনেচ্কার ডাকে সাড়া দিয়ে তার ঘরে এসে ঘণ্টা দুয়েক

* পরিবারের পিতা (লাতিন)।

তার সঙ্গে বসে বসে নিজের অভ্যাসমতো অল্পস্বল্প হাই তোলে, অল্পস্বল্প ঠাট্টা-তামাসা করে, শেষ পর্যন্ত বাচ্চাকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু পাভেল পেত্রোভিচ বাজারভকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন। বাজারভকে তিনি একজন দাম্ভিক, উদ্ধত, মানব-বিদ্বেষী, অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করেন। তাঁর সন্দেহ হয় বাজারভ তাঁকে শ্রদ্ধা করে না, বলতে গেলে তাঁকে — পাভেল কির্সানভকে সে অবজ্ঞাই করে! নিকলাই পেত্রোভিচ এই 'নিহিলিস্ট' যুবকটিকে একটু ভয় ভয় করে চলেন, তাঁর সন্দেহ হয় আর্কাদির ওপর বাজারভের প্রভাবটা মঙ্গলজনক হবে কিনা। কিন্তু তিনি সোৎসাহে তার কথা শুনে যান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাজারভ করে সেগুলো তিনি উৎসাহভরে দেখেন। বাজারভ একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সারা দিন সে ওটা নিয়েই মেতে থাকে। বাড়ির চাকরবাকরদের মুখের ওপর সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে কী হবে তারাও তার অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। তারা উপলব্ধি করে যে হাজার হোক বাজারভ লোকটা কোন বাবু সম্প্রদায়ের নয়, সে তাদেরই একজন। দুনিয়াশা উৎসাহভরে খিলখিল করে তার সঙ্গে হাসে, আর পাশ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে ছুটে যেতে যেতে তার দিকে অপাঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানে। পিওতর লোকটা যেমন গণ্ডমূর্খ তেমনি আত্মাভিমানী, কপালে তার সব সময় জটিল ভাঁজ পড়েই আছে। তার গুণের মধ্যে গুণ এই যে সে আদবকায়দা জানে, বানান করে করে পড়তে পারে আর নিজের গায়ের ছোট কোর্তাটা ঘন ঘন ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে। এহেন পিওতর যে পিওতর, বাজারভের নজর তার দিকে পড়ামাত্র সে পর্যন্ত দাঁত বার করে খুশিতে উপছে

পড়ে। আর বাড়ির বাচ্চা চাকরগুলোর ত কথাই নেই — তারা কতকগুলো কুকুরছানার মতো 'ডাক্থর বাবুর' পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। একমাত্র বুড়ো প্রকোফিচ তাকে পছন্দ করে না। টেবিলে গোমড়ামুখে সে তাকে খাবার পরিবেশন করে, বাজারভকে সে আড়ালে 'খুনে', 'জুয়াচোর' বলে আর এও বলে যে ঝোপড়া জুলপির জন্য তাকে নাকি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকা একটা আস্ত শুয়োরের মতো দেখায়। প্রকোফিচ তার নিজস্ব ঢং-এ পাভেল পেত্রোভিচের চেয়ে কম বাবু ছিল না।

বছরের সবচেয়ে ভালো সময় শুরু হল। জুন মাসের প্রথম দিক। চমৎকার আবহাওয়া। অবশ্য এটাও ঠিক যে দূর থেকে ওলাউঠা রোগের আরও একটা প্রকোপের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু জেলার অধিবাসীদের কাছে তার দর্শন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাজারভ খুব ভোরে উঠে হাঁটতে হাঁটতে দেড়-দুই মাইল পর্যন্ত চলে যায় — নিছক বেড়ানোর জন্য অবশ্য নয় — উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ তার দু'চক্ষের বিষ। সে হাঁটে গাছগাছড়া ও পোকামাকড়ের খোঁজে। কখন কখন সে আর্কাদিকেও সঙ্গে নেয়। ফিরতি পথে সচরাচর ওদের মধ্যে তর্কবিতর্ক বেধে যায়। সেই তর্কে সচরাচর আর্কাদিরই হার হয়, যদিও বন্ধুর চেয়ে সে-ই কথা বেশি বলে।

একবার ওদের ফিরতে কেন যেন বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছিল। নিকলাই পেত্রোভিচ ওদের খোঁজে বাগানে এলেন। কুঞ্জটার কাছাকাছি আসতে তিনি দুই যুবকের দ্রুত পদক্ষেপ ও গলার আওয়াজ পেলেন। তারা কুঞ্জের অন্য দিক ধরে আসছিল, তাই নিকলাই পেত্রোভিচকে তারা দেখতে পেল না।

আর্কাদি বলছিল, 'আমার বাবাকে তুই মোটেই যথেষ্ট ভালো জানিস না।'

নিকলাই পেত্রোভিচ কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'তোর বাবা বেশ ভালো মানুষ,' বাজারভ বলল, 'কিন্তু উনি সেকেলে লোক, ওঁর দিনকাল গত হয়েছে।'

নিকলাই পেত্রোভিচ কান খাড়া করলেন।... আর্কাদি কোন জবাব দিল না।

'সেকেলে লোকটি' মিনিট দুয়েক সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে-পায়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন।

'এই সেদিন দেখলাম উনি পুশ্‌কিন পড়ছেন,' বাজারভ কিছুক্ষণ বাদে আবার শুরু করল। 'ওঁকে তুই বরং একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌ যে এটা একেবারেই অচল। উনি ত আর ছেলেমানুষ নন — এসব আজেবাজে জিনিস এবারে ছাড়া দরকার। আজকালকার দিনে কিনা রোমাণ্টিক হওয়ার সাধ! ওঁকে কোন কাজের জিনিস পড়তে দে।'

'কী দিতে বলিস ওঁকে?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছিস? আমার ত মনে হয় বুখ্‌নর*)-এর *Stoff und Kraft** দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।'

'আমার নিজেরও তাই মনে হয়,' আর্কাদি সায় দিয়ে বলল। '*Stoff und Kraft* জনবোধ্য ভাষায় লেখাও বটে।'

ঐ দিনই দুপুরের খাবারের পর দাদার পড়ার ঘরে বসে নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁকে বলছিলেন, 'তোমার আমার মতো লোকের কী অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তাহলে? আমরা হলাম

---

* পদার্থ ও শক্তি (জার্মান)।

গিয়ে সেকেলে লোক, আমাদের দিনকাল গত হয়েছে। না হয় তা-ই হল। হয়ত বাজারভের কথাই সত্যি। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই একটা কারণে আমি মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি: আমার আশা ছিল ঠিক এখনই আর্কাদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মিত্রতা হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি পিছিয়ে পড়েছি, এদিকে ও এগিয়ে গেছে, তাই এখন আর একে অন্যকে বোঝার সাধ্যি আমাদের নেই।'

'ও এগিয়ে গেছে এমন মনে করার কী কারণ আছে? আমাদের সঙ্গে ওর খুব বেশি তফাতটা কোথায়, শুনি?' অসহিষ্ণু হয়ে পাভেল পেত্রোভিচ বললেন। 'ঐ ফেরেব্‌বাজ সিনিয়রটা, ঐ নিহিলিস্টটা ওর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে। দু'চক্ষে দেখতে পারি না বদ্যির ব্যাটাটাকে। আমার মনে হয় ওটা স্রেফ একটা ভণ্ড, চালবাজ। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ঐসব ব্যাঙ-ট্যাঙ নিয়ে অত মাতামাতি করলে কি হবে শরীরবিজ্ঞানে ও বেশিদূর এগোতে পারে নি।'

'না, দাদা, অমন কথা বলো না। বাজারভ বুদ্ধিমান, বেশ জানে-শোনে।'

'আর ওর আত্মম্ভরিতা? — অসহ্য!' পাভেল পেত্রোভিচ আবার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন।

'তা ঠিক,' নিকলাই পেত্রোভিচ স্বীকার করলেন, 'আত্মম্ভরী বটে। কিন্তু আমার মনে হয়, না হয়ে উপায় নেই। কেবল একটা জিনিসই আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারছি না। আমার ত মনে হয় আমি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যতদূর সম্ভব যা করার করছি — চাষীদের বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, খামার খুলেছি — আরে এর জন্য ত সারা জেলায় আমার নামই রটে গেছে 'লাল' বলে। আমি বইপুথি পড়ি, শেখার

চেষ্টা করি, মোট কথা আধুনিকতার যা যা দাবি তার সমানে সমানে থাকার কোন ত্রুটি করি না — অথচ আমার সম্পর্কেই কিনা বলা হচ্ছে যে আমার দিনকাল গত হয়েছে! তা এরা আর কী বলবে দাদা? আমি নিজেই এখন ভাবতে শুরু করেছি, সত্যি সত্যিই গত হয়েছে।'

'তা কেন হবে?'

'কেন হবে? তাহলে বলছি। আজ আমি বসে বসে পুশ্‌কিন পড়ছিলাম।... হ্যাঁ মনে পড়ছে, হাতের কাছে পড়ে গেল 'জিপসী'।... এমন সময় আর্কাদি আমার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর কোন কথা না বলে মুখে একটা স্নেহকোমল অনুকম্পার ভাব নিয়ে, যেন আমি একটা শিশু, এই ভাবে আস্তে করে আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নিল, আমার সামনে আরেকটা বই... একটা জার্মান বই রেখে মুচকি হেসে চলে গেল। পুশ্‌কিন সঙ্গে নিয়ে গেল।'

'বলিস কী! কী বই দিল ও তোকে?'

'এই যে এটা।'

নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর ফ্রক কোটের পেছনের পকেট থেকে বুখ্‌নর-এর কুখ্যাত পুস্তিকার নবম সংস্করণ বার করলেন।

পাভেল পেত্রোভিচ বইটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখলেন।

'হুম্‌!' গাঁক গাঁক করে তিনি বললেন। 'আর্কাদি নিকলায়েভিচ দেখছি তোকে কী করে শিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য মাথা ঘামাচ্ছে। তা তুই কি পড়ার চেষ্টা করলি?'

'চেষ্টা করে দেখলাম।'

'তারপর?'

'হয় আমি একটা মূর্খ, নয়ত পুরো বইটাই আগড়ম-বাগড়ম। আমার মনে হয় আমিই মূর্খ।'

'আচ্ছা, তুই জার্মান ভুলে যাস নি ত?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, জার্মান আমি বুঝি।'

পাভেল পেত্রোভিচ ফের বইটা হাতের ভেতরে ওলটালেন-পালটালেন, আড়চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকালেন। দু'জনের কারও মুখেই কথা নেই।

শেষকালে সম্ভবত প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যই নিকলাই পেত্রোভিচ শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, ভালো কথা, কোলিয়াজিনের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি।'

'মাত্‌ভেই ইলিচের?'

'হ্যাঁ। জেলার সরকারী পরিদর্শনের কাজে শহরে এসেছে। এখন একজন হোমরাচোমরা লোক বনে গেছে। লিখছে, একজন নিকট আত্মীয়ের মতো আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎসুক। আমাদের দু'জনকে, সেই সঙ্গে আর্কাদিকেও শহরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

'তুই যাবি নাকি?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'না। আর তুমি?'

'আমিও যাব না। কাঙাল ভোজনের নেমন্তন্ন রক্ষার জন্যে তিরিশ-চল্লিশ মাইল ঠেঙিয়ে যেতে আমার বয়ে গেছে। মাতব্বরটা আমাদের সামনে নিজের সমস্ত গৌরব জাহির করতে চায়। জাহান্নামে যাক! আমাদের ছাড়াও ওর দিব্যি চলে যাবে। ওকে ধূপধুনো জ্বালিয়ে পুজো করার মতো স্থানীয় লোকজনের অভাব হবে না। আহা কী আমার বিরাট গৌরবের পদ রে! — প্রিভি কাউন্সিলর! আরে আমি যদি

এতদিন চাকরিতে থাকতাম, মূর্খের মতো ঐ জোয়ালটা টানতে পারতাম তাহলে আমিও এত দিনে একজন এডজুটেণ্ট জেনারেল বনে যেতাম। তাছাড়া একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা দু'জনেই হলাম গিয়ে সেকেলে লোক।'

'হ্যাঁ দাদা, তা যা বলেছ। আর দেরি না করে কফিনের ফরমাস দেওয়া উচিত, দেখছি। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেই হল,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিকলাই পেত্রোভিচ বললেন।

'অত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই,' বিড়বিড় করে বললেন নিকলাই পেত্রোভিচের দাদা। 'আমার মন কেন যেন বলছে ঐ বদ্যিটার সঙ্গে আমাদের এখনও একচোট হওয়া বাকি আছে।'

একচোট হয়ে গেল ঐ দিনই সান্ধ্যকালীন চা পানের সময়। পাভেল পেত্রোভিচ যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়েই মুখে বিরক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অজুহাতের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু অজুহাত কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। 'বুড়ো কির্সানভদের' (বাজারভ দুই ভাইকে এই বলে উল্লেখ করত) উপস্থিতিতে বাজারভ পারতপক্ষে মুখ খুলত না। তাছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় তার মন মেজাজও তেমন ভালো ছিল না, তাই সে নীরবে পেয়ালার পর পেয়ালা চা পান করে যাচ্ছিল। পাভেল পেত্রোভিচ অসহিষ্ণু হয়ে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

কথায় কথায় একজন প্রতিবেশী জমিদারের প্রসঙ্গ উঠল। লোকটার সঙ্গে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বাজারভের দেখা হয়েছিল। বাজারভ ঔদাস্যভরে মন্তব্য করে বসল, 'বস্তাপচা, বনেদী মাল।'

পাভেল পেত্রোভিচের ঠোঁটজোড়া থরথর করে কেঁপে উঠল — তিনি শুরু করলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনাকে? আপনার জ্ঞানবুদ্ধিমতে 'বস্তাপচা' আর 'বনেদী' — এই দুটো কথা কি সমার্থক?'

'আমি বলেছি 'বনেদী মাল',' বাজারভ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে অলস ভাবে বলল।

'হ্যাঁ, তা ঠিকই। তবে আমার অনুমান, বনেদী আর বনেদী মাল সম্পর্কে আপনার একই ধারণা। আমার মনে হয় আপনাকে এটা জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য যে আমি এর সঙ্গে একমত নই। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলার মতোও স্পর্ধা রাখি যে আমাকে সকলে একজন লিবেরাল এবং প্রগ্রেসের সমর্থক বলে জানে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমি বনেদী লোকজনকে — খাঁটি বনেদীদের শ্রদ্ধা করি। মনে রাখবেন, মাননীয় মহাশয় (এই কথায় বাজারভ পাভেল পেত্রোভিচের দিকে চোখ মেলে তাকাল), মাননীয় মহাশয়, মনে রাখবেন,' উত্তেজিত হয়ে কঠিনস্বরে তিনি আরও একবার আওড়ালেন, 'ইংরেজ অভিজাতদের। তাঁরা নিজেদের অধিকার এক তিলও ছাড়েন না, তাই অন্যের অধিকারকেও তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাঁরা দাবি করেন লোকে যেন তাঁদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করে, আর সেই কারণে তাঁরা নিজেরাও অন্যের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করে। অভিজাতবর্গ ইংরেজকে স্বাধীনতা দিয়েছে, তারাই সেই স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখছে।'

'ওসব কথা আমরা বহুবার শুনেছি,' বাজারভ বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু এর দ্বারা আপনি কী প্রমাণ করতে চান, শুনি?'

'মাননীয় মহাশয়, এইটের দ্বারা (পাভেল পেত্রোভিচ যখন রেগে যেতেন তখন ইচ্ছে করেই 'এইটে', 'সেইটে' বলতেন,

যদিও জানতেন যে এ ধরনের শব্দ ব্যাকরণসম্মত নয়। এই ইচ্ছাকৃত ভুল আসলে আলেক্সান্দ্রীয় ঐতিহ্যেরই রেশ।*) তখনকার কালের বড়মানুষেরা কদাচিৎ যখন মাতৃভাষায় কথা বলতেন তখন কেউ 'এইটে' কেউবা 'সেইটে' — এই রকম সব শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁদের বক্তব্যটা এই যে আমরা হলেম গিয়ে দেশজ রুশী, সেই সঙ্গে আমরা সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষও বটি, অতএব স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘনের অধিকার আমাদের আছে), এইটের দ্বারা আমি প্রমাণ করতে চাই যে আত্মমর্যাদাজ্ঞান ছাড়া, আত্মসম্মান বোধ ছাড়া — আর অভিজাতদের মধ্যে এই বোধটা খুবই প্রখর — সামাজিক... সামাজিক ইমারতের ... bien public*-এর কোন মজবুত ভিত্তি হতে পারে না। ব্যক্তিত্ব, মাননীয় মহাশয়, ব্যক্তিত্বই হল আসল কথা। মানুষের ব্যক্তিত্বকে হতে হবে শিলার মতো মজবুত, কারণ তার ওপরই গোটা ইমারত গড়ে ওঠে। আমি বেশ ভালো ভাবেই জানি, যেমন আপনি আমার অভ্যাস, আমার বেশভূষা, এমনকি আমার পরিপাটী স্বভাবকে পর্যন্ত হাস্যকর মনে করেন। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি এসবই আসছে আত্মমর্যাদাবোধ থেকে, কর্তব্যবোধ থেকে, হ্যাঁ কর্তব্যবোধ থেকে বৈ কি মহাশয়। আমি গ্রামে থাকি, অজ পাড়াগাঁয়ে থাকি, কিন্তু তাই বলে আত্মসম্মান, নিজের গৌরব আমি জলাঞ্জলি দিতে পারি না, আমার ভেতরে যে মানুষটা আছে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।'

বাজারভ এবারে মুখ খুলল, 'অপরাধ নেবেন না পাভেল পেত্রোভিচ, আপনি আত্মসম্মানের কথা বলছেন, অথচ আপনি

---

* সমাজ কল্যাণের (ফরাসী)।

হাত গ‍ুটিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করতে পারি কি এ থেকে bien public-এর কী লাভ? এই কাজ ত আপনি আত্মসম্মানের ভাবনা বাদ দিয়েও করতে পারতেন।'

পাভেল পেত্রোভিচের ম‍ুখ ফেকাসে হয়ে গেল।

'এটা সম্প‍ূর্ণ অন্য প্রশ্ন। ঐ যে আপনি বললেন না আমি কেন হাত গ‍ুটিয়ে বসে আছি, ঠিক এই ম‍ুহ‍ূর্তে, আপনার সামনে তার কৈফিয়ত দিতে আমি আদৌ রাজী নই। আমি শ‍ুধ‍ু এই কথাই বলতে চাই যে অ্যারিস্টক্রাটিজ্‌ম হল একটা প্রিন্সিপ্‌ল। আর কোন রকম প্রিন্সিপ্‌ল ছাড়া আমাদের য‍ুগে জীবনধারণ করতে পারে কেবল তারাই যারা দ‍ুরাচারী, নয়ত যাদের মাথায় কিছ‍ু নেই। আর্কাদি যেদিন এখানে আসে তার পরের দিন একথা আমি ওকে বলেছিলাম, আজ আপনাকেও বলছি। তাই না নিকলাই?'

নিকলাই পেত্রোভিচ সমর্থন করে মাথা ঝাঁকালেন।

ততক্ষণে বাজারভ বলতে শ‍ুর‍ু করে দিয়েছে, 'অ্যারিস্টক্রাটিজ্‌ম, লিবেরালিজ্‌ম, প্রগ্রেস, প্রিন্সিপ্‌ল — কতই না গালভরা বিদেশী... অপ্রয়োজনীয় শব্দ! মাগনায় পেলেও কোন র‍ুশীর ওসব দরকার নেই।'

'তাহলে কী তার দরকার বলে আপনি মনে করেন? আপনার কথা শ‍ুনলে অমনিতেই মনে হয় আমরা মানবতার বাইরে, তার বিধি-বিধানের বাইরে অবস্থান করছি। মাফ করবেন, আমার ত মনে হয় ইতিহাসের য‍ুক্তি দাবি করে...'

'আরে ওসব য‍ুক্তিতর্কে আমাদের কাজ কী? ও ছাড়াও আমাদের কাজ দিব্যি চলে যায়?'

'তার মানে?'

'মানে খ‍ুবই সোজা। আপনার যখন খিদে পায় তখন ম‍ুখের

ভেতরে রুটির টুকরো পুরে দিতে গিয়ে আপনি আশা করি কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না? ঐ সমস্ত বিমূর্ত ভাবনা নিয়ে তখন আমাদের মাথা ঘামানোর সময় কোথায়?'

পাভেল পেত্রোভিচ হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন।

'এর পর আপনাকে বোঝার সাধ্যি আমার নেই। আপনি রুশ জাতিকে অপমান করছেন। আমি বুঝতে পারি না প্রিন্সিপ্‌ল, বিধি-বিধান না মানা কেমন করে সম্ভব? কিসের তাগিদে আপনি তাহলে কাজ করেন?'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি জ্যাঠামশাই, আমরা কারও কোন কর্তৃত্ব মানি না,' আর্কাদি ওদের কথার মাঝখানে বলল।

'আমরা যাকে উপযোগী বলে মনে করি তারই তাগিদে কাজ করি,' বাজারভ বলল। 'আজকের দিনে সবচেয়ে উপযোগী হল খণ্ডন করা, আমরা তাই খণ্ডন করি।'

'সব কিছু?'

'হ্যাঁ সব কিছু।'

'তা কী করে হয়? শুধু শিল্প সাহিত্য নয়... এমনকি... না না উচ্চারণ করতেও ভয় হয়...*)'

'হ্যাঁ সব, সব,' অবিশ্বাস্য রকমের শান্তস্বরে বাজারভ আবার বলল।

পাভেল পেত্রোভিচ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। এতটা তিনি আশা করেন নি। এদিকে আর্কাদি খুশিতে আরক্ত হয়ে উঠল।

নিকলাই পেত্রোভিচ নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? — আপনারা খণ্ডন করছেন, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আপনারা সব

জিনিস ধ্বংস করছেন... তাহলে উপযুক্ত কিছু একটা নির্মাণও ত করতে হয়।'

'ও আমাদের কাজ নয়। প্রথমে জায়গা সাফ করতে হবে।'

আর্কাদি গুরুগম্ভীর ভাবে যোগ করল, 'জাতির বর্তমান অবস্থা এই দাবি নিয়ে এসেছে। আমাদের উচিত হবে এই দাবিগুলো পূরণ করা। তাই নিজের অহংকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অধিকার আমাদের নেই।'

আর্কাদির কথার শেষ অংশটি সম্ভবত বাজারভের মনঃপূত হয় নি — সেখান থেকে দর্শন-দর্শন, অর্থাৎ রোমাণ্টিকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, কেননা বাজারভ দর্শনকেও রোমাণ্টিকতা বলত। কিন্তু সে তার তরুণ শিষ্যটির মত খণ্ডন করার কোন আবশ্যকতা দেখল না।

'না, না!' হঠাৎ প্রবল উত্তেজিত হয়ে পাভেল পেত্রোভিচ বললেন। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা রুশ জনগণকে ভালোমতো জানেন এবং আপনারা যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার, তার দাবি-দাওয়ার প্রতিনিধি একথা আমি মানতে রাজী নই! না, আপনারা যেমন কল্পনা করছেন, রুশ জনগণ তেমন নয়। রুশ জনগণ তার ঐতিহ্যকে ভক্তিভরে মেনে চলে — রুশ জনগণ পিতৃতান্ত্রিক, বিশ্বাস ছাড়া সে বাঁচতে পারে না...'

'এর বিরুদ্ধে আমি তর্ক করতে যাব না,' বাজারভ তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'এমনকি এ ব্যাপারে আপনি যা বলছেন তা যে ঠিক তা-ও আমি মেনে নিতে রাজী।'

'আমার কথা যদি ঠিকই হয় তাহলে...'

'তাহলেও কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ ঠিকই, কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না,' ঝানু দাবা

খেলোয়াড় যেমন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে একটা বিপজ্জনক চালের সম্ভাবনা দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না আর্কাদিও তেমনি অবিচলিত দৃঢ়স্বরে আওড়াল।

'কিছুই প্রমাণিত হয় না মানে?' পাভেল পেত্রোভিচ হকচকিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন। 'তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে আপনারা স্বজাতির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন?'

'তা যদি হয় তাতেই বা কী?' বাজারভ গলা চড়িয়ে বলল। 'যখন মেঘ ডাকে তখন জনসাধারণ মনে করে যে পয়গম্বর ইলিয়াস তার রথে চেপে আকাশ পথে চলেছেন। এখন বলুন? জনগণের সঙ্গে আমাকে একমত হতে হবে? হ্যাঁ তারা রুশী ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমি নিজে কি রুশী নই?'

'না, আপনি যে সমস্ত কথা এখন বললেন তারপর আর আপনাকে রুশী বলা যায় না। আমি আপনাকে রুশী বলে মানতে পারি না।'

'আমার ঠাকুর্দা হাল দিয়ে জমি চাষ করতেন,' ঔদ্ধত্যমিশ্রিত গর্বের সুরে বাজারভ বলল। 'আপনার যে কোন চাষী-প্রজাকেই জিজ্ঞেস করুন না, আপনাকে, না আমাকে — আমাদের মধ্যে কাকে সে নিজের দেশ-ভাই বলে মেনে নিতে বেশি আগ্রহী? আপনি ত তাদের সঙ্গে কথা বলতেই জানেন না।'

'আপনি তাদের সঙ্গে যেমন কথা বলেন, তেমনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করেন তাদের।'

'তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের যোগ্য হলে করব না কেন? আপনি আমার দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করছেন, কিন্তু আপনাকে কে বলল যে আমার মধ্যে এটা আকস্মিক? আপনি যার একজন উৎসাহী সমর্থক সেই স্বাজাত্য বোধ থেকেই যে এর উদ্ভব নয় একথাই বা আপনাকে কে বলল?'

'এ আর বলার কী অপেক্ষা রাখে? নিহিলিস্টদের দিয়ে কার কী ভালোটা হতে পারে শুনি?'

'কার কী ভালো হতে পারে, না হতে পারে সেই বিচারের ভার আমাদের ওপর নয়। আপনি নিজেও ত নিজেকে এক অর্থে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।'

'আরে আরে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আবার ওঠে কেন? দয়া করে ওসব বাদ দিন না আপনারা,' নিকলাই পেত্রোভিচ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন।

পাভেল পেত্রোভিচ মৃদু হেসে ছোট ভাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন।

'তোর চিন্তার কোন কারণ নেই,' তিনি বললেন, 'আমাদের এই ভদ্রমহোদয়টি... এই ডাক্তার ভদ্রমহোদয়টি যে আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে এমন কঠিন কটাক্ষ করলেন সেই আত্মমর্যাদাবোধ আমার আছে বলেই আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি না।' তারপর ফের বাজরভকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি হয়ত ভাবছেন আপনার এই তত্ত্বকথা নতুন কিছু। তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। যে মেটেরিয়ালিজ্‌মের প্রচার আপনি করছেন এর আগেও একাধিকবার তার প্রচলন ছিল, কিন্তু বারবারই প্রমাণিত হয়ে গেছে তার অসারতা...'

'আরও একটা বিদেশী শব্দ,' বাজারভ বাধা দিয়ে বলে উঠল। তার এখন মেজাজ চড়তে শুরু করেছে, তার মুখ কেমন যেন একটা রুক্ষ তামাটে রঙ ধারণ করল। সে বলল, 'প্রথমত আমরা কিছুই প্রচার করি না। ওটা আমাদের অভ্যাস নয়...'

'তাই নাকি? তাহলে আপনারা কী করেন?'

'তাহলে বলি শুনুন। সম্প্রতি, এই কিছুদিন আগেও

আমরা বলি যে আমাদের আমলারা ঘুষ নেয়, আমাদের রাস্তাঘাট নেই, বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, আমাদের বিচারব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ...'

'ও, বুঝেছি, আপনারা হলেন, আমার যতদূর মনে হয়, যাকে বলা হয় দোষদর্শী, তা-ই। আপনাদের অনেকগুলো অভিযোগের সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু...'

'পরে আমরা ভেবে দেখলাম যে আমাদের ক্ষতস্থান সম্পর্কে বলে বেড়ানো, শুধুই বলে বেড়ানো পণ্ডশ্রম মাত্র। এতে আমরা কেবল গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামির দিকে চলে যাচ্ছি। আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, যাদের আমরা বলি অগ্রণী, যারা দোষদর্শী, তাদের দিয়ে কোনো কাজের কাজ হবার নয়; আমরা আবোল-তাবোল কাজে সময় নষ্ট করছি, কোথাকার কী সব শিল্পকলা নিয়ে, অচেতন শিল্পসৃষ্টি নিয়ে, আইনসভার রীতিনীতি, ওকালতি, এবং রাজ্যের আরও কত বিষয়ের আলোচনাই না আমরা করছি, অথচ আমরা দেখেও দেখতে পারছি না যে আসল সমস্যাটা হল অন্নসমস্যা, আমাদের শ্বাসরোধ করছে ডাহা কুসংস্কার, আমাদের অংশীদারী সমিতিগুলো সব একের পর এক ভেঙে পড়ছে একমাত্র এই কারণে যে সৎ লোকের বড়ই অভাব, সরকার যার জন্য এত ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন আমাদের সেই মুক্তি জিনিসটাই আমাদের বিশেষ কোন ভালো করতে পারবে কিনা সন্দেহ, যেহেতু আমাদের চাষাভুষো লোকজন শুঁড়িখানায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ গিলে চুর হয়ে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না — এর জন্য তারা সর্বস্ব ফুঁকে দিতে পারলেও খুশি।'

'আচ্ছা,' পাভেল পেত্রোভিচ বাধা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তার মানে এই সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়ার পর আপনারা

সিদ্ধান্ত করলেন যে নিজেরা আর কোন কাজেই গুরুত্বের সঙ্গে হাত লাগাবেন না।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর ভাবে পাভেল পেত্রোভিচের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বাজারভ বলল, 'সিদ্ধান্ত করলাম যে নিজেরা আর কোন কাজে গুরুত্বের সঙ্গে হাত লাগাব না।' এই জমিদারটির সামনে কেন যে এতটা মুখ আলগা করতে গেল একথা ভেবে বাজারভ হঠাৎ মনে মনে নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করল।

'স্থির করলেন কিছু না করে স্রেফ গালাগাল করে যাবেন?'

'হ্যাঁ, গালাগালও করে যাব।'

'এরই নাম কিনা নিহিলিজ্‌ম?'

'এরই নাম নিহিলিজ্‌ম,' বাজারভ ফের প্রতিধ্বনি তুলে বলল — এবারে রীতিমতো ঔদ্ধত্যের সুরে।

পাভেল পেত্রোভিচ ঈষৎ ভ্রূকুটি করলেন।

'আচ্ছা, তাহলে এই!' অদ্ভুত রকম শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন। 'নিহিলিজ্‌মের কাজ হল সমস্ত রকম আপদ-বিপদে আমাদের সাহায্য করা, আর আপনারা, আপনারা হলেন আমাদের মুক্তিদাতা, আমাদের নায়ক। তাহলে আপনারা কী বলে অন্যদের, অন্ততপক্ষে ঐ দোষদর্শীদের অপবাদ দেন? আপনারাও কি আর সকলের মতোই আবোল-তাবোল বকেন না?'

'আমাদের আর যা দোষই থাকুক না কেন, এই দোষে আমরা দোষী নই,' বাজারভ দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'তা হলে কী? আপনাদের কাজটা কী শুনি? কাজ করার আদৌ কোন অভিপ্রায় আপনাদের আছে কি?'

বাজারভ কোন উত্তর দিল না। পাভেল পেত্রোভিচ উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন।

'হুম!.. কাজ করা, ভাঙা...' তিনি বলে চললেন। 'কিন্তু

কী জন্যে, কেন — তা-ই যদি জানা না থাকে তাহলে ভাঙার কাজে নামা কী করে সম্ভব?'

'আমরা ভাঙি, কারণ আমরা হলাম শক্তি,' আর্কাদি মন্তব্য করল।

পাভেল পেত্রোভিচ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে এক নজর তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

'হ্যাঁ, এমন এক শক্তি, যে শক্তি কারও কাছে কোন কৈফিয়ত দেয় না,' এই বলে আর্কাদি সোজা হয়ে বসল।

'হতভাগা!' পাভেল পেত্রোভিচ আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গর্জন করে উঠলেন। 'তুই যদি একবার অন্তত ভেবেও দেখতিস তোর ঐ ইতর জীবনমন্ত্র নিয়ে রাশিয়ায় তুই কী জিনিসের সমর্থন জানাচ্ছিস! না, না, মানুষের ত কথাই নেই, এতে দেবদূতেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক! শক্তি! জংলী কাল্‌মিকের শক্তি আছে, মোঙ্গলেরও শক্তি আছে — কিন্তু তাতে আমাদের কী কাজ? আমরা সভ্যতার কদর করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাননীয় মহোদয়, আমরা কদর করি সভ্যতার ফসলকে। একথা বললে আমি মানব না যে এই ফসল অতি নগণ্য। একজন ওঁছা কলম ঘসা লোক, un barbouilleur*, একজন আনাড়ি পিয়ানো বাজিয়ে, যাকে এক সান্ধ্য আসরের জন্য পাঁচ পয়সা দক্ষিণা দেওয়া হয় — এদের যে কেউ আপনাদের চেয়ে বেশি উপকারী, যেহেতু তারা সভ্যতার প্রতিভূ, বর্বর মোঙ্গলশক্তির নয়! আপনারা নিজেদের অগ্রগণ্য লোক বলে মনে করেন, কিন্তু আপনাদের কাল্‌মিক-তাঁবুতে বসে থাকাই শোভা পায়! শক্তি! হ্যাঁ, মহা শক্তিমান ভদ্রমহোদয়রা, একথা ভুলে যাবেন না যে আপনারা সংখ্যায় মাত্র সাড়ে চার জন, আর অন্যেরা লাখে

* যে-লোক স্রেফ কলম ঘসতেই জানে (ফরাসী)।

লাখে, যারা আপনাদের দ্বারা তাদের পবিত্র বিশ্বাসকে পদদলিত হতে দেবে না, তারা আপনাদের গঁুড়িয়ে দেবে!'

'গঁুড়িয়ে যদি দেয় তাহলে বলতে হবে সেটাই গতি,' বাজারভ বলল। 'তবে একটা কথা কি জানেন, বলা যতটা সহজ, করা ততটা সহজ নয়। আপনি যেমন ভাবছেন আমাদের সংখ্যা তত কম নয়।'

'তার মানে? আপনারা কি সত্যি সত্যি মনে করেন পুরো একটা জাতির বিরুদ্ধে আপনারা এ'টে উঠতে পারবেন?'

'আপনি কি জানেন এক পয়সার মোমবাতিতে মস্কো জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল?' বাজারভ উত্তর দিল।

'ও বুঝেছি, বুঝেছি। প্রথমে অহঙ্কারটা প্রায় শয়তানী পর্যায়ের, পরে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া। বোঝা গেল কী নিয়ে আজকালকার যুবসম্প্রদায় মেতে থাকে, কিসের বশ হতে পারে অনভিজ্ঞ ছেলেছোকরাদের মন! এই যে চেয়ে দেখুন, তাদেরই একজন বসে আছে আপনার পাশে — আপনাকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পুজো করে — দেখুন, দেখুন! দেখে নয়ন সার্থক করুন!' (আর্কাদি ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল) 'আর এই সংক্রামক ব্যাধি ইতিমধ্যে বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি শুনেছি রোমে আমাদের শিল্পীরা নাকি ভ্যাটিকানের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না*)। রাফায়েলকে*) নাকি প্রায় মূর্খ বলে মনে করে, কারণ দেখাই যাচ্ছে উনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এদিকে তারা নিজেরা কদর্যরকমের অক্ষম আর বন্ধ্য। তাদের নিজেদের কল্পনার দৌড় 'ফোয়ারার ধারে যুবতী' পর্যন্ত। শত চেষ্টাতেও এর চেয়ে বেশি দূরে গড়ায় না। সে যুবতীও আবার কী কুৎসিত ভাবেই না আঁকা! আপনার মতে তারা বাহাদুরী পাবার যোগ্য, ঠিক বলি নি?'

বাজারভ আপত্তি তুলে বলল, 'আমার মতে রাফায়েলের মূল্য এক কাণা কড়িও নয়, তবে ওরাও তাঁর চেয়ে কোন অংশে ভালো নয়।'

'বাহবা! বাহবা! শুনে রাখ্ আর্কাদি... আধুনিক যুবকদের প্রকাশভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত! একবার ভেবে দেখ ওরা তোমাদের পেছন পেছন যাবেই বা না কেন! সেকালে যুবকদের পড়াশুনো করতে হত। অজ্ঞ আখ্যা জোটে এটা তারা চাইত না, তাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, পরিশ্রম তাদের করতেই হত। কিন্তু এখন একবার বললেই হল, দুনিয়ার সব কিছু অর্থহীন! — ব্যস্, আর তোমাকে পায় কে! যুবকেরা খুশিতে ডগমগ। সত্যি বলতে গেলে কি আগে তারা ছিল নিছক মাথা মোটা, এখন তারা রাতারাতি বনে গেল নিহিলিস্ট।'

আর্কাদি অকস্মাৎ জ্বলে উঠল, তার দু'চোখে আগুনের ঝলক খেলে গেল। কিন্তু বাজারভ নিরুত্তাপ কণ্ঠে মন্তব্য করল, 'আপনার বহু প্রশংসিত আত্মমর্যাদাবোধ এখানেই কিন্তু আপনাকে প্রতারণা করে বসল। আমাদের তর্কবিতর্ক বড় বেশিদূর গড়িয়ে গেছে।... আমার মনে হয় ওটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। আমি আপনার সঙ্গে তখনই একমত হতে রাজী,' বাজারভ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়তে যোগ করল, 'যদি আপনি আমাদের জীবনযাত্রায় — তা সে পারিবারিক বা সামাজিক, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন — এমন অন্তত একটি ব্যবস্থা আমাকে দেখাতে পারেন যা চরম ও নির্মম নিন্দার যোগ্য নয়।'

'আমি আপনাকে এরকম লক্ষ লক্ষ ব্যবস্থা দেখাতে পারি,' পাভেল পেত্রোভিচ চিৎকার করে বললেন, 'লক্ষ লক্ষ! এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কথাই ধরুন না কেন।'

বাজারভের ঠোঁটে একটা উত্তেজনাহীন বাঁকা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। সে বলল:

'পঞ্চায়েতের কথাই যখন উঠল, তখন আপনি বরং এ বিষয়ে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন। পঞ্চায়েত, পারস্পরিক দায়িত্ব, মিতাচার ইত্যাদি নানা জিনিস যে আসলে কী, আমার মনে হয় ইনি এখন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।'

'আর পরিবার? আমাদের কৃষকদের মধ্যে যে পারিবারিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' পাভেল পেত্রোভিচ গলা চড়িয়ে বললেন।

'সে কথা যদি বলেন তাহলে আমার মনে হয় প্রশ্নের খুব একটা গভীরে যাবার চেষ্টা না করা বরং আপনার নিজের পক্ষেই ভালো। আপনি পুত্রবধূর সঙ্গে ব্যভিচারের ঘটনা নিশ্চয়ই শুনেছেন? আমি যা বলি শুনুন, পাভেল পেত্রোভিচ, দয়া করে দু-এক দিন সময় খরচ করুন — সঙ্গে সঙ্গেই যে কিছু খুঁজে পাবেন এমন কথা অবশ্য বলতে পারি না। আমাদের সমাজের সমস্ত স্তর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখুন, প্রতিটি সম্প্রদায় সম্পর্কে ভালো করে ভেবে দেখুন, ততক্ষণে আমি আর আর্কাদি...'

'সকলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকি,' পাভেল পেত্রোভিচ পাদপূরণ করলেন।

'না, বেঙ কাটা ছেঁড়া করি। চল্ রে আর্কাদি। আচ্ছা চলি, ভদ্রমহোদয়রা!'

দুই বন্ধুতে বেরিয়ে গেল। দুই ভাই এখন একা। ওরা চলে যেতে প্রথমে দু'জনে কেবল একে অন্যকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

অবশেষে পাভেল পেত্রোভিচ শুরু করলেন, 'এই যে এই হল তোমাদের বর্তমান যুবসম্প্রদায়। এই এরাই আমাদের উত্তরাধিকারী!'

'উত্তরাধিকারী,' হতাশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিকলাই পেত্রোভিচ আওড়ালেন। যতক্ষণ তর্কবিতর্ক চলছিল সারাটা সময় তিনি কাঁটা হয়ে বসে ছিলেন, কেবল থেকে থেকে আড়চোখে, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে আর্কাদির দিকে তাকাচ্ছিলেন। দাদার কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'জান দাদা, আমার কী কথা মনে পড়ে গেল? একবার আমাদের স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরানীর সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধেছিল: উনি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, আমার কথা শুনতেই চান না। আমি শেষকালে ওঁকে বললাম তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না — আমরা দুই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের মানুষ। শুনে উনি সাঙ্ঘাতিক অসন্তুষ্ট হলেন, আর আমি মনে মনে ভাবলাম: 'এ ছাড়া আর কী উপায়? বড়িটা তেতো বটে, কিন্তু গলাধঃকরণ করতেই হবে।' এখন আমাদের পালা এসেছে, আমাদের উত্তরাধিকারীরা আমাদের বলতে পারে: 'তোমরা আমাদের পুরুষের মানুষ নও, অতএব গেলো বড়ি।' '

পাভেল পেত্রোভিচ আপত্তি তুলে বললেন, 'তুই দেখছি বাড়াবাড়ি রকমের ভালোমানুষ আর বিনয়ী। আমি কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি, তুই — আমরা ঐ পুঁচকে ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক ঠিক পথে আছি, যদিও হতে পারে আমাদের প্রকাশভঙ্গি খানিকটা সেকেলে, vieilli এবং ওদের মতন অমন স্পর্ধিত আত্মবিশ্বাস আমাদের নেই।... কিন্তু কী আত্মম্ভরীই না আজকালকার ছেলেছোকরারা! ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখ: 'কোন্ মদ আপনার অভিরুচি—

লাল না সাদা?' 'আমি লালেরই বেশি পক্ষপাতী!' গলার স্বর খাদে নামিয়ে গম্ভীরমুখে এমন ভাবে সে উত্তর দেবে যে শুনে মনে হবে ঠিক এই মুহূর্তে যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর তার দিকে চেয়ে আছে।'

'আর চা চাই আপনাদের?' দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে ফেনেচ্‌কা জিজ্ঞেস করল। বৈঠকখানা থেকে যতক্ষণ তর্কবিতর্কের আওয়াজ আসছিল ততক্ষণ ভেতরে ঢোকার সাহস তার হচ্ছিল না।

'না, সামোভার তুলে নিয়ে যেতে বল,' এই বলে নিকলাই পেত্রোভিচ আসন ছেড়ে উঠে তার কাছে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। পাভেল পেত্রোভিচ সংক্ষেপে তাঁকে bon soir* জানিয়ে নিজের পড়ার ঘরে চলে গেলেন।

এগারো

আধ ঘণ্টা পরে নিকলাই পেত্রোভিচ বাগানে, তাঁর সাধের কুঞ্জে গেলেন। তাঁর মনটা বিষাদে ভরে গেছে। জীবনে এই প্রথম তিনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলেন যে পুত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরে গেছে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে যত দিন যাবে ততই এ ফাটল বাড়তে থাকবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এই যে বৃথাই তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শীতকালটা সারা দিন ধরে নতুন নতুন বইপুথি ও প্রবন্ধ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন? বৃথাই তিনি কান পেতে যুবকদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করেছেন? তাদের উত্তেজিত তর্কবিতর্কের

---

* শুভ সন্ধ্যা (ফরাসী)।

মধ্যে নিজেও মাঝে মধ্যে দু-একটা মন্তব্য জুড়ে দিতে পারায় তিনি যে আনন্দ পেতেন সেও কি তাহলে বৃথা? তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'দাদা বলেন আমাদের পথ নাকি ঠিক। কোন রকম দম্ভ না করেও বলা যায়, আমার নিজেরই মন বলছে আমাদের তুলনায় ওরা সত্য থেকে অনেক দূরে আছে; কিন্তু তা হলে কী হবে, সেই সঙ্গে আমি এটাও উপলব্ধি করতে পারছি যে তাদের এমন জিনিস আছে যা আমাদের নেই — আর সেখানেই আমাদের ওপর ওদের একটা মস্ত সুবিধে আছে। সেটা কী? যৌবন? না, শুধু তা-ই বা বলি কেন? ওদের মধ্যে কৌলিন্যের ঠাট যে আমাদের তুলনায় কম আছে সেটাই কি ওদের একটা মস্ত সুবিধে নয়?'

নিকলাই পেত্রোভিচ মাথা হেঁট করে মুখে হাত বুলালেন। আবার তিনি ভাবলেন মনে মনে, 'কিন্তু কাব্যকে অস্বীকার করা? শিল্পকলা আর প্রকৃতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য?..'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন — যেন মনে মনে বুঝতে চাইলেন কী ভাবে প্রকৃতির প্রতি উদাসীন থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাগানের সিকি মাইলটাক দূরে অ্যাস্পেন গাছের একটা ছোট বনের পেছনে সূর্য আড়াল হয়ে গেল। নিস্পন্দ খেতের ওপর দিয়ে চলে গেছে তার সীমাহীন ছায়া। বনের ভেতরকার সরু এক ফালি অন্ধকার পথ ধরে দুলকি চালে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে এক চাষী। ছায়ায় ছায়ায় চললে কী হবে তাকে আগাগোড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এমনকি তার কাঁধের ওপরকার তালিটা পর্যন্ত। ঘোড়াটার একেকটা ঠ্যাঙের ঝলক স্পষ্ট চোখে পড়ছে — বেশ লাগছে দেখতে। এদিকে সূর্যকিরণ বনের ভেতরে এসে প্রবেশ করছে, ঘন

জঙ্গল ভেদ করে অ্যাস্পেনের গঁুড়িগুলোর গায়ে এমন উষ্ণ উজ্জ্বল আভা ঢেলে দিচ্ছে যে সেগুলো পাইন গাছের গঁুড়ির মতো দেখাচ্ছে, তাদের পল্লব প্রায় নীলবর্ণ ধারণ করছে, আর মাথার ওপর উঠেছে গোধূলির গোলাপী রঙের হালকা ছোঁয়া-লাগা ফিকে নীল আকাশ। অনেক উঁচু আকাশে চাতক পাখিরা উড়ছে। বাতাস সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কিছু মৌমাছি দেরি করে মৌচাকে ফেরার পথে লাইলাক ফুলের ভেতরে বসে ঘুমচোখে অলস ভাবে গুনগুন করে চলছে। একটা গাছের শাখা একা অনেকটা দূরে ছড়িয়ে গেছে — তার মাথার ওপর কালো হয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে ছোট ছোট মশা। 'হে ভগবান, কী সুন্দর!' নিকলাই পেত্রোভিচ মনে মনে ভাবলেন — আরেকটু হলেই প্রিয় কবিতার চরণ তাঁর মুখে এসে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল আর্কাদির সেই *Stoff und Kraft;* তিনি চুপ করে গেলেন। কিন্তু নিভৃত চিন্তার এই বিষণ্ণ অথচ মধুর খেলায় তিনি আগের মতোই ডুবে রইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন — পল্লী জীবন তাঁর মনের এই ক্ষমতাকে বিকশিত করে তুলেছে। এই ত বেশিদিন হয় নি সরাইখানায় পুত্রের জন্য অপেক্ষা করার সময় এই রকমই স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তার পর থেকেই একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে — যে-সম্পর্ক তখনও অনির্দিষ্ট ছিল তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে... আর কী আকারই না ধারণ করেছে! আবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল পরলোকগতা পত্নীর চেহারা — তবে যে চেহারা তিনি বহু বছর ধরে জানতেন সেই চেহারা নয় — ভালোমানুষ ঘরণীর, সুনিপুণ গৃহলক্ষ্মীর চেহারা নয়; এ যেন সেই তন্বী যুবতীটি, চোখে তার নিষ্পাপ সপ্রশ্ন দৃষ্টি,

বালিকার মতো তার গ্রীবাভঙ্গি, ঘাড়ের ওপর ঝুলছে পাকানো বিনুনি। মনে পড়ল তার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার ঘটনা। তিনি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। যে ফ্ল্যাটবাড়িতে তিনি থাকতেন সেখানকার সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দেখা। অসতর্ক ভাবে ওর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাবেন এবং সবে অস্ফুটস্বরে কোন রকমে বলেছেন 'Pardon, monsieur',* অমনি মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে মৃদু হাসল, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই যেন ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। পরে সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর ভঙ্গি করে তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি হানল, লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তারপর প্রথম সলজ্জ সাক্ষাৎ, ভাঙা ভাঙা শব্দোচ্চারণ, অর্ধস্ফুরিত হাসি, বিমূঢ় ভাব, বিষণ্ণতা, আবেগোচ্ছ্বাস আর সব শেষে সেই শ্বাসরোধকারী উল্লাস।... কোথায় চলে গেল সে সব? সে তাঁর স্ত্রী হল, তিনি সুখী হলেন — অমন সুখী পৃথিবীতে অল্প লোকেই হয়।... তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'কিন্তু সেই সুমধুর, প্রথম আনন্দময় মুহূর্তগুলো — কেন, কেনই বা অমর হতে পারে না, চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না?'

নিজের ভাবনা বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা তিনি করলেন না, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে স্মৃতিতে নয়, তার চেয়েও শক্তিশালী আরও কিছু একটা দিয়ে ঐ স্বর্গীয় সুখের দিনগুলোকে ধরে রাখার জন্য তিনি বড় উৎসুক। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল অন্তত আরেকবার অনুভব করেন তাঁর মারিয়ার সান্নিধ্য, মারিয়ার উষ্ণতা ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদু ছোঁওয়া।

---

* মাফ করবেন, মশাই (ফরাসী)।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল মাথার ওপর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে... এমন সময় তাঁর খুব কাছে শোনা গেল ফেনেচ্‌কার কণ্ঠস্বর:

'নিকলাই পেত্রোভিচ, আপনি কোথায়?'

নিকলাই পেত্রোভিচ চমকে উঠলেন। তিনি বিচলিত হলেন না, লজ্জিতও হলেন না। স্ত্রী আর ফেনেচ্‌কার মধ্যে যে কোন রকম তুলনা চলতে পারে এমন চিন্তা কোন কালে তাঁর মাথায়ও আসত না। কিন্তু ফেনেচ্‌কা যে তাঁকে খুঁজে বার করেছে এর জন্য তাঁর মনে মনে দুঃখ হল। ফেনেচ্‌কার কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর পলিত কেশ, তাঁর বার্ধক্য, তাঁর বর্তমান।...

যে মায়াজগতে তিনি প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, অতীতের কুহেলীঘেরা তরঙ্গমালা ভেদ করে যে জগৎ সবে দেখা দিচ্ছিল, আন্দোলিত হচ্ছিল, তা যেন এক নিমেষে মিলিয়ে গেল।

'আমি এখানে,' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি আসছি, তুমি যাও।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার ভেতরে বিজলীর মতো ঝলক মারল চিন্তা: 'এই যে এই ত সেই আভিজাত্যের গৌরব, কৌলীন্যের দম্ভ — সহজে যাবার নয়।' ফেনেচ্‌কা কোন কথা না বলে কুঞ্জের ভেতরে উঁকি মেরে তাঁকে দেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন যে যতক্ষণ তিনি স্বপ্নে ডুবে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে রাত নেমে এসেছে। চারপাশের সব কিছু অন্ধকারে ও নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে। ফেনেচ্‌কার মুখটা — এত ছোট ও ফেকাসে মুখটা — তাঁর সামনে থেকে পিছলে চলে গেল। ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডটা এতই কোমল হয়ে গেছে যে শান্ত হতে পারছে না। তিনি ধীরে ধীরে

বাগানে পায়চারী করতে লাগলেন; পায়চারী করতে করতে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে কখনও নিজের পায়ের তলাকার মাটির দিকে তাকালেন, কখনও বা চোখ তুলে তাকালেন ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে — সেখানে ততক্ষণে তারার দল ঝলমল করছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। তিনি অনেকক্ষণ পদচারণা করলেন — পদচারণা করতে করতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তবু তার মনের ভেতরকার সেই উৎকণ্ঠা, কেমন যেন একটা সন্ধানী, ভাসা-ভাসা, বিষাদভারাক্রান্ত উদ্বেগ কিছুতেই প্রশমিত হল না। ওঃ, তাঁর মনের মধ্যে তখন যা ঘটছিল, বাজারভ জানতে পারলে কী উপহাসটাই না করত! আর্কাদিও হয়ত তাঁকে ধিক্কার জানাত। তাঁর মতন চুয়াল্লিশ বছর বয়সের একটা লোকের, একজন কৃষিবিদ ও খামার-মালিকের চোখে কিনা অকারণে জল এসে যাচ্ছে! এ যে ভিয়োলিনচেল্লোর চেয়েও শতগুণ খারাপ!

নিকলাই পেত্রোভিচ পদচারণা করা থেকে বিরত হলেন না — তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না বাড়িতে প্রবেশ করবেন কিনা। নিবিড় শান্তির নীড় তাঁর এই বাড়িটি, বাড়ির আলোকিত সমস্ত জানলা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে; কিন্তু এই বাগান, বাগানের নিবিড় অন্ধকার আর মুখের ওপর এই স্নিগ্ধ সমীরণের স্পর্শ, এই বিষণ্ণতা, এই উদ্বেগ ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসেন সে শক্তি তাঁর নেই।

পথের মোড়ে পাভেল পেত্রোভিচের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

'কী হল রে তোর?' নিকলাই পেত্রোভিচকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর দাদা। 'তোর মুখ যে দেখছি মড়ার মতন

ফেকাসে। তোর শরীর খারাপ — শুতে যাচ্ছিস না কেন বল্ ত?'

নিকলাই পেত্রোভিচ সংক্ষেপে দু-এক কথায় তাঁকে নিজের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে সেখান থেকে সরে গেলেন। পাভেল পেত্রোভিচ হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষপ্রান্তে চলে গেলেন, তিনি চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তিনিও চোখ তুললেন আকাশের দিকে। কিন্তু তাঁর সেই সুন্দর কালো চোখে তারার আলো ছাড়া আর কিছুরই বিচ্ছুরণ ঘটল না। তিনি জন্ম-রোমাণ্টিক নন; তাঁর মনটি বড় বেশি পরিপাটী, নীরস, এত বেশি, এমন উদগ্র ফরাসী ধাঁচের যে আর সব মানুষকে নীচু নজরে দেখে। এ মন নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়।

সেই রাতেই বাজারভ আর্কাদিকে বলল, 'জানিস আর্কাদি আমার মাথায় একটা চমৎকার চিন্তা এসেছে। তোর বাবা আজ বলছিলেন না তোদের কোন্ এক বিশিষ্ট আত্মীয়ের কাছ থেকে নেমন্তন্ন পেয়েছেন। তোর বাবা যাবেন না। আচ্ছা তুই আর আমি যদি শহরে ওই ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হই তাহলে কেমন হয়? উনি ত তোকেও ডেকেছেন। দেখছিস, এখানে আবহাওয়া যা হয়েছে! চল্, আমরা শহরে গিয়ে একটু ঘোরাফেরা করি। দিন পাঁচ-ছয় ঘুরে ফিরে দিব্যি কাটানো যাবে।'

'ওখান থেকে ফিরে আসবি ত আবার?'

'না, একবার বাবার কাছে যেতে হবে। জানিসই ত ওখান থেকে মাইল বিশেক দূরে থাকেন। বহুদিন দেখি নি, মাকেও দেখি নি। বুড়ো-বুড়িকে একটু আমোদ দিতে হবে। ওঁরা আমার বেশ ভালো মানুষ — বিশেষত বাবা — বড় আমুদে লোক। আমি ওদের একমাত্র সন্তান যে।'

'ওঁদের ওখানে তুই অনেকদিন থাকবি নাকি?'

'না, সে রকম ত মনে হয় না। হয়ত একঘেয়ে লাগবে।'

'ফিরতি পথে আমাদের এখানে আসবি?'

'জানি না... সে দেখা যাবে 'খন। তাহলে কী বলিস? যাওয়া যাক।'

'তুই যেমন বলিস,' আলস্যভরে বলল আর্কাদি।

বন্ধুর প্রস্তাবে সে মনে মনে খুবই খুশি হয়েছিল, কিন্তু নিজের মনোভাব গোপন রাখাই শ্রেয় বিবেচনা করল। হাজার হোক সে একজন নিহিলিস্ট ত বটে!

পরের দিন বাজারভের সঙ্গে আর্কাদি চলে গেল শহরে। মারিইনোতে অল্পবয়সী যারা ছিল ওদের চলে যাওয়াতে তারা মনে দুঃখ পেল। দুনিয়াশা ত চোখের জলই ফেলল... কিন্তু বুড়োরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বারো

আমাদের দুই বন্ধুতে যে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল সেটা ছিল এক যুবক গভর্নরের শাসনাধীন। গভর্নর লোকটি প্রগতিবাদী, তাঁর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ — আমাদের পুরনো রুশভূমিতে এমন ঘটনা অবশ্য আকছার ঘটে। জেলার অভিজাত সভার আধিকারিক*) ছিলেন অশ্বারোহী রক্ষিবাহিনীর জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন, তিনি আবার এক অশ্বপালনকেন্দ্রের মালিকও বটেন। অতিথিসৎকারে তাঁর পরম উৎসাহ। গভর্নর তাঁর প্রশাসনকালের প্রথম বছরেই এই লোকটির সঙ্গে ত বটেই, এমনকি তাঁর নিজের আমলাদের সঙ্গেও ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। এই উপলক্ষে যে ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছিল তা এমন

আকার ধারণ করল যে ঘটনাস্থলে বিষয়টার তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে পাঠানো ছাড়া সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মন্ত্রণালয়ের গত্যন্তর রইল না। কর্তৃপক্ষ মাত্ভেই ইলিচ কোলিয়াজিনকে কমিশনার নির্বাচন করে পাঠালেন। কির্সানভ ভাইরা এককালে যে কোলিয়াজিনের অভিভাবকত্বে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বাস করত এই কোলিয়াজিন তাঁরই পুত্র! ইনিও একজন 'যুবা পুরুষ', অর্থাৎ সবে চল্লিশে পড়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই গণ্যমান্য রাজপুরুষ হওয়ার লক্ষ্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন — তার বুকের দু' পাশে দুটি তারকা শোভা পাচ্ছে। একটা অবশ্য বিদেশী পদক — সেটার তেমন কোন গৌরব নেই। যে গভর্নরের বিচার করতে তিনি এসেছেন তাঁরই মতো তিনিও প্রগতিবাদী বলে গণ্য। যদিও তিনি একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি, অধিকাংশ হোমরাচোমরা ব্যক্তির চেয়ে তিনি একটু ভিন্ন ধরনের। নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। তাঁর অহমিকার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু বাইরে দেখাতেন যেন কত সরল। লোকজনের দিকে তাকাতেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে, কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনতেনও আর এমন অমায়িক হাসি হাসতেন যে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে মনে হত 'কী চমৎকার'! তবে ঘটনা সে রকম গুরুত্বপূর্ণ হলে, যাকে বলে চাল মারা, সেটা তিনি পারতেন। তখন তিনি বলতেন, 'কর্মশক্তিই হল মূলমন্ত্র — l'énergie est la première qualité d'un homme d'état*। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তাঁকে সচরাচর বোকা বনতে হত এবং একটু ঝানু ধরনের যে-কোন আমলা সুযোগ বুঝে তাঁর কাঁধে

* কর্ম-শক্তিই হল রাষ্ট্রকর্মীর প্রধান গুণ (ফরাসী)।

চেপে বসতে বিলম্ব করত না। গিজোর*) প্রতি মাত্‌ভেই ইলিচের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না এবং ছোট বড় নির্বিচারে যে-কোন লোককে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে রুটিনপন্থী ও রক্ষণশীল আমলাদের দলভুক্ত তিনি নন, সমাজজীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই তাঁর নজর এড়ায় না।... এই সব চোখা চোখা কথার সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল। এমনকি তিনি আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির দিকেও নজর রাখতেন — যদিও সত্যি বলতে গেলে কি, খানিকটা বড়মানুষী চালে, উপেক্ষার ভাব নিয়ে — রাস্তায় ছোট ছেলেদের মিছিল দেখে কোন কোন সময় বয়স্ক লোক তাতে যোগ দিলে যেমন হয় আর কি। আসলে আলেক্সান্দরের আমলের যে সমস্ত রাষ্ট্রনেতা সেই সময় সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বসবাসকারিণী মাদাম স্‌ভেচিনা-র*) ভবনে সান্ধ্য সভায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে সকালে কন্‌ডিলাক-এর*) রচনার দু-একটি ক'রে পৃষ্ঠা পড়তেন, মাত্‌ভেই ইলিচ তাঁদের চেয়ে বেশি দূর এগোতে পারেন নি — কেবল তফাতটা এই যে তাঁর পদ্ধতিগুলো ছিল ভিন্ন ধরনের, আরও আধুনিক। তিনি ছিলেন একজন কুশলী সভাসদ, বেজায় ধূর্ত — এর বেশি কিছু নয়। কাজকর্মের কিছু তিনি জানতেন না, ঘটে বুদ্ধিও ছিল না তার; কিন্তু নিজের কাজ কী করে গোছাতে হয় সেটা ভালোই জানতেন — এ ব্যাপারে তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় এমন সাধ্য কারও নেই। এটাই হল বড় কথা।

একজন আলোকপ্রাপ্ত পদমর্যাদাধারী ব্যক্তির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সেই রকম দরাজ মনে — এমনকি বলব, তার চেয়েও বেশি — রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে মাত্‌ভেই ইলিচ আর্কাদিকে স্বাগত জানালেন। তবে তিনি যখন জানতে

পারলেন যে তাঁর আত্মীয়রা, যাঁদের তিনি আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, গ্রামেই রয়ে গেছেন, তখন অবাক হয়ে গেলেন। 'তোমার বাবা চিরকালই আজব ধরনের লোক,' গায়ের জমকাল মখমলি ড্রেসিংগাউনের ঝালর দুলিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতাম-আঁটা ধড়াচূড়ায় সজ্জিত আনুষ্ঠানিকতার পরাকাষ্ঠা এক যুবক কর্মচারীকে দেখতে পেয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?' যুবকটি দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে ছিল বলে তার ঠোঁটে ঠোঁট জুড়ে গিয়েছিল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার ওপরওয়ালার দিকে তাকাল। অধস্তন কর্মচারীকে হকচকিয়ে দেবার পর মাত্‌ভেই ইলিচ কিন্তু তার দিকে আর কোন মনোযোগ দিলেন না। আমাদের পদাধিকারীদের স্বভাবই এই রকম — অধস্তন লোকজনকে হকচকিয়ে দিয়ে তাঁরা বড় সুখ পান। উক্ত লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য তাঁরা বহু বিচিত্র পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত একটি পদ্ধতি — ইংরেজরা যাকে বলে, 'quite a favourite' — খুবই প্রচলিত: ওপরওয়ালা হঠাৎ অতি সাধারণ শব্দের বোধ হারিয়ে ফেলেন, ভান করেন যেন বধির হয়ে গেছেন। যেমন, তিনি জিজ্ঞেস করবেন, 'আজ কী বার?'

অধস্তন কর্মচারী অতি বিনীত ভাবে তাঁকে জানাবে, 'আজ শুক্কুরবার হু... হু... হুজুর।'

'অ্যাঁ? কী? শুক্কুরবার মানে? কী রকম শুক্কুরবার?'

'শুক্করবার হল হপ্তার একটা দিন হু... হু... হু... জুর।'

'বটে, বটে, তুমি আমাকে শেখাতে এসেছ?'

মাত্‌ভেই ইলিচ উদারপন্থী বলে গণ্য হলে কী হবে, হাজার হোক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

আর্কাদিকে তিনি বললেন, 'শোনো আর্কাদি, তোমাকে বন্ধু ভাবে একটা পরামর্শ দিই — গভর্নরের সঙ্গে তোমার একবার দেখা করে আসা উচিত। তাই বলে ভেবে বসো না, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের সেলাম দিতে যাওয়া উচিত এমন সেকেলে ধারণা পোষণ করি। না, কথাটা আমি স্রেফ এই কারণে বললাম যে গভর্নর লোকটি বেশ সজ্জন। তাছাড়া এখানকার সোসাইটির পরিচয় নেবার ইচ্ছেও তোমার নিশ্চয় আছে? তুমি ত আর জংলী ভালুক নও — কী বল? উনি আবার আগামী পরশুদিন একটা বড় বল-নাচের আসরের আয়োজন করছেন।'

'বল-নাচের আসরে আপনি থাকবেন কি?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'উনি আমার সম্মানেই এই আসরের আয়োজন করছেন,' অনেকটা পরিতাপের সুরে বললেন মাত্‌ভেই ইলিচ। 'তুমি নাচতে জান?'

'জানি, তবে ভালো নয়।'

'আফশোসের কথা। এখানে বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু মেয়ে আছে, তাছাড়া একজন যুবকের পক্ষে নাচতে না পারা লজ্জার কথা। হ্যাঁ মনে রেখো কোন সেকেলে ধ্যানধারণা থেকে আমি একথা বলছি না। আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে মানুষের বুদ্ধির আশ্রয়স্থল তার পদযুগল, কিন্তু বায়রনিজ্‌ম! — হাস্যকর।*) 'Il a fait son temps.*'

'না কাকাবাবু, আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বায়রনিজ্‌ম একেবারেই নয়...'

---

* তার সময় চলে গেছে (ফরাসী)।

'আমি তোমাকে এখানকার লেডীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কোন চিন্তা নেই, তোমাকে আমি আমার পক্ষপুটে গ্রহণ করছি,' আর্কাদিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন মাত্‌ভেই ইলিচ। 'বেশ আরামের তাপ পাবে হে, কী বল?'

এমন সময় এক ভৃত্য এসে রাজস্বদপ্তরের অধ্যক্ষমহাশয়ের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। অধ্যক্ষমহাশয় বৃদ্ধ। বড় মধুর তাঁর চোখদুটি, ঠোঁটজোড়ায় কুঞ্চনরেখা। দারুণ প্রকৃতিপ্রেমী, বিশেষত গ্রীষ্মের দিনে ত কথাই নেই — তখন, তিনি বলেন, 'প্রতিটি মৌমাছি, প্রতিটি ফুলের কাছ থেকে ঘুষ নেয়...'। আর্কাদি বিদায় নিল।

ওরা যে সরাইখানায় উঠেছিল বাজারভকে আর্কাদি সেখানেই দেখতে পেল। অনেক বলে কয়ে আর্কাদি তাকে গভর্নরের কাছে যেতে রাজী করাল। শেষকালে বাজারভ বলল, 'কিছু করার নেই। কাজে নেমে পিছিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। জমিদারদের হালচাল দেখতেই যখন আসা, তখন চল্‌ দেখে আসি!'

গভর্নর দুই যুবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু তাদের বসতে বললেন না, নিজেও বসলেন না। তিনি সদাব্যস্ত, সব সময়ই তাঁর তাড়াহুড়ো। সাত সকালে তিনি আঁটোসাঁটো ধড়াচূড়া গায়ে চাপান, রীতিমতো শক্ত গিঁট দিয়ে গলায় টাই লাগান, পানাহার অর্ধসমাপ্ত থেকে যায় — কেবলই এটা-ওটা নির্দেশ জারী করে চলেন। জেলায় তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল বুর্দালু*) — অবশ্য বিখ্যাত ফরাসী প্রচারক বুর্দালুর সঙ্গে সাদৃশ্যবশত নয়, রুশ শব্দ বুর্দার প্রেরণায় — যার অর্থ হল লপ্‌সি। কির্সানভ ও বাজারভকে

তিনি তাঁর বাড়িতে নাচের আসরে আমন্ত্রণ জানালেন। এর দু'মিনিট বাদেই ওদের দু'জনকে দু'ভাই মনে করে এবং কাইসারভ পদবী ধরে সম্বোধন করে তিনি সেই আমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করলেন।

গভর্নরের কাছ থেকে দুই বন্ধুতে পায়ে হেঁটে তাদের বাসস্থানের দিকে চলেছে, এমন সময় একটা চারচাকার ঘোড়ার গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, আর সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল একজন বেঁটেখাটো লোক। লোকটার পরনে স্লাভভক্তদের*) কায়দায় পাকানো সুতোর কাজ করা আঁটো কোট। 'ইয়েভ্গেনি ভাসিলিয়েভিচ!' বলে হাঁক দিয়ে উঠে সে বাজারভের পেছন পেছন ছুটল।

'আরে! হের্ সিত্নিকভ যে!' ফুটপাথ ধরে আগের মতোই পা চালাতে চালাতে বাজারভ বলল, কী মনে করে?'

'ওঃ ভেবে দেখুন দেখি — একেবারেই আকস্মিক,' উত্তরে এই কথা বলে গাড়োয়ানের দিকে ফিরে বার পাঁচেক হাত নাড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আমাদের পেছন পেছন এসো হে, আমাদের পেছন এসো!' তারপর লাফিয়ে রাস্তার নর্দমা ডিঙোতে ডিঙোতে বলল, 'আমার বাবার কিছু কাজকর্ম আছে এখানে. উনি আমাকে দেখাশোনা করতে বলেছেন।... আমি আজই আপনার আসার সংবাদ পেয়েছি, সরাইখানায় আপনার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলাম... (বাস্তবিকই, দুই বন্ধু সরাইখানায় তাদের কামরায় ফেরার পর সেখানে সিত্নিকভের ভিজিটিং কার্ড দেখতে পেল। কার্ডের কোনাগুলো দুমড়ানো, তার এক দিকে ফরাসী ভাষায়, অন্যদিকে স্লাভ কায়দায় জড়ানো অক্ষরে সিত্নিকভের নাম

লেখা।) ‘নিশ্চয়ই গভর্নরের ওখান থেকে আপনারা আসছেন না — তাই না?’

‘অত নিশ্চিত হবার কোন কারণ নেই — আমরা সরাসরি ওখান থেকেই আসছি।’

‘আচ্ছা! সেক্ষেত্রে বলতে হয়, আমিও তাঁর কাছেই যাচ্ছি।... ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ আলাপ করিয়ে দেবেন ত আপনার এই... এঁদের সঙ্গে...’

‘সিত্‌নিকভ, কির্সানভ,’ বাজারভ পা চালাতে চালাতেই বিড়বিড় করে বলল।

‘আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে,’ মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সিত্‌নিকভের মুখ। একপাশ থেকে এগিয়ে এসে হাতের অপূর্ব জমকাল দস্তানাজোড়া তাড়াতাড়ি টেনে খুলতে খুলতে সে বলল, ‘আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।... আমি ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচের পুরনো পরিচিত, বলতে পারেন তাঁর একজন শিষ্য। আমার পুনর্জন্মের জন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ...’

আর্কাদি বাজারভের শিষ্যটির দিকে তাকাল। মুখটা তার মোলায়েম, ছোটখাটো, তবে মোটামুটি সুশ্রী তার মুখাবয়বে এসে পড়েছে কিসের যেন একটা শঙ্কাকুল, বিষণ্ণ চিন্তার ছাপ। চোখদুটো ছোট ছোট, যেন কোটরে বসা — চোখের দৃষ্টি অপলক, উদ্‌ভ্রান্ত, তার হাসিও উদ্‌ভ্রান্ত — সংক্ষিপ্ত, কাষ্ঠবৎ।

সে বলে চলল, ‘বিশ্বাস করবেন কি, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচকে আমি যখন প্রথম বলতে শুনলাম যে কারও কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত নয়, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম... আমার চোখ যেন খুলে গেল!

আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, 'শেষকালে আমি একজন মানুষকে খুঁজে পেলাম!' হ্যাঁ, ভালো কথা, ইয়েভ্গেনি ভাসিলিয়েভিচ, এখানকার একজন মহিলার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হওয়া অবশ্যই দরকার — আপনাকে পুরোপুরি বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে, আপনার আগমন তাঁর কাছে সত্যিকারের উৎসব হবে। আমার মনে হয়, আপনি তাঁর কথা শুনে থাকবেন।'

'কে সেই মহিলা?' বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'কুক্শিনা, Eudoxie — ইয়েভ্দক্সিয়া কুক্শিনা। অপূর্ব তাঁর চরিত্র! Emancipée* বলতে যা বোঝায়, সত্যিকারের অর্থে তাই। প্রথম সারির মহিলা। আমি বলি কি জানেন? এখন সকলে মিলে একসঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়া যাক। এখান থেকে দু'পা গেলেই ওঁর বাড়ি। সকালের খাওয়াটা ওখানেই সারা যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই এখনও সকালের খাবার খান নি — তাই না?'

'না, এখনও খাই নি।'

'তাহলে ত কথাই নেই। স্বামীর সঙ্গে ওঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে — বুঝলেন কিনা? কারও ওপর নির্ভর করতে হয় না ওঁকে।'

'দেখতে শুনতে কেমন? ভালো কি?' বাধা দিয়ে বলল বাজারভ।

'ন্... না, তা বলা যায় না।'

'তাহলে ছাই কী বলে তাঁর কাছে যেতে বলছেন আমাদের, শুনি?'

---

* সংস্কারমুক্ত নারী (ফরাসী)।

'ওঃ, বেশ রগড় করছেন দেখছি।... উনি শ্যাম্পেনের বোতল দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করবেন।'

'বটে, বটে! এই ত দেখছি দিব্যি বাস্তববুদ্ধি আছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার পিতৃদেব এখনও সেই আবকারির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ চালিয়ে যাচ্ছেন,' চটপট জবাব দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল সিত্‌নিকভ, 'কী হল? চলবে তাহলে?'

'ঠিক বলতে পারছি না।'

'তুই লোকজন দেখতে চেয়েছিলি, যা না,' চাপা গলায় আর্কাদি বলল।

'আর আপনি? আপনি কেন যাবেন না মিস্টার কির্সানভ?' সিত্‌নিকভ শুনতে পেয়ে বলল। 'না না, আপনাকেও আসতে হবে, আপনাকে ছাড়া চলবে না।'

'না, না, আমরা সকলে মিলে অমন আচমকা হানা দেব এ কেমন করে হয়?'

'ও কিছু না। কুক্‌শিনা চমৎকার মানুষ!'

'শ্যাম্পেনের বোতল থাকবে ত?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'থাকবে না মানে? তিন বোতল থাকবে!' সিত্‌নিকভ সোল্লাসে বলল। 'এর জন্যে আমি জামিন রইলাম।'

'কী জামিন রাখছেন?'

'আমার নিজের মাথা।'

'পিতৃদেবের টাকার গেঁজে জামিন রাখলে বরং ভালো হত। সে যাক গে, চলুন।'

তেরো

সকলেরই জানা আছে যে আমাদের মফস্বল শহরগুলোতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর একবার করে আগুন লাগে। এই রকম অগ্নিকাণ্ডে সদ্য বিনষ্ট শহরের একটা রাস্তার ওপর মস্কোর রীতিতে তৈরি একটা ছোটখাটো সম্ভ্রান্ত বাসভবন — এখানেই বাস করেন আভ্‌দোতিয়া নিকিতিশ্‌না (অথবা ইয়েভ্‌দক্সিয়া) কুক্‌শিনা। দরজার গায়ে তেরছা করে পেরেক দিয়ে আঁটা একটা ভিজিটিং কার্ডের ওপর ঘণ্টা বাজানোর একটা হাতল দেখা যাচ্ছে। সামনের ঘরে যে-স্ত্রীলোকটি আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাল তাকে দেখে গৃহকর্ত্রীর দাসী না সখী বলা মুশকিল; তার মাথায় বেলদার টুপি — গৃহকর্ত্রীর প্রগতিশীল রুচির সুস্পষ্ট চিহ্ন। সিত্‌নিকভ জিজ্ঞেস করল আভ্‌দোতিয়া নিকিতিশ্‌না বাড়ি আছেন কিনা।

‘কে Victor নাকি?’ পাশের ঘর থেকে মিহি গলার আওয়াজ শোনা গেল। ‘ভেতরে আসুন।’

বেলদার টুপি পরা স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল।

‘আমি একা নই,’ বলতে বলতে আর্কাদি ও বাজারভের দিকে চটুল দৃষ্টি হেনে পাকানো সুতোর কাজ করা কোট চটপট গা থেকে খুলে ফেলল — জামার নীচে যেটা বেরিয়ে এলো সেটা চাষাড়ে ঢং-এর কুঁচি দেওয়া, হাতকাটা পোশাক গোছের একটা কিছু।

‘তাতে কিছু আসে যায় না,’ ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের জবাব এলো। ‘Entres’*।’

---

* প্রবেশ করুন (ফরাসী)।

যুবক তিনজন ভেতরে প্রবেশ করল। যে ঘরে তারা এসে উপস্থিত হল তার সঙ্গে বৈঠকখানার চেয়ে পড়ার ঘরেরই বেশি মিল। এখানে ওখানে ধুলোপড়া টেবিলগুলোর ওপর ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে কাগজ, চিঠিপত্র, মোটা মোটা রুশী পত্র-পত্রিকা — বেশির ভাগ পাতা-না-কাটা; সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সিগারেটের সাদা সাদা পোড়া টুকরো। চামড়ার সোফার ওপর অর্ধশায়িতা এক মহিলা। যৌবন এখনও তাঁর গত হয় নি, চুলের রঙ ফেকাসে, একটু আলুথালু চেহারা। গায়ের রেশমী পোশাকটাকে খুব একটা পরিপাটী বলা চলে না; হাতদুটি খাটো, তাতে মোটা মোটা দুটি বালা, মাথায় বেলদার রুমাল। সোফা থেকে গাত্রোত্থান করে হলদে ছোপ ধরা দামী পশুলোমের মখমলি আঙরাখা অন্যমনস্ক ভাবে কাঁধের ওপর টেনে দিয়ে আলস্যজড়িত কণ্ঠে 'কী খবর Victor' বলে সিত্নিকভের করমর্দন করল।

'বাজারভ, কির্সানভ,' বাজারভের অনুকরণে কাটা কাটা স্বরে সিত্নিকভ বলল।

ভদ্রমহিলার গোল গোল দুটি চোখের মাঝখানে নিঃসঙ্গ ভাবে শোভাবর্ধন করছে গোলাপী রঙের ছোট্ট একটা ওল্টানো নাক। বাজারভের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে জবাব দিল, 'বড় খুশি হলেম,' তারপর যোগ করল, 'আমি আপনাকে জানি,' এই বলে তার সঙ্গেও করমর্দন করল।

বাজারভের মুখে ভাঁজ পড়ল। এই সংস্কারমুক্ত নারীর ছোটখাটো অসুন্দর আকৃতির মধ্যে অশালীন কিছুই ছিল না, কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গি অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাকে দেখলেই যেন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়: 'কী ব্যাপার? খিদে পেয়েছে নাকি? নাকি মন খারাপ? না কি

ভয়ে-ভয়ে আছ? অমন বিদ্‌ঘুটে হাবভাব কেন বল ত?' সিত্‌নিকভের মতন তাকে দেখলেও মনে হয় ভেতরে ভেতরে অহরহ কিসের যেন একটা যন্ত্রণা। তার বলাকওয়া চলাফেরার মধ্যে বাড়াবাড়ি রকমের কুণ্ঠাহীন ভাব থাকলেও কেমন যেন একটা আনাড়িপনাও ছিল। বুঝতে বাকি থাকে না সে নিজেকে একজন সহৃদয়, সাধারণ জীব বলে গণ্য করে অথচ সে যা যা কাজ করে তাতে যে-কারও সব সময় এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে যা করতে চায় না ঠিক তা-ই করছে। মনে হত সে যা করছে সবই শিশুরা যাকে বলে ইচ্ছে করে, সেই ভাবে — অর্থাৎ সহজ, স্বাভাবিক রীতিতে নয়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপনাকে জানি বাজারভ,' সে আবার বলল। (মফস্বল শহরের এবং মস্কোর বহু সম্ভ্রান্ত মহিলার মতো পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই পুরুষদের পদবী ধরে সম্বোধন করার একটা অদ্ভুত অভ্যাস তারও ছিল।) 'সিগার চাই?'

সিত্‌নিকভ ইতিমধ্যে আরাম কেদারায় গা এগিয়ে দিয়ে একটা ঠ্যাঙ ওপরের দিকে তুলে ধরেছে। ভদ্রমহিলার কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'সিগারে কোন আপত্তি নেই, তবে কিনা এখন আমাদের কিছু জলখাবার খেতে দিন — আমাদের দারুণ খিদে পেয়েছে। আর হ্যাঁ, এক বোতল শ্যাম্পেন আমাদের জন্য আজ্ঞা করুন।'

'আয়েসী,' হাসতে হাসতে বলল ইয়েভ্‌দক্সিয়া। (মহিলা যখন হাসে তখন তার ওপরকার দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে) 'ও আয়েসী, ঠিক বলি নি বাজারভ?'

'আমি জীবনে আরাম-আয়েস ভালোবাসি,' সিত্‌নিকভ গম্ভীর ভাবে বলল। 'এতে উদারপন্থী হবার কোন বাধা আমি দেখি না।'

'বাধা আছে বৈ কি, আলবত্ আছে!' ইয়েভ্দাক্সিয়া গলা চড়িয়ে বলল, তবে সেই সঙ্গে দাসীকে জলখাবার ও শ্যাম্পেন — দুটোরই ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা দিল। তারপর বাজারভের দিকে ফিরে যোগ করল, 'এ বিষয়ে আপনার মত কী? আমার দৃঢ়বিশ্বাস আপনি আমার সঙ্গে একমত।'

'উঁহু, মোটেই নই,' বাজারভ আপত্তি তুলে বলল, 'এক টুকরো মাংস এক টুকরো রুটির চেয়ে ভালো — এমনকি রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি বিচার করতে হয়।'

'আপনি কি রসায়নশাস্ত্রেরও চর্চা করেন নাকি? ওটা আমার একটা নেশা বলতে পারেন। আমি নিজে একটা আঠাল প্রলেপ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছি।'

'আঠাল প্রলেপ? আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি। কী উদ্দেশ্যে জানেন? পুতুল তৈরির জন্য, পুতুলের মাথা যাতে না ভাঙে সেই জন্য। আমি একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন লোকও, বুঝলেন? তবে সবটা এখনও তৈরি হয় নি। লিবিখ্ কী লিখেছেন একটু পড়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, 'মস্কো সমাচারে' নারীশ্রম সম্পর্কে কিস্লিয়াকোভের লেখা*) পড়েছেন কি? অনুগ্রহ করে একবার পড়ে দেখবেন। আপনি ত আবার নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে আগ্রহী, স্কুলসমস্যা সম্পর্কেও — তাই না? আপনার বন্ধু কী করেন? কী নাম ওঁর?'

শ্রীমতী কুক্শিনা উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখে আলস্যজড়িত তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে একের পর এক প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে গেল — অতিরিক্ত আদরে মাথা-খাওয়া শিশুরা যেমন তাদের পরিচর্যাকারিণীদের সঙ্গে কথা বলে।

'আমার নাম আর্কাদি নিকলায়েভিচ কির্সানভ,' আর্কাদি বলল, 'আমি কোন কাজকর্ম করি না।'

ইয়েভ্‌দক্সিয়া খিলখিল করে হেসে উঠল।

'চমৎকার! কী হল? আপনি কি ধূমপান করেন না? ভিক্তর, আপনি জানেন, আমি আপনাদের ওপর রেগে আছি।'

'কেন?'

'শুনছি আপনি নাকি ফের জর্জ সান্দ-এর*) গুণগানে মেতেছেন। এক পিছিয়ে-পড়া মহিলা — এর বেশি কিছু নয়! এমার্সন-এর*) সঙ্গে তার তুলনা! না শিক্ষাদীক্ষা, না শারীরবিজ্ঞান — কোন কিছু সম্পর্কেই তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি ভ্রূণবিজ্ঞান নামটা পর্যন্ত তার শোনা নেই; অথচ আমাদের এই যুগে এ ছাড়া চলে বলে আপনি কী করে ভাবতে পারেন? (বলতে বলতে ইয়েভ্‌দক্সিয়া শূন্যে হাত নাড়াল।) ওঃ এ প্রসঙ্গে কী দারুণ প্রবন্ধ লিখেছেন ইয়েলিসেভিচ!*) কী বিরাট প্রতিভা ভদ্রলোকের! (ইয়েভ্‌দক্সিয়া বরাবর 'লোক'-এর বদলে 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যবহার করত।) বাজারভ, এদিকে আসুন, এখানে সোফায় আমার পাশে এসে বসুন। আপনি হয়ত জানেন না, আপনাকে কী ভীষণ ভয় পাই আমি।'

'কেন বলুন ত — জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'আপনি বিপজ্জনক ভদ্রলোক — আপনি যা সমালোচনা করতে পারেন না! ওঃ ভগবান! আমার হাসি পায়, আমি এক গেঁয়ো ভূত জমিদারনীর মতো কথা বলছি। তবে হ্যাঁ আসলেও আমি একজন জমিদারনী। আমি নিজেই জমিদারী চালাই, আর ধারণা করতে পারেন, আমার যে নায়েব ইয়েরোফেই, সে এক অদ্ভুত টাইপ — ঠিক যেন কুপার-এর

পাথফাইন্ডার*⁾ — এক ধরনের স্বাভাবিক সারল্য ওর মধ্যে আছে! আমি এখানেই থেকে যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভয়াবহ শহর — তাই না? কিন্তু কী করব বলুন?'

'তা কেন? আর দশটা শহরের মতোই একটা শহর,' বাজারভ শান্ত কণ্ঠে বলল।

'তা যা-ই বলুন না কেন, এটা ওটা কত রকমের ক্ষুদ্র স্বার্থ — এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে! আগে আমি শীতকালটা কাটাতাম মস্কোয়... কিন্তু এখন সেখানে বাস করেন আমার পতিদেবতা মঁসিয়ে কুক্‌শিন। তাছাড়া মস্কোও আজকাল... জানি না কী বলব — মোটকথা সেই আগেকার মতন আর নেই। আমি বিদেশে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছি। গত বছরই আমি প্রায় সব গোছগাছ করে ফেলেছিলাম।'

'প্যারিস যাবার নিশ্চয়ই?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'প্যারিস আর হাইডেলবার্গ*⁾।'

'হাইডেলবার্গ কেন?'

'সেখানে যে বুন্‌সেন*⁾ আছেন!'

বাজারভ এ কথার কোন উত্তর খুঁজে পেল না।

'Pierre সাপোজ্‌নিকভ, ... তাঁকে আপনি জানেন কি?'

'না, জানি না।'

'আরে Pierre সাপোজ্‌নিকভ... লিদিয়া খোস্তাতভার বাড়িতে যার খুব ঘন ঘন যাতায়াত।'

'আমি তাঁকেও চিনি না।'

'উনিই আমার সঙ্গে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি স্বাধীন নারী, আমার সন্তানাদি নেই... আরে, এ আমি কী বললাম? — ভগবানকে ধন্যবাদ! যাক গে, ওতে অবশ্য তেমন একটা কিছু আসে যায় না।'

ইয়েভ্‌দকিয়া তার তামাকে হলদে ছোপ ধরা আঙুল দিয়ে সিগারেট পাকিয়ে কাগজের আঠা লাগানো জায়গায় জিভ বুলাল, পাকানো সিগারেটটা দু-একটা টান মেরে চুষে তারপর জ্বালাল। দাসী একটা ট্রেতে খাবারদাবার নিয়ে প্রবেশ করল।

'এই যে খাওয়া এসে গেছে! সামান্য কিছু জলখাবার মুখে দেবেন কি প্রথমে? ভিক্তর, বোতলের ছিপি খুলুন — এ কাজ আপনার লাইনের।'

'আমার লাইনের, আমার লাইনের,' বিড়বিড় করে এই কথা বলে সিত্‌নিকভ ফের খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল।

তৃতীয় পাত্র পান করার পর বাজারভ জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কোন সুন্দরী মেয়ে-টেয়ে আছে?'

'আছে,' ইয়েভ্‌দকিয়া জবাব দিল, 'তবে তাদের মাথায় কিছু নেই। যেমন ধরুন না কেন mon amie* ওদিন্‌ৎসোভা — দেখতে শুনতে মন্দ নয়। তবে দুঃখের বিষয়, নাম তার খুব একটা... অবশ্য তাতেও দোষের কিছু দেখি না। আসল কথা কি জানেন, নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টির প্রসারতা বলতে যা বোঝায় — কিছুই ওর নেই। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার গোটা ব্যবস্থাটাই পালটানো দরকার। আমি এ সম্পর্কে ভাবছিও। আমাদের মেয়েরা বড় খারাপ শিক্ষাদীক্ষা পাচ্ছে।'

'ওদের দিয়ে আর কীই বা হবে?' ভদ্রমহিলার মুখের কথা পড়তে না পড়তে সিত্‌নিকভ বলল। 'ওরা অবজ্ঞার পাত্রী, আমি ওদের অবজ্ঞা করি — পুরোদস্তুর অবজ্ঞা করি, রীতিমতো অবজ্ঞা করি! (মনে মনে অবজ্ঞা করতে পারা

* আমার বান্ধবী (ফরাসী)।

এবং অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করতে পারা সিত্‌নিকভের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর উপলব্ধি ছিল। বিশেষ করে সে আক্রমণ করত মহিলাদের — ঘুণাক্ষরেও তার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হত না যে আর কয়েক মাস পরে তাকে নিজের স্ত্রীর পদলেহন করতে হবে — একমাত্র এই কারণে যে মহিলা হলেন রাজকুমারী — দুর্দলেওসভ ঘরের কন্যা।) ওদের মধ্যে একজনেরও ক্ষমতা নেই আমাদের কথাবার্তার কিছু বোঝে; আমরা সিরিয়স পুরুষ মানুষেরা ওদের নিয়ে বাদবিতণ্ডা করে এই যে সময় নষ্ট করি ওদের একজনও তার যোগ্য নয়!'

'আমাদের কথাবার্তা বোঝার কোন দরকার ত ওদের নেই,' বাজারভ বলল।

'কাদের কথা আপনি বলছেন?' ইয়েভ্‌দক্সিয়া বলল কথার মাঝখানে।

'এই সুন্দরী মেয়েদের কথা।'

'তার মানে? আপনিও তাহলে প্রুধোঁর*) মতামত পোষণ করেন?'

বাজারভ উদ্ধত ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমি অন্য কারও মতামত পোষণ করি না, আমার মতামত আমার নিজস্ব।'

যার খোসামুদী করতে পারলে সিত্‌নিকভ বর্তে যায় এমন লোকের সামনে নিজেকে জাহির করার সুযোগ পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে জিগির দিয়ে উঠল:

'সমস্ত রকম কর্তৃত্ব নিপাত যাক!'

'এমনকি ম্যাকলেও*)?..' কুক্‌শিনার মুখের কথা পড়তে না পড়তে সিত্‌নিকভ গর্জন করে উঠল:

'নিপাত যাক ম্যাকলে! আপনি ঐ চটুল মেয়েগুলোর পক্ষ নিচ্ছেন?'

'চটুল মেয়েদের নয়, নারীর অধিকার নিয়ে বলছি আমি। আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে এই অধিকার রক্ষার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'নিপাত যাক!' বলেই সিত্‌নিকভ হঠাৎ থেমে গেল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমি অবশ্য এ নিয়ে বিরোধিতা করছি না।'

'না! আমি দেখছি আপনি উগ্র স্লাভপ্রেমী!'

'না, উগ্র স্লাভপ্রেমী আমি নই, তবে হ্যাঁ...'

'না, না, না। আপনি উগ্র স্লাভপ্রেমী। আপনি 'দমোস্ত্রই'-এর*) অনুগামী। আপনার হাতে এখন একটা চাবুক হলেই হয়!'

'চাবুক জিনিসটা মন্দ নয়,' বাজারভ মন্তব্য করল, 'তবে কিনা আমরা শেষ বিন্দুতে চলে এসেছি...'

'কিসের?' বাজারভের কথা শেষ করতে না দিয়ে ইয়েভ্‌দক্সিয়া জিজ্ঞেস করল।

'শ্যাম্পেনের কথা বলছি মাননীয়া আভ্‌দোতিয়া নিকিতিশ্‌না, শ্যাম্পেনের কথা — আপনার রক্তের নয়।'

ইয়েভ্‌দক্সিয়া বলে চলল, 'নারীজাতির ওপর যখন আক্রমণ আসে তখন আমি নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। এ বড় সাঙ্ঘাতিক, সাঙ্ঘাতিক। তাদের ওপর আক্রমণ না করে বরং মিশ্‌লের De L'amour* পড়ুন। অপূর্ব! ভদ্রমহোদয়রা, আসুন, ভালোবাসার কথা বলি,'

---

* প্রেম প্রসঙ্গে (ফরাসী)।

সোফার ওপরকার একটা দলামোচড়া বালিশের ওপর ক্লান্ত ভাবে হাত এলিয়ে দিয়ে ইয়েভ্‌দক্সিয়া যোগ করল।

ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এলো।

বাজারভ বলল, 'না, ওসব ভালোবাসার কথা আবার কেন? তবে হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ আগে আপনি ওদিন্‌ৎসোভা না কার কথা বললেন না যেন... হ্যাঁ মনে হচ্ছে ঐ নামই বলেছিলেন—তাই না? তা কে সেই ভদ্রমহিলাটি?'

'চমৎকার! মিষ্টি!' সিত্‌নিকভ চিঁচিঁ করে বলল। 'আমি আপনাকে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। বুদ্ধিমতী, বেজায় ধনী, বিধবা। দুঃখের বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ তার এখনও ততটা ঘটে নি। আমাদের ইয়েভ্‌দক্সিয়ার সঙ্গে তার আরও ঘনিষ্ঠতা হওয়া দরকার। আপনার স্বাস্থ্যকামনায় পান করছি Eudoxie! গেলাসে গেলাস ঠেকান! 'Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!'

'Victor, আপনি বড্ড দুষ্টু!'

প্রাতরাশ অনেকক্ষণ ধরে চলল। প্রথম বোতল শ্যাম্পেনের পর এলো দ্বিতীয় বোতল, তারপর তৃতীয়, এমনকি চতুর্থও।... ইয়েভ্‌দক্সিয়া অনর্গল বকবক করে গেল। সিত্‌নিকভ তার প্রতিধ্বনি করে চলল। বিবাহ জিনিসটা কী? — কুসংস্কার না অপরাধ, জন্মের সময় সব মানুষই এক রকম থাকে কিনা, মানুষের ব্যক্তিত্ব আসলে কী — এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা অনেক আলোচনা চালাল। শেষকালে ব্যাপার এতদূর গড়াল যে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ইয়েভ্‌দক্সিয়ার সমস্ত চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, আর এই অবস্থায় আঙুলের চেপটা-চেপটা নখের চাপে বেসুরো-বেতালা পিয়ানোর চাবিতে চাপ দিয়ে খটাখট আওয়াজ তুলে সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রথমে

গাইতে শুরু করল কিছু জিপ্‌সী গান, তারপর ধরল সীমুর-শিফ্‌-এর রোমান্স 'গ্রানাদা যখন নিদ্রামগ্ন'; এদিকে গায়িকা যখন গেয়ে চলেছে:

তোমার অধরে আমার অধর প্রিয়
গাঢ় চুম্বনে বারেক মিলায়ে দিও...

সিত্‌নিকভ তখন মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে বিরহী প্রেমিকের অভিনয় শুরু করে দিয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে আর্কাদি আর সহ্য করতে পারল না। সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়েই মন্তব্য করল, 'এটা অনেকটা বেড্‌লামের* মতন হয়ে যাচ্ছে না কি মশাই?'

বাজারভ অবশ্য বেশির ভাগ সময় শ্যাম্পেন নিয়েই মেতে ছিল — মাঝে-মধ্যে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা টিপ্পনী কাটছিল মাত্র। এবারে সে সশব্দে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল, গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত না চেয়ে আর্কাদির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সিত্‌নিকভ এক লাফে বেরিয়ে এসে ওদের দু'জনের পিছু নিল।

'কী? কেমন? কেমন লাগল?' খোসামোদের ভঙ্গিতে কখনও ডান দিকে কখনও বাঁ দিকে পাক খেতে খেতে সে জিজ্ঞেস করতে লাগল। 'কেমন, বলেছিলাম না, অপূর্ব মহিলা! এই রকম মহিলাই ত আজকের দিনে আমাদের আরও বেশি বেশি চাই! ওঁকে সুনীতির এক রকম পরাকাষ্ঠা বলতে হয়।'

'আর তোর বাপের ঐ যে কারবারটা? — সেটাও সুনীতির

---

* বেড্‌লাম — লন্ডনের মানসিক হাসপাতালের নাম। আমাদের রাঁচির 'পাগলা গারদ' বললে যা বোঝায় সেই অর্থে। — অনুঃ

পরিচয় বহন করে বুঝি?' ঠিক সেই মুহূর্তে তারা শুঁড়িখানার পাশ দিয়ে যেতে সেদিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

সিত্নিকভ এবারেও খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। নিজের বংশ পরিচয়ের জন্য মনে মনে তার বড়ই লজ্জা হচ্ছিল এবং বাজারভের এই আকস্মিক তুই-তোকারিতে সে খুশি হবে, না অসন্তুষ্ট হবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

চৌদ্দ

কয়েকদিন পরে গভর্নরের বাসভবনে বলনাচের আসর অনুষ্ঠিত হল। মাত্ভেই ইলিচ ছিলেন সেদিনকার আসরের সত্যিকার 'মধ্যমণি'। জেলার অভিজাতসভার আধিকারিক কাউকে জানাতে বাকি রাখলেন না যে তিনি আসলে এসেছেন মাত্ভেই ইলিচের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। এদিকে গভর্নর নাচের আসরেও স্থির হয়ে থেকে নিজের কর্মব্যস্ততার নিদর্শনস্বরূপ ফরমান জারী করে যেতে লাগলেন। মাত্ভেই ইলিচের আচরণে যে নম্রতা দেখতে পাওয়া গেল তার সঙ্গে একমাত্র তাঁর মহানুভবতারই তুলনা চলতে পারে। সকলের ওপর তিনি স্নেহ-ভালোবাসা বর্ষণ করে চললেন — কারও ওপর বিতৃষ্ণার ভাব মেশানো, কারও ওপর বা শ্রদ্ধার ভাব মেশানো। 'En vrai chevalier français'* মহিলাদের সামনে বিগলিত হয়ে পড়ছিলেন, আর একজন রাজপুরুষের উপযুক্ত ভঙ্গিতেই একক হাসির প্রচণ্ড গমগম শব্দে চারিদিক উচ্চকিত করে

---

* খাঁটি ফরাসী বীরব্রতীর মতো (ফরাসী)।

তুলছিলেন। আর্কাদির পিঠ চাপড়ে তিনি সরবে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে 'আমার ভাইপোটি' বলে সম্বোধন করলেন। বাজারভ একটা সেকেলে ধরনের ড্রেস-স্যুট পরে এসেছিল। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাত্ভেই ইলিচ গালের একপাশ থেকে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক অথচ কৃপামিশ্রিত দৃষ্টি চকিতে ছুঁড়ে দিয়ে অস্ফুটস্বরে, কিন্তু সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দে কী যেন একটা বললেন, যার মধ্য থেকে 'আমি' এবং 'অতিশয়' ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করা গেল না। সিত্নিকভের দিকে তিনি একটি আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। কুক্শিনা নাচের আসরে উপস্থিত হলেও তাঁর পরনে ঘেরানো ঘাগরা ধরনের কোন পোশাক ছিল না, হাতের দস্তানাজোড়া ছিল নোংরা, যদিও মাথার চুলে শোভাবর্ধন করছিল নন্দনপক্ষী অলংকার। কিন্তু তাঁর দিকেও ফিরে তাকিয়ে মাত্ভেই ইলিচ বিড়বিড় করে 'Enchant'* বলতে ভুললেন না।

হল্-এ তিল ধারণের জায়গা নেই। যুগল নৃত্যের জন্য পুরুষ-সঙ্গীর কোন কমতি নেই। অসামরিক লোকজন বেশির ভাগ দেয়াল বরাবর ভিড় জমিয়েছে, কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকেরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে নাচছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজনের ত কথাই নেই। লোকটা ছয় সপ্তাহখানেক হবে প্যারিসে বাস করেছিল — সেখানে সে ফরাসী ভাষায় 'Zut', 'Ah fichterre', 'Pst, pst, mon bibi'** ইত্যাদি নানা ধরনের

---

* মুগ্ধ (ফরাসী)।

** 'ধুত্তোর', 'চুলোয় যাক', 'আহা-হা, লক্ষ্মীটি আমার' (ফরাসী)।

চটুল বুলি শেখে। শব্দগুলো সে উচ্চারণ করছিল নিখুঁত, খাঁটি প্যারিসীয় ঢঙে। তবে সেই সঙ্গে সে 'si javais'-এর জায়গায় বলছিল 'Si jaurais',* 'অবশ্যই' অর্থে ব্যবহার করছিল 'absolument'** — এক কথায়, সে রুশী বাচনভঙ্গিতে বিকৃত এমন এক ধরনের ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল যা শুনে ফরাসীদের হাসতে হাসতে পেটে এমন খিল ধরে যায় যে তখন আর তারা আমাদের দেশ-ভাইদের এই বলে আশ্বস্ত করার কোন প্রয়োজন দেখে না যে আমরা তাদের ভাষায় 'comme des anges' — একেবারে ফেরেশতার মতো কথা বলি।

আর্কাদি খারাপ নাচে — সে কথা আমরা আগেই জানি। বাজারভ আদৌ নাচে না। ওরা দু'জনে একটা কোনায় জায়গা দখল করে দাঁড়াল — সিত্‌নিকভও ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে চারপাশে দৃষ্টিপাত করতে করতে সে নানা রকমের কড়া কড়া মন্তব্য করে চলল, তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে মনে মনে বেশ উপভোগ করছে। হঠাৎ তার চোখমুখের ভঙ্গি পালটে গেল, আর্কাদির দিকে ফিরে খানিকটা যেন বিব্রত ভাবেই অস্ফুটস্বরে সে বলল, 'ওদিন্‌ৎসোভা এসেছে দেখছি।'

আর্কাদি ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলাকে। পরনে কালো রঙের পোশাক, থমকে দাঁড়িয়ে আছে হলঘরের দোরগোড়ায়। তার ভঙ্গির মধ্যে যে দৃপ্ত গরিমার

---

* সাধারণ অতীতকালের জায়গায় ঘটনান্তরাপেক্ষিত অতীতকালের অপপ্রয়োগ: 'যদি আমরে থাকত' (ফরাসী)।

** বিলকুল (ফরাসী)।

ভাব ছিল, তা দেখে আর্কাদি পরম বিস্ময় বোধ করল। তার তনু দেহটির দু'পাশ বরাবর সুললিত ভঙ্গিমায় দুলছে তার নগ্ন বাহুলতা; তার চিক্কণ কেশদামের ওপর থেকে ঢালু কাঁধের ওপর সুন্দর ভাবে এসে পড়েছে ঘণ্টাফুলের হালকা কয়েকটা পল্লব। সামান্য ঝুঁকে পড়া শুভ্র ললাটদেশের তল থেকে শান্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার হালকা রঙের দুটি চোখ — হ্যাঁ, প্রশান্তই বটে — চিন্তাচ্ছন্ন নয়। প্রায় অধরা মৃদু হাসিতে ঈষৎ স্ফুরিত তার দুই অধর। মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কেমন যেন একটা মধুর ও কোমল জ্যোতি।

আর্কাদি সিত্‌নিকভকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এঁকে চেনেন নাকি?'

'খুব চিনি। আপনি যদি চান ত আলাপ করিয়ে দিতে পারি।'

'তা মন্দ হত না... আচ্ছা এই নাচটার পরে।'

বাজারভেরও দৃষ্টি পড়ল ওদিন্‌ৎসোভার ওপরে।

'কে এই চিড়িয়া?' সে অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল। 'অন্য সব মাগীদের মতন ত নয় দেখছি।'

নাচের যে বাজনাটা চলছিল সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সিত্‌নিকভ আর্কাদিকে ওদিন্‌ৎসোভার কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু মহিলার সঙ্গে সিত্‌নিকভের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে মনে হল না। সিত্‌নিকভ তার কথাবার্তা গুলিয়ে ফেলল, ওদিন্‌ৎসোভাও বেশ খানিকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু আর্কাদির পরিচয় পেয়ে ওদিন্‌ৎসোভার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর্কাদিকে জিজ্ঞেস করল, সে নিকলাই পেত্রোভিচের পুত্র কিনা।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'আপনার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁর কথা অনেক শুনেছি,' সে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় খুশি হলাম।'

এমন সময় এডিকং গোছের একজন অফিসার ওদিন্‌ৎসোভার কাছে ঝট করে এসে তাকে চতুরঙ্গী নাচের আমন্ত্রণ জানাল। ওদিন্‌ৎসোভা আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

'আপনি কি নাচেন নাকি?' আর্কাদি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল।

'নাচি। কিন্তু আপনি কী করে ভাবলেন যে আমি নাচি না? আপনার কি মনে হয় আমি এতই বুড়িয়ে গেছি?'

'মাফ করবেন, ব্যাপারটা তা নয়... তাই যদি হয়, আপনার আপত্তি না থাকলে মাজুর্‌কা নাচের সময় আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

ওদিন্‌ৎসোভা কৃপার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল।

'তা বেশ,' এই বলে আর্কাদির দিকে সে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেটাকে ঠিক উন্নাসিক বলা না গেলেও বিবাহিতা দিদিরা তাদের নাবালক ছোট ভাইদের দিকে ঐ ভাবেই তাকায়।

ওদিন্‌ৎসোভা আর্কাদির চেয়ে বয়সে সামান্য বড় — তার এখন ঊনত্রিশ বছর বয়স চলছে — কিন্তু তার উপস্থিতিতে আর্কাদির মনে হল সে নিজে যেন একটা স্কুলের ছেলে, অপরিণতবুদ্ধির একটা ছাত্র, তাদের দু'জনের মধ্যকার বয়সের ফারাক যেন আরও অনেক বেশি। মাত্‌ভেই ইলিচ মহিমাদীপ্ত ভঙ্গিতে ওদিন্‌ৎসোভার দিকে এগিয়ে এসে তার উদ্দেশে চাটুবাক্য বর্ষণ করলেন। আর্কাদি একপাশে সরে গেলেও দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলল, এমনকি ওদিন্‌ৎসোভা

যখন চতুরঙ্গী নাচে যোগ দিল তখনও তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। রাজপুরুষের সঙ্গে সে যেমন সহজ ভাবে কথাবার্তা বলছিল সেই ভাবেই সে তার নাচের সঙ্গীর সঙ্গেও কথা বলে চলেছে — মৃদু মৃদু মাথা দোলাচ্ছে, চোখের তারা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে। বার দুয়েক মৃদু হাসলও। তার নাক কিছুটা মাংসল — প্রায় সব রুশীদেরই যেমন হয় অনেকটা সেই রকম, আর গায়ের রঙও একেবারে পরিষ্কার নয়। এসব সত্ত্বেও কিন্তু আর্কাদি সিদ্ধান্ত করল যে এমন মোহিনী নারী সে আর কখনও দেখে নি। তার কণ্ঠস্বর আর্কাদির কানে বারবার বাজতে লাগল; এমনকি তার পোশাকের ভাঁজগুলো পর্যন্ত যেন দেখে মনে হচ্ছিল আর কারও সে রকম থাকে না — এত সুন্দর, এমন চওড়া হয় না, আর তার গতিভঙ্গিও বিশেষ করে যেমন স্নিগ্ধ তেমনি স্বচ্ছন্দ।

মাজুর্‌কার বাজনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্কাদি যখন ভদ্রমহিলার পাশে গিয়ে আসন নিল তখন কেমন যেন সঙ্কোচের ভাব তাকে পেয়ে বসল, কথা বলতে গিয়ে সে কেবল মাথার চুলে হাত বুলাল, একটি শব্দও খুঁজে পেল না। কিন্তু তার এই সঙ্কোচ ও উদ্বেগের ভাব বেশিক্ষণ রইল না — ওদিন্‌ৎসোভার প্রশান্তি তাতেও সঞ্চারিত হল — মিনিট পনেরো যেতে না যেতে দেখা গেল সে বেশ সহজ ভাবে তার বাবা ও জ্যাঠার গল্প এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ও গ্রামে তার জীবনযাত্রার কাহিনী বলে চলেছে। ওদিন্‌ৎসোভা বিনম্র সহানুভূতির সঙ্গে তার গল্প শুনতে শুনতে আস্তে করে নিজের হাতের পাখা খুলছে আর বন্ধ করছে। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এসে তাকে যখন নাচের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল তখনই আর্কাদির বকবকানিতে ছেদ পড়ছিল। অন্যদের কথা ছেড়ে দিলেও

স্বয়ং সিত্নিকভ তাকে দু'-দু'বার আমন্ত্রণ জানাল। সে বারবার ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসছিল, পাখা হাতে তুলে নিচ্ছিল — নাচের উত্তেজনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন তার শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। এদিকে আর্কাদি তার সান্নিধ্যে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পেরে, তার চোখে চোখে তাকাতে পেরে, তার সুন্দর ললাটদেশের ওপর, তার অমন মধুর, গম্ভীর ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখের ওপর চোখ রাখতে পেরে ভাবে গদগদ হয়ে প'ড়ে আবার বকবক শুরু করে দিল। মহিলা নিজে কথা বলছিল কম, কিন্তু যেটুকু কথা বলছিল তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে জীবন সম্পর্কে বেশ জ্ঞান তার আছে। তার কোন কোন মন্তব্য থেকে আর্কাদি সিদ্ধান্তে এলো যে এই যুবতী নারী নিজের উপলব্ধি দিয়ে অনেক কিছু জেনেছে, অনেক কিছু নিয়ে গভীর ভাবনা চিন্তা করেছে।

ওদিন্‌ৎসোভা আর্কাদিকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার সিত্নিকভ যখন আপনাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন সেই সময় আপনি যাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি কে?'

'ও আপনি ওকে লক্ষ করেছেন তাহলে?' উত্তরে আর্কাদি বলল। 'চমৎকার চেহারা ওর — তাই না? ও হল বাজারভ, আমার বন্ধু।'

আর্কাদি 'তার বন্ধুর' কথা বলতে শুরু করে দিল।

সে এত বিশদ ভাবে এবং সোৎসাহে বাজারভের কথা বলতে লাগল যে ওদিন্‌ৎসোভা মুখ ফিরিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে বাজারভকে দেখে নিল। মাজুর্‌কা ততক্ষণে শেষ হয়ে আসছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গ হারাতে হচ্ছে ভেবে আর্কাদির আক্ষেপ হচ্ছিল — প্রায় একটি ঘণ্টা কী চমৎকার কেটেছে

ওর সঙ্গে! অবশ্য এটা ঠিক যে এই সময়ের মধ্যে ও সর্বক্ষণ উপলব্ধি করছিল যে ওদিন্‌ৎসোভা ওকে যেন কিছুটা অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখছে, যেন তার উচিত ওদিন্‌ৎসোভার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা... কিন্তু অল্পবয়সের হৃদয় এমন উপলব্ধিতে ভারাক্রান্ত হয় না।

বাজনা থেমে গেল।

'Merci', ওদিন্‌ৎসোভা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার বাড়িতে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন — আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে করে আনবেন। কোন কিছুতে বিশ্বাস না করার মতো সাহস যার আছে এমন লোককে দেখতে আমার বড় কৌতূহল হয়।'

গভর্নর ওদিন্‌ৎসোভার কাছে এগিয়ে এসে চিন্তিত মুখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে আহার প্রস্তুত। ওদিন্‌ৎসোভা যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকিয়ে শেষবারের মতো আর্কাদির উদ্দেশে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। আর্কাদি নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল (তার মনে হল ছাই ছাই রঙের ছটায় ঝলমলে কালো পোশাকে ঢলঢল ওর অঙ্গের কী অপরূপ সৌষ্ঠব!), মনে মনে ভাবল, 'ঠিক এই মুহূর্তে আমার অস্তিত্বের কথা ও ভুলে গেছে' ভেবে সে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা বিনীত আত্মসমর্পণের ভাব উপলব্ধি করল।

আর্কাদি তাদের আগেকার সেই কোনাটিতে বাজারভের কাছে ফিরে আসামাত্র বাজারভ তাকে প্রশ্ন করল, 'তারপর, কী খবর? খুশি ত? এই কিছুক্ষণ আগে এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে এই মহিলাটি — আহা মরি-মরি! ভদ্রলোকটিকে দেখে অবশ্য আকাট মূর্খ বলেই মনে হয়।

তা তোর মত কী? তোর মতে কি সত্যি সত্যিই — আহা মরি-মরি?'

'এই সংজ্ঞা আমি একদম বুঝতে পারছি না,' আর্কাদি উত্তর দিল।

'আহা, যেন ধোওয়া তুলসী পাতাটি!'

'তাহলে বলতে হয় তোর ঐ ভদ্রলোককে আমি বুঝতে পারছি না। ওদিন্‌ৎসোভা বড় চমৎকার — এতে কোন সন্দেহ নেই; তবে এত ঠাণ্ডা আর সংযত স্বভাবের যে...'

'জানিসই ত কথায় বলে, দীঘির তলার শীতল বারি...' বাজারভ ওর মুখের কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল। 'তুই বলছিস মহিলা ঠাণ্ডা। সেখানেই ত আসল মজা — তুই না মালাই বরফ ভালোবাসিস?'

'হবেও বা,' আর্কাদি বিড়বিড় করে বলল, 'সে বিচার করার মালিক আমি নই। ওদিন্‌ৎসোভা তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়, আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন তোকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাই।'

'মনে মনে বেশ কল্পনা করতে পারি, আমার কী রঙিন ছবিটাই না ওর সামনে এঁকেছিস! যাক গে, সে তুই ভালোই করেছিস। বেশ ত, নিয়ে যাবি আমাকে। ভদ্রমহিলা শুধুই স্থানীয় একজন সিংহীতুল্য কেউকেটা, অথবা কুক্‌শিনার মতো 'এমান্‌সিপে' — যে-ই হোক না কেন — তার কাঁধদুটো কিন্তু সত্যিই এমন, যে ওরকম আমি বহুকাল চোখে দেখি নি।'

বাজারভের বিশ্বনিন্দক মনোভাব আর্কাদির বিরক্তি উদ্রেক করল, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয় — বন্ধুর যেটা তার অপছন্দ তার ধারেকাছে না গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কারণে সে তাকে ভর্ৎসনা করল।

'মেয়েদের স্বাধীন ভাবনাচিন্তার অধিকার তুই সহ্য করতে পারিস না কেন বল ত?' অস্ফুটস্বরে সে বিড়বিড় করে বলল।

'তার কারণ এই যে ভাই, আমি যতদূর লক্ষ করেছি, মেয়েদের মধ্যে স্বাধীন ভাবে চিন্তাভাবনা করে একমাত্র হতকুৎসিত যারা, তারা।'

এরপর ওদের দু'জনের কথাবার্তা আর এগোল না। সান্ধ্যভোজ শেষ হবার ঠিক পরপরই দুই যুবক স্থান ত্যাগ করল। ওরা চলে যেতে ওদের পেছন পেছন কুক্শিনা খানিকটা যেন লজ্জায়-ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে বিদ্বেষপূর্ণ নার্ভাস হাসি হাসল — ওদের দু'জনের কেউই যে তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না এতে তার অহঙ্কারে দারুণ বেজেছে। সে সকলের চেয়ে দেরিতে নাচের আসর পরিত্যাগ করল, রাত তিনটের পর সিত্নিকভের সঙ্গে প্যারিসীয় ভঙ্গিতে পোল্কা-মাজুর্কা নাচল। এহেন পরম শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য দিয়েই গভর্নরের নৃত্যোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল।

পনেরো

'চল্, দেখে আসা যাক, স্তন্যপায়ী জীবের কোন্ কোটিতে পড়ে এই বিশেষ মহিলাটি,' ওদিন্ৎসোভা যে হোটেলে এসে উঠেছে পর দিন আর্কাদির সঙ্গে তার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আর্কাদিকে বাজারভ বলল। 'আমার নাক বলছে এখানে কিছু একটা গড়বড় আছে।'

'তোর কথায় আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি!' আর্কাদি চিৎকার করে বলল। 'এসব তুই কী বলছিল! তুই, তুই বাজারভ, কিনা এতই সঙ্কীর্ণমনা যে তোর বিশ্বাস...'

'আরে তুই কী অদ্ভুত রে!' বাজারভ তাকে তেমন একটা আমল না দিয়ে তার কথায় বাধা দিয়ে বলল। 'তুই কি জানিস নে আমাদের কথা বলার যা রীতি, তাতে এবং আমাদের মতো লোকের কাছে 'গড়বড়' মানেই 'ঠিক'? এর মানে, বেশ শাঁসাল আর কি। তুই নিজেই ত আজকে আমাকে বললি যে মহিলার বিয়েটা হয়েছিল অদ্ভুত রকম। যদিও আমার মতে, ধনী বৃদ্ধকে বিয়ে করার মধ্যে অদ্ভুত কিছুই নেই — বরং এর মধ্যে বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমি শহরের গালগল্পে বিশ্বাস করি না, তবে আমি এই কথা ভাবতে পছন্দ করি — আমাদের সুশিক্ষিত গভর্নর যেমন বলেন — ওগুলো ন্যায়সঙ্গত বটে।'

আর্কাদি কোন উত্তর না দিয়ে হোটেলের নির্দিষ্ট কামরার দরজায় টোকা দিল। এক চাপরাসধারী যুবক ভৃত্য দুই বন্ধুকে পথ দেখিয়ে যে বড় ঘরটায় নিয়ে এলো সেটা যে-কোন রুশী হোটেলের আর দশটা কামরার মতোই কুরুচিপূর্ণ আসবাবপত্রে সাজানো। তবে ফুলের বাহার প্রচুর। অচিরেই সাদাসিধে প্রাতঃকালীন পোশাকে স্বয়ং ওদিন্‌ৎসোভা এসে দর্শন দিল। বসন্তকালীন সূর্যের আলোয় তাকে আরও অল্পবয়স্কা দেখাচ্ছে। আর্কাদি বাজারভকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, ভেতরে ভেতরে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল যখন সে লক্ষ করল বাজারভ কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে, অথচ ওদিন্‌ৎসোভা সেই গতকালের মতোই সম্পূর্ণ শান্ত। বাজারভ নিজেও উপলব্ধি করল যে সে বিব্রত হয়ে পড়েছে। এই ভেবে নিজের ওপর সে মনে মনে বিরক্তও হল। 'বোঝ কাণ্ড! একটা মেয়েছেলে দেখে কিনা ঘাবড়ে গেলাম!' এই কথা ভাবতে ভাবতে সে এমন ভাবে একটা আরাম কেদারার ওপর

গা এলিয়ে দিল যে সিত্‌নিকভের তুলনায় ভঙ্গিটা কোন অংশে খারাপ হল না। কথাও সে বলে চলল অতিরিক্ত মাত্রায়, অনর্গল, ওদিন্‌ৎসোভা একদৃষ্টে তার উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাজারভের দিকে।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না ওদিন্‌ৎসোভার জন্মদাতা সের্গেই নিকলায়েভিচ লোক্‌তেভ ছিল একজন ডাকসাইটে সুপুরুষ, জুয়াচোর ও জুয়াড়ী। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ও মস্কোয় বছর পনেরো বহাল তবিয়তে টিকে থেকে সোরগোল তোলার পর শেষ পর্যন্ত বাজীতে হেরে কপর্দকশূন্য হয়ে তার জমিদারীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় — সেখানেই কিছুকাল বাদে সে মারাও যায়। মারা যাবার সময় সে তার দুই কন্যা আন্না ও কাতেরিনার জন্য যৎসামান্য সম্পত্তি রেখে যায়। আন্নার বয়স তখন বিশ, কাতেরিনার — বারো। তাদের মা এক পড়তি প্রিন্স্‌ পরিবারের মেয়ে — স্বামী তখনও যৌবন শক্তিতে ভরপুর — সেই সময় সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর আন্নার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যে শিক্ষাদীক্ষা সে পেয়েছিল তাতে বেশ জৌলুস থাকলে কী হবে জমিদারী ও গৃহস্থালী দেখাশোনার — অজ পাড়াগাঁয়ে জীবনযাত্রার কোন প্রস্তুতি তার মধ্যে ছিল না। পুরো তল্লাটে ওর জানাশোনা বলতে কেউ ছিল না, এমন একটি লোকও ছিল না যার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে পারে। তার বাবা পারতপক্ষে পাড়াপড়শীদের এড়িয়ে চলত — সে ওদের অবজ্ঞার চোখে দেখত, ওরাও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত — প্রত্যেকেই যার যার নিজের মতন করে। আন্না কিন্তু মাথা ঠিক রাখল — কালবিলম্ব না করে সে তার মাসী প্রিন্সেস আভ্‌দোতিয়া স্তেপানভ্‌নাকে

তাদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানাল। বৃদ্ধা মাসীটি ছিলেন বড়ই কুচুটে ও দাম্ভিক। বোনঝিদের বাড়িতে উঠে আসার পর তিনি ওদের সবচেয়ে ভালো ভালো ঘরগুলো দখল করে নিলেন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তিনি এটা ওটা নিয়ে অবিরাম গজগজ আর খিটখিট করে বেড়ান; এমনকি যখন বাগানে ঘুরে বেড়ান তখনও সঙ্গে থাকে তার একমাত্র ভূমিদাসটি। ভদ্রমহিলার এই গোমড়ামুখো অনুচরটির অঙ্গে শোভাবর্ধন করে নীল রঙের জরি লাগানো ফিকে সবুজ রঙের একটা জীর্ণ চাপরাস, মাথায় একটা তেকোনা টুপি। আন্না ধৈর্য ধরে মাসীর সমস্ত রকম আবদার সহ্য করে যেতে লাগল, অল্প অল্প করে বোনের শিক্ষাদীক্ষার কাজে মনোযোগ দিল— মনে হচ্ছিল বুঝিবা এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে নিজের যৌবন নষ্ট করার চিন্তার সঙ্গে সে ইতিমধ্যে দিব্যি আপস রফা করে ফেলেছে।... কিন্তু ভাগ্যবিধাতার মনে ছিল অন্য। দৈবক্রমে সে কোন এক ওদিন্‌ৎসোভের চোখে পড়ে গেল। ওদিন্‌ৎসোভ বেজায় বড়লোক, তার বয়স বছর ছেচল্লিশ। লোকটা খাপছাড়া গোছের, বায়ুগ্রস্ত। গড়ন ভারী, ফুলো-ফুলো, চেহারা কেমন যেন খিটখিটে। তবে মূর্খ সে নয়, আর স্বভাবও তার খারাপ নয়। ওদিন্‌ৎসোভ আন্নার প্রেমে পড়ে তার পাণিপ্রার্থনা করল। আন্না তার স্ত্রী হতে রাজী হল। বছর ছয়েক তাদের দাম্পত্যজীবন কাটে। মৃত্যুকালে সে তার সমস্ত ধনসম্পত্তি স্ত্রীকে দিয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় বছরখানেক আন্না সের্গেইয়েভ্‌না গ্রামের বাইরে কোথাও যায় নি, পরে তার বোনকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশভ্রমণে যায়, কিন্তু জার্মানির বেশি আর কোথাও তার যাওয়া হয়ে উঠল না — ঘরের জন্য মন কেমন করতে থাকায় দেশে ফিরে এসে জেলা-

সদর থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে তার বড় সাধের জমিদারী নিকোল্‌স্কয়েতে বসবাস করতে থাকে। সেখানে তার চমৎকার সাজানো গোছানো জমকাল বাড়ি, অপূর্ব বাগান আর লতাকুঞ্জ ছিল — পরলোকগত ওদিন্‌ৎসোভ তার কোন সাধই অপূর্ণ রাখে নি। শহরে আন্না সের্গেইয়েভ্‌না যেত কদাচিৎ — গেলেও বেশির ভাগই যেত কাজে, তাও আবার অল্প সময়ের জন্য। জেলার লোকজন তাকে পছন্দ করত না। ওদিন্‌সোভের সঙ্গে তার বিবাহবন্ধন নিয়ে লোকসমাজে ঢি-ঢি পড়ে যায়, লোকে তার নামে যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বানাত; এমন কথাও বলত যে সে নাকি তার বাপের সমস্ত রকম দুষ্কর্মের সহযোগিনী ছিল, আর সে যে বিদেশে গিয়েছিল সেটাও নেহাৎ অকারণে নয় — কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী ঢাকার জন্য এর বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে। 'ব্যস্‌, এবারে তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝে নিন...' এই বলে নাক সিটকে গালগল্পবাজরা তাদের কথা শেষ করত। 'অনেক ঘাটের জল খেয়েছে,' তার সম্পর্কে লোকে বলাবলি করত। আর জেলার নামজাদা রসিকজন সচরাচর যোগ করত, 'ঘাগী আর কাকে বলে' এই সমস্ত গালগল্পই তার কানে যেত, কিন্তু সেগুলোতে সে কোন কান দিত না — সে ছিল স্বাধীন চরিত্রের, আর তার মনের জোরও ছিল খুব।

ওদিন্‌ৎসোভা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে এক হাতের ওপর আরেক হাত ভাঁজ করে রেখে বাজারভের কথা শুনছিল। বাজারভ আজ নিজের স্বভাবকে ছাড়িয়ে গেছে — সে বড় বেশি কথা বলছে, আর স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শ্রোতাকে খুশি করার জন্য সে বেশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে আর্কাদি আরও অবাক হয়ে গেল। বাজারভ তার নিজের কোন উদ্দেশ্য

সিদ্ধি করছিল কিনা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার মুখ দেখেও তার মনের ভাব আঁচ করা কঠিন — সে মুখে বরাবর একই রকমের অমায়িক ও সূক্ষ্ম ভাব বজায় ছিল, তার সুন্দর চোখজোড়া একাগ্রতায় জ্বলজ্বল করছিল, কিন্তু সে একাগ্রতা ছিল শান্ত সমাহিত। সাক্ষাৎকারের প্রথম কয়েক মিনিট সময়ে বাজারভের ভড়ং একটা কটু গন্ধ কিংবা কর্কশ আওয়াজের মতো মহিলার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন বুঝতে পারল যে বাজারভ আসলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে তখন মনে মনে সে খুশিই হল — এমনকি আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। একমাত্র যে জিনিসটি তার কাছে ন্যক্কারজনক ঠেকত তা হল অশ্লীলতা, আর অশ্লীলতার অপবাদ বাজারভকে অন্তত কেউ দিতে পারে না। আর্কাদির সেদিন অবাকের পর অবাক হবার পালা। আর্কাদি আশা করেছিল ওদিন্‌ৎসোভার মতো একজন বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে বাজারভ তার নিজের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে শুরু করবে: ওদিন্‌ৎসোভা নিজেই ত 'কোন কিছুতে বিশ্বাস না করার মতো সাহস যার আছে' তার কাছ থেকে কথা শোনার বাসনা প্রকাশ করেছিল! কিন্তু বাজারভ সে সবের ধারেকাছে না গিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল চিকিৎসাশাস্ত্র, হোমিওপ্যাথি, উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে। ওদিন্‌ৎসোভার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল লোকসমাজ থেকে দূরে দূরে থাকলে কী হবে সময়ের অপচয় সে করে নি — বেশ কিছু ভালো ভালো বই তার পড়া আছে, বিশুদ্ধ রুশভাষায় সে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। সে সঙ্গীতশাস্ত্র নিয়ে কথা পাড়ল, কিন্তু যখন দেখতে পেল বাজারভ কলাবিদ্যা স্বীকার করে না, তখন ধীরে ধীরে কথার

মোড় ঘুরিয়ে চলে এলো উদ্ভিদবিজ্ঞানে, যদিও আর্কাদি লোকসঙ্গীতের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রায় শুরুও করে দিয়েছিল। তার প্রতি ওদিন্‌ৎসোভার ব্যবহার এখনও সেই আগেকার মতো — তাকে সে দেখছে ছোট ভাইয়ের মতন। মনে হয় সে যেন আর্কাদির সহৃদয়তা ও কিশোরসুলভ সরলতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে — এর বেশি কিছু নয়। কথাবার্তার মধ্যে কোন ব্যস্তসমস্ত ভাব ছিল না — তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নানা বিষয়ের ওপর রীতিমতো সজীব আলোচনা হল।

দুই বন্ধুতে শেষ পর্যন্ত বিদায় নেবার জন্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ওদের দু'জনের দিকে তার অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন একটু ভেবে, ইতস্তত করে, কিন্তু মধুর হাসি হেসে বলল:

'ভদ্রমহোদয়রা, একঘেয়েমির ভয় যদি না করেন তাহলে নিকোল্‌স্কয়েতে আমার কাছে আসুন।'

'বেশ ত আন্না সের্গেইয়েভ্‌না!' আর্কাদি উল্লসিত হয়ে বলল, 'আমি ত নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করব...'

'আর আপনি মঁসিয়ে বাজারভ?'

বাজারভ কেবল নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল — আর্কাদি এই নিয়ে শেষবারের মতো অবাক হল — সে লক্ষ করল, তার বন্ধু আরক্ত হয়ে উঠেছে।

'কী হল?' রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর আর্কাদি ওকে জিজ্ঞেস করল। 'তোর কি এখনও সেই মত — মহিলা আহা মরি-মরি?'

'আমি তার কী জানি? দেখলি না কেমন ঠাণ্ডা মেরে

গেল!' বাজারভ পাল্টা জবাব দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর যোগ করল, 'এই জমিদারনীটি এক পুরোদস্তুর বেগম সাহেবা। পেছনে পোশাক-বরদার আর মাথায় মুকুটের অপেক্ষামাত্র।'

'আমাদের জমিদারনীরা কিন্তু অমন রুশী বলে না,' আর্কাদি মন্তব্য করল।

'যাঁতাকলে পেষাই হয়ে এসেছে রে ভাই, হাজার হোক, আমাদের রুটি-জল খেয়েছে।'

'তা যা-ই বলিস না কেন, ভদ্রমহিলা কিন্তু চমৎকার,' আর্কাদি বলল।

'আহা কী শরীর!' বাজারভ বলে চলল, 'পারলে এখুনি অ্যানাটমি থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করে দেখি।'

'ভগবানের দোহাই ইয়েভ্‌গেনি, থাম্‌! সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, অমন রাগ করে না লক্ষ্মীটি। বললামই ত প্রথম শ্রেণীর। ওর ওখানে যেতেই হয়।'

'কবে?'

'বলিস ত পরশুই যাওয়া যায়। এখানে আমাদের কী করার আছে বল্‌? কুক্‌শিনার সঙ্গে শ্যাম্পেন খাওয়া? তোর ঐ হোমরা চোমরা উদারপন্থী আত্মীয়টির বচনামৃত শোনা?.. চল্‌ আগামী কালই কেটে পড়া যাক। তাছাড়া হ্যাঁ, আমার বাবার তালুকও ওখান থেকে বড় একটা দূরে নয়। এই নিকোল্‌স্কয়ে... রাস্তার ওপরে — তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'Optime.* তাহলে আর কালবিলম্ব কেন? যারা মূর্খ

---

* চমৎকার (লাতিন)।

আর যারা অতি বুদ্ধিমান একমাত্র তারাই কালবিলম্ব করে। আমি তোকে বলছি কিন্তু — আহা, কী শরীর!'

তিন দিন পরে দুই বন্ধুতে নিকোল্‌স্কয়ের পথ ধরল। দিনটি উজ্জ্বল, খুব একটা গরম নয়, ঘোড়ার গাড়ির দানাপানি খাওয়া ছোট ছোট ঘোড়াগুলো তাদের বিনুনি পাকানো লেজ মৃদুমন্দ দোলাতে দোলাতে সমান তালে তালে পা ফেলে ছুটছে। আর্কাদি রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে হাসছে — নিজেই জানে না, কেন।

'ওরে আমাকে অভিনন্দন জানা!' বাজারভ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'আজ যে আমার ইষ্টদেবতার দিন! দেখা যাক, কপালে কী আছে। আজ বাড়িতে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে,' গলার স্বর নামিয়ে সে বলল, তারপর যোগ করল, 'তা করুক গে অপেক্ষা — এমন একটা কী জরুরী ব্যাপার!'

ষোল

উন্মুক্ত টিলার ঢালের গায়ে আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার মহাল-কুঠি। কুঠির অনতিদূরে হলুদ ইঁটে বাঁধানো একটা গির্জা। গির্জার ছাদ সবুজ রঙের, থামগুলো সাদা, সদর দরজার মাথার ওপর 'ইতালীয়' রীতিতে আঁকা ফ্রেস্কো — তাতে বর্ণিত হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের 'পুনরুত্থান' দৃশ্য। সম্মুখভাগে শিরস্ত্রাণধারী অবনতমস্তক এক যোদ্ধার তামাটে মূর্তি — সুডৌল দেহরেখার জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো। গির্জার পেছনে দীর্ঘ দুই সার বেঁধে চলে গেছে পল্লী। কোথাও কোথাও খড়ের চালার ওপর একেক ঝলক চোখে

পড়ে ধোঁয়া ওঠার চিমনি। জমিদার বাড়িটি গির্জার মতন একই শৈলীতে তৈরি — এ হল সেই শৈলী যা আমাদের দেশে আলেক্সান্দ্রীয় শৈলী নামে পরিচিত। এই বাড়িটিও হলুদ রঙ করা, এরও ছাদ সবুজ, থামগুলো সাদা, এরও সদর দরজার ওপর তিনকোনা গাঁথুনি আর তার গায়ে প্রতীকচিহ্ন আঁকা। দুটি দালানই পরলোকগত ওদিন্‌ৎসোভের অনুমোদনক্রমে জেলা-স্থপতি নির্মাণ করেন। ওদিন্‌ৎসোভ কোন নতুন শৈলীর প্রবর্তনাকে বরদাস্ত করতে পারত না — তার কথায়, এই বস্তুটি শূন্যগর্ভ, অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। বাড়ির দু'পাশে প্রাচীন উদ্যানের অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজী, ছাঁটা ঝাউগাছের বীথি চলে গেছে বাড়ির সামনের ফটক পর্যন্ত।

আমাদের দুই বন্ধুকে বাড়ির সামনের হল্‌-ঘরে অভ্যর্থনা জানাল বলিষ্ঠচেহারার দু'জন তকমাধারী চাপরাসী। তাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ ছুটল খানসামার খোঁজে। খানসামা লোকটি মোটাসোটা, তার গায়ে কালো ফ্রক-কোট। কালবিলম্ব না করে সে উপস্থিত হল, অতিথি দু'জনকে গালিচা পাতা সিঁড়ি দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা বিশেষ ঘরে — সেখানে আগে থাকতেই দুটো পালঙ্ক এবং সেই সঙ্গে প্রসাধনের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। দেখেশুনে মনে হল বাড়িতে শৃঙ্খলার কোন ত্রুটি নেই — সব জিনিস ঝকঝক তকতক করছে, সর্বত্র কিসের যেন একটা চমৎকার গন্ধ — ঠিক যেন মন্ত্রণালয়ের অভ্যর্থনাকক্ষ।

'আন্না সের্গেইয়েভ্‌না আর আধ ঘণ্টা বাদে তাঁর ওখানে আপনাদের পায়ের ধুলো দিতে বলেছেন,' খানসামা জানাল। 'আপাতত আপনাদের কোন আজ্ঞা হয় ত বলুন।'

'আজ্ঞা বলতে কিছু নেই মাননীয় মহাশয়,' বাজারভ উত্তরে বলল, 'তবে হ্যাঁ, যদি প্রসন্ন হন ত এক গেলাস ভোদ্‌কা আনতে আজ্ঞা হোক।'

'যে আজ্ঞে,' খানসামা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে এই কথা বলে জুতোর মসমস আওয়াজ তুলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

'কী গ্রাঁজাঁর!*' বাজারভ মন্তব্য করল। 'আমার মনে হয় তুই এই কথাই বলবি — তাই না? বেগম সাহেবা — তা আর বলতে!'

'বেগম সাহেবাকে ভালোই বলতে হবে,' আর্কাদি ফুট কাটল, 'প্রথম সাক্ষাতেই তোর আমার মতন দুই চাঁই অভিজাতকে নেমন্তন্ন করে ফেললেন!'

'বিশেষত আমার মতন একজনকে, যে কিনা একজন ভাবী বদ্যি, এক বদ্যির ছেলে, পুরুতের নাতি... তুই নিশ্চয়ই জানিস যে আমি পুরুতের নাতি?..' একটু চুপ করে থেকে ঠোঁট বাঁকিয়ে যোগ করল, 'স্পেরান্‌স্কির*⁾ মতন। তবে যা-ই বলিস না কেন, ভদ্রমহিলার নিজেকে নিয়ে বড় মাতামাতি, বড্ড বেশি মাতামাতি! আমাদের কি ড্রেসিং স্যুট পরে হাজির হতে হবে নাকি?'

আর্কাদি কী বলবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল, ...কিন্তু সেও বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে বাজারভ ও আর্কাদি নীচের ড্রইং রুমে গেল। ঘরটা বেশ বড়সড়, উঁচু, বেশ জমকাল কায়দায় সাজানো, তবে খুব একটা সুরুচির পরিচায়ক নয়। সোনালি কারুকাজ করা খয়েরি রঙের ওয়াল-পেপারে মোড়া দেয়াল

---

* মহা সমারোহ (ফরাসী-তে grand genre)।

বরাবর গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক রীতিতে সাজানো রয়েছে আসবাবপত্র। ওদিন্‌ৎসোভ তার এক মদ্যব্যবসায়ী দালাল বন্ধুর মারফত ঐ সমস্ত আসবাবপত্র মস্কো থেকে ফরমাস দিয়ে আনিয়েছিল। মাঝখানের সোফার মাথার ওপর ঝুলছিল এক থলথলে চেহারার ফেকাসে চুল পুরুষের প্রতিকৃতি — যেন অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অতিথিদের দিকে। 'সম্ভবত খোদ তিনিই হবেন,' বাজারভ ফিসফিস করে আর্কাদিকে এই কথা বলে নাক কুঁচকে যোগ করল, 'সটকে পড়তে হবে মনে হচ্ছে?' কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহকর্ত্রী প্রবেশ করল। তার পরিধানে হালকা বারেজ কাপড়ের পোশাক; সমান ভাবে আঁচড়ে কানের পেছনে চুল জড় করে বাঁধার ফলে তার নির্মল ও সজীব মুখটাকে দেখাচ্ছিল কুমারী মেয়ের মুখের মতন।

'আপনারা যে কথা রেখেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ,' সে বলল, 'আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন — দেখবেন জায়গাটা খুব একটা খারাপ নয়। আমি আমার বোনের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব। ও চমৎকার পিয়ানো বাজায়। আপনার অবশ্য, মঁসিয়ে বাজারভ, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আপনি মঁসিয়ে কির্সানভ — আমার যতদূর ধারণা গানবাজনা পছন্দ করেন। বোন ছাড়া আমার এখানে থাকেন আমার বুড়ি মাসী, তাছাড়া একজন প্রতিবেশী মাঝে মাঝে আসেন তাস খেলতে — এই হল আমাদের সমাজ। আচ্ছা, এবারে বসা যাক।'

ওদিন্‌ৎসোভা এই ছোটখাটো স্পীচ্‌টি এমন ভাবে, বিশেষ স্পষ্ট ভাষায় দিল যে মনে হল যেন সে ওটা মুখস্থ করে এসেছিল। কথায় কথায় জানা গেল তার মা আর্কাদির মাকে

জানতেন, এমনকি এতদূর অন্তরঙ্গ ছিলেন যে নিকলাই পেত্রোভিচের প্রতি তাঁর গোপন প্রেম নিবেদনের কথাও অবগত ছিলেন। আর্কাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার পরলোকগতা মা'র কথা বলে যেতে লাগল, বাজারভ এই সময় বেশ ভালো করে ছবির বইগুলো দেখতে প্রবৃত্ত হল। 'কী নিরীহ বেচারিই না আমি হয়ে পড়েছি!' বাজারভ মনে মনে ভাবল।

গলায় নীলরঙের কলার লাগানো একটা সুন্দর বর্জোই কুকুর মেঝেতে পায়ের নখের খটখট আওয়াজ তুলে ড্রইং রুমের ভেতরে ছুটে এলো। তার পেছন পেছন এসে প্রবেশ করল একটি মেয়ে — বয়স বছর আঠারো, মাথার চুল কালো, গায়ের রঙ পোড়া তামাটে, মুখটা গোল ধাঁচের, তবে সুশ্রী, চোখজোড়া ছোট, কালো রঙের। তার হাতে ফুলে উপছে পড়া একটা সাজি।

'এই যে আলাপ করিয়ে দিই, আমার বোন কাতিয়া,' মাথার আন্দোলনে তাকে দেখিয়ে দিয়ে ওদিন্‌ৎসোভা বলল।

কাতিয়া সামান্য হাঁটু ভেঙে সৌজন্য দেখিয়ে তার দিদির পাশে গিয়ে বসল, ফুল বাছতে লেগে গেল। বর্জোই কুকুরটার নাম ছিল ফিফি। সে লেজ নাড়াতে নাড়াতে একে একে দু'জন অতিথিরই কাছে গিয়ে তাদের হাতে নিজের ঠাণ্ডা নাক ঠেকাল।

'এতগুলো ফুল তুই একাই তুলেছিস নাকি?' ওদিন্‌ৎসোভা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ একা,' কাতিয়া উত্তর দিল।

'মাসী কি চা খেতে আসবেন?'

'হ্যাঁ আসবেন।'

কাতিয়া যখন কথা বলে তখন তার মুখে বড় মধুর হাসি ফুটে ওঠে — তাতে থাকে সলজ্জ ও অকপট ভাব। সে কেমন যেন মজা করে কঠোর দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তার কণ্ঠস্বর, তার সারা মুখময় ঢলঢল ভাব, তার গোলাপী হাতদুটো, হাতের তালুর গোল গোল সাদাটে ছোপ, ঈষৎ চাপা কাঁধজোড়া — সবই তখনও কাঁচা সবুজ।... তার মুখে বারবার রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছিল, দ্রুত তালে নিশ্বাস পড়ছিল তার।

ওদিনৎসোভা বাজারভের দিকে ফিরে বলল:

'আপনি নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে ঐ ছবিগুলো দেখছেন, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ। ওসব কি আর আপনার ভালো লাগবে? তার চেয়ে বরং আমাদের কাছে সরে আসুন, আসুন কোন একটা বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করা যাক।'

বাজারভ কাছে সরে এলো।

'কী নিয়ে আলোচনা করতে চান বলুন?' সে বলল।

'আপনার যা মন চায়। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি কিন্তু ভয়ঙ্কর তার্কিক।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। আপনি যেন এতে অবাক হচ্ছেন? কেন?'

'কারণ আমার যতদূর বিচারবুদ্ধি তাতে মনে হয় আপনি শান্তস্বভাবের মানুষ। কিন্তু কোন কিছু নিয়ে তর্ক করতে গেলে রীতিমতো মেতে ওঠা দরকার।'

'এত তাড়াতাড়ি আপনি আমাকে চিনলেন কী করে? আমি প্রথমত অসহিষ্ণু আর একগুঁয়ে — কাতিয়াকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না কেন। দ্বিতীয়ত আমি খুব সহজেই মেতে উঠি।'

বাজারভ আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার দিকে তাকাল।

‘সেটা আপনারই অবশ্য ভালো জানা থাকা উচিত। যাই হোক আপনি তর্কবিতর্ক করতে চান — তা বেশ ত। আমি যখন আপনার ছবির বইতে স্যাক্সনীয় সুইজারল্যান্ডের দৃশ্য দেখছিলাম তখন আপনি বললেন যে ওগুলো আমার ভালো লাগতে পারে না। আপনার এমন মন্তব্য করার কারণ এই যে আমার মধ্যে কোন শিল্পরুচি থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় না — আপনার এই ধারণা ঠিকও — আমার মধ্যে বাস্তবিকই সে বস্তুটি নেই। কিন্তু ঐ দৃশ্যগুলো আমাকে অন্য কারণেও আকর্ষণ করতে পারত — এই ধরুন, ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পাহাড় পর্বতের গঠনপ্রকৃতির বিচারে।’

‘মাফ করবেন, ভূতত্ত্ববিদ হিশেবে আপনি বরং কোন বইয়ের দিকে, কোন বিশেষ রচনার দিকে ঝুঁকবেন — আঁকা ছবির দিকে নয়।’

‘কোন বই দশ পৃষ্ঠায় যে কথা বলবে একটা আঁকা ছবি তা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট তুলে ধরবে।’

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে বাজারভের আরও কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল:

‘তাহলে সত্যিই বলছেন, আপনার মধ্যে ছিটেফোঁটামাত্রও শিল্পবোধ নেই? কিন্তু এছাড়া আপনার চলে কী করে?’

‘আচ্ছা, জানতে পারি কি, কী জন্যে তার দরকার?’

‘এই ধরুন না কেন, অন্তত লোকজন চিনতে পারা বা লোকচরিত্র চর্চার জন্যে।’

বাজারভ বিদ্রূপের হাসি হাসল।

‘প্রথমত ও কাজের জন্য আছে জীবনের অভিজ্ঞতা;

দ্বিতীয়ত, আপনাকে জানিয়ে রাখি, আলাদা আলাদা করে লোকচরিত্র চর্চার কোন অর্থ হয় না — অযথা শক্তিক্ষয় মাত্র। মানুষ মাত্রেই একজন আরেকজনের মতো — যেমন তার দেহ তেমনি আত্মাও। আমাদের প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের গঠন একই রকম; আর তথাকথিত নৈতিক গুণাবলী সকলেরই এক — একটু আধটু তারতম্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সব মানুষকে বিচার করার পক্ষে মানুষের একটা নমুনাই যথেষ্ট। মানুষ হল বনের ভেতরকার গাছপালার মতন — কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানী কি আর আলাদা আলাদা করে প্রতিটি বার্চ গাছ নিয়ে চর্চা করতে যাবেন?'

কাতিয়া এতক্ষণ দিব্যি ধীরেসুস্থে স্তবকের জন্য মিলিয়ে মিলিয়ে ফুল বাছছিল, বাজারভের কথায় সে ভেবাচেকা খেয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল — বাজারভের দ্রুতসঞ্চারী ও অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টির সামনাসামনি পড়ে যেতে তার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল। আন্না সের্গেইয়েভ্না মাথা ঝাঁকাল।

'আপনি বলছেন বনের ভেতরকার গাছপালার মতন,' সে বাজারভের উক্তিটা আওড়াল। 'তাহলে আপনার মতে, দাঁড়াচ্ছে এই যে মূর্খ আর বুদ্ধিমানের মধ্যে, ভালো আর মন্দ লোকের মধ্যে কোন তফাত নেই?'

'না, আছে, যেমন থাকে সুস্থ ও অসুস্থ লোকের মধ্যে। আপনার-আমার ফুসফুস যে-অবস্থায় আছে একজন যক্ষ্মারোগীর ফুসফুস সেই অবস্থায় নেই, যদিও গঠনপ্রকৃতি তাদের একই রকম। শারীরিক রোগের উৎপত্তি কোথা থেকে, আমরা মোটামুটি জানি; নৈতিক রোগের উদ্ভব ঘটে কুশিক্ষা থেকে, আর একেবারে ছোটবেলা থেকে আজেবাজে যে-সমস্ত জিনিস মানুষের মাথায় ঠাসা হয় তা থেকে — এক কথায়, সমাজের

কুৎসিত অবস্থা থেকে। সমাজকে সংশোধন করুন, দেখবেন রোগও আর থাকবে না।’

বাজারভের কথাগুলো বলার মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যেন সে মনে মনে ভাবছিল: ‘আমাকে বিশ্বাস কর আর না-ই কর আমি পরোয়া করি না।’ সে তার লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ধীরে ধীরে জুলফির ওপর বুলাল, তার দু’চোখ অস্থির ভাবে ঘরের একোণ ওকোণ ছুটে বেড়াতে লাগল।

আন্না সের্গেইয়েভ্না বলল, ‘তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন যে সমাজের সংশোধন ঘটলে আর মূর্খ ও খারাপ বলে কেউ থাকবে না?’

‘কথাটা হচ্ছে কি, সমাজের গঠন যদি সঠিক ও সুসঙ্গত হয় তাহলে অন্ততপক্ষে কোন মানুষ মূর্খ কি বুদ্ধিমান, ভালো কি মন্দ তাতে কিছু আসে যায় না।’

‘হ্যাঁ বুঝতে পারছি। সকলেরই পিলে হবে এক রকম।’

‘ঠিক ধরেছেন, ম্যাডাম।’

ওদিন্‌ৎসোভা এবারে আর্কাদির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ‘আর আপনার কী মত আর্কাদি নিকলায়েভিচ?’

‘আমি ইয়েভ্‌গেনির সঙ্গে একমত,’ আর্কাদি জবাব দিল।

কাতিয়া ভুরুর নীচ থেকে আড়চোখে তার দিকে তাকাল।

‘আপনারা আমাকে অবাক করলেন ভদ্রমহোদয়রা,’ ওদিন্‌ৎসোভা বলল, ‘তবে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আপনাদের সঙ্গে পরে হবে। এখন আমি মাসীমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি — উনি চা খেতে আসছেন নীচে; ওর কানকে রেহাই দেওয়া উচিত আমাদের।’

আন্না সের্গেইয়েভ্নার মাসী রাজকুমারী হ. এক ছোটখাটো রোগা চেহারার মহিলা। তাঁর মুখটা আকারে একটা বদ্ধ

মূর্তির সমান, পলিত পরচুলার নীচে কুটিল দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি। ঘরে প্রবেশ করে অতিথিদের উদ্দেশে দায়সারা গোছের ভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ধপ করে মখমলে মোড়া একটা চওড়া গদি আঁটা চেয়ারে বসে পড়লেন। ঐ চেয়ারটায় একমাত্র তিনিই বসতে পারতেন— আর কারও বসার অধিকার ছিল না। কাতিয়া ওঁর পায়ের নীচে জলচৌকি রাখল — বৃদ্ধা তাকে ধন্যবাদ ত দিলেনই না, তার দিকে ফিরেও তাকালেন না; যে হলুদ শাল দিয়ে তাঁর ক্ষীণদেহটা প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা সেটার নীচে কেবল তাঁর হাতগুলো নড়েচড়ে উঠল। রাজকুমারী হলুদ রঙের ভক্ত — তাঁর টুপির ফিতেও উজ্জ্বল হলুদ রঙের।

'কেমন ঘুম হয়েছিল মাসীমণি?' কণ্ঠস্বর চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ওদিন্‌ৎসোভা।

'আবার এই কুকুরটা এখানে,' উত্তরে বিড়বিড় করে বৃদ্ধা বললেন, তারপর ফিফিকে ইতস্তত করে তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'হুশ্‌, হুশ্‌!'

কাতিয়া ফিফিকে কাছে ডেকে দরজা খুলে দিল।

ওকে নিয়ে ওরা কেউ বেড়াতে যাবে এই আশায়, দরজা খোলা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিফি মহা আনন্দে ছুটে বাইরে চলে গেল, কিন্তু যখন দেখতে পেল দরজার বাইরে সে একা অমনি দরজার গা আঁচড়াতে লাগল, কিঁউকিঁউ আওয়াজ করতে লাগল। রাজকুমারী ভুরু কোঁচকালেন। কাতিয়া বাইরে যাবার জন্য উসখুস করছে...

'আমার মনে হয় চা এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে,' ওদিন্‌ৎসোভা বলল। 'আসুন সবাই, যাওয়া যাক। চলুন মাসীমণি চা খেতে চলুন।'

রাজকুমারী চুপচাপ গদি আঁটা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন — তিনিই প্রথম ড্রইং রুমে থেকে বেরোলেন, আর সবাই তাকে অনুসরণ করে চলল খাবার ঘরে। এক চাপরাসধারী বালক-ভৃত্য বিশেষ ক'রে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট আগাগোড়া গদিতে মোড়া একটা চেয়ার সশব্দে টেবিলের ধার থেকে টেনে সরিয়ে দিল, রাজকুমারী ধপ্ করে ওটাতে বসে পড়লেন। কাতিয়া সবাইকে চা ঢেলে দিতে লাগল, সবার আগে সে কুলের প্রতীকচিহ্ন-আঁকা একটা পেয়ালায় চা ঢেলে মাসীকে দিল। মাসী নিজের চায়ের পেয়ালায় খানিকটা মধু ঢাললেন (তিনি মনে করতেন চিনি দিয়ে চা পান করা মহা দোষের, তাতে খরচও বেশি, যদিও নিজে তিনি কোন কিছুর জন্য এক কপর্দকও ঠেকাতেন না) তারপর হঠাৎ খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন:

'প্রিন্স ইভান কী লিখছেন?'

কেউ তাঁর কথায় কোন জবাব দিল না। বাজারভ ও আর্কাদির বুঝতে দেরি হল না যে তাঁর কথায় কেউ কোন আমল দেয় না, যদিও সকলেই তাঁকে সম্ভ্রম দেখায়। 'নিজেদের ঠাট বজায় রাখার জন্যে ওরা ওঁকে রাখে আর কি! — রাজপরিবারে জন্ম কিনা!' বাজারভ ভাবল।... চা পানের পর আন্না সের্গেইয়েভ্না একটু বাইরে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব দিল। কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, তখন রাজকুমারীকে বাদ দিয়ে দলের আর সকলে ফিরে এসে ফের জড় হল ড্রইং রুমে। এলেন তাস খেলার ভক্ত সেই প্রতিবেশীটি। ভদ্রলোকের নাম পর্ফিরি প্লাতোনিচ। চুল সাদা, মোটাসোটা চেহারা, খাটো খাটো পাদুটো দেখে মনে হয় যেন তারই জন্য ফরমাস দিয়ে গড়া। বড় ভদ্র আর

মজার। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বেশির ভাগ সময় বাজারভের সঙ্গে কথা বলছিল — বাজারভকে সে জিজ্ঞেস করল তাদের সঙ্গে সেকেলে ঢঙের প্রেফারেন্স খেলায় তার আপত্তি আছে কিনা। বাজারভ রাজী হল, সে বলল যে জেলা চিকিৎসকের চাকুরী যখন তার কপালে নাচছে তখন আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়াই ভালো।

'সাবধান কিন্তু,' আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বলল, 'পর্‌ফিরি প্লাতোনিচ আর আমাতে মিলে আপনাকে নাকাল করে ছাড়ব।' তারপর কাতিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আর তুই কাতিয়া, আর্কাদি নিকলায়েভিচকে কিছু একটা বাজিয়ে শোনা — উনি গানবাজনা ভালোবাসেন। আমরাও শুনব অবশ্য।'

কাতিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল। গানবাজনা আর্কাদির বাস্তবিকই পছন্দ, কিন্তু এখন সে বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে কাতিয়াকে অনুসরণ করল— তার মনে হচ্ছিল ওদিন্‌ৎসোভা ওকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে তার বয়সী যে-কোন যুবকের বেলায় যেমন ঘটা স্বাভাবিক তারও হৃদয় তেমনি পূর্বরাগের উপলব্ধির মতো কেমন যেন একটা অস্পষ্ট, উদগ্র বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কাতিয়া পিয়ানোর ডালা তুলে আর্কাদির দিকে না তাকিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল:

'কী বাজিয়ে শোনাব, বলুন?'

'আপনার যা খুশি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে আর্কাদি উত্তর দিল।

'কোন্ ধরনের বাজনা আপনার বেশি পছন্দ?' কাতিয়া তার আগের ভঙ্গিতেই আবার জিজ্ঞেস করল।

'ক্লাসিক,' একই স্বরে বলল আর্কাদি।

'মোৎসার্ট আপনার পছন্দ?'

'হ্যাঁ, মোৎসার্ট পছন্দ করি।'

কাতিয়া সি-মাইনরে মোৎসার্টের সোনাটা ফান্‌টাসিয়ার স্বরলিপি বার করল। একটু বেশি ব্যাকরণনিষ্ঠ ও খানিকটা নীরস মনে হলেও সে বাজাল খুবই ভালো। স্বরলিপি থেকে ক্ষণিকের জন্যও চোখ না সরিয়ে, শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সোজা হয়ে স্থির বসে থেকে সে বাজনা বাজিয়ে গেল। কেবল সোনাটার শেষ দিকে এসে তার চোখেমুখে উত্তেজনার ভাব খেলে গেল, তার চুলের একটা ছোট গোছার পাক খুলে গিয়ে কালো ভুরুর ওপর এসে পড়ল।

আর্কাদিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করল সোনাটার শেষ অংশটি — সেই অংশটি, যেখানে নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বিগ্ন সুরের মদির আনন্দধারাকে মাঝপথে খানখান করে ভেঙে দিল এমন এক বেদনাদীর্ণ প্রবল উচ্ছ্বাস, যাকে প্রায় ট্র্যাজিডির মতোই করুণ ও শোকাবহ বলতে হয়।... কিন্তু মোৎসার্টের সঙ্গীতের সুরলহরী যে ভাবনায় আর্কাদিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল তার সঙ্গে কাতিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কাতিয়ার দিকে তাকিয়ে সে কেবল ভাবল, 'তবে যা-ই বল না কেন এই সম্ভ্রান্ত মহিলাটি বাজায় মন্দ না, আর দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়।'

সোনাটা বাজানো শেষ করে পিয়ানোর ওপর থেকে হাত সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলার আগেই কাতিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ব্যস, হয়েছে ত?' আর্কাদি জানাল যে ওকে আর কষ্ট দেবার মতো স্পর্ধা তার নেই। এই বলে সে ওর সঙ্গে মোৎসার্ট সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করে দিল, জিজ্ঞেস করল সোনাটাটা ও নিজে নির্বাচন করেছে না অন্য কেউ ওকে ওটা সুপারিশ করেছে। কিন্তু কাতিয়া অস্ফুট স্বরে তার প্রশ্নের একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল। একবার সে

নিজের খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়ার পর সচরাচর তার বেরিয়ে আসতে বেশ সময় লাগত, তার মুখের চেহারাই তখন বদলে যেত, দেখতে হত কেমন যেন জেদী আর বোকা-বোকা। তাকে ঠিক লাজুক বলা চলে না, সে ছিল সন্দেহপ্রবণ আর তার দিদির শিক্ষার ফলে খানিকটা ভীত-সন্ত্রস্ত, যে ঘটনাটি, বলাই বাহুল্য দিদি কখনও ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা এই যে ফিফি ঘরে ফিরে আসতে আর্কাদি প্রসন্ন হাসি হেসে লোক দেখানোর খাতিরে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। কাতিয়া আবার তার ফুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাজারভ ইতিমধ্যে ভুলভাল তাস খেলে সমানে মাশুল দিয়ে চলেছে। আন্না সের্গেইয়েভ্না বেশ দক্ষতার সঙ্গে তাস খেলছিল, পর্ফিরি প্লাতোনিচও ভালোই ঠেকিয়ে যাচ্ছিলেন। বাজারভের হার হল, সে হার নগণ্য হলেও তার পক্ষে খুব একটা প্রীতিকর নয়। সান্ধ্য ভোজের সময় আন্না সের্গেইয়েভ্না ফের উদ্ভিদবিদ্যার প্রসঙ্গ তুলল।

বাজারভকে সে বলল, 'চলুন, কাল ভোরবেলায় বেড়াতে যাওয়া যাক — আমি আপনার কাছ থেকে বুনো লতাপাতার লাতিন নাম ও তাদের গুণাগুণ জানতে চাই।'

'লাতিন নাম দিয়ে আপনার কী হবে?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'সব কিছুতেই একটা শৃঙ্খলা থাকা চাই,' সে উত্তর দিল।

আর্কাদি যখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তার বন্ধুর সঙ্গে একান্তে এসে জুটল তখন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'কী চমৎকার মহিলা এই আন্না সের্গেইয়েভ্না!'

'হ্যাঁ, মহিলার মগজ আছে বলতে হবে,' বাজারভ উত্তর

দিল। 'তবে হ্যাঁ, দুনিয়ার হালচালও কিছু কম দেখে নি।'

'কী অর্থে তুমি একথা বলছ ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ?'

'ভালো অর্থে, খুবই ভালো অর্থে গো বন্ধু আমার, আর্কাদি নিকলাইচ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজের জমিদারীও চমৎকার চালায়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য — সে নয়, তার বোনটি।'

'তার মানে? ঐ তামাটে পুঁচকেটা?'

'হ্যাঁ, ঐ তামাটে পুঁচকেটাই। দিব্যি তরতাজা, নিষ্পাপ চেহারা, একটু ভীতু-ভীতু, মুখে রা-টি নেই — এক কথায়, যা চাও সবই আছে। মন দিতে হলে ওর দিকেই মন দেওয়া উচিত। ওকে যেমন খুশী গড়েপিটে নিতে পার, কিন্তু অন্যটি — অনেক ঘাটের জল খাওয়া।'

আর্কাদি বাজারভের কথায় কোন জবাব দিল না — ওরা দু'জনেই যে যার নিজের নিজের ভাবনাচিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমোতে গেল।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাও সেদিন সন্ধ্যায় ভাবছিল তার অতিথিদের কথা। বাজারভকে তার ভালো লেগেছে — কোন রকম ছলাকলা নেই, মতামত প্রকাশে বড়ই কর্কশ। বাজারভের মধ্যে সে নতুন এমন একটা কিছু দেখতে পেয়েছে যা এর আগে সে কখনও দেখে নি — আর তার স্বভাবটা ছিল কৌতূহলপ্রবণ।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না মানুষটি ছিল বড়ই অদ্ভুত। কোন রকম কুসংস্কার, এমনকি কোন গভীর ধর্মবিশ্বাসও তার ছিল না; তাই সে যেমন কোন কিছুর সামনে হার মানত না, তেমনি আগ বাড়িয়ে কোথাও যেতও না। অনেক জিনিস সে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেত, অনেক জিনিস তাকে আকর্ষণ

করত, কিন্তু কোন কিছুই তাকে পুরোপুরি তৃপ্তি দিতে পারত না; তাছাড়া পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভের তেমন কোন ইচ্ছেও তার ছিল বলে মনে হয় না। তার বুদ্ধি একাধারে ছিল কৌতূহলপ্রবণ অথচ নিস্পৃহ — তার সন্দেহ কখনও প্রশমিত হয়ে বিস্মৃতির পর্যায়ে যেত না, আবার উদ্বিগ্ন করে তোলার মতো ওপরেও কখনও উঠত না। সে যদি ধনী ও আত্মনির্ভর না হত তাহলে হয়ত সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে আবেগ-অনুভূতি কাকে বলে সে জানতে পারত।... কিন্তু তার জীবনযাত্রা ছিল নির্বিঘ্ন; সময় সময় তার একঘেয়ে লাগলেও কেবল মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু দুশ্চিন্তা ভোগ করা ছাড়া দিনের পর দিন সে দিব্যি ধীরেসুস্থে কাটিয়ে দিতে লাগল। কখন কখন তার চোখের সামনে রামধনুর উজ্জ্বল সাত রঙ দেখা দিয়েছে, কিন্তু সেই রঙের বাহার নিভে যেতে সে বিশ্রাম নিয়েছে, তার জন্য আফশোস করে নি। যে-সমস্ত জিনিস প্রচলিত নীতিশাস্ত্রে বিধিসঙ্গত বলে গণ্য, তার কল্পনা অনেক সময় সেই সীমাও লঙ্ঘন করে গেছে; কিন্তু সেই সময়ও তার অপরূপ ললিত ও শান্ত দেহের অভ্যন্তরে আগের মতোই শান্ত ভাবে শোণিতের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলত। কখন কখন সুগন্ধী স্নানঘর থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে আসার পর তার সর্বাঙ্গে যখন উষ্ণতার আমেজ কোমল আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে তখন সে জীবনের তুচ্ছতা, শোক-তাপ, জীবনের কষ্ট, হিংসা-দ্বেষ — এই সব বিষয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। তার হৃদয় সহসা এক দুঃসাহসিক কর্মের প্রেরণায় পরিপূরিত হয়ে ওঠে, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে যেই দমকা হাওয়ার স্রোত এসে ঢোকে অমনি আন্না সের্গেইয়েভ্না জড়সড় হয়ে

পড়ে, অভিযোগ করে, ক্রোধে প্রায় জ্বলে ওঠে, আর সেই মুহূর্তে তার কাম্য হয়ে দাঁড়ায় মাত্র একটি জিনিস — এই জঘন্য হাওয়া যেন তার গায়ে না লাগে।

যে-সমস্ত নারীর জীবনে ভালোবাসার অবকাশ ঘটে নি, তাদের সকলের মতো আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাও মনে মনে কিছু একটা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করত — কিন্তু সেটা যে আসলে কী, সে নিজেই জানত না। বস্তুত আকাঙ্ক্ষা বলতে তার কিছু ছিল না, যদিও তার মনে হত যেন সব জিনিসের জন্যই তার আকাঙ্ক্ষা আছে। পরলোকগত ওদিন্‌ৎসোভকে সে প্রায় সহ্য করতে পারত না (ওদিন্‌ৎসোভের সঙ্গে বিবাহবন্ধনটা তার পক্ষে ছিল একটা হিসাবের ব্যাপার, যদিও ওদিন্‌ৎসোভকে সে যদি ভালোমানুষ বলে গণ্য না করত, তাহলে হয়ত বা তার স্ত্রী হতে রাজী হত না) এবং পুরুষ জাতটার প্রতিই একটা গোপন বিতৃষ্ণা তার মনে বাসা বেঁধেছে — পুরুষ জাতটাকে অপরিচ্ছন্ন, উৎকট ও নীরস এবং অসহ্য রকমের ক্লান্তিকর জীব ছাড়া আর কিছু বলে সে ভাবতে পারত না। একবার বিদেশের কোন এক জায়গায় সে সুইডেনবাসী এক সুদর্শন যুবাপুরুষের সাক্ষাৎ পায় — যুবকের মুখে শৌর্যের দীপ্তি, তার উন্মুক্ত ললাটদেশের নীচে সরল নীল চোখ। যুবকটি তার মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে। কিন্তু এই ঘটনা রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের অন্তরায় হয় নি।

'অদ্ভুত লোক কিন্তু এই ডাক্তারটি!' বেলদার বালিশের ওপর মাথা রেখে, রেশমী কাপড়ের হালকা লেপের নীচে শরীর ঢেকে জমকাল পালঙ্কের শয্যায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল।... আন্না সের্গেইয়েভ্‌না ভোগবিলাসের প্রতি তার

পিতার অনুরাগের কিছুটা অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। বাবাকে সে খুবই ভালোবাসত — পাতকী হলেও মনটা তার ভালো ছিল। বাবাও মেয়ে বলতে অজ্ঞান — তার সঙ্গে সে বন্ধুর মতো, সমবয়সীর মতো ঠাট্টাতামাসা করত, অগাধ আস্থা ছিল তার ওপর, তার সঙ্গে সে পরামর্শ করত, মনের কথা বলত। মাকে খুব একটা মনে পড়ে না।

'অদ্ভুত লোক এই ডাক্তারটি!' সে মনে মনে আওড়াল। সে আড়মুড়ি ভেঙে মৃদু হাসল, দু'হাত জড় করে মাথার নীচে রাখল, তারপর একটা বোকা-বোকা ধরনের ফরাসী উপন্যাসের গোটা দুয়েক পাতার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বইটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধী কাপড়চোপড়ে আগাগোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শীতল অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের ঠিক পরপরই আন্না সের্গেইয়েভ্না বাজারভের সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চায় বেরিয়ে পড়ল, ফিরে এলো ঠিক দুপুরের খাবারের আগে। আর্কাদি কোথাও না গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাতিয়ার আশেপাশে কাটাল। কাতিয়ার সঙ্গ তার অবশ্য বিরক্তিকর ঠেকছিল না। কাতিয়া নিজে থেকেই তাকে গতকালের সোনাটাটা ফের শোনাতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ওদিন্‌ৎসোভা ফিরে এলো, যখন আর্কাদি তাকে দেখতে পেল — মুহূর্তের মধ্যে তার হৃদয় বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ওদিন্‌ৎসোভা অনেকটা ক্লান্ত পদক্ষেপে বাগানের ওপর দিয়ে আসছে, তার গণ্ডদেশ রক্তিম, আর মাঠে পরার গোল স্ট্র হ্যাটের নীচে তার চোখজোড়া অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। একটা বুনো ফুলের সরু ডাঁটা সে আঙুলে ধরে ঘোরাচ্ছে, হালকা ওড়নাটা

তার কনুইয়ের ওপর এসে পড়েছে, আর টুপির ধূসর চওড়া ফিতেগুলো লেগে আছে তার বুকের ওপর। বাজারভ আসছে তার পেছন পেছন — তাকে সব সময় যেমন দেখায়, তেমনি আত্মপ্রত্যয়ী ও অমনোযোগী, কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গি যদিও খুশিতে উজ্জ্বল ও মধুর, তবু আর্কাদির ভালো লাগল না। দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে 'কী খবর?' বলে বাজারভ তার ঘরের দিকে চলে গেল। এদিকে ওদিন্‌ৎসোভাও অন্যমনস্ক ভাবে আর্কাদির করমর্দন করে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আর্কাদি মনে মনে ভাবল, 'হুঁঃ, 'কী খবর?' — আজ কি আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি?'

সতেরো

সময় (সকলেরই জানা আছে) কখন-কখন বায়ুগতিতে কেটে যায়, কখনও বা শম্বুক গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। কিন্তু কোন মানুষের বিশেষ করে ভালো লাগে তখন, যখন সে লক্ষই করে না দ্রুতবেগে না মন্থরগতিতে — কী ভাবে সময় কাটছে। ঠিক এই ভাবেই আর্কাদি ও বাজারভ দিন পনেরো কাটিয়ে দিল ওদিন্‌ৎসোভার আতিথ্যে। ওদিন্‌ৎসোভা তার বাড়িতে যে সুশৃংখল জীবনযাত্রা প্রচলন করেছিল, এ ব্যাপারে তা কতকটা সহায়ক হল। এ ব্যবস্থা সে কঠোর ভাবে অনুসরণ করত এবং অন্যদেরও তা মেনে নিতে বাধ্য করত। সারাদিনের যাবতীয় কাজকর্ম হত পূর্বনির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী। সকাল বেলায়, কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় বাড়ির সকলকে হাজির হতে হত

চায়ের আসরে; চা পান থেকে প্রাতরাশের মাঝখানের ফাঁকটাতে যে যার খুশিমতো কাজ করতে পারত, কর্ত্রী নিজে এই সময়টায় নায়েবের সঙ্গে (দেয় খাজনার ভিত্তিতে ভোগদখলের শর্তে তার জমিদারী চলত), খানসামা ও গৃহরক্ষকের সঙ্গে জমিদারী ও গৃহস্থালীর সমস্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বলত। দুপুরের খাবার আগে বাড়ির লোকজন আবার একসঙ্গে এসে জমায়েত হত — গল্পগাছা করত অথবা বইপুথি পাঠ করত। সন্ধ্যাটা নির্দিষ্ট ছিল বেড়ানো, তাসখেলা ও বাজনার জন্য। সাড়ে দশটার সময় আন্না সের্গেইয়েভ্না তার নিজের ঘরে চলে যেত, পরের দিনের জন্য হুকুম নির্দেশ জারী করে ঘুমোতে যেত। দৈনন্দিন জীবনে এহেন মাপাজোখা, আনুষ্ঠানিক গোছের নিয়মানুবর্তিতা বাজারভের পছন্দ নয়। 'এ যেন রেলের ওপর গড়গড়িয়ে চলা,' সে বলত। চাপরাসধারী ভৃত্য, জাঁকজমকধারী খানসামা-খিদমতগার — তার গণতন্ত্রবিশ্বাসী রুচিতে আঘাত লাগত। বাজারভ মনে মনে ভাবত এ-ই যখন ব্যাপার তাহলে ত ডিনার খেতেও বসা উচিত ইংরেজী কেতায় — পুরোদস্তুর স্যুট আর সাদা টাই পরে। একদিন সে কথাটা আন্না সের্গেইয়েভ্নাকে খুলে বললও। আন্না সের্গেইয়েভ্নার স্বভাবটাই ছিল এরকম যে তার সামনে যে-কোন লোক নির্দ্বিধায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারত। বাজারভের বক্তব্য মন দিয়ে শোনার পর সে বলল, 'আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন — এক্ষেত্রে হয়ত আমি একজন রানী-মহারানী গোত্রের। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে শৃঙ্খলা বজায় না রেখে জীবনযাত্রা অসম্ভব, একঘেয়েমিতে মারা যাবেন।' সে তার আগের রীতিতেই কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগল। বাজারভ গজগজ করত বটে,

কিন্তু ওদিন্‌ৎসোভার বাড়িতে সব কিছু 'রেলের ওপর গড়গড়িয়ে' চলছিল বলেই না তার এবং আর্কাদির — দু'জনেরই দিনগুলো সেখানে এমন স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছিল! বস্তুতপক্ষে, নিকোল্‌স্কয়েতে আগমনের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে এই দুই যুবকেরই মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাজারভকে আন্না সের্গেইয়েভ্‌না যে বিশেষ অনুগ্রহ করত সেটা স্পষ্ট, যদিও কদাচিৎ তার সঙ্গে একমত হত। আগে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বলে কোন জিনিস বাজারভের ধাতে ছিল না, কিন্তু এখন সে সহজে বিরক্ত হয়ে পড়ে, কথা বলায় তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না, কটমট করে তাকায়, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না — যেন তাকে কেউ ওঠার জন্য তাড়া দিচ্ছে। এদিকে আর্কাদি নিজের মনে ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে সে ওদিন্‌ৎসোভার প্রেমে পড়েছে। এই কথা ভেবে সে একটা শান্তস্থির বিষাদের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। কিন্তু এই বিষাদ কাতিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার অন্তরায় হল না, বরং এর ফলে কাতিয়ার সঙ্গে তার একটা মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব হল। সে মনে মনে ভাবত, 'আমার কোন দাম দেয় না ও! না দিক বয়েই গেল!.. কিন্তু এই যে দরদী মেয়েটি — এ আমাকে দূরে ঠেলে দেয় না,' একথা ভাবতে ভাবতে আর্কাদির হৃদয় আবার উদার উপলব্ধির মধুর আস্বাদে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কাতিয়া অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারত যে তার সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে আর্কাদি কিসের যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে তাই অর্ধ-সলজ্জ, অর্ধ-বিশ্বাসপ্রবণ বন্ধুত্বের এই নির্দোষ আনন্দ থেকে তাকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও বঞ্চিত করত না। আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার

উপস্থিতিতে ওরা নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করত না — দিদির তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে কাতিয়া সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকত; আর আর্কাদি — প্রেমে পড়লে লোকের যা হয় — প্রেমের অবলম্বন যখন সামনে তখন আর কোন কিছুর প্রতিই মনোযোগ দিতে পারত না। কিন্তু কাতিয়া যখন একা তখন তার সঙ্গ ভালোই লাগত। সে মনে মনে উপলব্ধি করত যে ওদিন্‌ৎসোভার মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা তার নেই। যদি কোন সময় ওদিন্‌ৎসোভার সঙ্গে তাকে একান্তে থাকতে হত, সে লজ্জা পেত, অপ্রতিভ হয়ে পড়ত। আর ওদিন্‌ৎসোভাও বুঝতে পারত না তাকে কী বলবে — তার কাছে আর্কাদি বড় বেশি ছেলেমানুষ। অথচ কাতিয়ার সঙ্গে ব্যবহারে আর্কাদি বেশ সপ্রতিভ — প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের ভাবও ছিল তার মধ্যে, সঙ্গীতের প্রেরণায়, গল্প-উপন্যাস-কবিতা পাঠ ইত্যাদি আরও তুচ্ছ সমস্ত বিষয়ের প্রেরণাবশত কাতিয়ার মধ্যে যে-সমস্ত ভাব উদ্রিক্ত হত সে-সবের প্রকাশে আর্কাদি কোন বাধা দিত না। সে নিজেও তখন লক্ষ করত না অথবা অনুধাবন করতে পারত না যে এই 'তুচ্ছ' জিনিসগুলো তাকেও আকর্ষণ করছে। অন্য দিক থেকে, আর্কাদি যখন বিষণ্ণ হয়ে পড়ত তখন কাতিয়াও তাকে ঘাঁটাত না। কাতিয়ার সঙ্গ আর্কাদির ভালো লাগত, আর ওদিন্‌ৎসোভার ভালো লাগত বাজারভের সঙ্গ। তাই সচরাচর দেখা যেত দুটি জুটি কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যে যার পথে চলে যাচ্ছে — বিশেষ করে এটা ঘটত ভ্রমণের সময়। কাতিয়া প্রকৃতির 'পরম ভক্ত', আর্কাদিও প্রকৃতিকে ভালোবাসে, যদিও একথা স্বীকার করার মতো সাহস তার নেই। ওদিন্‌ৎসোভা বাজারভের মতোই প্রকৃতি সম্পর্কে বড়

বেশি উদাসীন। আমাদের দুই বন্ধুর প্রায় অবিরাম ছাড়াছাড়ি হওয়ার ফলও ফলল — তাদের দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বাজারভ এখন আর আর্কাদির সঙ্গে ওদিন্‌ৎসোভাকে নিয়ে আলোচনা করে না, এমনকি 'বড়মানুষী চালের' জন্য তার নামে যে সমস্ত গালিগালাজ করত তাও আর করে না। অবশ্য এটা ঠিক যে আগের মতোই সে কাতিয়ার প্রশংসা করে, কেবল তার মধ্যে যে ভাবপ্রবণতার ঝোঁক আছে সেটা দমানোর জন্য সে বন্ধুকে উপদেশ দেয়। কিন্তু তার প্রশংসার মধ্যে থাকে তাড়াহুড়োর ভাব, উপদেশগুলো হয় নীরস — মোটের ওপর আর্কাদির সঙ্গে সে আগের চেয়ে অনেক কম বাক্যালাপ করে... মনে হয় সে যেন ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে, ওর সামনে লজ্জা পাচ্ছে।

এর কোনটাই আর্কাদির নজর এড়াল না, কিন্তু সে মনের ভাব মনে চেপে রাখল।

এই 'অভিনব ঘটনার' আসল কারণ এমন এক উপলব্ধি যা ওদিন্‌ৎসোভা বাজারভের মধ্যে সঞ্চার করেছিল—এই উপলব্ধি বাজারভকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তাকে পাগল করে তুলছিল। তার ভেতরে যা ঘটছিল, সেই ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে অন্তত সামান্যতম ইঙ্গিতও যদি কেউ তাকে দিত তাহলে বাজারভ হয়ত তৎক্ষণাৎ তাচ্ছিল্যভরে অট্টহাসি হেসে, যা-তা গালিগালাজ দিয়ে তা অস্বীকার করে বসত। বাজারভ ছিল নারীজাতির, নারী-সৌন্দর্যের মস্ত সমঝদার। কিন্তু যাকে বলে আদর্শ প্রেম সেই অর্থে ভালোবাসা, অথবা, তার ভাষায়, রোমাণ্টিক অর্থে যে ভালোবাসা, তাকে সে অর্থহীন বাতুলতা, অমার্জনীয় মূর্খতা বলত। নারীজাতিকে রক্ষার জন্য শৌর্যপ্রদর্শনের মনোভাবকে সে এক ধরনের বিকৃতি ও অসুখ বলে গণ্য করত।

টোগেনবার্গ*) আর সেই সঙ্গে যত রাজ্যের চারণগীতি ও ত্রুবাদুরদের*) যে কেন পাগলা গারদে পোরা হয় নি এই ভেবে কথাপ্রসঙ্গে সে একাধিকবার তার বিস্ময় প্রকাশ করেছে। সে বলত, 'কোন মেয়ে তোমার পছন্দ হল, ত মতলব হাসিল করার চেষ্টা কর; আর তা যদি সম্ভব না হয় — দরকার নেই, কোন তোয়াক্কা না করে সরে পড় — দুনিয়ায় ত আর আকাল পড়ে নি।' ওদিন্‌ৎসোভাকে বাজারভের ভালো লেগেছিল — তার সম্পর্কে রটনা, তার স্বাধীন, স্বাবলম্বী চিন্তাভাবনা, বাজারভের প্রতি নিঃসন্দেহে তার নেকনজর — এসবই যেন বাজারভের অনুকূলে যাচ্ছে। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল যে ওদিন্‌ৎসোভার সঙ্গে 'মতলব হাসিল করা' সম্ভব নয়, আর সে অবাক হয়ে লক্ষ করল যে ওদিন্‌ৎসোভাকে তোয়াক্কা না করে সরে পড়ার ক্ষমতাও তার নেই। তার কথা মনে করামাত্র বাজারভের শিরায় শিরায় রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। নিজের রক্তোচ্ছ্বাসকে সে হয়ত স্বচ্ছন্দে সামাল দিতে পারত, কিন্তু তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে আর কিছু — এমন কোন বস্তু যাকে সে কোনমতেই মেনে নিতে পারে না, যাকে নিয়ে সে সব সময় ঠাট্টাতামাসা করে, যার বিরুদ্ধে তার সমস্ত অহঙ্কার বিদ্রোহ করে ওঠে। আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার সঙ্গে কথাবার্তায় সে এখন যাবতীয় রোমাণ্টিক ভাবনাচিন্তার প্রতি আগের চেয়েও বেশি করে তার উদাসীন অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে একান্তে থাকে তখন নিজের মধ্যেই রোমাণ্টিকতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সে ঘৃণায় শিউরে ওঠে। তখন সে বনে চলে যায়, বড় বড় পা ফেলে পায়ের তলায় ডালপালা মটমট শব্দে ভাঙতে ভাঙতে অর্ধস্ফুটস্বরে আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও গালাগাল দিতে

দিতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে থাকে কিংবা খড়ের গাদার ওপরে বা চালাঘরের ভেতরে গিয়ে জোর করে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। বলাই বাহুল্য, তার সে চেষ্টা সব সময় যে সফল হয় এমন নয়। হঠাৎ তার মনে উদয় হয় ঐ অকলঙ্ক বাহুলতা হয়ত কোন এক সময় তার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করবে, দর্পিত অধরপল্লব তার চুম্বনে সাড়া দেবে, বুদ্ধিদীপ্ত নয়নযুগল অনুরাগভরে — হ্যাঁ অনুরাগভরেই — তার দৃষ্টির সামনে এসে স্থির হয়ে যাবে। তখন তার মাথা ঘুরতে থাকবে, মুহূর্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বে। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভেতরে জ্বলে উঠবে এক প্রবল ঘৃণার ভাব। সে দেখতে পেল 'লজ্জা পাবার মতো' যত রাজ্যের ভাবনাচিন্তা তার ওপর এসে ভর করছে — যেন শয়তান তাকে খেপিয়ে মজা পাচ্ছে। কখন কখন তার মনে হতে লাগল যেন ওদিন্‌ৎসোভার মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে, যেন তার মুখের ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ ধরনের একটা কিছু, এও হতে পারে যে... ভাবতে ভাবতে সচরাচর ঠিক এই রকম কোন জায়গায় এসে সে মাটিতে পা ঠোকে কিংবা দাঁতে দাঁত ঘষে, হাতের মুঠো পাকিয়ে নিজেই নিজেকে শাসায়।

আসলে কিন্তু বাজারভ একেবারে ভুল করে নি। ওদিন্‌ৎসোভার কল্পনাকে সে উদ্দীপিত করে তুলেছে, তার মনকে সে অধিকার করেছে। বাজারভের কথা ওদিন্‌ৎসোভা বেশ ভাবে। বাজারভের অনুপস্থিতিতে তার যে একঘেয়ে লাগে এমন নয়, সে তার প্রতীক্ষায়ও থাকে না, কিন্তু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে; বাজারভের সঙ্গে একান্তে থাকতে পারলে সে খুশি হয়, তার সঙ্গে কথা

বলতে পারলে খুশি হয় — এমনকি বাজারভ যখন তার ক্রোধের উদ্রেক করে, তার মার্জিত রুচিতে, রুচিশীল স্বভাবে আঘাত করে — তখনও। সে যেন একই সঙ্গে তাকে যেমন যাচাই করে দেখতে চায়, আবার নিজেকেও জানতে চায়।

একবার ওদিন্‌ৎসোভার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বিষণ্ণকণ্ঠে সে হঠাৎ জানাল যে শিগগিরই গ্রামে, তার বাবার কাছে যেতে চায়।... বাজারভের কথা শোনামাত্র তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল — বুকের ভেতরে যেন কিসের একটা তীব্র খোঁচা সে অনুভব করল। খোঁচাটা এতই তীব্র যে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। পরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এর অর্থ কী হতে পারে। বাজারভ যে এখান থেকে চলে যাবার কথা তাকে জানিয়েছিল সেটা তাকে পরীক্ষা করে দেখার কথা ভেবে নয়, এর ফলে কী হয় তা দেখার জন্যও নয় — 'মিথ্যা রচনা করা' তার স্বভাব নয়। ঐদিনই সকালে বাবার জমিদারীর সরকার তিমফেইচের সঙ্গে বাজারভের দেখা হয়। লোকটা ছেলেবেলায় বাজারভকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। জীর্ণশীর্ণ চেহারার এই ছোটখাটো বুড়ো মানুষটি বেশ চটপটে। তার মাথার চুলের হলুদ রঙ জ্বলে ফিকে হয়ে গেছে, রোদে-জলে পোড়া লাল মুখ, কোঁচকানো চোখজোড়া জলকণায় ছলছলে। তার গায়ে মোটা বনাতের কাপড়ের ছাই-ছাই নীলরঙা খাটো দেহাতী কোর্তা, কোমরে বেলটের মতো করে কষে বাঁধা একটা কাপড়ের পটি, পায়ে আলকাতরার প্রলেপ লাগানো একজোড়া হাইবুট। বাজারভের কাছে তিমফেইচের আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত।

'কী মনে করে বুড়ো?' বাজারভ তাকে দেখে বলল।

'নমস্কার খোকাবাবু ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ,' বুড়ো একগাল

হেসে বলল — হাসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই যেন তার সারা মুখ বলিরেখায় ছেয়ে গেল।

'আসার কারণটা কী শুনি? আমাকে আনার জন্যে বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে বুঝি?'

'কী যে বলেন কর্তা! না, না, তা নয়,' আমতা আমতা করে বলল তিমফেইচ (বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বাবু যে কথা বলে বারবার তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন তা তার মনে পড়ে গেল)। 'কর্তামশাইয়ের কাজে শহরে যাচ্ছিলুম, শুনতে পেলুম হুজুর এখানে আছেন, তাই ভাবলুম পথে একবার ঘুরে যাই,... মানে, হুজুরকে একবার দেখেই যাই... আপনি বিরক্ত হবেন জানলে কখ্‌খনো আসতুম না!'

'হয়েছে, বাজে কথা ছাড়,' তাকে বাধা দিয়ে বাজারভ বলল। 'তোমার শহরে যাবার বুঝি এ-ই রাস্তা?'

তিমফেইচ চুপসে গেল — কোন উত্তর দিতে পারল না।

'বাবা ভালো আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায় ভালোই আছেন।'

'আর মা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নাও ভগবানের কৃপায় ভালোই আছেন।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?'

বুড়ো তার ছোট্ট মাথাটা এক পাশে কাত করল।

'ওঃ ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, তা আর বল্‌তি! ভগবানের নাম করি বল্‌লি কি আপনার প্রেত্যয় হবি? — আপনার মা-বাবারে দেখলি বুকির ভিতরডা ছ্যাঁত্ত করি ওঠে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! আর বর্ণনা করতে হবে না। ওঁদের বলে দাও গে আমি শিগগিরই আসছি।'

'যে আজ্ঞা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিমফেইচ জবাব দিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়ো যেমন তেমন করে দু'হাতে টুপিটা মাথায় ঠাসল। ছ্যাকরা গাড়িটা সে গেটের মুখেই রেখে দিয়েছিল সেটাতে চেপে বসে সে দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল — তবে শহরের দিকে নয়।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা ওদিন্‌ৎসোভা বাজারভের সঙ্গে তার নিজের ঘরে বসে ছিল, আর্কাদি হল-ঘরে পায়চারী করতে করতে কাতিয়ার বাজনা শুনছিল। রাজকুমারী মাসীটি ওপর তলায় তাঁর নিজের ঘরে চলে গেছেন — অতিথ-বিতিথ তাঁর আদৌ বরদাস্ত হয় না, বিশেষত এই 'বেল্লিকদুটোকে' — ওদের দু'জনকে তিনি এই আখ্যাই দিয়েছিলেন। বাইরের ঘরে তিনি কেবল মুখ হাঁড়ি করে থাকতেন, কিন্তু নিজের ঘরে এসে অনেক সময় তিনি তাঁর চাকরানীর সামনে এমন গালিগালাজে ফেটে পড়তেন যে পরচুলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার টুপি নাচতে থাকত। ওদিন্‌ৎসোভা এ সবই জানত।

'আপনি চলে যেতে চাইছেন?' ওদিন্‌ৎসোভা শুরু করল, 'কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি? — তার কী হবে?'

বাজারভ চমকে উঠল।

'কিসের প্রতিশ্রুতি বলুন ত?'

'বাঃ, আপনি ভুলে গেলেন? আপনি আমাকে কেমেস্ট্রির কয়েকটা লেস্‌ন দিতে চেয়েছিলেন যে!'

'কী করা যায় বলুন! বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তবে হ্যাঁ, আপনি Pelouse et Frémy-র *Notions génerales de Chimie* পড়তে পারেন। বইটা ভালো, প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। আপনার যা যা দরকার ওর মধ্যে পাবেন।'

'কিন্তু আপনার মনে আছে কি, আপনি আমাকে বলেছিলেন, কোন বই পড়ে ততটা জ্ঞান হতে পারে না, যতটা হয়... আমি ভুলে গেছি, কথাটা আপনি ঠিক কী ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন... কিন্তু আপনি জানেন আমি কী বলতে চাইছি... মনে আছে আপনার?'

'কী করা যাবে বলুন!' বাজারভ আবার বলল।

'কী দরকার যাবার?' ওদিন্‌ৎসোভা কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

বাজারভ তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। গদি আঁটা চেয়ারের পিঠে তার মাথাটা হেলানো, কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হাতদুটি বুকের ওপর ভাঁজ করা। ঘরে একটিমাত্র বাতি জ্বলছিল। কাটা কাগজের ঝালরের টোপর দেয়া বাতির আলোয় তাকে আরও ম্লান দেখাচ্ছিল। সাদা রঙের ঢিলে পোশাকের নরম ভাঁজে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। দুই হাতের মতো পাদুটোও সে আড়াআড়ি ভাঁজ করে রেখেছে, কিন্তু তার পায়ের নখাগ্র পর্যন্ত পোশাকের আড়ালে প্রায় চোখে পড়ে না।

'থাকতেই বা যাব কেন?' বাজারভ উত্তর দিল।

ওদিন্‌ৎসোভা মাথা সামান্য ঘুরাল।

'কেন মানে? আমার এখানে আপনার কি ভালো লাগছে না? নাকি আপনি ভাবছেন আপনি চলে গেলে কেউ আপনার জন্যে দুঃখ করবে না?'

‘আমার ত সেটাই দৃঢ় বিশ্বাস।’

ওদিন্‌ৎসোভা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

‘এখানেই আপনি ভুল করছেন। সে যাই হোক, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে বলেন নি।’ বাজারভ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আগের মতোই স্থির হয়ে বসে আছে দেখে সে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কী হল ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ? চুপ করে আছেন যে?’

‘কী বলব আপনাকে বলুন? মোটের ওপর, লোকের জন্য দুঃখ করার কোন মানে হয় না — আমার জন্যে ত আরও।’

‘এমন কথা বলছেন কেন?’

‘আমি লোকটা গম্ভীর প্রকৃতির, নীরস। কথাবার্তায় পটু নই।’

‘আপনি যেচে প্রশংসা আদায় করতে চান, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ।’

‘ওটা আমার ধাতে নেই। আপনি কি জানেন না, জীবনের যে সূক্ষ্ম বোধগুলোকে আপনি এত দাম দেন তা আমার আয়ত্তের বাইরে?’

ওদিন্‌ৎসোভা রুমালের খুঁট কামড়াল।

‘আপনি যা ভাবার ভাবতে পারেন, কিন্তু আপনি চলে গেলে সত্যিই আমার একঘেয়ে লাগবে।’

‘আর্কাদি থাকবে।’

ওদিন্‌ৎসোভা মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল।

‘আমার একঘেয়ে লাগবে,’ সে আবার বলল।

‘সত্যিই? যা-ই বলুন না কেন, বেশিদিন একঘেয়ে লাগবে না।’

‘এমন কথা মনে করার কারণ?’

'কারণ এই যে আপনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন, একমাত্র তখনই আপনার একঘেয়ে লাগে যখন আপনার ধরাবাঁধা জীবনের ধারা এলোমেলো হয়ে যায়। আপনি এমন নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতায় আপনার জীবন বেঁধেছেন যে তার মধ্যে একঘেয়েমির কোন জায়গা থাকতে পারে না, কোন বিষাদের, কোন দুঃখবেদনার জায়গা থাকতে পারে না।'

'আপনি মনে করেন আমি নিখুঁত... মানে আমার জীবনযাত্রা এমনই সঠিক আর সুনিয়ন্ত্রিত?'

'সে কথা আর বলতে! এই ধরুন না কেন, আর কয়েক মিনিট বাদে দশটা বাজবে — আমি আগে থাকতেই জানি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।'

'না, তাড়াব না, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ। আপনি থাকতে পারেন। ঐ জানলাটা খুলে দিন... আমার কেমন যেন গুমোট লাগছে।'

বাজারভ উঠে জানলা ঠেলে দিতে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সশব্দে হাঁ হয়ে খুলে গেল। বাজারভ আশা করে নি যে জানলা অত সহজে খুলে যেতে পারে, তাছাড়া তার হাতও কাঁপছিল। স্নিগ্ধ কোমল অন্ধকার রাত, প্রায় কালিমালিপ্ত আকাশ। মৃদু কোলাহলমুখর গাছপালা আর মুক্ত নির্মল বায়ুর তাজা গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে উঁকি মারল।

'ভারী পর্দাটা টেনে দিয়ে এসে বসুন,' ওদিন্‌ৎসোভা বলল, 'আপনি চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা মারার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আপনার নিজের সম্পর্কে যা হোক কিছু আমাকে বলুন না — আপনি নিজের সম্পর্কে কখনও কিছু বলেন না।'

'আমি আপনার সঙ্গে কাজের জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি, আন্না সের্গেইয়েভ্না।'

'আপনি বড্ড বিনয়ী।... কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনার সম্পর্কে, আপনার পরিবারের লোকজন আর আপনার বাবার সম্পর্কে — যাঁর জন্য আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁর সম্পর্কে।'

বাজারভ মনে মনে ভাবল, 'এমন সব কথা বলছে কেন?'

মুখে সে বলল, 'এসব এতটুকুও ভালো লাগার মতন নয়, বিশেষত আপনার। আমরা হলাম নিম্নস্তরের লোকজন...'

'আপনার মতে, আমি বুঝি অভিজাত শ্রেণীর?'

বাজারভ ওদিন্‌ৎসোভার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'হ্যাঁ,' একটু বাড়াবাড়ি রকমের কর্কশ স্বরে বাজারভ বলল।

ওদিন্‌ৎসোভা মুচকি হাসল।

'আমি দেখছি, আপনি আমাকে ভালো ভাবে জানেন না, যদিও আপনি জোর দিয়ে বলে থাকেন যে মানুষমাত্রেই একজন আরেকজনের মতো এবং তাদের নিয়ে চর্চা করার কোন অর্থ হয় না। আমি কোন এক সময় আমার নিজের জীবনের কথা আপনাকে বলব... কিন্তু তার আগে আপনি আপনার নিজের জীবনের কথা আমাকে বলুন।'

'আমি আপনাকে ভালো ভাবে জানি না,' ওদিন্‌ৎসোভার কথা পুনরাবৃত্তি করে বাজারভ বলল। 'আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন — হয়ত সত্যি সত্যি প্রতিটি মানুষ একেকটি প্রহেলিকা। হ্যাঁ, অন্তত এই আপনার কথাই যদি ধরা যায় — আপনি লোকসমাজকে পরিহার করে চলেন, লোকসমাজের সংস্পর্শ আপনার অসহ্য ঠেকে — অথচ সেই আপনিই নিজের বাড়িতে থাকার জন্য নেমন্তন্ন করে বসলেন দুটি ছাত্রকে।

আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার রূপ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছেন কেন?'

'কী? কী বললেন আপনি?' ওদিন্‌ৎসোভা চঞ্চল হয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। 'আমার... আমার রূপ নিয়ে?'

বাজারভ ভ্রূকুটি করল।

'ওই হল আর কি,' সে বলল, 'আসলে আমি বলতে চাইছিলাম আর কি আপনি কেন পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করছেন, খুব একটা ভালো বুঝতে পারছি না আমি।'

'আপনি বলছেন, আপনি বুঝতে পারছেন না... অথচ মনে মনে কোন একটা ব্যাখ্যা আপনি নিশ্চয় করেছেন?'

'হ্যাঁ, তা করেছি... আমার মনে হয় আপনি বরাবর একটা জায়গায় থাকতে পছন্দ করেন, তার কারণ নিজেকে আপনি বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তার কারণ ভোগবিলাস আপনার খুব ভালো লাগে এবং বাদবাকি আর সব ব্যাপারে আপনি একেবারে উদাসীন।'

ওদিন্‌ৎসোভা আবার মৃদু হাসল।

'কোন ব্যাপারে আমার যে অনুরাগ থাকতে পারে, আপনি আদৌ বিশ্বাস করেন না — তাই ত?'

বাজারভ ভ্রূকুটি করে তার দিকে দৃষ্টিপাত করল।

'যদি থাকে ত সেটা সম্ভবত কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নয়।'

'সত্যিই কি তাই? আচ্ছা, এবারে আমি বুঝতে পারছি আপনাতে-আমাতে এত ভাব কেন — আপনিও যে আমারই মতন।'

'আপনাতে-আমাতে বড় ভাব...' বাজারভ ভাঙা ভাঙা গলায় বলল।

‘ও হ্যাঁ!.. আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনি চলে যেতে চান।’

বাজারভ উঠে দাঁড়াল। সুগন্ধে ভরপুর, আঁধার ঘেরা নিভৃত ঘরটার মাঝখানে বাতির নিষ্প্রভ আলো জ্বলছে। জানলার ভারী পর্দা কদাচিৎ আন্দোলিত হচ্ছে — তার ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নিশীথের উত্তেজনাকর স্নিগ্ধতা, শোনা যাচ্ছে তার গোপন কানাকানি। ওদিন্‌ৎসোভার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চাঞ্চল্য দেখা গেল না, কিন্তু একটা গোপন উত্তেজনা একটু একটু করে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।... সেই উত্তেজনা বাজারভের মধ্যেও এসে সঞ্চারিত হল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল এক সুন্দরী যুবতী নারীর সঙ্গে সে নিরালায় রয়েছে।...

‘আপনি কোথায় চললেন?’ ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে সে বলল।

বাজারভ কোন উত্তর না দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।

‘তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি আমাকে একজন ভাবলেশহীন, বিলাসে অভ্যস্ত, আদুরে জীব বলে মনে করেন,’ জানলা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে একই কণ্ঠস্বরে সে বলে চলল। ‘কিন্তু আমি যে কত অসুখী সে আমি নিজেই জানি।’

‘আপনি! আপনি অসুখী হতে যাবেন কেন? আজেবাজে যত সব গালগল্পে আপনি কোন গুরুত্ব দেন — এও কি সম্ভব?’

ওদিন্‌ৎসোভা ভ্রূকুটি করল। বাজারভ যে তার কথাটা ধরতে পারে নি এই ভেবে সে বিরক্ত হল।

‘না, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ, ওসব গালগল্প শুনে আমার হাসি পর্যন্ত পায় না, ওসব গালগল্পে কান দিয়ে

নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে আমার অহঙ্কারে বাধে। আমি অসুখী এই কারণে যে আমার মধ্যে বাঁচার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, বাসনা নেই। আপনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, আপনি ভাবছেন বুঝি বেলদার সাজগোজে সর্বাঙ্গ ঢাকা কোন অভিজাত মহিলা মখমলের গদি-আঁটা আরাম কেদারায় বসে এই সব কথা বলছে। আমি অস্বীকার করছি না আপনি যাকে বিলাসিতা বলেন, আমি তা পছন্দ করি, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলি, জীবনধারণের বাসনা আমার অতি সামান্য। আপনার সাধ্যি থাকে ত এই অসঙ্গতিকে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করে দেখুন। অবশ্য এ সবই আপনার চোখে রোমাণ্টিকতা।'

বাজারভ মাথা নাড়ল।

'আপনি সুস্থ সবল মানুষ, আপনি ধনী — আর কী চাই বলুন? আর কী চান আপনি?'

'আমি কী চাই?' বাজারভের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলল ওদিন্‌ৎসোভা। 'আমি বড় ক্লান্ত, আমার বেশ বয়স হয়েছে, আমার মনে হয় আমি যেন অনেক অনেক কাল হল এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি। হ্যাঁ, আমার অনেক বয়স হয়েছে,' বলতে বলতে সে আস্তে করে তার কাঁধের ওড়নার আঁচল নগ্ন বাহুমূলের ওপর টেনে দিল। বাজারভের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হতেই সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল। তারপর যোগ করল, 'পেছনে পড়ে রয়েছে কত শত স্মৃতি — সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জীবন, ঐশ্বর্য, তারপর দারিদ্র্য, তারপর বাবার মৃত্যু, বিয়ে, বিদেশ ভ্রমণ, যেমন হয়... স্মৃতি অনেক, কিন্তু মনে করার মতো কিছুই নেই, আর সামনে, আমার সামনে

পড়ে রয়েছে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ পথ, যার কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই... আর এগোতে ইচ্ছে করে না আমার।'

'আপনার এতই মোহমুক্তি ঘটেছে বলতে চান?' বাজারভ প্রশ্ন করল।

'না,' ওদিন্‌ৎসোভা থেমে থেমে বলল, 'কিন্তু আমি অতৃপ্ত। আমার মনে হয় কোন কিছুর সঙ্গে যদি আমি তেমন করে নিজেকে বাঁধতে পারতাম...'

'আপনি প্রেম চান,' বাজারভ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু প্রেমে পড়ার মতো মানসিকতা আপনার নেই — এটাই আপনার অসুখের মূল।'

ওদিন্‌ৎসোভা তার স্কন্ধাবরণের হাতার ওপর মনোনিবেশে প্রবৃত্ত হল।

'আপনি বলছেন প্রেমে পড়ার মতো মানসিকতা আমার নেই?' সে মৃদুস্বরে বলল।

'বড় একটা আছে বলে ত মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, এটাকে অসুখ বলা আমার ঠিক হয় নি। বরং তার উলটো — এ জিনিস যে মানুষের জীবনে ঘটে সে-ই করুণার পাত্র।'

'কোন্ জিনিস?'

'প্রেম।'

'আপনি তা কী করে জানলেন?'

'লোকপরম্পরায়,' রাগতস্বরে জবাব দিল বাজারভ।

মনে মনে সে ভাবল, 'দিব্যি ছলাকলা চালিয়ে যাচ্ছ। একঘেয়ে লাগছে, কিছু করার নেই, তাই আমাকে জ্বালাতন করে বেশ মজা পাচ্ছ; কিন্তু আমার অবস্থা...' তার বুকের ভেতরটা সত্যি সত্যিই ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

বাজারভ তার সমস্ত শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আরাম

কেদারার ঝালর নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'তাছাড়া আপনি হয়ত লোকের কাছ থেকে বড় বেশি দাবি করেন।'

'হতে পারে। আমি মনে করি হয় সব, নইলে কিছুই নয়। জীবনের বদলে জীবন। আমারটা নিয়েছ, তোমারটা দাও, তাহলে আর কোন খেদ থাকে না, ফেরত দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নইলে দূরে দূরে থাকাই ভালো।'

'এ ত ভালো কথা!' বাজারভ মন্তব্য করল। 'আপনার এই শর্ত ন্যায়সঙ্গত, আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি কী ভাবে আপনি এখন পর্যন্ত... যা চান তা খুঁজে পেলেন না।'

'আপনার কি মনে হয় নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া এতই সহজ?'

'সহজ নয়, যদি আপনি চিন্তাভাবনা করতে থাকেন, সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, নিজেকে বড় বেশি মূল্য দেন, নিজের যা কিছু আছে তাকে মূল্যবান বলে মনে করেন; কিন্তু কোন রকম চিন্তাভাবনা না করে নিজেকে সঁপে দেওয়া খুব সহজ।'

'একজন মানুষ নিজেকে কোন মূল্য দেবে না এ কী করে হয়? আমার নিজেরই যদি কোন মূল্য না থাকে ত আমার অনুরাগে কার প্রয়োজন?'

'এটা অবশ্য আমার কাজ নয় — আমার মূল্য কী সেটা বুঝবে অন্য লোকে। সবচেয়ে বড় কথা হল নিজেকে সমর্পণ করতে পারার ক্ষমতা।'

ওদিনৎসোভা চেয়ারের পিঠ ছেড়ে আলগা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

সে বলতে শুরু করল, 'আপনি কথাগুলো এমন ভাবে বলছেন যেন নিজে এই সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন।'

‘কথায় কথায় এসে গেল আর কি, আন্না সের্গেইয়েভ্না। আপনি নিজেই জানেন, এসব আমার এক্তিয়ারের বাইরে।’

‘আচ্ছা আপনি কি নিজেকে সমর্পণ করে দিতে পারতেন?’

‘জানি না, বড়াই করতে চাই না।’

ওদিন্‌ৎসোভা কোন কথা বলল না, বাজারভও চুপ করে গেল। বৈঠকখানা থেকে পিয়ানোর আওয়াজ তাদের কানে এসে পেঁছিল।

‘কাতিয়া আজ এত রাতে বাজাচ্ছে যে!’ ওদিন্‌ৎসোভা বলল। বাজারভ আসন ত্যাগ করল।

‘হ্যাঁ, এবারে ঠিকই অনেক রাত হল, আপনার বিশ্রাম করার সময় হয়ে গেছে।’

‘একটু দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?.. আপনাকে একটা কথা বলার আছে আমার।’

‘কী কথা?’

‘একটু দাঁড়ান,’ ওদিন্‌ৎসোভা ফিসফিস করে বলল।

তার দৃষ্টি বাজারভের মুখের ওপর এসে থেমে গেল — দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাজারভকে দেখছে।

বাজারভ ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারী করে হঠাৎ তার কাছাকাছি এসে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ‘আচ্ছা চলি’ বলে তার হাতে এমন চাপ দিল যে আরেকটু হলেই সে চেঁচিয়ে উঠত, তারপর ঝট করে বেরিয়ে চলে গেল। ওদিন্‌ৎসোভা তার পিষ্ট আঙুলগুলো ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে ফুঁ দিল, হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল — যেন বাজারভকে ফিরিয়ে আনতে চায়। রুপোর ট্রেতে করে ডিকেণ্টার নিয়ে দাসী এসে

ঘরে ঢুকল। ওদিন্‌ৎসোভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাকে বিদায় দিয়ে আবার বসে পড়ল, আবার ডুবে গেল গভীর ভাবনায়। তার বিনুনী খসে একটা কালো সাপের মতো এসে পড়েছে কাঁধের ওপর। তার পরেও আরও অনেকক্ষণ বাতি জ্বলতে লাগল আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার ঘরে, অনেকক্ষণ সে স্থাণু হয়ে বসে রইল — কেবল কদাচিৎ রাতের ঠাণ্ডার একটু আধটু কামড় টের পেতে হাতের ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে বাজারভ ঘণ্টা দুয়েক পরে মুখ কালো করে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে শিশিরে ভেজা বুট পায়ে তার শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সে দেখতে পেল গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে ফ্রক-কোট গায়ে, একটা বই হাতে আর্কাদি লেখার টেবিলের সামনে বসে আছে।

'তুই এখনও শুস নি?' খানিকটা যেন বিরক্ত হয়েই সে বলল।

'তুই আজ অনেকক্ষণ আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার সঙ্গে বসে ছিলি,' তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আর্কাদি বলল।

'হ্যাঁ, তুই আর কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌না যতক্ষণ পিয়ানো বাজাচ্ছিলি সেই পুরো সময়টা আমি ওঁর সঙ্গে বসে বসে কাটিয়েছি।'

'আমি বাজাচ্ছিলাম না...' আর্কাদি আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছিল যে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, কিন্তু এই বিদ্রুপপ্রবণ বন্ধুটির সামনে কাঁদার ইচ্ছে তার ছিল না।

আঠারো

পরদিন ওদিন্‌ৎসোভা যখন চা পানের সময় উপস্থিত হল তখন বাজারভ তার পেয়ালার ওপর ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথা তুলে তার দিকে তাকাল।... সে বাজারভের দিকে ফিরে তাকাল — যেন বাজারভ ওকে ঠেলা দিয়েছে। বাজারভের মনে হল ওর মুখ রাতারাতি কিছুটা ফেকাসে হয়ে গেছে। ওদিন্‌ৎসোভা সামান্য কিছুক্ষণ বাদে নিজের ঘরে চলে গেল, এলো কেবল প্রাতরাশের সময়। সকাল থেকে বাদলা আবহাওয়া চলছে, বেড়ানোর উপায় ছিল না। বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় এসে জড় হয়েছে। আর্কাদি কোন একটা পত্রিকার নতুন সংখ্যা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল। রাজকুমারী মাসীটি যথারীতি প্রথমে মুখে এমন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করলেন যেন আর্কাদি কোন অশিষ্ট কাজ করতে চলেছে, তারপর কটমট করে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু আর্কাদি সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বলল, 'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ, আমার ঘরে চলুন।... আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই ... কাল আপনি একটা ম্যানুয়েলের নাম বলেছিলেন...'

সে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। মাসী এমন ভঙ্গি করে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যেন বলতে চান, 'দেখ তোমরা, কী আশ্চর্যই না হচ্ছি আমি!' তারপর ফের তাঁর নজর এসে ঠেকল আর্কাদির ওপর। আর্কাদি কাতিয়ার পাশেই বসে ছিল, সে কাতিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে কণ্ঠস্বর আরও উঁচিয়ে একমনে পড়ে যেতে লাগল।

ওদিন্‌ৎসোভা দ্রুত পদক্ষেপে তার পড়ার ঘরে চলে এলো। বাজারভ চোখ না তুলে চটপট তাকে অনুসরণ করল। কেবল তার কানে বাজতে লাগল সামনে পিচ্ছিলগতিতে চলমান রেশমী পোশাকের মৃদু সরসর খসখস আওয়াজ। আগের দিন রাতে ওদিন্‌ৎসোভা যে আরাম কেদারাটায় বসে ছিল এবারেও সেটাতেই গিয়ে বসল, বাজারভও তার গতকালের আসন অধিকার করল।

'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন বইটার নাম?' অল্পক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওদিন্‌ৎসোভা জিজ্ঞেস করল।

'Pelouse et Frémy, *Notions générales...*' বাজারভ উত্তর দিল। 'হ্যাঁ ভালো কথা, সেই সঙ্গে আরও একটি বই পড়তে বলি আপনাকে — Ganot, Traité élémentaire de phisique expérimentale। এই বইটাতে ছবিগুলো আরও স্পষ্ট, আর মোটকথা এই পাঠ্যবইটা...'

ওদিন্‌ৎসোভা তার একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, আপনি আমাকে মাফ করবেন, আমি কিন্তু পাঠ্যবই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আপনাকে এখানে ডাকি নি। আমি আমাদের গতকালের আলোচনা ফের শুরু করতে চাই। আপনি অমন হুট্‌ করে চলে গেলেন... আপনার একঘেয়ে লাগবে না ত?'

'আপনি যা আজ্ঞা করেন আন্না সের্গেইয়েভ্‌না। কিন্তু গতকাল কী নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের বলুন ত?'

ওদিন্‌ৎসোভা বাজারভের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'আমার মনে হয়, আমাদের কথা হচ্ছিল সুখ নিয়ে। আমি

আমার নিজের কথা আপনাকে বললাম। আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে ‘সুখ’ কথাটার উল্লেখ আমি করলাম, বলুন দেখি, এই ধরুন না এমনকি যখন আমরা কোন সঙ্গীত, কোন সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পছন্দমতো লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা উপভোগ করি, তখন কেন, কী কারণে এই সব কিছুকেই সুখ বলে মনে না হয়ে — অর্থাৎ আমরা নিজেরা আসলে যে সুখের অধিকারী, তা মনে না হয়ে — বরং এমন কোন এক অসীম-অনন্ত সুখের ইঙ্গিতমাত্র বলে মনে হয় যার অস্তিত্ব আর কোথাও আছে? কেন এরকম হয়? নাকি আপনি সে ধরনের কিছু উপলব্ধি করেন না?’

বাজারভ প্রত্যুত্তরে বলল, ‘জানেনই ত সেই কথাটা: ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ...’। তাছাড়া আপনি নিজেই ত গতকাল বলেছিলেন যে আপনার অতৃপ্তি আছে। আর আমার কথা যদি বলেন, সত্যি বলতে গেলে কি, অমন চিন্তা আমার মাথায় খেলে না।’

‘আপনার কাছে হয়ত হাস্যকর মনে হয় — তাই না?’

‘না, তা নয়, তবে আমার মাথায় আসে না।’

‘সত্যি? জানেন, আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করে আপনি কী নিয়ে ভাবেন?’

‘মানে? আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না।’

‘শুনুন, আমি অনেক দিন ধরে ভাবছি, একটা জিনিস নিয়ে আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার। আপনাকে বলার কোন অর্থ হয় না — আপনি নিজেই জানেন — যে আপনি সাধারণ লোকের পর্যায়ে পড়েন না। আপনার বয়স এখনও কম — আপনার সামনে সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে আপনি নিজেকে কিসের জন্য তৈরি করছেন? ভবিষ্যৎ আপনার

জন্য কী লুকিয়ে রেখেছে তার গর্ভে? অর্থাৎ আমি বলতে চাই — জীবনের লক্ষ্য কী? কোথায় আপনি চলেছেন? কী আছে আপনার মনে? এক কথায়, আপনি কী, কে আপনি?'

'আপনি আমাকে অবাক করে দিলেন আন্না সের্গেইয়েভ্না। আপনার অজানা নেই যে আমি প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা করি, আর যদি বলেন আমি কে...'

'হ্যাঁ, কে আপনি?'

'আমি ত আগেই বলেছি, ভবিষ্যতে আমি জেলা-সদরের একজন ডাক্তার হব।'

আন্না সের্গেইয়েভ্না অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ করল।

'একথা আপনি কেন বলছেন? আপনি নিজেও এটা বিশ্বাস করেন না। এমন কথা বলতে পারত আর্কাদি, কিন্তু আপনার মুখে একথা সাজে না।'

'কেন, আর্কাদি কিসে...'

'আঃ থামুন ত! এরকম একটা অনাড়ম্বর কাজের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন এও কি সম্ভব? আপনি নিজেই না সব সময় জোর দিয়ে বলে থাকেন যে আপনার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই? আপনি — আপনার আত্মাভিমান নিয়ে কিনা হবেন জেলা-সদরের একজন বদ্যি! আপনি আমাকে এরকম দায়সারাগোছের জবাব দিচ্ছেন স্রেফ আমার কাছ থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে, কেননা আমার ওপর আপনার কোন আস্থা নেই। কিন্তু আপনি জানেন কি ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ, আমি হয়ত আপনাকে বুঝতে সক্ষম হতাম — আমারও আত্মাভিমান ছিল আপনারই মতন, আমি হয়ত বা আপনারই মতো একই রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছি।'

'এ সবই বেশ ভালো, আন্না সের্গেইয়েভ্না। কিন্তু আপনি আমাকে মাফ করবেন... নিজের মনের কথা খুলে বলার অভ্যেস আমার আদৌ নেই, তাছাড়া আপনার-আমার মধ্যে ব্যবধান এত যে...'

'কিসের ব্যবধান? আপনি আবার বলবেন যে আমি অভিজাত? এ আমি মেনে নিতে পারছি না, ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ। আমার মনে হয় আমি আপনার সামনে প্রমাণ দিয়েছি যে...'

বাজারভ তার কথার মাঝপথে বাধা দিয়ে বলল, 'আর, তাছাড়া যার ওপর আমাদের বিশেষ কোন হাত নেই, তাকে নিয়ে — ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার বা জল্পনা-কল্পনা করার সাধই বা কেন? কিছু করার সুযোগ যদি পাওয়া যায় — ভালো, চমৎকার বলতে হবে, আর তা যদি না মেলে তাহলে অন্তত এই ভেবে তৃপ্তি পাওয়া যাবে যে আগে থাকতে বাজে বকে বেড়াই নি।'

'বন্ধুতে-বন্ধুতে আলাপ-আলোচনাকে আপনি 'বাজে বকা' বলছেন... নাকি, আমি মহিলা বলে আপনি আমাকে বিশ্বাসের উপযুক্ত বিবেচনা করেন না? আমাদের সকলের ওপর, আমাদের গোটা জাতটার ওপর যে আপনার দারুণ অবজ্ঞা!'

'আপনাকে আমি অবজ্ঞা করি না, আন্না সের্গেইয়েভ্না, আর সেটা আপনি জানেনও।'

'না, আমি কিছুই জানি না... আচ্ছা ধরলাম না হয় নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কথা বলার অনিচ্ছা কেন, সেটা আমি বুঝতে পারি; কিন্তু আপনার ভেতরে এখন যা ঘটছে...'

'ঘটছে!' আন্না সের্গেইয়েভ্নার মুখের কথার পুনরাবৃত্তি

করে বলল বাজারভ। 'আমি কি কোন রাষ্ট্র, না সমাজ? যা-ই হোক না কেন, এটা একেবারে কৌতূহলজনক নয়। তাছাড়া একজন মানুষ তার ভেতরে কী 'ঘটছে' তা কি সব সময় মুখে প্রকাশ করতে পারে?'

'কিন্তু মনের সব কথা খুলে বলা যাবে না কেন, আমি বুঝি না।'

'আপনি পারেন?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'পারি,' একটু ইতস্তত করে আন্না সের্গেইয়েভ্না জবাব দিল।

বাজারভ মাথা নোয়াল।

'আপনি আমার চেয়ে সুখী।'

আন্না সের্গেইয়েভ্না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'সে আপনি যেমন বোঝেন,' সে বলে চলল, 'যা-ই বলুন না কেন, আমার মন কিন্তু বলছে যে আমাদের দু'জনের এই সংযোগ আকস্মিক নয়, আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার এই... হ্যাঁ, কী যেন বলে... আপনার এই প্রাণপণ চেষ্টা, আপনার আত্মসংযম শেষকালে কোথায় চলে যাবে।'

'আপনি তাহলে আমার মধ্যে আত্মসংযম লক্ষ করেছেন... এবং ঐ যে আপনি যাকে বললেন... প্রাণপণ চেষ্টা, তা লক্ষ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

বাজারভ উঠে জানলার দিকে চলে গেল।

'তাই আপনার জানতে ইচ্ছে হয় এই আত্মসংযমের কারণ, জানতে চান আমার ভেতরে কী ঘটছে?'

'হ্যাঁ,' ওদিন্‌ৎসোভা পুনরাবৃত্তি করল। তবে এবারে কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় সে মনে মনে শিউরে উঠল।

'আপনি রাগ করবেন না ত?'

'না।'

'না?' বাজারভ তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। 'তাহলে শুনে রাখুন আমি আপনাকে ভালোবাসি, মূর্খের মতো ভালোবাসি, পাগলের মতো ভালোবাসি... হল ত, যা শুনতে চেয়েছিলেন?'

ওদিন্‌ৎসোভা তার দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল, এদিকে বাজারভ জানলার কাচে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাজারভ হাঁপাতে লাগল, মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ যেন থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু এই কাঁপুনি যৌবনের সলজ্জ ভীরু শিহরন নয়, তাকে যা আচ্ছন্ন করল তা প্রথম স্বীকৃতির মধুর আতঙ্কও নয় — এ হল এক উদগ্র আবেগ, যার প্রবল, উত্তাল তরঙ্গমালা তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে তুলছিল। এ আবেগ জ্বলন্ত ক্রোধের মতন, হয়ত বা তারই প্রতিরূপ।... ওদিন্‌ৎসোভার একদিকে যেমন আতঙ্ক হল তেমনি বাজারভের জন্য মনে মনে দুঃখও হতে লাগল।

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ,' সে মৃদুস্বরে বলল — নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠস্বরে কোমলতা ফুটে উঠল।

বাজারভ দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল, তার দিকে সর্বগ্রাসী দৃষ্টি হেনে তার দু'হাত চেপে ধরল, তারপর হঠাৎই তাকে টেনে নিল নিজের বুকে।

সে সঙ্গে সঙ্গে বাজারভের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টা করল না, কিন্তু এক মুহূর্ত পরে দেখা গেল সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান

থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বাজারভকে। বাজারভ তার দিকে ছুটে গেল...

'আপনি আমাকে বুঝতে পারেন নি,' ফিসফিস করে দ্রুত ভয়ার্তস্বরে সে বলল। মনে হচ্ছিল যেন বাজারভ আর এক পা এগোলে সে চেঁচিয়ে হুলস্থুল বাধাবে।... বাজারভ বাধা পেয়ে ঠোঁট কামড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে একজন দাসী এসে বাজারভের কাছ থেকে একটা চিরকুট আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাকে দিল। তাতে লেখা ছিল মাত্র একটি ছত্র: 'আমার কি আজই চলে যাওয়া উচিত— নাকি কাল অবধি থাকতে পারি?' আন্না সের্গেইয়েভ্‌না উত্তরে লিখল: 'চলে যেতে হবে কেন? আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি — আপনিও বুঝতে পারেন নি আমাকে।' তারপর মনে মনে ভাবল: 'আমি নিজেকেই বুঝতে পারি নি।'

দুপুরের খাবারের আগে পর্যন্ত সে বাইরে দেখা দিল না — সর্বক্ষণ পিছনে হাত মুড়ে নিজের ঘরের এধার-ওধার পায়চারী করতে লাগল। কদাচিৎ সে থামছিল — কখনও জানলার সামনে, কখনও বা আয়নার সামনে, ধীরে ধীরে একটা রুমাল বুলিয়ে যাচ্ছিল গলার ওপর — তার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন সেখানে কিসের একটা জ্বলন্ত দাগ পড়েছে। সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল বাজারভের কথায়, সে যা 'শুনতে চেয়েছিল' তা স্বকর্ণে শোনার জন্য কে তাকে তাড়না দিয়েছিল, কে উসকিয়ে দিয়েছিল বাজারভকে তার মনের কথা বলতে? তখন কি ঘুণাক্ষরেও তার মনে কোন সন্দেহ উঁকি মেরেছিল?.. 'দোষ আমারই,' সে স্বগতোক্তি করল, 'কিন্তু আমি আগে থাকতে বুঝতে পারি নি — কী করে বুঝব?' সে

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, বাজারভ যখন তার দিকে ছুটে এসেছিল তখন বাজারভের চোখেমুখে যে প্রায় হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল তা মনে পড়ে যেতে সে আরক্ত হয়ে উঠল।

'নাকি?' হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথার চূর্ণকুন্তল ঝাঁকাল। নিজেকে সে আয়নায় দেখতে পেল। তার পেছনে হেলানো মাথা, তার অর্ধনিমীলিত ও অর্ধস্ফুরিত চোখে ও মুখে রহস্যময় হাসি ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে যেন এমন একটা কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছিল যাতে সে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

'না,' শেষ পর্যন্ত সে মনে মনে ঠিক করল, 'ভগবান জানেন এর পরিণতি কী হতে পারত। এ নিয়ে তামাসা করা ঠিক নয়। যে যা-ই বলুক না কেন জগতে স্থৈর্যই সবচেয়ে ভালো।'

তার স্থৈর্যে কোন ব্যাঘাত ঘটল না। কিন্তু সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল, এমনকি বারেকের জন্য সামান্য কাঁদলও — যদিও নিজেই বুঝতে পারল না, কেন — তবে সে যে অপমানিত হয়েছে তার জন্য নয়। অপমানের উপলব্ধি তার মধ্যে জাগল না — যদি কিছু সে উপলব্ধি করে থাকে তা হল নিজেকে মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করা। নানা রকম ভাসা-ভাসা উপলব্ধি, জীবন যে ফুরিয়ে আসছে সেই বোধ, নতুনকে পাবার প্রবল বাসনা — এ সবের তাড়নায় সে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়, সেই সীমার ওপারে কী আছে একবার উঁকি মেরে দেখার কৌতূহল সে দমন করতে পারে না — আর দেখতে পায় সেখানে যা আছে তাকে নিছক অতলস্পর্শ পাতাল বলা চলে না, তা হল শূন্যতা... কিংবা কদর্যতা।

উনিশ

আত্মসংবরণের যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, সমস্ত রকম সংস্কারের যত ঊর্ধ্বেই উঠতে পারুক না কেন, মধ্যাহ্নভোজের সময় ওদিন্‌ৎসোভা যখন খাবার ঘরে উপস্থিত হল তখন সে-ও অস্বস্তি বোধ না করে পারল না। যাই হোক, আহারপর্ব বেশ ভালো ভাবে সমাধিত হল। পর্‌ফিরি প্লাতোনিচ এসেছিল, নানা রকম চুটকি গল্প বলল। সে সবে শহর থেকে ফিরেছে। প্রসঙ্গত সে জানাল যে কোথাও কোন জরুরী দরকার পড়লে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যাতে ঘোড়ার পিঠে তাড়াতাড়ি সেখানে পাঠানো যেতে পারে সেজন্য গভর্নর তাদের সকলকে বুটের গোড়ালির সঙ্গে অশ্বতাড়নার নাল পরার আদেশ দিয়েছেন। আর্কাদি নীচু গলায় কাতিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চালাতে কূটকুশলীর মতো খাবার টেবিলে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে মাসীর পরিচর্যা করতে লাগল। বাজারভ গম্ভীর থমথমে মুখে চুপ করে রইল। ওদিন্‌ৎসোভা কোন আড়াল না রেখে বার দুয়েক সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকাল। কঠোর ও বিরক্তি ভরা সেই মুখ, চোখের দৃষ্টি নামানো, মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে অবজ্ঞামিশ্রিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ। ওদিন্‌ৎসোভা মনে মনে ভাবল, 'না... না... না...' মধ্যাহ্নভোজোর পর ওদিন্‌ৎসোভা সঙ্গীসাথীদের সকলকে নিয়ে বাগানের দিকে চলল। বাজারভ তাকে কিছু বলতে চায় লক্ষ করে সে একপাশে কয়েক পা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাজারভ তার দিকে এগিয়ে এলো — কিন্তু তখনও তার দৃষ্টি নামানো — সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল:

'আমি মনে করি আপনার কাছে আমার মাফ চাওয়া উচিত,

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না। আপনি নিশ্চয়ই আমার ওপর দারুণ চটে আছেন।'

'না, আপনার ওপর আমি রাগ করি নি, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ,' ওদিন্‌ৎসোভা উত্তর দিল, 'তবে আমি দুঃখ পেয়েছি।'

'তাহলে ত আরও খারাপ কথা। যাই হোক আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে। আমার অবস্থাটা — সম্ভবত আপনি স্বীকার করবেন — রীতিমতো হাস্যকর। আপনি আমাকে লিখেছেন, চলে যেতে হবে কেন? কিন্তু আমি থাকতে পারছি না, থাকতে চাইও না। কাল আমাকে এখানে দেখতে পাবেন না।'

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, কেন আপনি...'

'কেন আমি চলে যাচ্ছি?'

'না, আমি সে কথা বলতে চাই নি।'

'যা হয়ে গেছে তাকে বদলানো যায় না, আন্না সের্গেইয়েভ্‌না... আজ হোক কাল হোক, এটা ঘটতই। সুতরাং আমার চলে যাওয়াই উচিত। আমি জানি, আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হত কেবল একটি শর্তে, কিন্তু সে শর্ত বাস্তবে কখনও পূরণ হবার নয়। তার কারণ — আমার স্পর্ধার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন — আপনি আমাকে ভালোবাসেন না, কোনও কালে ভালো বাসবেনও না — তাই না?'

বাজারভের চোখজোড়া তার কালো ভ্রূযুগলের তলায় নিমেষের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠল।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না তার কথার কোন জবাব দিল না। 'এই লোকটাকে আমি ভয় পাই' — তার মাথার ভেতরে মুহূর্তের জন্য খেলে গেল।

'তাহলে বিদায়, মাদাম,' যেন তার মনের ভাব অনুমান

করতে পেরে এই কথা বলে বাজারভ ঘরের দিকে রওনা দিল।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাও ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করল, কাতিয়াকে কাছে ডেকে নিয়ে সে তাকে বাহুলগ্ন করে চলল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আর ওকে কাছছাড়া করল না। তাস সে আর খেলল না, বেশির ভাগ সময় হাসতে লাগল, কিন্তু তার পাণ্ডুর মুখ ও উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার সঙ্গে সে হাসি আদৌ মানাচ্ছিল না। এক্ষেত্রে যে-কোন যুবকের মনে যেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে আর্কাদিও তেমনি ভেবাচেকা খেয়ে তাকে লক্ষ করতে লাগল, অর্থাৎ অনবরত নিজেকে প্রশ্ন করে চলল, ‘আচ্ছা, এসবের মানে কী?’ বাজারভ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তার ঘরে থেকে গেল — চায়ের সময় অবশ্য ফিরল। আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে কোন ভালো কথা বলে, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না কী ভাবে তার সঙ্গে কথা শুরু করা যায়।...

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে তাকে মুক্তি দিল — খানসামা এসে সিত্‌নিকভের আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

এই প্রগতিপন্থী যুবকটি যে-রকম খুশিতে ডগমগ হয়ে ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল তা ধারণা করা কঠিন। সিত্‌নিকভের স্বভাবটা ছিল নেই-আঁকড়া গোছের— তাই তার অতি ঘনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান দুই যুবক গ্রামে এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করছে — বিভিন্ন সূত্র থেকে এই তথ্য জানার পর, ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও, কস্মিনকালে তার কাছ থেকে কোন আমন্ত্রণ না পেলেও শিষ্টাচারের মাথা খেয়ে সে সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত করে বসল। কিন্তু যথাস্থানে আসার

পর কেমন যেন একটা ভয়মিশ্রিত সঙ্কোচের ভাব তার অস্থিতে-মজ্জায় খেলে গেল — ক্ষমাপ্রার্থনা ও সম্ভাষণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বাছা বাছা শব্দ সে আগে থাকতে মুখস্থ করে রেখেছিল তার বদলে বিড়বিড় করে আজেবাজে যে কথাগুলো সে বলে গেল সেগুলো এই যে ইয়েভ্‌দক্সিয়া অর্থাৎ কুক্‌শিনা আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার শারীরিক কুশলবার্তা জানতে চেয়ে তাকে পাঠিয়েছে এবং আর্কাদি নিকলায়েভিচও সব সময় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ... এইখানে এসেই সে থতমত খেয়ে গেল এবং এত দূর দিশেহারা হয়ে পড়ল যে নিজের টুপির ওপর বসে পড়ল। তবে যেহেতু কেউ তাকে বার করে দিল না, শুধু তা-ই নয়, আন্না সের্গেইয়েভ্‌না মাসী ও বোনের সঙ্গে তার আলাপ পর্যন্ত করিয়ে দিল — শিগগিরই সে ধাতস্থ হয়ে উঠল এবং তার কথার পসরা খুলতে শুরু করে দিল। জীবনে ইতরতা অনেক সময় কাম্য বটে। মানুষের হৃদয়ের যে-সমস্ত তন্ত্রী বড় বেশি চড়া পর্দায় বাঁধা, এর ফলে তা অনেকটা শিথিল হয়ে আসে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কিংবা আত্মবিস্মৃতির উপলব্ধি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে প্রকৃতিস্থ করে তোলে, মনে করিয়ে দেয় ঐ সব উপলব্ধির সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা। সিত্‌নিকভের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন আগের চেয়ে কেমন স্থূল — আর অনেক সহজ সরল হয়ে গেল। এমনকি সকলে বেশ পেট ভরে সান্ধ্য ভোজ সারল, রোজকার চেয়ে আধ ঘণ্টা আগে আসর ভঙ্গ করে শুতে চলে গেল।

আর্কাদি তার বিছানায় শুয়ে পড়েছে, বাজারভও জামাকাপড় ছেড়েছে। এমন সময় আর্কাদি বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ওকে বলল:

'একদিন তুই যে আমাকে বলেছিলি, তোকে এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? — কোন পুণ্য কর্তব্য সেরে এলি নাকি? — সেই একই কথা আজ আমিও তোকে জিজ্ঞেস করতে পারি।'

এই দুই যুবকের মধ্যে কিছুকাল হল কেমন যেন একটা মিছিমিছি গায়ে-পড়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার অভ্যেস চালু হয়েছে, যাকে গোপন অসন্তোষ বা মনে মনে চেপে রাখা সন্দেহের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

বাজারভ বলল, 'আমি কাল বাবার কাছে চলে যাচ্ছি।'

আর্কাদি কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীর ওঠাল। সে যেমন অবাক হল তেমনি আবার কেন যেন খুশিও হল।

'আচ্ছা!' সে বলল। 'সেই জন্যই বুঝি তোকে অমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে?'

বাজারভ হাই তুলল।

'বেশি জেনে কাজ নেই — পেকে যাবি।'

'কিন্তু আন্না সের্গেইয়েভ্না?' আর্কাদি ছাড়ল না।

'আন্না সের্গেইয়েভ্না? কেন, কী হয়েছে?'

'না, বলছিলাম কি, উনি কি তোকে ছাড়বেন?'

'আমি ত আর ওর কাছে দাসখত লিখে দিই নি।'

আর্কাদি গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, এদিকে বাজারভ দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল।

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

'ইয়েভ্গেনি!' আর্কাদি হঠাৎ ডাক দিল।

'কী হল আবার?'

'আমিও কাল তোর সঙ্গে চলে যাব।'

বাজারভ কোন উত্তর দিল না।

'তবে আমি যাব বাড়িতে,' আর্কাদি বলে চলল। 'খখ্লোভ

বসতি পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে যাব, সেখানে ফেদোতের কাছে গাড়িতে জোতার ঘোড়া পাবি। তোর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে ওঁদের এবং তোকেও ব্যাঘাত করি। তুই ত পরে আমাদের ওখানে ফের আসছিসই — তাই না?'

'আমি তোদের ওখানে আমার জিনিসপত্র ফেলে এসেছি,' পাশ না ফিরেই উত্তরে বাজারভ বলল।

'ও আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছে না আমি কেন যাচ্ছি — কেন ওরই মতো আচম্বিতে চলে যাচ্ছি?' আর্কাদি মনে মনে ভাবল। 'আর সত্যিই ত, আমি কেন যাচ্ছি, ও-ই বা কেন যাচ্ছে?' আর্কাদি তার ভাবনা ছাড়ল না। সে তার নিজের প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারছিল না, এদিকে তার মন কিসের যেন একটা তিক্ত অনুভূতিতে ভরে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল যে এই জীবনে সে বড় বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে — তাই একে ছেড়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে। কিন্তু এও বুঝতে পারছিল যে একা এখানে থেকে যাওয়াটাও কেমন যেন বেখাপ্পা হবে। সে মনে মনে বলল, 'ওদের দু'জনের মধ্যে কিছু একটা ঘটে থাকবে। ও চলে যাবার পর আমিই বা ভদ্রমহিলার সামনে ঘুর ঘুর করে বেড়াব কী বলে? আমি ওঁর কাছে দস্তুরমতো বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াব, যেটুকু খোয়ানোর বাকি ছিল তাও খোয়াব।' সে কল্পনায় দেখতে লাগল আন্না সের্গেইয়েভ্নার ছবি, তারপর যুবতী বিধবার সুন্দর ছবির ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল মুখের অন্যান্য রেখা।

আর্কাদি ইতিমধ্যেই বালিশের ওপর নীরবে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করেছে — এবারে বালিশে মুখ গুঁজে সে

ফিসফিস করে বলল, 'কাতিয়ার জন্যও কষ্ট হচ্ছে!'... তারপর হঠাৎ ঝটকা মেরে মাথার চুলে ঝাড়া দিয়ে সে গলার স্বর চড়িয়ে বলল:

'ঐ আহাম্মক সিত্‌নিকভটাকে কে এখানে আসার দিব্যি দিয়েছিল, শুনি?'

বাজারভ প্রথমে তার শয্যায় একটু নড়েচড়ে উঠল, তারপর উত্তরে বলল:

'তুই ভাই এখনও বোকাই রয়ে গেলি দেখছি। এই দুনিয়ায় সিত্‌নিকভরা আমাদের কাছে দরকারী। আমার, বিশ্বাস কর্ তুই, অমন আকাট মূর্খ লোকজন আমার দরকার। ভগবান ছাই ভাঙতে ভাঙা কুলো হবেন বলে তুই আশা করিস নাকি?'

'হুঁঃ!' আর্কাদি আপন মনে বলল, আর ঠিক তখনই, বাজারভের অহঙ্কারের পুরো চেহারা — তার ভয়ঙ্কর অতলস্পর্শী চিত্র মুহূর্তের জন্য আর্কাদির সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। সে বলল, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে তুই আর আমি হলাম গিয়ে ভগবান? অর্থাৎ — তুই ভগবান, আর আকাট মুখ্যু... সেটা আমি — তাই ত?'

'তা-ই বটে,' বাজারভ গম্ভীর মুখে ফের বলল, 'তুই এখনও বোকাই রয়ে গেলি।'

পরদিন আর্কাদি যখন ওদিন্‌ৎসোভাকে বলল যে বাজারভের সঙ্গে সেও চলে যাচ্ছে, ওদিন্‌ৎসোভা তাতে বিশেষ আশ্চর্য প্রকাশ করল না। তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কাতিয়া চুপচাপ, গম্ভীর ভাবে তার দিকে তাকাল, মাসী ত তাঁর শালের তলায় হাত চালিয়ে এমন ভাবে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন যে আর্কাদির নজরে না পড়ে পারল না। কিন্তু

সিত্‌নিকভ রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সে সবে প্রাতরাশের জন্য নীচে নেমে এসেছে — এবারে সে আর স্লাভপ্রেমী ঢঙের পোশাক পরে নি, তার অঙ্গে শোভাবর্ধন করছে কেতাদুরস্ত নতুন পোশাক। আগের দিন রাতে তার পরিচর্যার জন্য যে লোকটিকে দেওয়া হয়েছিল তাকে সে সঙ্গে করে আনা অসংখ্য ভালো ভালো কাপড়চোপড় দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, আর এখন কিনা তার বন্ধুরা হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে! সে খানিকটা উসখুস করল, তারপর বনের প্রান্তে তাড়া-খাওয়া খরগোসের মতো এধার-ওধার ছটফট করে বেড়াল — শেষ কালে আচমকা, প্রায় যেন ভয়ে আঁতকে উঠে, প্রায় চিৎকার করে জানাল যে সেও চলে যেতে চায়। ওদিন্‌ৎসোভা তাকে ধরে রাখার কোন চেষ্টা করল না।

আর্কাদিকে উদ্দেশ্য করে হতভাগ্য যুবকটি যোগ করল, ‘আমার ফীটন গাড়িটা বেশ আরামের, আমি আপনাকে আমার গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ আপনার গাড়িটা নিতে পারেন — আমার মনে হয় এই ব্যবস্থাটা বেশ ভালো হবে!’

‘আরে না, কী যে বলেন! আপনার পথের একেবারে বাইরে পড়ছে, আমার বাড়ি পর্যন্ত দূরও কম নয়।’

‘ও কিছু না, ও কিছু না। আমার হাতে সময় অনেক, তাছাড়া ওধারে আমার আবার কিছু কাজও আছে।’

‘আবগারির ব্যাপার নাকি?’ আর্কাদি এবারে বড় বেশি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে প্রশ্ন করল।

কিন্তু সিত্‌নিকভের মন এতদূর বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল যে সে তার অভ্যস্ত হাসি পর্যন্ত হাসল না।

'আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন গাড়িটা অত্যন্ত আরামের,' বিড়বিড় করে সে বলল, 'সবারই জায়গা হয়ে যাবে।'

'মঁসিয়ে সিত্নিকভকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর মনে কষ্ট দেবেন না,' আন্না সের্গেইয়েভ্না বলল।

আর্কাদি তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল।

প্রাতরাশের পর অতিথিরা চলে গেল। বাজারভের সঙ্গে বিদায় নেবার সময় ওদিন্‌ৎসোভা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'আমাদের আবার দেখা হবে — কী বলেন?'

'আপনার যেমন অভিরুচি,' বাজারভ উত্তর দিল।

'তা-ই যদি হয়, তাহলে বলব, আমাদের আবার দেখা হবে।'

আর্কাদি প্রথমে বেরিয়ে এলো দেউড়িতে। সে সিত্নিকভের ফীটন গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। খানসামা তাকে সম্মান দেখিয়ে গাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য করল — এদিকে আর্কাদির মনের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন লোকটাকে মারতে পারলে বা ডুকরে কেঁদে উঠতে পারলে পরম সুখ পায়। বাজারভ বড় ঘোড়ার গাড়িটাতে গিয়ে উঠল। খখ্লোভ পল্লীতে এসে পেঁছানোর পর যতক্ষণ না সরাইখানার মালিক ফেদোত এসে গাড়িতে ঘোড়া জুতল ততক্ষণ আর্কাদি অপেক্ষা করল, তারপর ঘোড়ার গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে আগের সেই পরিচিত হাসি হেসে বাজারভকে বলল:

'ইয়েভ্গেনি আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে চল্, আমি তোদের বাড়ি যেতে চাই।'

'উঠে বোস,' বাজারভ দাঁতের ফাঁক দিয়ে উচ্চারণ করল।

সিত্‌নিকভ ফুর্তিতে শিস দিতে দিতে তার গাড়ির চারপাশে পায়চারী করছিল। আর্কাদি ও বাজারভের কথোপকথন শুনে সে কেবল বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। এদিকে আর্কাদি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, যেন কিছুই হয় নি এই ভাবে সিত্‌নিকভের গাড়ি থেকে নিজের মালপত্র বার করে এনে বাজারভের পাশে গিয়ে বসল — তারপর অতি বিনীত ভাবে তার বিদায়ী সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁক দিল, 'চালাও গাড়ি!' ওদের গাড়িটা ছুটে চলল, দেখতে দেখতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সিত্‌নিকভ রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়ে তার গাড়োয়ানের দিকে তাকাল। গাড়োয়ান তখন গাড়ির একপাশে জোতা ঘোড়ার লেজের ওপর হাতের চাবুকটা সরসর করে বুলিয়ে খেলা করছিল। সিত্‌নিকভ তখন লাফিয়ে তার গাড়িতে উঠে পড়ল, পাশ দিয়ে দুটো চাষীকে যেতে দেখে তাদের উদ্দেশে হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'মাথায় টুপি পর, বে-আক্কেলে কোথাকার!' গাড়ি টিকিয়ে টিকিয়ে চলল শহরের দিকে। শহরে সে এসে পৌঁছুল বেশ দেরি করে। পরদিন কুক্‌শিনার কাছে গিয়ে 'অতি বিশ্রী ও অভদ্র শহুরে' দুটোর নামে শাপশাপান্ত করে সে মনের ঝাল মেটাল।

গাড়িতে বাজারভের পাশে গিয়ে বসে আর্কাদি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরল, অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। মনে হল বাজারভ যেন এই করমর্দনের এবং এই তূষ্ণীম্ভাবের অর্থ বুঝতে পেরেছে, তার যোগ্য মূল্যও দিচ্ছে। আগের দিন প্রায় সারা রাত ওর ঘুম হয় নি, ও ধূমপানও করে নি, আর গত কয়েকদিন হল সে বলতে গেলে প্রায় কিছুই খায় নি।

মাথার ওপর ঠেসে পরা টুপির নীচে তার শীর্ণ মুখের অনুজ্জ্বল পার্শ্বচিত্র কাটা-কাটা বেরিয়ে আছে।

শেষকালে বাজারভ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'কী হল রে, চুরুট দিবি ত?.. আচ্ছা হ্যাঁ, দ্যাখ দেখি আমার জিভটা হলুদ নাকি?'

'হলুদই বটে,' আর্কাদি উত্তর দিল।

'হুঁ, তাই ত বলি... চুরুটও বিস্বাদ লাগছে দেখছি। মেশিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

'গত কয়েক দিন হল তুই সত্যি সত্যি একেবারে পাল্‌টে গেছিস,' আর্কাদি মন্তব্য করল।

'ও কিছু নয়! সামলে ওঠা যাবে। একটা জিনিসই বড় ক্লান্তিকর — আমার মা বড় বেশি নরম স্বভাবের মানুষ — ভুঁড়ি যদি না বাগাও, দিনে দশবার করে যদি না খাও, মনে দারুণ কষ্ট পান। বাবাও অবশ্য মন্দ লোক নন। উনি নিজে নানান জায়গায় ঘুরেছেন, দুনিয়ার হালচাল তাঁর একেবারে অজানা নেই। নাঃ চুরুট খাওয়া যাচ্ছে না দেখছি,' এই বলে সে চুরুটটা রাস্তার ধুলোর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'তোদের তালুকে পৌঁছুতে এখনও ষোল-সতেরো মাইল— তাই না?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। এই জ্ঞানবৃদ্ধটিকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ না।'

এই বলে ফেদোতের যে লোকটি কোচবক্সের ওপর বসে ছিল তাকে সে দেখিয়ে দিল।

কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধটি উত্তর দিল, 'কে জানে? হিথাকার মাইল-টাইলের কুনো মাপজোখ্ হয় নি ত।' তারপর আগের ঘোড়াটা 'মাথার চাঁট মারছে' অর্থাৎ মাথায় ঝটকা মারছে বলে অর্ধস্ফুটস্বরে তাকে গালাগাল করে যেতে লাগল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বাজারভ বলতে শুরু করল, 'ওগো আমার খোকা বন্ধুটি, তোমাদের মতো লোকের পক্ষে একটা শিক্ষা বটে, হ্যাঁ শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তই বলব। চুলোয় যাক যত রাজ্যের আবোল-তাবোল! মানুষমাত্রেই সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে তার পায়ের নীচে অতল গহবর করাল ব্যাদান বিস্তার করতে পারে, অথচ সে নিজে নানা রকম উপদ্রব ডেকে নিয়ে আসে, নিজের জীবন নষ্ট করে।'

'কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছিস তুই?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'আমি কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছি না, আমি সরাসরি বলছি যে আমরা দু'জনেই বোকার মতো আচরণ করেছি। এ কথা আর ব্যাখ্যা করে বলার কী আছে? আমি কিন্তু হাসপাতালেই লক্ষ করেছি যে-লোক নিজের ব্যথা-বেদনার ওপর তিত-বিরক্ত সে ব্যথা-বেদনাকে জয় করবেই করবে।'

'তোর কথার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না,' আর্কাদি বলল, 'আমার ত মনে হয়, তোর আক্ষেপ করার মতো কিছু ছিল না।'

'তুই যখন আমার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিস না, তাহলে শোন্, তোকে বলি: আমার মতে কোন স্ত্রীলোককে অন্তত তোমার কড়ে আঙুলের ডগার ওপর আধিপত্য করতে দেবার চেয়ে সদর রাস্তার ওপর ইট পাথর ভাঙাও ভালো। এ সবই হল...' বাজারভ আরেকটু হলেই বলে বসত তার প্রিয় শব্দ 'রোমাণ্টিকতা', কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আবোল-তাবোল। তুই আমাকে এখন আর বিশ্বাস করিস না, তবু আমি তোকে বলছি: আমি আর তুই — আমরা দু'জনে গিয়ে পড়েছিলাম রমণী সমাজে, আমরা উপভোগও করেছি। কিন্তু ঐ সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসা — যা-ই বলিস

না কেন, গরমের দিনে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালার মতন। এরকম তুচ্ছ জিনিস নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় পুরুষ মানুষের নেই। স্পেনীয় প্রবচনের ভাষায় বলতে গেলে, পুরুষকে হতে হবে হিংস্র। এই যে তুমি...' কোচবক্সের ওপরে যে গেঁয়ো লোকটা বসে ছিল তাকে লক্ষ করে সে বলল, 'ওহে বুদ্ধির জাহাজ, তুমিই বল দেখি, তোমার বউ আছে ত?'

লোকটা তার চেপ্‌টা মুখ ঘুরিয়ে ক্ষীণদৃষ্টি মেলে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে।

'বউয়ের কথা বলছেন? আছে। থাকবে না কেন?'

'বউকে ধরে পেটাও?'

'বউকে? তা, য্যাখন যেরকম। কারণ ছাড়া পিটুই না।'

'বেশ, বেশ। আচ্ছা, বউ তোমাকে পেটায়?'

লোকটা হাতের লাগাম ধরে ঝটকা টান দিল।

'ইডা একডা কথা হল বাবু! তোমার কেবলই ঠাট্টা...' স্পষ্টই বোঝা গেল সে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

'শুনলে ত আর্কাদি নিকলাইচ! কিন্তু আমরা দু'জনে ঘা খেয়ে এলাম — এ-ই হল শিক্ষিত লোক হওয়ার দায়।'

আর্কাদি চেষ্টাকৃত হাসি হাসল। বাজারভ মুখ ঘুরিয়ে নিল, বাকি রাস্তাটা সে আর একবারও মুখ খুলল না।

ষোল-সতেরো মাইলের পথ আর্কাদির কাছে মনে হচ্ছিল যেন বেড়ে তিরিশ-চল্লিশ মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে গড়ানে টিলার ঢালের গায়ে দেখা দিল ছোট্ট একটা গ্রাম — এখানেই বাজারভের মা-বাবা থাকেন। গ্রামটার পাশে কচি বার্চগাছের উপবনের মধ্যে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ছোট বাড়ি — জমিদার-বাড়ি। প্রথম কুটিরটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল টুপি-পরা দুই চাষী। তারা নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ

করছে। একজন আরেকজনকে বলছে, 'তুই হলি গে একটা ধাড়ি শুয়োর, কিন্তু তোর ব্যাভার-ট্যাভার শুয়োর-ছানার চাইতিও খারাপ।' অন্যজন প্রত্যুত্তরে বলল, 'আর তোর বউডা হল একডা ডাইনী।'

বাজারভ আর্কাদিকে বলল, 'এরকম অবাধ বাক্যালাপ আর কথা বলার ধরনে এই যে চটুলতা — এ থেকে তুই বিচার করতে পারিস যে আমার বাবার চাষীরা খুব একটা নিপীড়িত নয়। এই যে বাবা নিজেই বেরিয়ে আসছেন বাড়ির দেউড়িতে। গাড়ির ঘণ্টার টুংটাং শুনতে পেয়েছেন তাহলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাই — দূর থেকে চেহারা দেখে চিনতে পেয়েছি। ইশ্, দেখ কাণ্ড! মাথার চুল যে সাদা হয়ে গেছে দেখছি!'

বিশ

বাজারভ গাড়ি থেকে বাইরে ঝুঁকে পড়ল, আর আর্কাদি তার বন্ধুর পিঠের আড়াল থেকে গলা বার করে দেখতে পেল জমিদার বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে এক শীর্ণ চেহারার দীর্ঘকায় লোক। তার মাথার চুল আলুথালু, পাতলা নাক, গায়ে পুরনো সামরিক কোর্তা — বোতাম খোলা। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা পাইপে সে ধূমপান করছিল, রোদের জন্য চোখ কোঁচকাচ্ছিল।

ঘোড়াগুলো থেমে গেল।

'শেষকালে এলি যা হোক,' বাজারভের বাবা আগের মতোই ধূমপান করতে করতে বললেন — যদিও হাতের লম্বা পাইপটা তাঁর আঙুলের ফাঁকে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। 'নেমে আয়, নেমে আয়, চুমো খাই তোর মুখে একবার।'

তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।... 'ইয়েনিউশা, ইয়েনিউশকা, রে আমার,' কাঁপা কাঁপা নারীকণ্ঠের ডাক শোনা গেল। বাড়ির ভেতরের দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল, দোরগোড়ায় ছোটখাটো গোলগাল আকৃতির এক বৃদ্ধার আবির্ভাব ঘটল। তাঁর মাথায় সাদা বোনা টুপি, গায়ে একটা রঙবেরঙের খাটো জামা। তিনি কাতরোক্তি করে উঠলেন, সামান্য টালও খেলেন — বাজারভ ধরে না ফেললে হয়ত তিনি পড়েই যেতেন। ফোলা ফোলা হাতদুটো দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে বাজারভের গলা জড়িয়ে ধরলেন, মাথাটা ওর বুকে চেপে ধরলেন। চার দিকে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেবল শোনা যেতে লাগল দমকে দমকে তাঁর ফোঁপানি।

বৃদ্ধ বাজারভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখে আরও বেশি কুঞ্চন পড়ল।

'ব্যস, ব্যস, আর নয় আরিশা!' কোচবক্সের সেই গাড়োয়ানটা ততক্ষণে মুখ পর্যন্ত অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। এদিকে আর্কাদি গাড়ির পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতেই বৃদ্ধ বললেন, 'থামাও, থামাও বলছি। আর নয়, দয়া করে কান্নাকাটি থামাও এখন।'

'ওঃ, ভাসিলি ইভানিচ,' বৃদ্ধা গদগদস্বরে বললেন, 'ওঃ আমার বাছাকে, আমার প্রাণের বাছা , ইয়েনিউশেন্‌কাকে কতকাল যে চোখে দেখি নি...' বাহুবন্ধন আলগা না করে তিনি তাঁর কান্না ভেজা, দরদমাখা, তেবড়ানো মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসে পরম পরিতৃপ্তিভরে হাসি-হাসি চোখে পুত্রের দিকে মুখ তুলে চাইলেন, পরক্ষণেই আবার তার বুকে মাথা রাখলেন।

'হ্যাঁ, ঠিক... এসবই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার,' ভাসিলি

ইভানিচ বললেন, 'তবে কিনা এখন চল, বরং বাড়ির ভেতরে যাই। দেখছ না ইয়েভ্‌গেনির সঙ্গে একজন অতিথি এসেছেন। মাফ করবেন,' আর্কাদির দিকে ফিরে আলতো করে পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠেকিয়ে তিনি যোগ করলেন, 'বুঝতেই পারছেন, নারী জাতির দুর্বলতা, হাজার হোক মায়ের প্রাণ ত...'

কিন্তু তাঁর নিজেরই ঠোঁট ও ভুরুতে সঙ্কোচন দেখা দিল, থুতনি থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভাবাবেগ সংবরণ করতে চাইছেন, ভাব দেখাচ্ছেন যেন এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন। আর্কাদি নীচু হয়ে নমস্কার জানাল।

'হ্যাঁ সত্যিই মা চল দেখি,' এই বলে বাজারভ আবেগে অভিভূত বৃদ্ধাকে হাতে ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। তাঁকে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে সে আরও একবার পিতাকে আলিঙ্গন করার পর আর্কাদিকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড় খুশি হলাম,' ভাসিলি ইভানভিচ বললেন, 'তবে অপরাধ নেবেন না — আমার এখানে সবই সাদাসিধে ধরনের, ফৌজী কায়দার জীবন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না, এবারে শান্ত হও, কথা শোন — অত নরম হলে কী চলে? আমাদের অতিথি ভদ্রলোকটি কী মনে করবেন?'

বৃদ্ধা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, নাম জানার সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি...'

'আর্কাদি নিকলাইচ,' গম্ভীর ভাবে অর্ধস্ফুটস্বরে ভাসিলি ইভানিচ তাঁকে জানালেন।

'বোকামির জন্যে আমাকে মাফ করবেন,' বৃদ্ধা নাক ঝাড়লেন, তারপর একবার ডানে, আরেকবার বাঁয়ে মাথা নুইয়ে সযত্নে একের পর এক দুটো চোখ মুছে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন, আমি ত ধরেই নিয়েছিলাম আমার ব্... বা... ছার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষকালে তাকে না দেখে মারা যাব।'

'শেষকালে দেখা হল ত ঠাকরুন,' ভাসিলি ইভানভিচ বৃদ্ধার কথার পিঠে যোগ করলেন। উজ্জ্বল লাল রঙের ছিটকাপড়ের ফ্রক-পরা, বছর তেরো বয়সের, খালি-পায়ে একটি মেয়ে দরজার আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল— তাকে উদ্দেশ্য করে ভাসিলি ইভানভিচ বললেন, 'তানিউশ্কা, ঠাকরুনের জন্যে এক গেলাস জল নিয়ে আয় — ট্রে-তে করে আনবি, শুনছিস?' তারপর দুই বন্ধুর দিকে ঘুরে কেমন যেন সাবেকী ধরনের রসিকতার সুরে যোগ করলেন, 'এবারে ভদ্রমহোদয়রা, অবসরপ্রাপ্ত এই প্রবীণ সৈনিকের অধ্যায়নকক্ষে আসতে আজ্ঞা হোক।'

'আরও একবার অন্তত তোকে আদর করতে দে ইয়েনিউশেচ্কা,' আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না করুণকণ্ঠে মিনতি জানালেন। বাজারভ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তে তিনি বললেন, 'ওঃ কী সুন্দরই না তুই হয়েছিস রে।'

ভাসিলি ইভানভিচ মন্তব্য করলেন, 'চাই সুন্দর বল, চাই না বল, তবে পুরুষ বটে, যাকে বলে ওম্ফে*। আচ্ছা এখন আশা করি আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না, তোমার মাতৃহৃদয়ের আশ মিটেছে, তুমি এখন আমাদের প্রিয় অতিথিদের আশ মেটানোর

---

* খাঁটি পুরুষমানুষ (ফরাসী-তে homme fait)।

জন্য যত্ন নেবে — কারণ জানই ত, মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না।'

বৃদ্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'এক্ষুনি ভাসিলি ইভানিচ, টেবিল এক্ষুনি পাতা হবে, আমি নিজে একছুটে রান্নাঘরে গিয়ে সামোভার ধরাতে বলে আসছি। সব হবে, সব হবে। তিন-তিনটি বছর ওকে দেখি নি, ও কী খেয়েছে কী পরেছে চোখে দেখতে পাই নি — সহজ কথা নাকি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখো গো গিন্নি, একটু চেষ্টা-চরিত্তির করো, দেখো বদনাম যেন না হয়। আর আপনারা, ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি আমাকে অনুসরণ করুন। এই ত তিমফেইচও এসে গেছে, তোকে নমস্কার জানাতে এসেছে রে ইয়েভ্‌গেনি। আনন্দে যে একেবারে ডগমগ মনে হচ্ছে! তা হবে না কেন? পুরাতন ভৃত্য যে! কী গো পুরাতন ভৃত্য, বড় আনন্দ — তাই না?.. আসুন, আসুন, এই যে এদিকে।'

ভাসিলি ইভানভিচ তাঁর ক্ষয়ে-যাওয়া চটি জুতোর খসখস ও ফটাস ফটাস আওয়াজ তুলতে তুলতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগে আগে চললেন।

ছোট ছোট ছয়টি ঘর — এই নিয়ে তাঁর পুরো বসতবাড়ি। সেই রকমই একটা ঘরে — যাকে বলা হত অধ্যয়নকক্ষ — তিনি নিয়ে এলেন আমাদের দুই বন্ধুকে। দুই জানলার মাঝখানের সমস্ত জায়গাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারী পায়ার একটা টেবিল। টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে একগাদা কাগজপত্র। সেগুলো বহু কালের ধুলোবালি পড়ে কালো হয়ে আছে — যেন ঝুলকালির

আস্তরণে ঢাকা। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে কিছু তুর্কী বন্দুক, ঘোড়া হাঁকানোর চাবুক, একটা তলোয়ার, দুটো ভূচিত্র, শরীর সংস্থান বিদ্যার কিছু চার্ট, হুফেলান্ড্-এর*) একটি প্রতিকৃতি, একটা কালো ফ্রেমের ভেতরে চুলে বোনা মনোগ্রাম, কাচের ফ্রেমে বাঁধানো একটা অভিজ্ঞানপত্র। দামী কারেলীয় বার্চগাছের কাঠে তৈরি দুটি প্রকান্ড আলমারীর মাঝখানে চামড়ার গদি-আঁটা একটা সোফা — ছেঁড়াখোঁড়া, এখানে-ওখানে বসে গেছে। আলমারীর তাকগুলোতে অগোছাল ভাবে ঠাসাঠাসি করে রাখা আছে বইপুঁথি, ছোট ছোট বাক্স, খড়কুটো পোরা পাখি, বয়াম, শিশিবোতল। এক কোনায় পড়ে আছে একটা ভাঙা ইলেকট্রিক মেশিন।

ভাসিলি ইভানিচ বলতে শুরু করলেন, 'অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই, তবে আমি আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি যে যাকে বলে খোলা আকাশের নীচে সৈনিকের জীবন, আমরা এখানে অনেকটা সেই রকম জীবন যাপন করি...'

বাজারভ বাধা দিয়ে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা থামো দেখি। ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? কির্সানভ বেশ ভালো ভাবেই জানে যে আমরা ধনকুবের নই, তোমার বাড়িটাও প্রাসাদ নয়। আমরা ওকে কোথায় থাকতে দেব — এ-ই হল প্রশ্ন, তাই না?'

'তা কেন হতে যাবে ইয়েভ্গেনি? বার-বাড়িতে আমার একটা দিব্যি সুন্দর ছোট্ট ঘর আছে — ওখানে ওঁর বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার আবার বার-বাড়িও হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ কর্তা, ঐ যে যেখানে স্নানঘর আছে,' ওদের কথার মাঝখানে তিমফেইচ বলল।

'মানে, স্নানঘরের পাশেই আর কি,' ভাসিলি ইভানভিচ তাড়াতাড়ি যোগ করলেন। 'এখন যে গরমকাল।... আমি এক্ষুনি একছুটে ওখানে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করছি; আর তুমি, তিমফেইচ, ততক্ষণে ওদের মালপত্র ভেতরে তুলে নিয়ে এসো। আর তুই ইয়েভ্গেনি, বুঝতেই পারছিস, ব্যবহার করবি আমার পড়ার ঘরটা। Suum cuique.'*

'দেখলি ত! বড় মজার বুড়ো মানুষটি আর মনটাও বড় ভালো,' ভাসিলি ইভানভিচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র বাজারভ বলল। 'তোর বাপের মতোই খাপছাড়া গোছের; তবে অন্য ধরনের — এই যা। বড় বেশি বকবক করে।'

'তোর মাও ত মনে হয় চমৎকার মানুষ,' আর্কাদি মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ, ওর ভেতরে কোন প্যাঁচঘোঁচ নেই। দেখবি দুপুরের খাওয়াটা যা হবে না!'

'আজ আমরা জানতেম না বাবা যে আপনি আসছেন, তাই মাংস আনা হয় নি,' বাজারভের সু্যটকেসটা সবে ভেতরে বয়ে আনার পর শেষ কথাগুলো কানে যেতে তিমফেইচ বলল।

'মাংস ছাড়াও আমাদের দিব্যি চলে যাবে। নেই ত চুকে গেল। কথায় বলে, দারিদ্র্য কোন অপরাধ নয়।'

'তোর বাপের ভূমিদাস কত জন?' আর্কাদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'জমিদারী ওঁর নয়, মা'র। ভূমিদাস, যত দূর মনে পড়ে, পনেরো জন।'

'না, সবসুদ্ধ বাইশ,' তিমফেইচ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল।

---

* যার যেমন প্রাপ্য (লাতিন)।

চটির ফটফট আওয়াজ শোনা গেল, ফের হাজির হলেন ভাসিলি ইভানভিচ।

'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার ঘর আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে,' আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করলেন তিনি, 'আর্কাদি... নিকলাইচ... মাফ করবেন, ঠিক বলেছি ত?' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেছিল ছোট করে মাথার চুল ছাঁটা একটা ছেলে — গায়ে নীল রঙের ঢিলে কামিজ, হাতাদুটোর কনুইয়ের কাছ ছিঁড়ে ঝুলঝুল করছে, পায়ে অন্য কারও মাপের ঢলঢলে বুটজুতো। ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি যোগ করলেন, 'আর এই হল আপনার চাকর। ওর নাম ফেদ্‌কা। আবার বলছি, যদিও ছেলে আমার ওসব কথা বলতে বারণ করে দিয়েছে, তবু বলছি, আয়োজন বড় ক্ষুদ্র — অপরাধ নেবেন না। আর হ্যাঁ, ছেলেটা পাইপ ভরতে পারে। আপনি ধূমপান করেন ত?'

'আমি চুরুটই বেশি খাই,' উত্তরে আর্কাদি বলল।

'বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেন দেখছি। আমি নিজে চুরুট প্রেফার করি বটে, কিন্তু আমাদের এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায় ওসব পাওয়া রীতিমতো কঠিন।'

'হয়েছে, আর কাঁদুনি গাইতে হবে না তোমাকে,' এবারেও ওঁর কথায় বাধা দিয়ে বলল বাজারভ। 'বরং এই যে এই সোফাটার ওপর এসে বোসো, আমি তোমাকে আরেকবার একটু দেখে নিই।'

ভাসিলি ইভানভিচ হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারার খুব মিল চোখে পড়ে, কেবল পার্থক্য এই যে তাঁর ললাটদেশ খানিকটা নীচু ও সংকীর্ণ, তাঁর মুখও বেশি প্রশস্ত, আর তিনি অনবরত ছটফট করে

বেড়াচ্ছিলেন, এমন ভাবে কাঁধ দোলাচ্ছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল গায়ের জামাটা বুঝি বগলের কাছটায় আঁটো হয়ে বসেছে। তিনি সমানে চোখ পিটপিট করছিলেন, গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন আর আঙুল নাড়াচাড়া করছিলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে পুত্রের অমিল এখানেই যে পুত্র কেমন যেন একটা অনবহিত স্থৈর্য রক্ষা করে চলছিল।

'কাঁদুনি গাইতে হবে না!' ভাসিলি ইভানভিচ আওড়ালেন। 'তুই ইয়েভ্‌গেনি মনে করিস না যে আমরা কী রকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকি এই সব ধানাইপানাই গেয়ে অতিথির মনে করুণার উদ্রেক করা বলতে যা বোঝায় সেটাই আমার উদ্দেশ্য। বরঞ্চ আমার মতে, চিন্তাশীল মানুষের কাছে পাণ্ডববর্জিত জায়গা বলে কিছু নেই। অন্ততপক্ষে আমি ত, লোকে যাকে বলে, শেওলায় ঢাকা পড়ে যাওয়া — তা না হওয়ার, সময় থেকে পিছিয়ে না থাকার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি।'

ভাসিলি ইভানভিচ আর্কাদির ঘরে এক ছুটে যাবার ফাঁকে নিজের ঘর থেকে হলুদ রঙের নতুন একটা রেশমী বস্ত্রখণ্ড তুলে নিয়ে এসেছিলেন — এখন সেটা শূন্যে দোলাতে দোলাতে তিনি বলে চললেন:

'এই ধর্ না কেন, চাষীদের প্রজাস্বত্বের অধিকার দিয়ে, অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে তাদের জমির ভোগদখলের অধিকার দিয়ে আমাকে যে বেশ খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, সে কথা না হয় বাদই দিলাম। আমি এটা করেছি আমার কর্তব্যবোধ থেকে। এক্ষেত্রে আমি আমার সুচিন্তিত বুদ্ধি বিবেচনার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলেছি; যদিও অন্যান্য

জমিদারেরা এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। একাজ আমি করেছি বিজ্ঞান আর শিক্ষার স্বার্থে।'

'হ্যাঁ, তোমার এখানে ১৮৫৫ সালের 'স্বাস্থ্যবান্ধব'*) পত্রিকা আছে দেখছি,' বাজারভ বলল।

'পুরানো দিনের পরিচয়সূত্রে আমার এক বন্ধু পত্রিকাটা পাঠায়,' ভাসিলি ইভানভিচ চটপট বললেন, 'তবে ধর করোটি বিজ্ঞান*) সম্পর্কেও আমাদের ধারণা আছে,' প্রসঙ্গত অনেকটা যেন আর্কাদির অবগতির জন্য কথাগুলো বলে তিনি আলমারির তাকে রাখা একটা ছাঁচে তৈরি ছোট মাথা দেখিয়ে দিলেন, যার জায়গায় জায়গায় চৌকো দাগ কেটে সংখ্যা লেখা ছিল। তারপর তিনি যোগ করলেন, 'এই ধর্ না কেন, শেন্লাইন*) কিংবা রাডেমাখের*) — এঁদের নামও আমাদের অপরিচিত নয়।'

'আচ্ছা, এই জেলায় রাডেমাখেরের ওপর এখনও বিশ্বাস আছে?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

ভাসিলি ইভানভিচ গলা খাঁকারি দিলেন।

'এই জেলায়... হ্যাঁ ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের জ্ঞানের বহর অবশ্য অনেক বেশি — আমরা কী করে নাগাল পাব আপনাদের? আপনারা যে আমাদেরই স্থলাভিষিক্ত! আমার যখন বয়সকাল ছিল তখনও হফ্মান-এর*) মতন কোন বিকারবাদীর নাম কিংবা ব্রাউন*) ও তাঁর জীবনতত্ত্ববাদ খুবই হাস্যকর বলে মনে হত, কিন্তু এক সময় তাঁরাও চাঞ্চল্য সঞ্চার করেছিলেন। রাডেমাখেরের জায়গায় আপনারা নতুন কাউকে বসিয়েছেন, আপনারা তাঁকে পুজো করেন। কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর পরে লোকে সম্ভবত তাঁকে নিয়েও হাসাহাসি করবে।'

'তোমাকে তাহলে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলি,' বাজারভ বলল, 'আমরা এখন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে সাধারণত হাসাহাসি করি, আমরা কাউকে পুজো করি না।'

'তার মানে? তুই যে ডাক্তার হতে চাস — তাই না?'

'চাই ত বটেই, কিন্তু একটা আরেকটার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।'

ভাসিলি ইভানভিচের পাইপে তখনও খানিকটা জ্বলন্ত ছাই ছিল — তিনি তাঁর মাঝের আঙুল দিয়ে সেটা ভেতরে ঠেসে দিয়ে বললেন:

'হুঁ, তা হতে পারে, তা হতে পারে — ও নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে যাব না। তাছাড়া আমি জিজ্ঞেস করার কে? আমি হলাম একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ডাক্তার — ভোলাতু*; এখন এসে ঠেকেছি চাষবাসের কাজে। আমি আপনার ঠাকুরদার ব্রিগেডে কাজ করেছি,' আরও একবার আর্কাদিকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, জীবনে আমি অনেক কিছু দেখেছি। কত রকম মহলেই না আনাগোনা করলাম, কত রকম লোকজনের সঙ্গেই না মেলামেশা করলাম! আপনারা যাকে এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই আমি, আমিই প্রিন্স ভিৎগেন্‌স্তাইন*) আর জুকোভ্‌স্কির*) নাড়ী দেখেছি! ডিসেম্বরের চৌদ্দ তারিখের ঘটনায় দক্ষিণের আর্মির যাঁরা যাঁরা জড়িত ছিলেন,*) বুঝলেন কিনা আপনারা (বলতে বলতে ভাসিলি ইভানভিচ অর্থপূর্ণ ভাবে ওষ্ঠ কুঞ্চন করলেন), তাঁদের সব্বাইকে ভালোমতো চিনতাম। তবে হ্যাঁ, আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না। অপারেশনের ছুরি চালানো আমার কাজ — এর বেশি কিছু

* ব্যস্, আর কিছু নয় (ফরাসী-তে voilá tout)।

নয়। আপনার ঠাকুর্দা কিন্তু পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, একজন খাঁটি মিলিটারী।'

'সোজা কথা বললেই ত হয় — লোকটা একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ছিল,' বাজারভ আলস্যভরে বিড়বিড় করে বলল।

'আঃ, ইয়েভ্‌গেনি, এ কি তোর কথার ছিরি! এসব তুই কী বলছিস! জেনারেল কির্সানভ অবশ্য ঐ ওদের দলভুক্ত ছিলেন না, যারা...'

'রাখ দেখি,' বাজারভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'এখানে আসার পথে তোমার বার্চের উপবনটা দেখে বড় ভালো লাগল — কী সুন্দর বেড়ে উঠেছে!'

ভাসিলি ইভানভিচ সজীব হয়ে উঠে বললেন:

'তুই আমার বাগানটার দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ — কী সুন্দরই না হয়ে উঠেছে! প্রত্যেকটি চারাগাছ নিজের হাতে বসিয়েছি। সবরকমের ফলমূল আছে, ওষুধের গাছগাছড়া আছে। তা যুবক মহোদয়রা, আপনারা যত চালাক-চতুরই হোন না কেন, বুড়ো পারাসেল্‌সাস কিন্তু একটা পবিত্র সত্য কথা বলে গেছেন: in herbis, verbis et lapidibus...* তুই ত জানিসই আমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সপ্তাহে বার দুয়েক পুরনো জিনিস ঝাড়াঝুড়ি করতে হয়। লোকে পরামর্শের জন্যে আসে — গলাধাক্কা দিয়ে ত আর বার করে দিতে পারি না। গরিব লোকজনও মাঝে মধ্যে সাহায্য চাইতে আসে। তাছাড়া এখানে ধারেকাছে কোন ডাক্তার নেই। ভেবে দ্যাখ, আমাদের একজন পড়শী — একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজরও চিকিৎসা করেন। তাঁর সম্পর্কে আমি লোকজনকে

* লতাপাতায়, শব্দ আর পাথরে... (লাতিন)।

জিজ্ঞেস করি — উনি চিকিৎসাশাস্ত্র কখনও পড়াশুনা করেছেন কি? উত্তরে তারা বলে কী জানিস? — না, পড়াশুনা করেন নি, উনি যে চিকিৎসা করেন তা বেশির ভাগই পরোপকারের জন্য — উনি দাতব্য চিকিৎসা করেন।... হা-হা! পরোপকারের জন্য! বলি কী ধরনের পরোপকার, অ্যাঁ? হা-হা! হা-হা!'

'ফেদ্‌কা, আমার পাইপটা ভরে দে!' রুক্ষস্বরে হাঁক দিল বাজারভ।

'এখানে আরও একজন ডাক্তার আসে রুগী দেখতে,' ভাসিলি ইভানভিচ কেমন যেন হতাশার সুরে বলে চললেন, 'রুগী হয়ত ততক্ষণে ad patres*; বাড়ির চাকর ডাক্তারকে ভেতরে ঢুকতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, বলছে এখন আর দরকার নেই। ডাক্তার এটা আশা করে নি, ভেবাচেকা খেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তোমার কর্তামশাই কি মরার আগে হিক্কা তুলেছিলেন?' 'হ্যাঁ হুজুর, হিক্কা তুলেছিলেন।' 'অনেক হিক্কা তুলেছিলেন কি?' 'অনেক।' 'হুম, এটা ভালোই বলতে হবে,' এই বলে ফিরে চলে যায়। হা-হা-হা!'

বৃদ্ধ একাই হাসতে লাগলেন। আর্কাদি মুখে মৃদু হাসির ভাব ফুটিয়ে তুলল। বাজারভ কেবল তার পাইপে জোরে টান মারল। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা চলল। আর্কাদি ইত্যবসরে তার নিজের ঘর থেকে ঘুরে এলো। দেখা গেল ঘরটা আসলে স্নানঘরেরই একটা লাগোয়া অংশ, তবে বেশ আরামপ্রদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শেষকালে তানিউশা এসে জানিয়ে গেল যে দুপুরের খাবার তৈরি।

ভাসিলি ইভানভিচ প্রথম উঠে পড়লেন।

---

* পূর্বপুরুষদের কাছে পেঁ'ছে গেছে (লাতিন)।

'চলুন, ভদ্রমহোদয়রা যাওয়া যাক। আপনাদের যদি খুব একটা বিরক্তি ধরিয়ে থাকি তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। আমার মনে হয় গৃহকর্ত্রী আপনাদের কাছে আমার চেয়ে বেশি তৃপ্তির কারণ হবে।'

তাড়াতাড়িতে রান্না করা হলে কী হবে দুপুরের খাওয়াটা হল চমৎকার, এমনকি ভূরিভোজনই হল। কেবল মদটাই, বলা যেতে পারে, তেমন জমল না। প্রায় কালো রঙের শেরী। তিমফেইচ শহরে পরিচিত কোন এক কারবারীর কাছ থেকে কিনেছে। মুখে কেমন যেন একটা স্বাদ লেগে থাকে — সেটা না তামার, না ধুনোর। তার ওপর আবার মাছির উপদ্রব। অন্য সময় হলে বাড়ির বাচ্চা কোন চাকর পাতাসুদ্ধ বড় একটা ডাল দিয়ে মাছি তাড়াত। কিন্তু আজ নবীন প্রজন্মের কাছে পাছে ধিক্কৃত হতে হয় এই ভয়ে ভাসিলি ইভানভিচ তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না এই ফাঁকে সাজগোজ করে নিয়েছেন। তিনি রেশমের ফিতে দেয়া একটা বোনা চুড়ো-টুপি মাথায় দিয়েছেন, দু'দিকে পাট করে আকাশী রঙের একটা শালও চাপিয়েছেন। আদরের ইয়েনিউশাকে দেখামাত্র আবার তাঁর চোখে জল এসে গেল, কিন্তু এবারে তাঁর স্বামীকে আর প্রবোধ দিতে হল না— পাছে শালের ওপর জলের ফোঁটা পড়ে এই জন্য তিনি নিজে চটপট চোখের জল মুছে ফেললেন। খেল কেবল দুই যুবক বন্ধুতে — কর্তা-গিন্নির খাওয়া অনেক আগে হয়ে গেছে। ওদের তদারক করতে লাগল ফেদ্কা। বোঝাই যাচ্ছিল বেঢপ বুটজুতোর ভারে তাঁর অবস্থা সঙ্গীন। ফেদ্কাকে সাহায্য করছিল এক মহিলা। পুরুষালী ধরনের মুখ, কানা। নাম তার আন্ফিসুশ্কা। সে একাধারে ভাণ্ডারকর্ত্রী, হাঁস মুরগীর তদারককারিণী এবং ধোপানীর

কাজ করে। ভাসিলি ইভানভিচ ওদের খাওয়ার সময় ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে লাগলেন। তাঁর চেহারায় রীতিমতো খুশির ঝলক, এমনকি উল্লাসের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। নেপোলিয়নের নীতি এবং ইতালি সংক্রান্ত প্রশ্নের জটিলতা*) নিয়ে তাঁর মনে যে গভীর আশঙ্কার উদ্রেক হয়েছে, সে কথা তিনি বললেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না আর্কাদিকে নজর করলেন না, তাকে তেমন একটা খাতির-যত্নও করলেন না। তিনি তাঁর গোল মুখটাকে হাতের ছোট্ট মুঠির ওপর ভর দিয়ে একদৃষ্টে নিজের পুত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। চেরীর মতো লাল, ফোলা ফোলা ঠোঁটজোড়া, দুই গালের ও ভুরুর ওপরকার তিল — সমস্ত মিলে তাঁর মধ্যে যেন একটা ভালোমানুষী ভাব সঞ্চার করেছে। পুত্র কত দিন থাকবে এই কথা জানার জন্য তাঁর মন ছটফট করছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে তিনি ভয় পেলেন। মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'আচ্ছা, যদি বলে — দু'দিনের জন্য' — একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভেতরটা আতঙ্কে হিম হয়ে এলো। রোস্টের পর ভাসিলি ইভানভিচ পলকের জন্য কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন, ফিরে এলেন ছিপি খোলা আধ বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে। তিনি সোল্লাসে বললেন, 'এই যে, আমরা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকলে কী হবে সে রকম কোন অনুষ্ঠানের ব্যাপার হলে আমোদ-ফুর্তি করার মতো কিছু না কিছু রাখি!' তিনি তিনটে বড় বড় গেলাসে আর একটা ছোট গেলাসে মদ ঢেলে 'অতিথি মহারত্নদের' স্বাস্থ্য কামনা করে সামরিক কায়দায় এক চুমুকে নিজের গেলাস খালি করে ফেললেন, আরিনা ভ্লাসিয়েভ্নাকে নিঃশেষে পান করতে বাধ্য করলেন। তারপর মোরব্বার পালা এলো। মিষ্টি জিনিস

আর্কাদি একেবারে সহ্য করতে পারে না। তা সত্ত্বেও সদ্যপ্রস্তুত চার রকমের ফলের মোরব্বা একটু আধটু চেখে দেখাটা সে তার কর্তব্য বলে মনে করল — বিশেষত যখন বাজারভ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সঙ্গে সঙ্গে সিগার ধরিয়েছে। এর পরের দৃশ্যে এলো ননী, মাখন ও কেকের সঙ্গে চা। তারপর সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ভাসিলি ইভানভিচ সকলকে বাগানে নিয়ে গেলেন। একটা বেঞ্চের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি আর্কাদিকে ফিসফিস করে বললেন:

'এই জায়গায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমি দার্শনিক ভাবনাচিন্তা করতে ভালোবাসি — এতে নির্জনবাসীর মনের প্রসারতা বাড়ে। আর ঐ ওখানে, খানিক দূরে আমি কয়েকটা গাছ বসিয়েছি — হোরেস-এর*) প্রিয় গাছ।'

'কী গাছ ওগুলো?' বাজারভের কানে যেতে সে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, বাবলা?'

বাজারভ হাই তুলতে লাগল।

'আমার মনে হয় ভ্রমণকারীদের এখন নিদ্রাদেবীর আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়া উচিত,' ভাসিলি ইভানভিচ মন্তব্য করলেন।

'তার মানে ঘুমোতে যাওয়া উচিত,' বাজারভ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। 'খুব ভালো কথা। ঠিকই, ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে।'

মা'র কপালে চুমো খেয়ে সে শুতে যাবার জন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। তিনি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন, তারপর বাজারভ পিছন ফিরতে তার অলক্ষ্যে তিনবার ক্রুশচিহ্ন এঁকে ওকে আশীর্বাদ করলেন। ভাসিলি ইভানভিচ আর্কাদিকে তার ঘরে পেঁছে দিয়ে এই কামনা প্রকাশ করলেন

যে 'আপনার মতো সুখের বয়স যখন আমার ছিল তখন আমি যেমন সুখনিদ্রা উপভোগ করতাম' সেও যেন সেইরকম উপভোগ করে। হলও তাই। আর্কাদি তার স্নানঘরসংলগ্ন কুঠুরীতে চমৎকার নিদ্রা গেল: ঘরটাতে পুদিনাপাতার গন্ধ, চুল্লীর আড়ালে দুটো ঝিঁঝিপোকা অবিরাম পাল্লা দিয়ে এমন ভাবে ডেকে চলেছে যে ঘুম এসে যায়। ভাসিলি ইভানভিচ আর্কাদির কাছ থেকে তাঁর পড়ার ঘরে গেলেন, সেখানে সোফার ওপর পুত্রের পায়ের কাছে জায়গা করে নিয়ে বসলেন — উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করেন। কিন্তু বাজারভ তৎক্ষণাৎ তাঁকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দিল যে তার ঘুম পেয়েছে, এদিকে নিজে সে সকাল পর্যন্ত জেগে কাটিয়ে দিল। চোখ বিস্ফারিত করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে: শৈশবের স্মৃতিচারণ তার মনকে টানত না, তায় আবার সবে যে সমস্ত তিক্ত উপলব্ধি তার ঘটেছিল সেগুলো সে তখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না প্রথমে মনের সুখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন, তারপর অনেকক্ষণ ধরে আন্ফিস্শ্কার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ঠাকুরের সামনে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এবং একমাত্র চোখটির দৃষ্টি তাঁর দিকে স্থির নিবদ্ধ করে আন্ফিস্শ্কা রহস্যময় কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে ইয়েভ্গেনি ভাসিলিয়েভিচ সম্পর্কে তার নিজের যত রাজ্যের মন্তব্য ও কাল্পনিক ভাবনা-চিন্তা তাঁকে বলে যেতে লাগল। আনন্দের চোটে, সুরার প্রভাবে আর চুরুটের ধোঁয়ায় বৃদ্ধার মাথা রীতিমতো ঘুরতে শুরু করে দিল। স্বামী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসে বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না ছিলেন বিগত যুগের খাঁটি অভিজাত রুশ ঘরের মেয়ে। শ’ দুয়েক বছর আগে, সাবেকী মস্কোর আমলে তাঁকে বরঞ্চ মানাত। তিনি ছিলেন বড় ধর্মভীরু ও ভাবপ্রবণ। যত রাজ্যের কুলক্ষণ-সুলক্ষণ, ভাগ্যবিচার, তুকতাক আর স্বপ্নে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ক্ষ্যাপা-সাধক, বাস্তুভূত, অযাত্রা, বাণমারা, জড়িবুটি, বৃহস্পতিবারের মন্ত্রপড়া লবণের বিশেষ গুণ, আসন্ন মহাপ্রলয় — এসব তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইস্টারের রবিবার দিন সান্ধ্য প্রার্থনার সময় মোমবাতি যদি না নেভে তাহলে বাকহুইটের ফলন ভালো হয় এবং মানুষের চোখ লাগলে ব্যাঙের ছাতা আর গজায় না। তাঁর বিশ্বাস যে দত্যি-দানো-শয়তান জলা জায়গায় বাস করতে ভালোবাসে, আর ইহুদী মাত্রেরই বুকে আছে রক্তের দাগ। ইঁদুর, ঢোঁড়া সাপ, ব্যাঙ, চড়াই, জোঁক, বজ্রপাত, ঠাণ্ডা জল, মুখোমুখি হাওয়ার স্রোত, ঘোড়া, ছাগল, কটাচুল লোকজন আর কালো বেড়ালে তাঁর ভয়। ঝিঁঝিপোকা ও কুকুরকে তিনি অপবিত্র প্রাণী বলে মনে করতেন। তিনি বাছুরের মাংস খেতেন না, পায়রার মাংস খেতেন না, কাঁকড়া খেতেন না, পনীর, শতমূলী শাক, খরগোসের মাংসও খেতেন না, এমনকি তরমুজও খেতেন না। তরমুজ না খাওয়ার কারণ এই যে কাটা তরমুজ দেখলে তাঁর ব্যাপ্‌টিস্ট যোহান-এর*) মাথার কথা মনে পড়ে যেত। আর ঝিনুকের নামে তাঁর গা গুলিয়ে উঠত। খেতে তিনি যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি আবার ব্রত-উপবাসও কঠোর ভাবে পালন করতেন। সারা দিনে-রাতে তিনি দশ ঘণ্টা ঘুমোতেন — আর ভাসিলি ইভানভিচের যদি মাথা ধরত তাহলে শুতেও যেতেন না।

'আলেক্সিস অথবা অরণ্যের কুটির'*) ছাড়া আর কিছু কখনও তিনি পড়েন নি, বছরে একটা — বড়জোর দুটো চিঠি লিখতেন। ঘর-গেরস্থালি সামলানো বলতে ফলমূল শুকিয়ে রাখা আর আচার-মোরব্বা বানানোর কায়দা দিব্যি জানতেন, যদিও নিজের হাতে তিনি কিছুই ছুঁতেন না, আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নড়েচড়ে বেড়ানোয় তিনি তেমন একটা আগ্রহও দেখাতেন না। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নার মনটা ছিল বড় ভালো, তাঁর নিজস্ব ঢঙ্ অনুযায়ী তাঁকে আদৌ বোকা বলা যায় না। তিনি জানতেন যে দুনিয়ায় এক ধরনের লোক আছে যাদের বলা হয় প্রভু — তাদের কাজই হল হুকুম করা; আর আছে সাধারণ লোকজন — তারা আছে প্রভুর হুকুম তামিল করতে। তাই লোকের খোশামুদিতে ও সাষ্টাঙ্গ প্রণামে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তবে অধীনস্থ সকলের সঙ্গে তিনি মধুর ও ভদ্র ব্যবহার করতেন, কোন ভিখারীকে কিছু না কিছু ভিক্ষা না দিয়ে দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিতেন না, কখনও কারও নিন্দা করতেন না, যদিও সময়-সময় মুখরোচক গালগল্প যে করতেন না এমন নয়। অল্প বয়সে তিনি দেখতে শুনতে বেশ ভালোই ছিলেন, পিয়ানোয় সরগম বাজাতেন, ফরাসীও একটু আধটু বলতে পারতেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ এবং এরকম স্বামীর সঙ্গে বহু বছর এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটানোর ফলে তাঁর শরীরে মেদ জমেছে এবং সঙ্গীত চর্চা ও ফরাসী ভাষা — দুটোই তিনি ভুলে গেছেন। পুত্রকে তিনি ভালোবাসতেন, আবার ভয়ও পেতেন — এত ভয় পেতেন যে বলার নয়। জমিদারী দেখাশোনার ভার তিনি ভাসিলি ইভানভিচের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন — এই নিয়ে তিনি

আর মাথা ঘামাতেন না। তাঁর বুড়োটি কোন অদলবদলের অভিপ্রায়ে বা নিজস্ব কোন পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কাতরোক্তি করতেন, রুমাল নাড়িয়ে তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন, আর সশঙ্কিত হয়ে ভুরু সমানে ওপরে তুলতেন। তিনি ছিলেন সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত, সব সময় বড় রকমের কোন না কোন একটা বিপদের আশঙ্কা করে থাকতেন, আর কোন দুঃখের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলতেন।... এই ধরনের স্ত্রীলোকের সংখ্যা আজকাল অনেক কমে আসছে। ভগবান জানেন, এতে আমাদের খুশি হওয়া উচিত কিনা!

একুশ

শয্যা ছেড়ে উঠে আর্কাদি জানলা খুলে দিল। প্রথমেই তার নজরে পড়ল ভাসিলি ইভানভিচকে। বুখারীয় আলখাল্লার ওপর একটা বড় রুমাল দিয়ে কোমরে কষি বেঁধে বৃদ্ধ মহা উৎসাহে সবজি বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করছেন। যুবক অতিথিটির ওপর নজর পড়তে কোদালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন:

'কেমন? ভালো ত? ঘুম কেমন হল?'

'চমৎকার!' আর্কাদি উত্তর দিল।

'আর আমি এখানে দেখছেন ত, রাজা জনকের মতন নিজের হাতে চাষবাস করে থাকি। দেরিতে যে শালগমগুলো লাগাব বলে ভেবেছি তার জন্য মাটি ঝুরো করছি। এখন দিনকাল এমন পড়েছে!.. তা আমি ত বলব, ভগবানকে বরং এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আজকাল প্রতিটি মানুষকে নিজের

হাতে খেটে নিজের অন্নসংস্থান করতে হচ্ছে। অন্যের ওপর ভরসা করে আর কাজ নেই — নিজে খাটা দরকার। দেখা যাচ্ছে জাঁ জাক রুশো*) ঠিকই বলেছিলেন। আধ ঘণ্টা আগে হলে আপনি মশাই আমাকে সম্পূর্ণ অন্য অবস্থায় দেখতে পেতেন। চাষীঘরের একটা মেয়ে এসে বলে তার ঘন ঘন দাস্ত হচ্ছে — ওটা তাদের ভাষায় আর কি — আমাদের ভাষায় হল গিয়ে ডিসেণ্ট্রি। আমি... ভালো ভাষায় কথাটা বলতে গেলে... তার শরীরের ভেতরে আফিমের ডোজ চালিয়ে দিলাম। আরেকটি মেয়ের দাঁত তুলে ফেলে দিলাম। তাকে বলেছিলাম ইথার লাগিয়ে জায়গাটা একটু অবশ করে দি, কিন্তু সে তাতে রাজী হল না। এ সবই আমি করি gratis* — আনামাতিওর**। তবে হ্যাঁ, এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়: বুঝলেন কিনা আমি হলাম একজন সাধারণ নাগরিক, homo novus*** — আমার অর্ধাঙ্গিনীর মতো কৌলীন্যের দাবি আমি করতে পারি না।... এখানে এই ছায়ার নীচে এসে দাঁড়ান না — চায়ের আগে সকালের তাজা বাতাস একটু উপভোগ করুন।'

আর্কাদি ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে এলো।

'আরও একবার আপনাকে স্বাগত জানাই,' মাথার ময়লা চিটচিটে আঁটসাঁটো টুপিটার গায়ে সামরিক কায়দায় হাত ঠেকিয়ে ভাসিলি ইভানভিচ বললেন। 'আমি জানি আপনি বিলাসে ও আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত। কিন্তু দুনিয়ার তাবত

---

* বিনা মূল্যে (লাতিন)।

** শখে (ফরাসী-তে en amateur)।

*** নতুন মানুষ (লাতিন)।

বড় বড় লোকও অন্তত কিছু সময়ের জন্য কুটিরের চালার নীচে কাটাতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।'

আর্কাদি সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদ করে বলল, 'এ আপনি কী বলছেন! দুনিয়ার তাবত বড় বড় মানুষের মধ্যে আমি কবে থেকে গণ্য হলাম আবার? তাছাড়া বিলাসেও আমি অভ্যস্ত নই।'

ভাসিলি ইভানভিচ আর্কাদির কথায় বাধা দিয়ে অমায়িক মুখভঙ্গি করে বললেন, 'হেঁ হেঁ কী যে বলেন! আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলে কী হবে, এক সময় আমিও দুনিয়ায় অল্পবিস্তর চরে বেড়িয়েছি — ও আর আমাকে বলে দিতে হবে না। ঐ যে কথায় বলে না, শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। আমিও এক ধরনের মনোবিজ্ঞানী, মানুষের চেহারা দেখে তার চরিত্র নির্ণয় করতে পারি। এটা যদি আমার না থাকত — হ্যাঁ, যাকে আমি স্পর্ধা করে বিশেষ গুণপনাই বলব — তা যদি আমার না থাকত, তাহলে অনেক আগে আমার দফারফা হয়ে যেত; আমার মতন একজন তুচ্ছ লোক কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! কোন রকম বাড়াবাড়ি প্রশংসার মধ্যে না গিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি আপনাকে যেটা বলতে চাই সেটা এই যে আমার ছেলে আর আপনার মধ্যে যে বন্ধুত্ব আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে আমি আন্তরিক খুশি। এই খানিকক্ষণ আগে ওকে দেখেছি। ওর চিরকালের যা অভ্যেস— আপনার সম্ভবত জানা আছে — খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে গাঁয়ের আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে। আমার কৌতূহল মাফ করবেন — ইয়েভ্গেনির সঙ্গে আপনার পরিচয় কি বহু দিনের?'

'গত শীতকাল থেকে।'

'আচ্ছা। আচ্ছা আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?.. কিন্তু একটু বসলে কেমন হয়?.. হ্যাঁ, বাপ হিশেবে, কোন রকম লুকোচুরি না করে সোজাসুজি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি আমার ইয়েভ্‌গেনি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

আর্কাদি সোৎসাহে বলল, 'আপনার ছেলের মতন চমৎকার মানুষ আমি কদাচিৎ দেখেছি।'

ভাসিলি ইভানভিচের চোখজোড়া সহসা বিস্ফারিত হয়ে উঠল, গণ্ডদেশে ঈষৎ রক্তিম আভা খেলে গেল, তাঁর হাত থেকে কোদাল খসে পড়ল।

'আপনি তাই মনে করেন...' তিনি বলতে শুরু করলেন।

আর্কাদি তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে চটপট বলে উঠল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে আপনার মুখোজ্জ্বল করবে। আমাদের প্রথম আলাপের দিন থেকেই আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মায়।'

'কী রকম?.. সেটা কী রকম?' ভাসিলি ইভানভিচ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন। পরম উল্লাসের হাসিতে তাঁর অধরযুগল প্রসারিত হয়ে উঠল — সে হাসি তাঁর অধরে লেগেই রইল।

'আপনি জানতে চান কী ভাবে আমাদের আলাপ হয়?'

'হ্যাঁ... তাছাড়া মোটের ওপর...'

আর্কাদি এত বেশি আবেগ, এত বেশি উচ্ছ্বাস নিয়ে বাজারভের কথা বলতে শুরু করল যে সেদিন সান্ধ্য আসরে ওদিন্‌ৎসোভার সঙ্গে মাজুর্‌কা নাচের সময়ও সে বাজারভ প্রসঙ্গে অতটা আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখায় নি।

ভাসিলি ইভানভিচ তার বিবরণ শুনতে শুনতে নাক

ঝাড়লেন, রুমাল দু'হাতে মুঠো করে পাকালেন, গলা খাঁকারি দিলেন, মাথার চুলে বিলি কাটলেন — শেষ পর্যন্ত আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না — ঝুঁকে পড়ে আর্কাদির কাঁধে চুমু খেলেন।

ভাসিলি ইভানভিচের মুখে তখনও সেই হাসি লেগে রয়েছে। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে কী আনন্দই যে দিলেন! আমি আপনাকে না বলে পারছি না যে আমি... আমি আমার ছেলেকে মনে মনে পুজো করি। আর আমার বুড়ির কথা না হয় বাদই দিলাম — বুঝতেই পারছেন, হাজার হোক মা ত! কিন্তু ওর সামনে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সাহস আমার নেই, কেননা এসব ও পছন্দ করে না। সমস্ত রকম ভাবোচ্ছ্বাস ওর দু'চক্ষের বিষ। ওর স্বভাবের এই কঠোরতার জন্যে অনেকে ওর সমালোচনা পর্যন্ত করে, তারা ওর মধ্যে দম্ভ ও ভাবলেশহীনতার লক্ষণ দেখতে পায়। কিন্তু ওর মতন লোকজনকে সাধারণ মাপকাঠিতে মাপা উচিত নয় — তাই না? এই ত দেখুন না, ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে বাপ-মা'র কাছ থেকে মোচড় দিয়ে কম বার করে নিত নাকি? কিন্তু ও?.. বিশ্বাস করবেন কি? — কক্ষণও একটি বাড়তি পয়সাও নেয় নি — জীবনেও না। ভগবানের দিব্যি!'

আর্কাদি বলল, 'ও নিঃস্বার্থ, সৎ।'

'যা বলেছেন, নিঃস্বার্থ। আর আমি, আর্কাদি নিকলাইচ, আমি কেবল ওকে পুজোই করি না, ওর জন্য আমি গর্ব বোধ করি। আমার একমাত্র অভিলাষ হল এই যে একদিন যেন ওর জীবনীতে লেখা হয় এই কথাগুলো: 'এক সাধারণ সামরিক চিকিৎসকের পুত্র। তবে পুত্রের অতি অল্প বয়সেই

পিতা তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি দেখতে পান, তার শিক্ষাদীক্ষার জন্য কোন কার্পণ্য তিনি করেন নি...' বলতে বলতে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

আর্কাদি তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিল।

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর ভাসিলি ইভানভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়, ও বিখ্যাত হবে বলে আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সেটা কি চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়?'

'চিকিৎসাশাস্ত্রে অবশ্যই নয়, যদিও এ ব্যাপারেও সে প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের একজন হবে।'

'তা হলে কোন্ বিষয়ে আর্কাদি নিকলাইচ?'

'সেটা এখন বলা কঠিন তবে ও বিখ্যাত হবে।'

'ও বিখ্যাত হবে!' আর্কাদির কথার প্রতিধ্বনি করলেন বৃদ্ধ, তারপর গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন।

এই সময় একটা বড় রেকাবিতে পাকা র‍্যাস্পবেরি ফল নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আন্ফিসুশ্কা বলল, 'আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না চা খেতে যেতে বলেছেন।'

ভাসিলি ইভানভিচের চমক ভাঙল।

'র‍্যাস্পবেরির সঙ্গে ঠান্ডা ননী হবে ত?'

'হ্যাঁ কর্তা, হবে।'

'হ্যাঁ, ঠান্ডাই ত দেখছি। লৌকিকতা ছাড়ুন আর্কাদি নিকলাইচ, বেশি করে নিন। কী হল, ইয়েভ্গেনি এখনও আসছে না যে?'

'আমি এখানে,' আর্কাদির ঘর থেকে শোনা গেল বাজারভের কণ্ঠস্বর।

ভাসিলি ইভানভিচ দ্রুত ঘাড় ফেরালেন।

'বটে! তুই ভাবলি বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করবি;

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে amice* — ওর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। এখন চা খেতে যেতে হয় — মা ডাকছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'কী কথা?'

'এখানে এক চাষী আছে, ন্যাবায় ভুগছে...'

'তার মানে, জণ্ডিস?'

'হ্যাঁ বেশ পুরানো আর শক্ত ধরনের। আমি ওকে সেণ্টাউরিয়াম ও হাইপেরিকাসের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছি, গাজর খেতে বলেছি, সোডাও দিয়েছি। কিন্তু এসবই সাময়িক উপশমের উপকরণ। এমন কিছু দেওয়া দরকার যাতে রীতিমতো কাজ হয়। তুই ডাক্তারী নিয়ে হাসাহাসি করিস বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুই আমাকে এ ব্যাপারে ভালো পরামর্শ দিতে পারিস। সে যাক গে, এ নিয়ে পরে কথা হবে। এখন চা খেতে যাওয়া যাক।'

ভাসিলি ইভানভিচ ঝট করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ে 'শয়তান রবার্ট'*) অপেরার কলি ধরলেন:

> বিধান আমার, বিধান আমার এমন হবে শোন্ ওরে,
> জীবন আমার আনন্দেতে কাটতে পারে যার জোরে!

'চমৎকার! জীবনের কী উচ্ছ্বাস!' জানলার ধার থেকে সরে যেতে যেতে বাজারভ মন্তব্য করল।

তখন দুপুর। নিশ্ছিদ্র সাদাটে মেঘের পাতলা আবরণ ভেদ করে সূর্য প্রখর তাপ বিকিরণ করছে। চারদিক নিস্তব্ধ, কেবল গাঁয়ের মোরগগুলো প্রবল উৎসাহে পাল্লা দিয়ে ডেকে

---

* দোস্ত (লাতিন)।

চলেছে। সে ডাক যাদের কানে যাচ্ছে তাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ঘুম-ঘুম ভাব ও বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হচ্ছে। এছাড়া গাছপালার মাথায় কোথায় যেন একটা বাজপাখির শাবক অবিরাম করুণ আর্তনাদ করে চলেছে। আর্কাদি ও বাজারভ দু'হাত ভরে শুকনো ঘাস নিয়ে তাই বিছিয়ে একটা ছোটখাটো খড়ের গাদার ছায়ায় শুয়ে ছিল। শুকনো ঘাস ঝনঝন করলে কী হবে তখনও সবুজ, ভুরভুর করছে তার সুবাস।

বাজারভই কথা বলা শুরু করল, 'ঐ যে অ্যাস্পেন গাছটা, ওটা আমাকে আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একটা গর্তের ধারে, গর্তটা আসলে একটা ইটের চালাঘরের ভগ্নাবশেষ। সেই সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে এই অ্যাস্পেন গাছ আর গর্তটার একটা বিশেষ দৈবশক্তি আছে — ওদের সামনে গেলে আমার কখনও একঘেয়ে লাগত না। আমি তখন বুঝতাম না, তখনও আমার এ বোধ হয় নি যে একঘেয়ে না লাগার কারণ এই যে আমি ছিলাম নেহাৎই শিশু। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি — দৈবশক্তি এখন আর কাজ করে না।'

আর্কাদি জিজ্ঞেস করল, 'সবসুদ্ধ কতটা সময় এখানে কাটিয়েছিস তুই?'

'এক নাগাড়ে বছর দুয়েক; তারপর সময় সময় আসতাম। আমাদের জীবনটা ছিল যাযাবর জীবন — বেশির ভাগই আজ এই শহরে ত কাল আরেক শহরে।'

'আর এই যে বাড়িটা — এটা অনেক কালের?'

'অনেক কালের। সেই দাদুর আমলের — আমার দাদামশায়ের তৈরি।'

‘কী করতেন তোর দাদামশাই?’

‘কে জানে ছাই! সেকেণ্ড মেজর না ঐরকম কী একটা। সুভোরভের অধীনে*) চাকরী করত, সব সময় আল্প্‌স অভিযানের গল্প তার মুখে শোনা যেত। ডাহা মিথ্যে কথা, কোন সন্দেহ নেই।’

‘তাই বল্‌, সেইজন্যেই তোদের বৈঠকখানায় সুভোরভের পোর্ট্রেট ঝুলছে। তোদের বাড়িটার মতো এই রকম ছোটখাটো বাড়ি কিন্তু আমার বেশ লাগে — একটু পুরনো পুরনো, দিব্যি আরামের; আর বাড়ির ভেতরের গন্ধটাও কেমন যেন বিশেষ ধরনের।’

‘প্রদীপের তেল আর কবিরাজী গাছগাছড়ার গন্ধ,’ বাজারভ হাই তুলতে তুলতে বলল। ‘আর বড় সাধের এই সব ছোট ছোট বাড়িতে মাছির যা উপদ্রব... ওফ্‌!’

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আর্কাদি শুরু করল, ‘আচ্ছা বল্‌ দেখি, ছেলেবেলায় তোকে কি খুব কড়া শাসনের মধ্যে রাখা হত?’

‘তুই দেখ্‌লি ত আমার মা-বাবা কেমন? ওরা কেউই কড়া ধাঁচের মানুষ নয়।’

‘তুই ওদের ভালোবাসিস ইয়েভ্‌গেনি?’

‘ভালোবাসি, আর্কাদি!’

‘ওঁরা তোকে কী ভালোই না বাসেন!’

বাজারভ চুপ করে রইল।

‘তুই জানিস আমি কিসের কথা ভাবছি?’ শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে দু’হাত জড় করে মাথার নীচে রেখে সে বলল।

‘না জানি না। কিসের কথা?’

'ভাবছি, আমার মা-বাবা এই দুনিয়ায় কী চমৎকার জীবনই না কাটাচ্ছেন! বাবার বয়স ষাট বছর, রোগের 'সাময়িক উপশম' নিয়ে মাথা ঘামান, তাই নিয়ে আলোচনা করেন, লোকের চিকিৎসা করেন, চাষীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি উদার — এক কথায় বলতে গেলে, জীবন বেশ উপভোগ করছেন। আমার মাও দিব্যি আছেন — এটা-ওটা নানা কাজে আর আঃ-ওঃ-তে তাঁর দিন এমন ঠাসা যে সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু ভেবে দেখার ফুরসৎ তাঁর কখনও থাকে না। আর আমি...'

'হ্যাঁ কী বলছিস তোর কথা?'

'আমি ভাবছি কি, এই যে আমি খড়ের গাদার নীচে এখানে শুয়ে আছি, যে ফালি জায়গাটা আমি জুড়ে আছি, পৃথিবীর বাকি জায়গার তুলনায় — যেখানে আমি নেই, আমার জন্য কেউ কোন পরোয়া করে না — তার তুলনায় এটা কতই না নগণ্য! আর সময়ের সেই অংশটুকু — আমার আয়ুষ্কাল — যেখানে আমি ছিলাম না, যেখানে থাকতে পারব না তার তুলনায়, মহাকালের কাছে কতই না তুচ্ছ! অথচ এই পরমাণুর মধ্যে, গণিতশাস্ত্রের নিয়মে তৈরি এই বিন্দুটার মধ্যে শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে, মস্তিষ্ক কাজ করছে, কামনা-বাসনাও আছে।... কী যা তা ব্যাপার! অর্থহীন!'

'তোকে তাহলে একটা কথা বলি: তুই যা বললি তা ত সব লোকের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে খাটে...'

'তুই ঠিকই বলেছিস,' ওর কথা শেষ হতে না হতে বাজারভ বলল। 'আমি বলতে চাইছিলাম যে ওঁরা, মানে আমার মা-বাবা কাজকর্মে ব্যস্ত, তাঁরা নিজেরা যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ এ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না, এই চিন্তা তাঁদের অস্থির করে

তোলে না।... কিন্তু আমি... আমি কেবল ক্ষোভে-দুঃখে জ্বলেপুড়ে মরি।'

'ক্ষোভ? ক্ষোভ কেন?'

'কেন? তুই জিজ্ঞেস করছিস কেন? তুই কি ভুলে গেলি?'

'আমার সবই মনে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোর ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না। তুই অসুখী, একথা আমি মানতে রাজী, কিন্তু...'

'এঃ! আচ্ছা, এবারে বুঝতে পারছি, আর্কাদি নিকলায়েভিচ, প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণা যে-কোন নব্য যুবকেরই মতন: চুঃ-চুঃ-চুঃ-চুঃ আয় রে আমার মুর্গীছানা! আর যেই সে এগিয়ে আসতে থাকে তোমার দিকে, অমনি দে সটকান। আমি সে রকম নই। কিন্তু যাক গে, ও প্রসঙ্গ আর নয়। যে ব্যাপারে কিছু করার নেই, তা নিয়ে কথা বলা সাজে না।' বলতে বলতে সে পাশ ফিরে শুল, তারপর বলল, 'ঐ যে, ঐ দ্যাখ্, একটা ছোট্ট পিঁপড়ে একটা আধমরা মাছিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সাবাস, টেনে নিয়ে যা রে, টেনে নিয়ে যা! ওটা যে বাধা দিচ্ছে তাতে কোন আমল দিস নে, মনে রাখিস প্রাণী হিশেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার, কারও প্রতি সমবেদনার উপলব্ধিকে অস্বীকার করার অধিকার তোর আছে। আমাদের মতো মেরুদণ্ড-ভাঙা হয়ে তোর কাজ নেই!'

'একথা অন্তত তোর মুখে সাজে না ইয়েভ্গেনি! কবে তুই মেরুদণ্ড-ভাঙা হলি?'

বাজারভ মাথা তুলে বলল, 'সেখানেই ত আমার গর্ব। আমি নিজে কখনও নিজেকে ভেঙে পড়তে দিই নি, কোন মেয়েমানুষেরও সাধ্যি নেই আমাকে ভাঙে। তথাস্তু! চুকে গেল!

এ ব্যাপারে আমার মুখ থেকে আর একটি কথাও শুনতে পাবি না।'

দুই বন্ধুতে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল।

বাজারভ শুরু করল, 'হ্যাঁ, মানুষ এক অদ্ভুত জীব। আমাদের 'পিতৃপুরুষেরা' এখানে যে রকম নিভৃত জীবন যাপন করছেন, এক পাশ থেকে কিংবা দূর থেকে যদি তাকে দেখ তাহলে মনে হবে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? খাওদাও, পানভোজনে মেতে থাক আর মনে মনে জেনে রেখো তুমি যা করছ তার চেয়ে সঠিক ও বিচক্ষণ কাজ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু . না, মোটেই তা নয়, একঘেয়েমিতে তুমি মারা পড়বে। লোকজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য মনটা আনচান করে, এমনকি ওদের গালাগাল করতে হয় তাও সই — ওদের সঙ্গ চাই-ই।'

'জীবনকে এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তার প্রতিটি মুহূর্ত ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে,' চিন্তামগ্ন ভাবে আর্কাদি বলল।

'হ্যাঁ কথার মতো কথা বটে! যা ব্যঞ্জনাময় তা অনেক সময় মিথ্যে হলেও মধুর। তবে মানুষ নগণ্যতাকেও মেনে নিতে পারে।... কিন্তু এই যে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ছোটখাটো ঝামেলা — আসল বিপদ ত এখানেই।'

'মানুষ যদি ছোটখাটো ঝামেলাকে আমল না দেয় তাহলেই ত তার কাছে সে সবের কোন অস্তিত্ব থাকে না।'

'হুম্... তুই যা বললি তা হল বস্তুর বৈপরীত্যাভাস।'

'কী? এই দিয়ে তুই কী বলতে চাস?'

'বলতে চাই এই যে ধর্, তুই বললি শিক্ষা হল একটা প্রয়োজনীয় জিনিস — এটা সাধারণ বস্তু; কিন্তু যদি বলা

হয় শিক্ষা ক্ষতিকারক, তা হবে বস্তুর বৈপরীত্যাভাস। কথাটা মনে হয় যেন বেশ লাগসই, কিন্তু আসলে পরিণামে একই দাঁড়ায়।'

'কিন্তু সত্য? সত্য তাহলে কোথায়?'

'কোথায়? আমিও তোর কথার প্রতিধ্বনি করে জবাব দেব — কোথায়?'

'আজ তোর মেজাজটা বিষণ্ন ইয়েভ্‌গেনি।'

'তাই নাকি? রোদের তাতে সম্ভবত এটা হয়েছে, তাছাড়া র‍্যাস্পবেরিও অতটা খাওয়া ঠিক নয়।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলি কি, একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হত না,' আর্কাদি বলল।

'তা যা বলেছিস! তবে আমার দিকে তাকাস নে কিন্তু— যে কোন মানুষকেই ঘুমিয়ে থাকলে বোকা-বোকা দেখায়।'

'কিন্তু লোকে তোর সম্পর্কে কী ভাবে না ভাবে তাতে কী তোর কিছু আসে যায়?'

'জানি না তোকে কী বলব। খাঁটি মানুষ হলে এ নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। আর খাঁটি মানুষ সে-ই, যার সম্পর্কে ভাবার কিছু নেই — তাকে হয় মানা উচিত, নয়ত ঘৃণা করতে হয়।'

'অদ্ভুত! আমি কাউকে ঘৃণা করি না,' একটু ভেবে নিয়ে আর্কাদি বলল।

'আমি কিন্তু করি — অনেককে করি। তুই হলি একটা নরম লোক, এক তাল কাদা — ঘৃণা তোর আসবে কোত্থেকে!.. তুই ভীতু, নিজের ওপর তোর তেমন ভরসা নেই।'

আর্কাদি ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'আর তুই? —

নিজের ওপর তোর খুব ভরসা আছে ত? নিজের সম্পর্কে তোর ধারণা খুব উঁচু, তাই না?'

বাজারভ তক্ষুনি উত্তর দিল না। তারপর কাটা-কাটা উচ্চারণ করে সে বলল:

'যদি আমি এমন কোন লোকের দেখা পাই যে আমার সামনে পিছু না হটার হিম্মৎ রাখে, তাহলে আমি নিজের সম্পর্কে মত পাল্টাব। ঘৃণা! এই ধর্ না কেন, আজ তুই আমাদের গাঁয়ের মোড়ল ফিলিপের কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেছিলি, আহা কী চমৎকার, সাদা ধবধবে! — বলেছিলি, রাশিয়া তখনই এক আদর্শ দেশ হবে যখন দীনাতিদীন চাষীরও এই রকম একটা বাসস্থান থাকবে; আর আমাদের সকলেরই উচিত হবে এ ব্যাপারে সাহায্য করা।... কিন্তু তোর ঐ দীনাতিদীন চাষীকে, ফিলিপ বল্ আর সিদরই বল্ — যার ভালোর জন্যে আমাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে অথচ যে আমাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানানোর প্রয়োজন বোধ করবে না — তাকে আমি দস্তুরমতো ঘৃণা করি।... তাছাড়া হ্যাঁ, ওর ধন্যবাদে আমার কী দরকার? বেশ, ও না হয় একটা ধবধবে সাদা কুটিরেই থাকল, আমার হাড়ে না হয় দুর্বোই গজাল — কিন্তু তারপর?'

'হয়েছে ইয়েভ্গেনি, আর নয়।... যে সমস্ত লোক এই বলে আমাদের নিন্দা করে যে আমাদের কোন নীতি-নিয়মের বালাই নেই, আজ তোর কথা শুনে চাই-না-চাই তাদের সঙ্গে একমত হতে হয়।'

'তুই কথা বলছিস তোর জ্যাঠার মতন। নীতি-নিয়ম বলে আদপে কিছু নেই — আজও এটা বুঝতে পারলি না!

আসলে যা আছে সেটা হল উপলব্ধি। সব কিছু নির্ভর করছে তার ওপর।'

'সে আবার কী রকম?'

'অতি সোজা কথা। এই যেমন আমি: আমি নৈতির পন্থা অনুসরণ করি — করি উপলব্ধিবশত। নৈতি আমার পছন্দ, আমার মস্তিষ্কের গঠনটাই এই রকম — ব্যস, চুকে গেল! কেমিস্ট্রি আমার পছন্দ কেন? তুই আপেল ভালোবাসিস কেন? — সেও উপলব্ধিবশত। এ সবই সেই এক। এর চেয়ে গভীরে যাবার ক্ষমতা মানুষের কস্মিনকালে হবে না। যে কোন লোক তোকে এই কথা বলবে না কিন্তু, এমনকি অন্য সময় আমিও তোকে বলব না।'

'বলিস কী? আর সততা? — তাও কি উপলব্ধি?'

'আলবত্!'

'ইয়েভ্গেনি!' আর্কাদি করুণস্বরে বলতে শুরু করল।

'অ্যাঁ? কী হল? মনের মতো হল না বুঝি?' বাজারভ মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'না রে ভাই, ওটি চলছে না। সব জিনিসই যখন কেটে কেটে আলাদা করে ফেলবে বলে ঠিক করেছ তখন সামনেরটাই বা বাদ যায় কেন? যাক গে, দর্শনের অনেক কচকচানি হয়েছে। পুশ্কিন বলেছেন, 'প্রকৃতি সুপ্তির নীরবতা উদ্রেক করে'।'

'ওরকম কোন কথা পুশ্কিন কস্মিনকালে বলেন নি,' আর্কাদি বলল।

'আচ্ছা ঠিক আছে, যদি বলে নাও থাকেন কবি হিশেবে ওরকম বলতে পারতেন এবং বলা উচিত ছিল তাঁর। হ্যাঁ ভালো কথা, পুশ্কিন সম্ভবত সামরিক বাহিনীতে চাকরী করতেন — তাই না?'

'পুশ্‌কিন কখনও ফৌজী লোক ছিলেন না!'

'তাহলে পুশ্‌কিনের লেখার প্রতিটি পৃষ্ঠায় 'হও সবে আগুয়ান! রাশিয়ার রাখ মান!'*) — এই রকম সব কথা আছে কেন?'

'কী সব আবোল-তাবোল বলছিস! এ যে রীতিমতো কুৎসা!'

'কুৎসা? আহা কী দামী কথাই না বললি! ভাবলি ও কথায় আমি ঘাবড়ে যাব! কোন লোকের ওপর যত কুৎসাই আরোপ কর না কেন, আসলে তার পাওনা থাকে আরও বিশ গুণ।'

'আয় বরং ঘুমানো যাক!' আর্কাদি বিরক্ত হয়ে বলল।

'পরম আনন্দে,' বাজারভ জবাব দিল।

কিন্তু দু'জনের কারোই আর ঘুম আসে না। অনেকটা বিদ্বেষের মতন কেমন যেন একটা অনুভূতি দুই যুবকের মনকে অধিকার করে বসল। মিনিট পাঁচেক পরে ওরা চোখ খুলে নীরবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল।

আর্কাদি হঠাৎ বলল, 'চেয়ে দ্যাখ, ম্যাপল গাছের একটা শুকনো পাতা ডাল থেকে খসে মাটিতে পড়ছে — পড়ছে হুবহু প্রজাপতির ওড়ার ভঙ্গিতে। অদ্ভুত কান্ড, তাই না? যা সবচেয়ে বিষাদের, যা মৃত তার সঙ্গে কিনা সবচেয়ে প্রফুল্ল আর প্রাণচঞ্চল একটা জীবের এত মিল!'

'ওঃ বন্ধু আমার, আর্কাদি নিকলাইচ!' বাজারভ চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ — অমন কাব্যি করে কথা বলো না।'

'আমি যেমন করে পারি তেমনি করে বলি।... তাছাড়া একে স্বৈরাচার ছাড়া আর কী বলব? আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো — সেটা আমি মুখে প্রকাশ করব না কেন শুনি?'

'বটে এই কথা! তাহলে আমিই বা আমার মনের কথা প্রকাশ করতে পারব না কেন? আমি মনে করি, কাব্যি করে বলা হল অশিষ্টতা।'

'তাহলে শিষ্টতাটা কী, শুনি? গালাগাল করা?'

'এঃ হে! আরে তুই দেখছি তোর জ্যাঠার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্যে একেবারে মন ঠিক করে ফেলেছিস। তোর কথা শুনলে কী খুশিই না হত ঐ ইডিয়ট লোকটা!'

'কী? কী বললি তুই পাভেল পেত্রোভিচকে?'

'আমি ওকে যা বলা উচিত তাই বললাম — ইডিয়ট বলেছি, আবার কী?'

'এটা কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না!' আর্কাদি চেঁচিয়ে উঠল।

'আচ্ছা! আত্মীয়তার অনুভূতি উথলে উঠল দেখছি!' বাজারভ শান্তকণ্ঠে বলল। 'আমি লক্ষ করেছি মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিটা খুব প্রবল। মানুষ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করতে রাজী আছে, যে কোন কুসংস্কার সে ছাড়তে পারে; কিন্তু ধর তার আপন ভাই যে অন্যের রুমাল চুরি করে এবং সে যে চোর — এটা স্বীকার করা তার শক্তির বাইরে। সত্যিই ত আমার ভাই, আমার নিজের ভাই — সে কিনা একজন মহাপ্রতিভাধর নয়? এও কি সম্ভব?'

আর্কাদি উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি আদৌ আত্মীয়তার অনুভূতি থেকে বলি নি, আমি বলেছি সহজ ন্যায়বোধ থেকে। কিন্তু তুই যেহেতু এই অনুভূতিটা বুঝিস নে, তোর যেহেতু এ ব্যাপারে কোন উপলব্ধি নেই, সেই হেতু তার বিচার করার ক্ষমতাও নেই তোর।'

'অন্য কথায় বলতে গেলে আর্কাদি কির্সানভের বিচার এত

উঁচু যে আমার পক্ষে তার নাগাল পাওয়া ভার। আচ্ছা আমি ঘাট মানছি, আর একটি কথাও বলছি না।'

'দোহাই তোর ইয়েভ্‌গেনি, আর নয়। শেষ পর্যন্ত আমরা ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে ফেলব।'

'ওঃ আর্কাদি আমি বলি কি, তুই মুখ তুলে চা — একবার প্রাণ খুলে ঝগড়া করি — তুরীয়ানন্দ উপভোগ করি, উচ্ছন্নে যাই।'

'কিন্তু এর পরিণতি এত দূর গড়াতে পারে যে...'

'আমরা ঘুষোঘুষিতে নেমে পড়তে পারি — তাই ত?' বাজারভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'তাতে কী আছে? এখানে ঘাসবিচালির ওপরে, এমন একটা আদর্শ পরিবেশের মধ্যে, লোকালয় থেকে দূরে, লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে — এ ত বেশ। তবে তুই আমার সঙ্গে পারবি না। আমি এখুনি তোর টুঁটি টিপে ধরব...'

এই বলে বাজারভ তার সাঁড়াশীর মতো শক্ত, লম্বা লম্বা আঙুলগুলো প্রসারিত করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। আর্কাদিও অনেকটা যেন ঠাট্টার ভঙ্গিতেই প্রতিরোধ করার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু বন্ধুর মুখটা তার কাছে এমন ভয়ানক মনে হল, তার ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে, জ্বলন্ত চোখজোড়ায় যে হুমকি ফুটে উঠল তাকে নিছক খেলা বলে মনে না হয়ে এতদূর বাস্তব মনে হল যে আর্কাদি মনে মনে ভয় না পেয়ে পারল না।

ঠিক এই মুহূর্তে ভাসিলি ইভানভিচের কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'তাই বল, এখানে এসে গা ঢাকা দেওয়া হয়েছে!'

বলতে বলতে দুই যুবকের সামনে এসে হাজির হলেন

সামরিক চিকিৎসকটি। গায়ে তাঁর ঘরে বোনা শণকাপড়ের কোর্তা, মাথায় খড়ের টুপি — সেটাও ঘরে তৈরি। 'আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান।... তবে তোমরা চমৎকার জায়গা খুঁজে বার করেছ বটে, খাশা কাজে নিজেদের সঁপেছ বলতে হবে! মাটিতে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা।... তোমরা জান কি এর মধ্যে কেমন যেন একটা গূঢ় রহস্যের ছোঁয়া আছে!'

'আমি আকাশের দিকে একমাত্র তখনই তাকাই যখন আমার হাঁচি পায়,' বাজারভ গজগজ করে বলল, তারপর আর্কাদির দিকে ফিরে অর্ধস্ফুটস্বরে বলল, 'এঃ, সব মাটি করে দিল!'

'আচ্ছা হয়েছে,' এই কথা বলে ভাসিলি ইভানভিচের চোখের আড়ালে বন্ধুর করমর্দন করে আর্কাদি ফিসফিসিয়ে বলল, 'এরকম সংঘর্ষ বাধার পর কোন বন্ধুত্বই বেশিদিন টিকতে পারে না।'

ভাসিলি ইভানভিচ দুটো হাত আড়াআড়ি ভাবে একটা লাঠির ওপর রেখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজের হাতে কোন এক অদ্ভুত কৌশলে পাকিয়ে লাঠিটা তিনি তৈরি করেছিলেন। হাতলের জায়গায় শোভাবর্ধন করছে একটা তুর্কের মূর্তি। তিনি ততক্ষণে বলতে শুরু করে দিয়েছেন:

'হে আমার যুবক বন্ধুরা, আমি চেয়ে চেয়ে আপনাদের দেখি। দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। আপনাদের মধ্যে কী বিপুল পরিমাণ শক্তি, যৌবনের কী প্রস্ফুরণ, কতই না ক্ষমতা আর প্রতিভা!.. আহা এ যেন ক্যাস্টর আর পোল্লুক্স-এর*) বন্ধুত্ব!'

'বোঝ কাণ্ড! একেবারে পুরাণের গল্প ধরে টানাটানি!'

বাজারভ বলল। 'এবারে বোঝা যাচ্ছে এককালে লাতিন শাস্ত্রে জাঁদরেল পণ্ডিত ছিলে। ও হ্যাঁ মনে পড়ছে, রচনার জন্যে তুমি যেন একটা রুপোর মেডেল পেয়েছিলে — তাই না?'

'ডিওস্কুর, ডিওস্কুর!' ভাসিলি ইভানভিচ আওড়ালেন।

'আচ্ছা বাবা হয়েছে, আর নয়, অত গদগদ হয়ে আর কাজ নেই।'

'কদাচিৎ অমন করাতে আর দোষের কী আছে?' বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন। 'সে যাক গে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের যে খুঁজে পেতে বার করলাম সেটা আপনাদের সুখ্যাতি করার উদ্দেশ্যে নয়। আমার উদ্দেশ্য হল প্রথমত আপনাদের জানানো যে শিগগিরই আমরা খেতে বসব; আর দ্বিতীয়ত তোকে আগে থাকতে সাবধান করে দিতে চাই ইয়েভ্‌গেনি... তুই বুদ্ধিমান লোক, তুই লোকজনকে বুঝতে পারিস, মেয়েদেরও জানিস, তাই বলি কি দোষ ধরিস নে... তোর মা তোর বাড়িতে ফেরা উপলক্ষে বাড়িতে একটু শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। তুই মনে করিস নে যে ঐ শাস্ত্রপাঠের আসরে উপস্থিত থাকার জন্যে আমি তোকে ডাকছি। সে পর্ব ইতিমধ্যে চুকে গেছে; কিন্তু ফাদার আলেক্সেই...'

'কে? পাদ্রী?'

'হ্যাঁ, পুরুতমশাই আর কি। উনি আজ আমাদের এখানে... খাবেন।... এটা আমি আশা করি নি, এমনকি পরামর্শও দিই নি... কিন্তু কেমন করে যেন হয়ে গেল... উনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না... আর আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নাও... তবে উনি আমাদের লোকটি বড় ভালো, বিচক্ষণ।'

'আমার ভাগের খাবার খেয়ে ফেলবে না ত?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

ভাসিলি ইভানভিচ হেসে ফেললেন।

'আরে না না, কী যে বলিস!'

'তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। আমি যে কোন লোকের সঙ্গে খানায় বসতে রাজী।'

ভাসিলি ইভানভিচ তার মাথার টুপিটা ঠিক করে নিলেন।

'আমি আগে থাকতেই জানতাম যে তুই সমস্ত রকম কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে,' তিনি বললেন। 'আরে এই আমি যে আমি — বুড়ো মানুষ, বাষট্টি বছর বয়স চলছে — আমারই ওসবের বালাই নেই।' (ভাসিলি ইভানভিচ স্বীকার করতে সাহস পেলেন না যে শাস্ত্রপাঠটা আসলে তাঁর নিজের মনোগত অভিপ্রায় ছিল। তিনি তাঁর সহধর্মিনীর চেয়ে কোন অংশে কম ধর্মনিষ্ঠ নন) 'ফাদার আলেক্সেইয়ের কিন্তু বড় ইচ্ছে তোর সঙ্গে আলাপ করেন। ওঁকে তোর ভালো লাগবে, দেখিস। দু-এক হাত তাস খেলতেও ওঁর আপত্তি নেই... এমনকি... এটা অবশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে বলছি... পাইপও খান।'

'তা বেশ তা। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর তাস খেলতে বসব 'খন। তবে আমি ওঁকে গো-হারা হারিয়ে দেব।'

'হে-হে-হে, দেখা যাবে। কে কাকে হারায় বলা যায় না।'

'কেন? সেই পুরনো দিনের চাল চালতে চাও নাকি?' কেমন যেন বিশেষ এক ধরনের ঝোঁক দিয়ে বলল বাজারভ।

ভাসিলি ইভানভিচের তামাটে গালের ওপর ঈষৎ রক্তিমাভা ফুটে উঠল।

'একথা বলতে তোর লজ্জা হল না ইয়েভ্গেনি?.. যা হবার সে ত কোন্ কালে হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ আমি এই

ভদ্রলোকের সামনে স্বীকার করতে রাজী আছি যে কম বয়সে আমার তাস খেলার নেশা ছিল — নেশাই বলব; আর তার জন্য আমাকে মূল্যও কম দিতে হয় নি। ওঃ গরমটা কিন্তু বেশ পড়েছে। যদি আপত্তি না করেন আপনাদের পাশে একটু বসি। আমি আপনাদের ব্যাঘাত ঘটালাম না ত?'

'মোটেই না, মোটেই না,' আর্কাদি জবাব দিল।

ভাসিলি ইভানভিচ মুখে একটা অব্যক্ত ধ্বনি তুলে ধপ্ করে খড়ের ওপর বসে পড়লেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের এখনকার এই শয্যা দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে খোলা আকাশের নীচে আমার সমারিক জীবনের কথা। আমাদের ড্রেসিং সেণ্টারও হত এই রকম কোন খড়ের গাদার পাশে— তাও আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে।' বলতে বলতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর আবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আমার জীবনে অনেক কিছুই দেখলাম। অভিজ্ঞতা কম হল না। এই ধরুন না কেন, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, বেস্সারাবিয়াতে প্লেগ মহামারীর কৌতূহলজনক ঘটনাটা আমি আপনাদের বলতে পারি।'

'যার জন্য তুমি সেণ্ট ভ্লাদিমির পদক পেয়েছিলে সেই ঘটনাটা ত?' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাজারভ বলল। 'জানি, জানি... হ্যাঁ, ভালো কথা, ওটা তুমি বুকে লাগাও না কেন?'

'আমি ত তোকে আগেই বলেছি, আমার কোন সংস্কার নেই,' ভাসিলি ইভানভিচ বিড়বিড় করে বললেন (উনি কিন্তু মাত্র আগের দিন তাঁর কোটের ওপর থেকে লাল ফিতেটার সেলাই খুলিয়েছেন)। তিনি প্লেগের ঘটনাটি শোনাতে যাবেন,

এমন সময় প্রসন্ন মুখে চোখ টিপে বাজারভের দিকে ইঙ্গিত করে ফিসফিসিয়ে আর্কাদিকে বললেন, 'আরে ও ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি! ইয়েভ্‌গেনি! উঠে পড়্‌! চল্‌ খেতে যাই আমরা।'

ফাদার আলেক্সেই মোটাসোটা চেহারার মানুষ। চেহারাটা তাঁর দেখার মতন। মাথায় ঘন চুল, সযত্নে আঁচড়ানো। গায়ে বেগনী রঙের রেশমী কাপড়ের আলখিল্লা, তার ওপর সুতোর কাজ করা কোমরবন্ধনী। দেখা গেল লোকটা বেশ চালাক চতুর, সপ্রতিভ। তিনিই প্রথমে উদ্যোগী হয়ে আর্কাদি ও বাজারভের সঙ্গে করমর্দন করলেন — ভাব দেখে মনে হল তিনি যেন আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেয়েছেন যে তাঁর আশীর্বাদের কোন পরোয়া ওরা করে না। মোটের ওপর তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ আচরণ করলেন। নিজেকে খাটো হতে দিলেন না, অন্যের মনে আঘাতও দিলেন না। প্রসঙ্গত যাজক বিদ্যালয়ের লাতিন ভাষা নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করলেন, আবার নিজের সর্বাধ্যক্ষের পক্ষ নিয়ে কথাও বললেন। দু'গ্লাস মদ পান করলেন, কিন্তু তৃতীয়টির বেলায় প্রত্যাখ্যান করলেন। আর্কাদি চুরুট দিলে সেটা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু ধরালেন না, বললেন যে ঘরে নিয়ে যাবেন। তাঁর মধ্যে কেবল একটা জিনিসই বড় দৃষ্টিকটু ঠেকছিল — তাঁর মুখের ওপর ঘন ঘন মাছি বসতে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তিনি ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে মাছি ধরার জন্য হাত তুলছিলেন, অনেক সময় চাপ দিয়ে মাছি মেরেও ফেলছিলেন। তিনি চেহারায় বিনীত প্রসন্নতার ভাব এনে তাস খেলার সবুজ টেবিলে গিয়ে বসলেন। খেলার শেষে দেখা গেল তিনি বাজারভকে হারিয়ে তার কাছ থেকে কাগজী মুদ্রায় দু'রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক বাজী

জিতেছেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নার বাড়িতে চাঁদির টাকা গোনার বিন্দুমাত্র ধারণা কারও ছিল না।... মহিলা ওদের তাস খেলার সময়ও (নিজে তিনি তাস খেলছিলেন না) আগের মতো বসে রইলেন পুত্রের পাশে, বসে রইলেন যথারীতি হাতের মুঠির ওপর গাল ঠেকিয়ে; কেবল মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নতুন কোন আহার্য পরিবেশনের তদারক করতে লাগলেন। বাজারভকে আদর করতে তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না, বাজারভও উৎসাহ দেখাচ্ছিল না, তাঁর স্নেহ উদ্রেক করার জন্য কোন আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। পরন্তু ভাসিলি ইভানভিচ তাঁকে বলে দিয়েছিলেন তিনি যেন ওকে খুব বেশি না ঘাঁটান। তিনি স্ত্রীকে বারবার করে বলে দিয়েছিলেন 'অল্পবয়সী লোকজন এটা পছন্দ করে না।' (ঐ দিন ভোজনের যা আয়োজন হয়েছিল তা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। তিমফেইচ নিজে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বিশেষ এক ধরনের চেরকাসীয় মাংস কেনার জন্য ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গিয়েছিল; মোড়ল যায় তার উলটো দিকে — কৈ মাগুর বোয়াল আর কাঁকড়া কিনতে। একমাত্র ব্যাঙের ছাতার জন্যেই চাষী মেয়েরা বেয়াল্লিশ কোপেকের তামার মুদ্রা পায়) কিন্তু আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না বাজারভের দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারেন না, গভীর অনুরাগ ও স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন তার দিকে। তাঁর সেই দৃষ্টির মধ্যে কৌতূহল ও আতঙ্ক মিশ্রিত বিষণ্ণতার ভাবও চোখে পড়ছিল, চোখে পড়ছিল কেমন যেন একটা মৃদু ভর্ৎসনার ভাব।

সে যাই হোক, মা'র চোখের দৃষ্টিতে কী ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ বাজারভের ছিল না। সে ক্বচিৎ মা'র সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল, তাও আবার

সংক্ষিপ্ত দু-একটি প্রশ্নের আকারে। একবার সে নিজের ভাগ্য ফেরানোর জন্য মাকে বলল ওর হাতের ওপর তাঁর হাত রাখতে। তিনি ধীরে ধীরে তার রুক্ষ ও প্রশস্ত করতলের ওপর নিজের ছোট্ট কোমল হাতটা রাখলেন।

কিছুক্ষণ বাদে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? কাজ হল?'

'ব্যাপার আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল,' উত্তরে সে তাচ্ছিল্যভরে বাঁকা হাসি হাসল।

'বড় বেশি ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে কিন্তু,' নিজের সুন্দর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অনেকটা যেন অনুশোচনার সঙ্গে ফাদার আলেক্সেই বললেন।

'নেপোলিয়নের কায়দা ফাদার, নেপোলিয়নের কায়দা,' বলতে বলতে ভাসিলি ইভানভিচ একটা টেক্কার তাস দিলেন।

'কিন্তু পরিণামে তাকে যেতে হল সেণ্ট হেলেনায়,' এই বলে ফাদার আলেক্সেই রঙের তাস দিয়ে টেক্কার পিঠ নিলেন।

'একটু ফলের রস খাবি রে ইয়েনিউশেচ্‌কা?' আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না জিজ্ঞেস করলেন।

বাজারভ কিছু না বলে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল।

'না!' পরদিন সে আর্কাদিকে বলল, 'কালই এখান থেকে চলে যাব। বড় একঘেয়ে লাগছে। কাজ করতে চাই, কিন্তু এখানে তার কোন উপায় নেই। আবার তোদের গাঁয়ে যাব— আমার সমস্ত সরঞ্জাম যে ওখানে রেখে এসেছি। তোদের ওখানে অন্তত দোর বন্ধ করে নিজের মনে থাকা যায়। এখানে বাবা অবশ্য বারবার বলেন, 'আমার পড়ার ঘর তুই খুশি মতন ব্যবহার করতে পারিস, কেউ তোর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে না,' কিন্তু নিজে আমার কাছ থেকে এক পা-ও নড়েন না। তাছাড়া ওঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দোর বন্ধ করে লুকিয়ে

থাকব সেটাও কেমন যেন বিবেকে বাধে। আর আমার মা! তাঁর কথাই বা কী বলব! আমি ত শুনতে পাই দেয়ালের ওপাশে তাঁর দীর্ঘশ্বাস! কিন্তু বেরিয়ে যখন তাঁর কাছে আসি তখন তাঁকে বলার মতো আর কিছু পাই না।'

আর্কাদি বলল, 'উনি বড় দুঃখ পাবেন, তাছাড়া তোর বাবাও।'

'আমি পরে আবার ওদের কাছে ফিরে আসব।'

'কবে?'

'সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার আগে আর কি।'

'বিশেষ করে তোর মা'র জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'কেন? সে কী রকম? ফলটল খাইয়ে তোর মন জয় করে নিয়েছেন নাকি?'

আর্কাদি চোখ নামাল।

'তুই তোর মাকে জানিস নে ইয়েভ্‌গেনি। তিনি কেবল এক অপূর্ব মহিলাই নন, তিনি খুব বুদ্ধিমতী — সত্যি বলছি। আজ সকালে আধ ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন — বেশ কাজের কথা, আর বলেনও চমৎকার।'

'আমার সম্পর্কে নির্ঘাত খুব ফলাও করে বলেছিস?'

'কেবল তোর সম্পর্কেই যে কথা হয়েছে এমন না।'

'তা হতে পারে। তুই বাইরের লোক বলে তোর কাছে হয়ত অনেক স্পষ্ট। একজন মহিলা যখন আধ ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা চালাতে পারে তখন লক্ষণটা ভালোই বলতে হবে। তা সে যাই হোক, আমার যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'এই খবরটা ওঁদেরকে জানানো তোর পক্ষে সহজ হবে না। ওঁরা কিন্তু আমরা দু'সপ্তাহ পরে কী করব সারাক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা করছেন।'

'না, সহজ হবে না। আমার ঘাড়ে কী যে ভূত চেপেছিল — আজই আবার যা তা বলে বাবার মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে এলাম। দিন কয়েক আগে উনি ওঁর একজন খেতমজুরকে বেত মারার হুকুম দিয়েছিলেন — তা কাজটা খুবই ভালো করেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাস নে — বলছি ত, বেশ ভালো কাজ করেছেন, কেননা লোকটা একটা পাকা চোর আর পাঁড় মাতাল। তবে, বাবা মোটেই আশা করতে পারেন নি যে খবরটা আমার কানে পেঁছুবে। উনি একেবারে ঘাবড়ে গেলেন, আর এখন আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে।... যাক গে, ও কিছু নয়। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাজারভ বলল বটে 'ও কিছু নয়,' কিন্তু নিজের অভিপ্রায়ের কথা ভাসিলি ইভানভিচকে অবহিত করার স্থির সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তার পুরো একটা দিন কেটে গেল। অবশেষে পড়ার ঘরে সে যখন রাতের বেলায় ঘুমানোর জন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবে তখন হাই তুলতে তুলতে আলস্যজড়িত স্বরে সে বলল:

'হ্যাঁ... ভালো কথা... তোমাকে বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।... কাল আমাদের ঘোড়াগুলোকে ফেদোতের চৌকিতে পাঠিয়ে দিয়ো ত।'

ভাসিলি ইভানভিচ হকচকিয়ে গেলেন।

'মিস্টার কির্সানভ আমাদের এখান থেকে চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

ভাসিলি ইভানভিচ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঁ করে ঘুরে মুখ ফেরালেন।

‘তুই চলে যাচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ... আমার দরকার। ঘোড়ার কথা বলতে ভুলো না কিন্তু।’

‘বেশ, বলব...’ বৃদ্ধ অসংলগ্ন ভাবে বলল, ‘চৌকিতে... বেশ... কিন্তু... কিন্তু... তা কী করে হয়?’

‘আমাকে অল্প কয়েকদিনের জন্য ওদের ওখানে যেতে হবে। আমি পরে আবার এখানে ফিরে আসব।’

‘আচ্ছা! অল্প কয়েক দিনের জন্য... বেশ।’ ভাসিলি ইভানভিচ রুমাল বার করে প্রায় আভূমি নত হয়ে নাক ঝাড়লেন। ‘বেশ ত, যা বলছিস তা-ই হবে। আমি কিনা ভেবেছিলাম, তুই আমাদের এখানে... আরেকটু বেশি দিন থেকে যাবি। তিন দিন।... তিন বছর বাদে... এটা... এটা বড় কম, বড় কম, ইয়েভ্‌গেনি!’

‘কিন্তু আমি বললাম যে শিগগিরই ফিরে আসছি। আমার না গেলেই নয়।’

‘না গেলেই নয়... তা হলে আর বলার কী থাকতে পারে? কর্তব্য সবার ওপরে।... বলছিস ঘোড়া পাঠাতে হবে? বেশ। আমরা অবশ্য এটা আশা করি নি। আরিনা ত পড়শীর কাছে ফুল চেয়ে রেখেছে — তোর ঘরটাকে সাজাবে বলে।’ (ভাসিলি ইভানভিচ যে-প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করলেন না সেটা এই যে রোজ সকালে, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে খালি পায়ে চটি গলাতে গলাতে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিমফেইচের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং কাঁপা কাঁপা আঙুলে একের পর এক ছেঁড়াখোঁড়া ব্যাঙ্কনোট বার করে এটা-ওটা নানা রকম সওদা করার পরামর্শ দিতেন — বিশেষ করে জোর দিতেন খাবার জিনিসের ওপর। এছাড়া থাকত লাল

মন্দ, কেননা যতদূর লক্ষ করা গেছে ওটা দুই যুবকের বড় প্রিয়) 'বড় কথা — স্বাধীনতা। এটা আমার নিয়ম... কাউকে অসুবিধের মধ্যে ফেলা ঠিক নয়... না...'

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'শিগগিরই আমাদের দেখা হবে বাবা, সত্যি বলছি।'

কিন্তু ভাসিলি ইভানভিচ ঘাড় না ফিরিয়ে কেবল হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। শয়নকক্ষে ফিরে এসে তিনি দেখলেন স্ত্রী ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর নিদ্রা যাতে ভঙ্গ না হয় সে দিকে খেয়াল করে ভাসিলি ইভানভিচ ফিসফিস করে প্রার্থনা আওড়াতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

'ভাসিলি ইভানভিচ, তুমি নাকি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ গো, আমি।'

'তুমি ইয়েনিউশার কাছ থেকে আসছ না? জান, আমার আশঙ্কা হচ্ছে কি, ঐ সোফায় ওর ঠিক আরাম হচ্ছে না। আন্‌ফিসুশ্‌কাকে আমি বলেছি তোমার সফরী তোষক আর কিছু নতুন বালিশ যেন ওকে দেয়। আমি আমাদের এই পালকের তোষকটাই ওকে দিতাম, কিন্তু আমার মনে পড়ছে ও নরম বিছানায় শুতে ভালোবাসে না।'

'ও কিছু না গো, চিন্তা করো না। ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। হা ভগবান, আমাদের মতো পাপী-তাপীকে করুণা কর...' তিনি চাপা গলায় তাঁর প্রার্থনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। গিন্নির প্রতি ভাসিলি ইভানভিচের মায়া হল। কী দুর্ভাগ্য যে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে, রাতের বেলায় সে কথা তিনি আর তাঁকে বলতে চাইলেন না।

বাজারভ আর আর্কাদি পরের দিন চলে গেল। সকাল থেকেই গোটা বাড়িটার ওপর নেমে এলো শোকের ছায়া। আন্ফিস্‌শ্কার হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে যেতে লাগল। এমনকি ফেদ্‌কাও ভেবাচেকা খেয়ে গেল — শেষকালে সে পায়ের বুটজুতো খুলেই ফেলে দিল। ভাসিলি ইভানভিচকে এর আগে আর কখনও এত ব্যতিব্যস্ত হতে দেখা যায় নি — বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি নিজের সাহস জাহির করার চেষ্টা করছিলেন। জোরে জোরে কথা বলছিলেন, মাটিতে পা দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখমুখ বসে গিয়েছিল, দৃষ্টি অনবরত পুত্রের মুখের পাশ কাটিয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। খুব ভোরে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁর স্বামী যদি ঠিক করে না রাখতেন তাহলে হয়ত তিনি একেবারে ভেঙে পড়তেন, আত্মসংবরণ করতে পারতেন না। ফিরে আসতে কোনমতেই এক মাসের বেশি দেরি করছে না — বারবার এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর বাজারভ যখন শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল, যখন ঘোড়াগুলো যাত্রা শুরু করে দিয়েছে, ঘণ্টা ঠুনঠুন বাজতে শুরু করেছে, গাড়ির চাকা ঘুরতে লেগেছে — তারপর দেখতে দেখতে চোখে যখন আর কিছুই পড়ে না, রাস্তার ধুলোও থিতিয়ে এসেছে, তিমফেইচও একেবারে কুঁজো হয়ে ঘাড় গোঁজ করে পায়ে পায়ে পিছে ফিরে এসে তার ছোট কামরাটার ভেতরে চলে গেছে, যখন বুড়ো-বুড়ি তাঁদের বাড়িতে সকলের চোখের আড়ালে, একেবারে একা এবং বাড়িটাকেও মনে হচ্ছে যেন আচমকা কুঁচকে গেছে, জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, তখন যিনি এই কয়েক মুহূর্ত আগেও বাহাদুরী

করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে রুমাল ওড়াচ্ছিলেন, তিনি — ভাসিলি ইভানভিচও আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না — ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন, বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল তাঁর মাথা। ‘আমাদের ছেড়ে চলে গেল, আমাদের ছেড়ে চলে গেল,’ তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ‘ছেড়ে চলে গেল। আমাদের এখানে ওর মন টিকল না। এখন একা, একেবারে একা!’ সামনের দিকে মিনতির ভঙ্গিতে বারবার হাত বাড়িয়ে তিনি কথাগুলো আওড়ালেন। তখন আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, নিজের শুভ্রকেশ মস্তকটি তাঁর শুভ্রকেশ মস্তকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বললেন, ‘কী আর করা যাবে ভাসিয়া! ছেলে হল গাছের কাটা ডালের মতন। বলতে হয় যেন বাজপাখি — যখন খুশি উড়ে এলো, যখন খুশি চলে গেল। আর আমি আর তুমি — আমরা হলাম গাছের কোটরের গায়ে ব্যাঙের ছাতার মতন — পাশাপাশি বসে থাকি, কোথাও সরার নাম নেই। কেবল আমি তোমার কাছে চিরকাল এক রয়ে যাব, যেমন তুমি রয়ে যাবে আমার কাছে।’

ভাসিলি ইভানভিচ মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আলিঙ্গন করলেন তাঁর সহধর্মিণীকে, তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে— এমন দৃঢ় আলিঙ্গন তিনি তাঁকে যৌবনেও দেন নি। স্ত্রী তাঁকে তাঁর দুঃখে সান্ত্বনা দিলেন।

বাইশ

আমাদের দুই বন্ধু ফেদোতের কাছে যাবার পথে নিজেদের মধ্যে দু-একটা অকিঞ্চিৎকর বাক্যবিনিময় করা ছাড়া সর্বক্ষণ চুপ করে রইল। বিশেষত বাজারভ নিজের ওপর বেশ বিরক্ত।

আর্কাদি তার ওপর অসন্তুষ্ট। পরন্তু ভেতরে ভেতরে এমন এক অকারণ বেদনায় তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল যার সঙ্গে অতি অল্প বয়সী কোন যুবক ছাড়া আর কারও পরিচয় ঘটা সম্ভব নয়। গাড়োয়ান নতুন করে ঘোড়া জুতে কোচবক্সে উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দিকে যেতে হবে কর্তা? — ডাইনে না বাঁয়ে?'

আর্কাদির চমক ভাঙল। ডান পাশের পথ চলে গেছে শহরের দিকে, সেখান থেকে — বাড়ি; বাঁয়ের পথ গেছে ওদিন্‌ৎসোভার নিবাসের দিকে।

সে বাজারভের দিকে তাকাল।

'ইয়েভ্‌গেনি, বাঁয়ে ঘুরব কি?' সে জিজ্ঞেস করল।

বাজারভ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'এসব কী বোকামি?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'বোকামি যে সে আমি জানি,' আর্কাদি জবাব দিল। 'কিন্তু ক্ষতি কী? প্রথম বার ত আর নয়?'

বাজারভ মাথার টুপি কপালের ওপর টেনে নামাল।

'তোর যেমন খুশি,' শেষকালে সে বলল।

'বাঁয়ে ঘুরাও!' আর্কাদি হেঁকে বলল।

গাড়ি নিকোল্‌স্কয়ের দিকে চলল। কিন্তু 'বোকামি' করবে বলে স্থির করার পর দুই বন্ধুতে আগের থেকেও বেশি জেদ ধরে চুপ করে রইল, এমনকি মনে হল তারা যেন ক্রুদ্ধ।

ওদিনৎসোভার বাড়ির দেউড়িতে খানসামা তাদের যে ভাবে গ্রহণ করল তাতে দুই বন্ধুর বুঝতে আর বাকি রইল না যে হঠাৎ ঝোঁকের বশে কাজটা করে তারা বুদ্ধির পরিচয় দেয় নি। স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল না। তারা দস্তুরমতো বোকা-বোকা চেহারা করে বেশ দীর্ঘ

সময় ধরে বৈঠকখানায় বসে রইল। অবশেষে ওদিন্ৎসোভা তাদের সামনে এসে দর্শন দিল। সে তার স্বাভাবিক সৌজন্য বজায় রেখে ওদের সংবর্ধনা জানাল বটে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তারা ফিরে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেল। তার চলাফেরা ও কথাবার্তার মধ্যে যে রকম মৃদুমন্থর ভাব প্রকাশ পেল তা থেকে অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে যে ওদের এই প্রত্যাবর্তনে সে খুব একটা আনন্দিত নয়। ওরা তাড়াতাড়ি করে জানিয়ে দিল যে শহরে যাবার পথে এখানে একবার হয়ে গেল, আর ঘণ্টা চারেক বাদেই ওরা এখান থেকে রওনা দেবে। ওদিন্ৎ-সোভা সামান্য খেদোক্তি মাত্র উচ্চারণ করল, আর্কাদিকে অনুরোধ জানাল তার বাবাকে যেন ওর নমস্কার জানায়, তারপর মাসীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল। প্রিন্সেস যখন এসে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর চোখেমুখে পুরোপুরি নিদ্রার ছাপ — ফলে তাঁর বার্ধক্যগ্রস্ত বলিরেখাঙ্কিত চেহারাটা হয়ে উঠেছে আরও কুটিল। কাতিয়ার শরীর ভালো না থাকায় সে তার ঘর থেকে বেরোল না। আর্কাদি সহসা উপলব্ধি করল আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাকে দেখার জন্য তার যতটা আগ্রহ, কাতিয়াকে দেখার জন্যও অন্তত পক্ষে ঠিক ততটাই আগ্রহ। চার ঘণ্টা এটা-ওটা নানা ধরনের অকিঞ্চিৎকর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না কথা শুনল, নিজেও কথা বলল, কিন্তু তার মুখে হাসির চিহ্ন মাত্র দেখা দিল না। কেবল বিদায়গ্রহণের সময় আগেকার সৌহার্দের একটা ভাব যেন তার মনের গহনে নড়েচড়ে উঠল।

'আমার ওপরে এখন একটা বিষণ্নতা এসে ভর করেছে,' সে বলল, 'তবে ওতে আপনারা আমল দেবেন না। আবার

আসবেন কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যে আবার আসবেন — আপনাদের দু'জনকেই বলছি।'

বাজারভ এবং আর্কাদি দু'জনেই নীরবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল ওর এই কথার উত্তরে। ওরা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসল। পথে আর কোথাও না থেমে এবার রওনা দিল মারিইনোর উদ্দেশ্যে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা নির্বিঘ্নে সেখানে এসে পৌঁছুল। সারাটা রাস্তায় ওদের কেউই ওদিন্‌ৎসোভার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করল না। বিশেষত বাজারভ প্রায় মুখ খুলল না, কেমন যেন একটা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বারবার পথ থেকে দূরে, এক পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল।

মারিইনোতে ওদের আগমনে সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পুত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিকলাই পেত্রোভিচ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। ফেনেচ্‌কা যখন চোখে খুশির ঝলক খেলিয়ে ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এসে 'ছোট কর্তাদের' আগমন বার্তা জানাল তখন তিনি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, পা ছুঁড়লেন, সোফার ওপর লাফঝাঁপ দিলেন। পাভেল পেত্রোভিচ নিজে পর্যন্ত মনে মনে একটা মধুর শিহরন অনুভব করলেন, মুসাফিররা ফিরে আসার পর তাদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে তিনি তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। চলল নানা রকম বৃত্তান্ত আর জিজ্ঞেসবাদ। কথা বেশি বলল আর্কাদি — বিশেষত নৈশভোজনের সময়, আর নৈশভোজন চলল মাঝরাতেরও পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত। নিকলাই পেত্রোভিচ মস্কো থেকে সদ্য আনা কয়েক বোতল কড়া বীয়ার পরিবেশনের আজ্ঞা দিলেন। তিনি নিজে পানোৎসবে এতদূর মেতে উঠলেন যে তাঁর গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠল, তিনি

সমানে কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো, নার্ভাস ধরনের হাসি হাসতে লাগলেন। এই বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য দাস-দাসীদের মহলেও ছড়িয়ে পড়ল। দুনিয়াশা পাগল-পাগল হয়ে সামনে-পেছনে ছুটে বেড়াতে লাগল, থেকে থেকে সশব্দে ঘরের দরজা খোলা-বন্ধ করতে লাগল। পিওতর ত ভোর তিনটের সময়ও গিটারে কসাক-ওয়াল্‌টজ নাচের সুর বাজানোর চেষ্টা করতে ছাড়ল না। নিথর বায়ুতরঙ্গে গিটারের তন্ত্রী শ্রুতিমধুর করুণ মূর্ছনা তুলল বটে, কিন্তু আমাদের এই শিক্ষিত খাস ভৃত্যটি সামান্য প্রাথমিক গতটুকু ছাড়িয়ে আর এগোতে পারল না — প্রকৃতি অন্যান্য বিদ্যার মতো সঙ্গীতবিদ্যা থেকেও তাকে বঞ্চিত করেছেন।

এদিকে মারিইনোতে কিন্তু জীবনযাত্রা খুব একটা সুন্দর ভাবে চলছিল না। বেচারি নিকলাই পেত্রোভিচের অবস্থা সঙ্গীন। খামারে হাঙ্গামা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শোচনীয় দশা। হাঙ্গামার মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। জন-মজুরদের নিয়ে যে হাঙ্গামা তা ক্রমশ অসহ্য হয়ে দেখা দিতে লাগল। একদল দাবি করছে হয় তাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হোক, নয়ত ভাতা বাড়ানো হোক, আরেক দল আগাম টাকা হাতিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে, ঘোড়ার সাজসজ্জা ছিন্নভিন্ন হয়ে দৈন্যদশা ধারণ করেছে, কাজকর্মে কারও কোন গা নেই, মস্কো থেকে মাড়াইয়ের যে মেশিনটা আনানো হয়েছিল সেটা এমন জবরজং গোছের যে তা দিয়ে কোন কাজ হয় না। এর আগে, প্রথমবার যেটা আনা হয়েছিল সেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গোয়ালঘরের অর্ধেকটা আগুনে পুড়ে গেছে — বাড়ির এক চোখকানা বুড়ি চাকরানী প্রবল হাওয়ার মধ্যে একটা জ্বলন্ত

চ্যালাকাঠ নিয়ে সেখানে ঢুকেছিল তার গোরুর চালায় ধুনো দেবার জন্য — তাতে এই কাণ্ড; যদিও বুড়ির মতে, পুরো দোষ তার কর্তার, কেননা নতুন ধরনের যত সব পনীর আর দুধ থেকে নানা রকমের খাবার জিনিস বানানোর বাতিক তাঁর পেয়ে বসেছে। নায়েব হঠাৎ আলস্যে গা ছেড়ে দিল, এমনকি 'যদৃচ্ছ অন্নপুষ্ট' যে-কোন রুশী লোকের মতন তারও কলেবর বৃদ্ধি ঘটতে লাগল। দূর থেকে নিকলাই পেত্রোভিচকে দেখতে পেলে অত্যুৎসাহ দেখানোর উদ্দেশ্যে পাশ দিয়ে কোন শূকরছানা ছুটে গেলে সে তার দিকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারে, অর্ধ উলঙ্গ কোন বালকের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে তাকে শাসায়। অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। যে-সমস্ত চাষীকে খাজনার বিনিময়ে জমিতে বসানো হয়েছিল তারা যথাসময় খাজনা দেয় না, কাঠ চুরি করে। এমন রাত খুব কম যায় যেদিন খামারের ঘাসজমিতে কৃষকদের কোন-না-কোন ঘোড়া ধরা না পড়ে। কখনও কখনও ঘোড়া পাকড়াও করতে গিয়ে চৌকিদারদের সঙ্গে কৃষকদের সঙ্ঘর্ষ পর্যন্ত বেধে যায়। নিকলাই পেত্রোভিচ ঘাসজমির এই ক্ষতিসাধনের জন্য আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন, কিন্তু পরিণামে দেখা যেত কর্তার বাড়ির দানাপানি খেয়ে কয়েকদিন সেখানে কাটানোর পর ঘোড়াগুলো তাদের মালিকদের কাছে ফেরত চলে আসছে। অবস্থা চরমে পৌঁছুল যখন চাষীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিল। সম্পত্তি ভাগাভাগীর দাবিতে ভাইয়ে-ভাইয়ে মার-দাঙ্গা চলল, তাদের স্ত্রীরা একসঙ্গে এক বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারে না। আচমকা মারামারি জোরদার হয়ে উঠল, হঠাৎ সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, যেন কারও কাছ থেকে হুকুম পেয়েছে

এই ভাবে দলে দলে ছুটে আসতে লাগল কাছারির দেউড়ির সামনে। প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত মুখ নিয়ে, মাতাল অবস্থায় জমিদারবাবুর ওপর এসে চড়াও হত সুবিচার ও শাস্তিবিধানের দাবিতে। বিলাপ, চিৎকার-চেঁচামেচি, মেয়েদের আর্তকণ্ঠ, সেই সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের গালিগালাজ — সব মিলে এক মহা হট্টগোল। বিরুদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে কে ঠিক কে বেঠিক তার মীমাংসা করতে হয়। কোন সঠিক মীমাংসায় শেষ পর্যন্ত আসা যাবে না — একথা আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে হয়। ফসল কাটার সময় যথেষ্ট লোক পাওয়া যায় না। এক প্রতিবেশী তালুকদার খুব ভালোমানুষী ভাব দেখিয়ে প্রতি দেসিয়াতিনাতে দু'রুব্‌ল হারে ফসল কাটার মজুর সরবরাহের ঠিকা নিয়েছিল, কিন্তু শেষ কালে একেবারে নির্লজ্জের মতো নিকলাই পেত্রোভিচকে প্রতারণা করে পথে বসিয়ে দিল। স্থানীয় কিষানীরা অবিশ্বাস্য রকমের চড়া দর হাঁকতে লাগল, অথচ ফসল পেকে ঝরে পড়ছে। ঘাস কাটারও কোন সুবিধে করা গেল না। এদিকে অভিভাবক সমিতি*) হুমকি দিয়ে চলেছে, বন্ধকের জন্য অবিলম্বে পুরো সুদ দাবি করছে।

'আমার আর শক্তি নেই,' নিকলাই পেত্রোভিচ অনেক সময় হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। 'নিজের পক্ষে মারপিট করা অসম্ভব, থানা-পুলিশ করাও আমার নীতিতে বাধে, অথচ শাস্তির ভয় না দেখিয়ে কিছু করার উপায় নেই!

'Du calme, du calme!'* পাভেল পেত্রোভিচ ওঁকে প্রবোধ দেন, কিন্তু নিজে অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করেন, তার কপালে ভাঁজ পড়ে, তিনি গোঁফ টানেন।

---

* মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা রাখ (ফরাসী)।

বাজারভ এই সব 'ঝুটঝামেলা' থেকে দূরে দূরে থাকল। তাছাড়া সে এখানে অতিথি — অন্যের কাজে তার মাথা গলানোর কোন প্রশ্নই আসে না। মারিইনোতে আসার পরের দিন সে তার ব্যাঙ, ইনফিউসোরিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজে হাত দিল, সর্বক্ষণ ঐ নিয়ে ব্যস্ত রইল। অন্য দিকে আর্কাদি মনে মনে বিবেচনা করল পিতাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য — এমনকি সেটা যদি নাও পারে, অন্তত বাইরে দেখানো উচিত যে সে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সে ধৈর্য ধরে পিতার কথা শুনল এবং একবার তাঁকে কী একটা পরামর্শও দিল — পরামর্শটা দেওয়ার কারণ অবশ্য এই নয় যে যাতে তিনি সেই অনুযায়ী কাজ করেন, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল এ ব্যাপারে নিজের সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া। খেতখামারের তদারকি করার চিন্তা তার মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না। এমনকি মনে মনে কৃষিসংক্রান্ত কাজকর্মের স্বপ্ন দেখে সে তৃপ্তি বোধ করত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার মাথার ভেতরে অন্য সব চিন্তা ঘুরছে। আর্কাদি অবাক হয়ে লক্ষ করল যে সে অবিরাম নিকোল্‌স্কয়ের কথা ভেবে চলেছে। ইতিপূর্বে কেউ যদি তাকে বলত যে বাজারভের সঙ্গে একই আশ্রয়ে থাকতে — তাও আবার কোথায়? — না, পিতৃগৃহের ছত্রছায়ায় থাকতে, তার খারাপ লাগতে পারে তাহলে সে কিছু বুঝতে না পেরে হয়ত স্রেফ কাঁধ ঝাঁকাত। কিন্তু এখন বাস্তবিকই তার খারাপ লাগছে। এখান থেকে পালানোর জন্য তার মন ছটফট করতে থাকে। সে ভেবে দেখল প্রচুর ঘুরে ঘুরে হয়রান হতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। একদিন বাবার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে জানতে পারল যে নিকলাই পেত্রোভিচের কাছে বেশ আকর্ষণীয় কিছু

চিঠি আছে — সেগুলো তাঁর পরলোকগতা পত্নীকে কোন এক সময় ওদিন্‌ৎসোভার মা লিখেছিলেন। কথাটা শোনার পর থেকে চিঠিগুলো হস্তগত না করা পর্যন্ত আর্কাদি তাঁকে উত্যক্ত করে মারল। চিঠির খোঁজে নিকলাই পেত্রোভিচ নানা ধরনের গোটা বিশেক বাক্স-তোরঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করতে বাধ্য হলেন। প্রায় জরাজীর্ণ এই কাগজগুলো হস্তগত করার পর আর্কাদি যেন শান্ত হয়ে এলো। মনে হল সে বুঝি নিজের সামনে এমন একটা লক্ষ্য দেখতে পেয়েছে যাকে সে অনুসরণ করবে বলে স্থির করেছে। 'আমি আপনাদের দু'জনকেই বলছি,' সে নিজের মনে বারবার ফিসফিস করে আওড়াতে থাকে। 'নিজের মুখেই ত বলেছে। চুলোয় যাক সব! যাব, যাব, আমাকে যেতেই হবে।' কিন্তু তার মনে পড়ে গেল ওদের সেই শেষ সাক্ষাৎকার, তখনকার সেই বিব্রত ভাব। সঙ্গে সঙ্গে সে দমে গেল। যৌবনসুলভ ঝুঁকির নেশা, কারও কোন সাহায্য ছাড়া নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্যকে জানার, নিজের শক্তিকে পরীক্ষা করে দেখার গোপন বাসনা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল। তার মারিইনোতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন অতিবাহিত হতে না হতে সে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের*) ব্যবস্থাপনা নিয়ে চর্চা করার অজুহাতে ফের গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটল শহরে, আর সেখান থেকে নিকোল্‌স্কয়েতে। পথে গাড়োয়ানকে অনবরত তাড়া দিতে দিতে সে এমন ভাবে গন্তব্যস্থলের দিকে চলছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝিবা কোন তরুণ সামরিক অফিসার রণক্ষেত্রে নেমেছে। তার যেমন ভয় ভয় লাগছিল তেমনি আবার মনে মনে আনন্দও হচ্ছিল। সে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছিল না। 'বড় কথা হল চিন্তা করে কাজ নেই,' এই বলে সে নিজেকে বারবার প্রবোধ দিতে

লাগল। গাড়োয়ানটাকে বেপরোয়া বলতে হবে। পথে কোন শুঁড়িখানা দেখলেই সে থেমে পড়ে আর বলে ‘গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই?’ কিংবা ‘একটু ভিজিয়ে নিই হুজুর — কী বলেন?’ তবে হ্যাঁ, গলা ভিজিয়ে নেবার পর তাকে আর দেখতে হয় না — ঘোড়াগুলোর ওপর কোন মায়াদয়া সে দেখায় না। দেখতে দেখতে এসে গেল পরিচিত বাড়িটার উঁচু ছাদ।... ‘এ আমি কী করতে চলেছি?’ মুহূর্তের মধ্যে আর্কাদির মাথার মধ্যে প্রশ্নটা ঝলক দিয়ে উঠল। ‘কিন্তু এখন ত আর ফেরা যায় না!’ ত্রোইকার তিন ঘোড়া তালে তাল মিলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে, গাড়োয়ান হেঁড়ে গলায় হাঁকডাক পাড়ছে, শিস দিচ্ছে। এবারে ঘোড়ার খুর আর গাড়ির চাকার তলায় ছোট সেতুটা খটখট, ঘর্ঘর আর্তনাদ তুলছে, দেখতে দেখতে ছাঁটা ফারগাছের বীথী সামনে এসে পড়ল।... গাঢ় শ্যামলিমার মাঝখানে ঝলক দিল কোন এক নারীর গোলাপী বসন, ছাতার হালকা ঝালরের আড়াল থেকে উঁকি মারল তরুণীর মুখশ্রী। সে কাতিয়াকে চিনতে পারল, কাতিয়াও তাকে চিনতে পারল। ঘোড়াগুলো তখনও জোর কদমে ছুটছিল। আর্কাদি গাড়োয়ানকে গাড়ি থামানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে কাতিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ‘আরে আপনি!’ এই কথা বলার পর তার গণ্ডদেশ অল্প অল্প করে রক্তিমাভায় ছেয়ে গেল। ‘চলুন, দিদির কাছে যাই, দিদি এখানে, বাগানেই আছে। আপনাকে দেখলে খুশি হবে।’

কাতিয়া আর্কাদিকে বাগানে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা আর্কাদির কাছে বিশেষ করে শুভ লক্ষণ বলে মনে হল। তাকে দেখে সে এত খুশি হল যে মনে হল সে

যেন নিতান্ত আপনার কোন জনকে পেয়েছে। না বাড়ির খানসামা, না বাড়ির ভেতরে খবর পাঠানোর ঝামেলা — এর চেয়ে ভালো ব্যাপার আর হতে পারে না। পথের মোড়ে সে দেখতে পেল আন্না সেগেইয়েভ্‌নাকে। সে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। পদশব্দ শুনে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল।

আর্কাদি আরেকটু হলেই আবার বিব্রত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু আন্না সের্গেইয়েভ্‌না প্রথম যে কথাগুলো উচ্চারণ করল তাতে আর্কাদি সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত বোধ করল। 'এই যে পলাতক, নমস্কার!' মোলায়েম, দরদভরা কণ্ঠে এই কথা বলে রোদ আর হাওয়ার দৌরাত্ম্যের দরুন চোখ কুঁচকে হাসতে হাসতে সে এগিয়ে গেল তার সামনাসামনি। 'তুই ওকে কোথায় পেলি রে কাতিয়া?' সে কাতিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

আর্কাদি বলতে শুরু করল, 'আন্না সের্গেইয়েভ্‌না, আমি আপনার জন্যে এমন জিনিস এনেছি যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না...'

'আপনি নিজেকে নিয়ে এসেছেন — এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?'

তেইশ

উপহাসমিশ্রিত খেদের সঙ্গে আর্কাদিকে বিদায় জানিয়ে এবং তার ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে তার বিন্দুমাত্র ভ্রম নেই, কথাটা আকারে ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বাজারভ সকলের কাছ থেকে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে লাগল। কাজের প্রবল ঝোঁক তাকে পেয়ে বসল। পাভেল পেত্রোভিচের সঙ্গে এখন সে আর তর্ক করে না। তর্ক সে করে না আরও এই কারণে যে উনি বাজারভের উপস্থিতিতে বাড়াবাড়ি রকমের আভিজাত্যের ভাব

দেখিয়ে থাকেন এবং কথার চেয়ে আওয়াজ দিয়ে নিজের মতামত বেশি ব্যক্ত করেন। কেবল একবার পাভেল পেত্রোভিচ তখনকার দিনের চালু বিষয়, বল্‌টিক অঞ্চলের অভিজাতসম্প্রদায়ের অধিকার*) নিয়ে নিহিলিস্টটির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রায় নেমে পড়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন — নিরুত্তাপ ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, 'যাক গে আমরা অবশ্য একে অন্যকে বুঝতে পারি না; অন্তত আমি ত এমন ভাগ্য করে আসি নি যে আপনাকে বুঝতে পারি।'

'তা আর বলতে!' বাজারভ বলে উঠল। 'বায়ুতরঙ্গে কী ভাবে আলোড়ন ওঠে, সূর্যে কী ঘটছে না ঘটছে সবই বোঝার মতো ক্ষমতা মানুষ রাখে। কিন্তু আরেকজন মানুষ কী করে তার চেয়ে অন্যরকম ভাবে নাক ঝাড়তে পারে এটা বোঝার মতো ক্ষমতা তার নেই।'

'এটাকে কি আপনি রসিকতা বলতে চান?' পাভেল পেত্রোভিচ প্রশ্ন করে একপাশে সরে গেলেন।

অবশ্য কখন কখন তিনি বাজারভের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখার জন্য উপস্থিত থাকার বাসনা প্রকাশ করতেন। এমনকি একবার ত স্বচ্ছ ইনফুজোরিয়া কী ভাবে সবুজ রঙের একটা ছোট্ট কণা গলাধঃকরণ করে গলদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম কৈশিক ঝিল্লীর সাহায্যে সেটাকে দ্রুত চর্বণ করতে থাকে তা দেখার জন্য তিনি ভুরভুরে গন্ধদ্রব্য মাখা ও উৎকৃষ্ট আরকে ধোওয়া মুখটা পর্যন্ত অনুবীক্ষণযন্ত্রের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। নিকলাই পেত্রোভিচ বাজারভের কাছে তাঁর দাদার চেয়ে বেশি ঘন ঘন আসতেন। তাঁর কথায়, 'শেখার জন্য' তিনি পারলে রোজই আসতেন, কিন্তু খেতখামারের নানা ঝামেলার ফলে সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব

হচ্ছে না। প্রকৃতিবিজ্ঞান-বিশারদ এই যুবকটির কাজে তিনি ব্যাঘাত ঘটাতেন না। তিনি ঘরের একটা কোনায় এসে বসে মনোযোগ সহকারে তার কাজকর্ম দেখতেন, কেবল মাঝে মধ্যে সন্তর্পণে দু-একটি প্রশ্ন করতেন। দুপুরের খাওয়া ও সন্ধ্যার খাওয়ার সময় তিনি পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব বা রসায়নশাস্ত্রের দিকে কথাবার্তার মোড় ঘুরানোর চেষ্টা করতেন, কেননা অন্য যে-কোন বিষয় — রাজনীতির ত কোন প্রশ্নই ওঠে না — এমনকি খেতখামারের প্রসঙ্গও, সংঘর্ষের সূচনা যদি নাও করে, অন্তত পারস্পরিক অসন্তোষের কারণ হয়ে ত দাঁড়াতেই পারে। নিকলাই পেত্রোভিচ অনুমান করতে পারছিলেন যে বাজারভের প্রতি তাঁর দাদার বিদ্বেষ বিন্দুমাত্র কমে নি। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটা সামান্য ঘটনায় তাঁর অনুমানের সমর্থন মিলল। আশেপাশের কোন কোন এলাকায় ইতিমধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে শুরু করেছে, এমনকি খোদ মারিইনো থেকে দু'জন লোককে 'ছিনিয়ে নিয়ে গেল'। একবার রাতের বেলায় রোগের প্রকোপে পাভেল পেত্রোভিচের অবস্থা রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ল। সকাল পর্যন্ত তিনি ছটফট করলেন, কিন্তু বাজারভের নৈপুণ্যের সাহায্য গ্রহণে প্রবৃত্তি তাঁর হল না। পরের দিন তাঁর চেহারা ফেকাশে হয়ে গেলে কী হবে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে ও দাড়ি কামাতে তাঁর কোন ভুল হয় নি। বাজারভ সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করল উনি রাতে তাকে ডেকে পাঠান নি কেন, তার উত্তরে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, আপনি নিজেই না বলেছিলেন যে চিকিৎসাশাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস নেই?' এই ভাবে দিনগুলো কাটতে থাকে। বাজারভ প্রচণ্ড জেদ ধরে রেখে গম্ভীর মুখে কাজ করে চলে।... ইতিমধ্যে নিকলাই

পেত্রোভিচের বাড়িতে এমন একটি প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলল যার কাছে সে শুধু মনের কথাই বলত না, কথা বলে সুখও পেত। এই প্রাণীটি ছিল ফেনেচ্‌কা।

ফেনেচ্‌কার সঙ্গে অধিকাংশ সময় তার দেখা হত খুব ভোরে, বাগানে অথবা বাড়ির আঙ্গিনায়। তার ঘরে বাজারভ কখনও যেত না, আর সেও মাত্র একবারই বাজারভের দরজার সামনে এসেছিল — মিতিয়াকে স্নান করাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে। ফেনেচ্‌কা তাকে বিশ্বাস করত, তাকে ভয় পেত না — শুধু তা-ই নয় — তার কাছে সে যতটা স্বচ্ছন্দ ও অকুণ্ঠ হতে পারত নিকলাই পেত্রোভিচের কাছে কিন্তু ততটা হতে পারত না। ওর মনের এই ভাবটা কোথা থেকে এলো বলা কঠিন। হতে পারে এই কারণে যে সে নিজের অজ্ঞাতসারে উপলব্ধি করত যে বাজারভের মধ্যে আভিজাত্যের কোন লক্ষণ নেই এবং তার মধ্যে উচ্চমাত্রার এমন কিছু নেই যা একাধারে আকর্ষণ ও ভীতির সঞ্চার করতে পারে। ফেনেচ্‌কার চোখে সে যেমন একজন চমৎকার ডাক্তার, তেমনি একজন সাধারণ মানুষ। তার উপস্থিতিতে সে অসঙ্কোচে নিজের শিশুপুত্রকে নিয়ে মাতামাতি করত। একদিন হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়ে ব্যথা করতে শুরু করলে সে তার হাত থেকে চামচে করে ওষুধ খায়। নিকলাই পেত্রোভিচের উপস্থিতিতে সে বাজারভকে যেন পরিহার করে চলত। এখানে তার কোন চালাকি ছিল না, এটা সে করত অনেকটা ভদ্রতার খাতিরে। পাভেল পেত্রোভিচকে সে আগের চেয়েও বেশি ভয় পেতে লাগল। কিছুকাল হল তিনি ওর ওপর নজর রাখতে শুরু করেছেন, হঠাৎ হঠাৎ স্থির অনুসন্ধানী চেহারা নিয়ে তাঁর নিখুঁত স্যুটপরা মূর্তিটা পকেটে দু'হাত রেখে ভুস করে ওর পেছন থেকে ভুঁই ফুঁড়ে

এসে দেখা দেয়। 'যেন একরাশ ঠাণ্ডা ঝাপটা দিয়ে গেল,' ফেনেচ্‌কা অনুযোগ করে বলত দুনিয়াশাকে। দুনিয়াশা তার কথার উত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মনে মনে ভাবে অন্য এক 'অনুভূতিহীন' মানুষের কথা। বাজারভ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি যে সে তার 'দুঃসহ হৃদয়পীড়ার' কারণ হয়েছে।

বাজারভকে ফেনেচ্‌কার ভালো লাগত। বাজারভেরও ভালো লাগত তাকে। এমনকি বাজারভ যখন তার সঙ্গে কথা বলত তখন তার মুখের ভঙ্গি পালটে যেত — এক রকম শান্ত স্থির ভাব আর অনেকটা মৃদু প্রসন্ন অভিব্যক্তিতে তার মুখ ছেয়ে যেত। তার মুখে সচরাচর যে উপেক্ষার ভাবটি লেগে থাকত সেই সঙ্গে কেমন যেন একটা সকৌতুক মনোযোগিতার মিশ্রণ ঘটত। ফেনেচ্‌কা দিনে দিনে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। যুবতী নারীদের জীবনে এমন একটি পর্ব আসে যখন অকস্মাৎ তাদের মুকুলোদ্‌গম ঘটতে থাকে, তারা প্রস্ফুটিত হতে থাকে গ্রীষ্মকালের গোলাপ ফুলের মতো। ফেনেচ্‌কার জীবনেও এই রকম পর্ব চলছিল। সব কিছুই ছিল এর অনুকূল — এমনকি তখনকার জুলাই মাসের প্রচণ্ড দাবদাহ পর্যন্ত। হালকা সাদা পোশাকে তাকেই যেন আরও সাদা আরও হালকা মনে হত — রোদের তাপে তার গায়ের রঙ পুড়ত না। প্রখর তাপ থেকে সে নিজেকে বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করত — তার গণ্ডদেশে ও কর্ণমূলে মৃদু গোলাপী আভা ফুটে উঠত এবং তার সর্বাঙ্গে একটা কোমল আলস্যের ভাব সঞ্চার করে দিয়ে রমণীয় আঁখিযুগলে তন্দ্রাজড়িত ক্লান্তির মূর্ছনা ছড়িয়ে দিত। সে বলতে গেলে কোন কাজ করতে পারত না, হাত স্খলিত হয়ে বার বার তার কোলের ওপর এসে পড়ত। হাঁটত চলত সে কায়ক্লেশে, থেকে থেকে

কাতরোক্তি করত, অনুযোগ করত। বড় মজার ছিল তার অক্ষম-অসহায় ভাব।

'একটু ঘন ঘন চান করলে পার,' নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁকে বলতেন। যে পুকুরটা এখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি, স্নানের জন্য তিনি সেটার ওপর একটা বড় ছাউনি করে দিলেন।

'ওঃ নিকলাই পেত্রোভিচ! পুকুর পর্যন্ত যেতে যেতে মারা যাবার দশা হবে, আবার ওখান থেকে বেরিয়ে ফেরার পথেও তাই। বাগানে এতটুকু ছায়া নেই।'

'কথাটা ঠিকই, ছায়া নেই,' নিকলাই পেত্রোভিচ নিজের ভুরুতে হাত ঘষতে ঘষতে উত্তরে বলেন।

একদিন সকাল ছ'টার কিছু পরে ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে লাইলাক ফুলের কুঞ্জে বাজারভ ফেনেচ্‌কাকে দেখতে পেল। ফুল অনেক দিন হল ঝরে পড়ে গেলেও কুঞ্জটা তখন পর্যন্ত ঘন ও সবুজ। ফেনেচ্‌কা তার নিত্যকার অভ্যাসমতো মাথার ওপর একটা সাদা রুমাল ফেলে বেঞ্চে বসে আছে। তার পাশে এক রাশ সাদা আর লাল গোলাপ পড়ে ছিল। ফুলগুলো তখনও শিশিরে ভেজা। বাজারভ তাকে নমস্কার জানাল।

'ওঃ, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ!' এই বলে সে যখন তাকে দেখার জন্য মাথার রুমালের একটা প্রান্ত সামান্য ওঠাতে গেল তখন তার হাতটা কনুই পর্যন্ত আবরণমুক্ত হয়ে পড়ল।

'আপনি এখানে কী করছেন?' তার পাশে বসতে বসতে বাজারভ বলল। 'তোড়া বানাচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, সকালের খাবারের টেবিলে রাখতে হবে। নিকলাই পেত্রোভিচ ভালোবাসেন।'

'কিন্তু সকালের খাবারের এখনও দেরি আছে। ওঃ, ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়েছেন দেখছি!'

'আমি এখনই ফুলগুলো তুলে ফেললাম, কেননা পরে গরম পড়লে আর বেরোন যাবে না। কেবল এই সময়টায়ই একটু যা শ্বাস নেওয়া যায়। এই গরমে আমি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার ভয় হয়, অসুখ-বিসুখে পড়ব না ত?'

'এসব কী চিন্তা! দিন দেখি, আপনার নাড়িটা দেখি।' বাজারভ ওর হাতটা তুলে নিয়ে শিরা খুঁজে বার করল। নাড়ি সমান তালে চলছে দেখে স্পন্দন গোনা বাহুল্য বিবেচনা করে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এক শ' বছর বাঁচবেন।'

'ওঃ, ভগবান না করুন!' সে চেঁচিয়ে বলল।

'কেন? আপনার কি বেশি দিন বাঁচতে ইচ্ছে করে না?'

'কিন্তু তা বলে এক শ' বছর! আমাদের ঠাকুমার বয়স হয়েছিল পঁচাশি — কিন্তু তার বেঁচে থাকাটা ছিল একটা যন্ত্রণা বিশেষ। গায়ের রঙ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল, কানে শুনতে পেতেন না, মাজা পড়ে গিয়েছিল, অনবরত খকখক কাশি — নিজেই নিজের কাছে একটা বোঝা। একে কি জীবন বলে!'

'তাহলে বলতে চান যৌবন সবচেয়ে ভালো?'

'তা নয়ত কী?'

'কিন্তু কিসে ভালো? আপনি আমাকে বলুন ত।'

'কিসে মানে? এই দেখুন না কেন, আমার এখন যৌবন আছে, আমি সব করতে পারি — আমি যেতে পারি, আসতে পারি, জিনিস বয়ে আনতে পারি — সাহায্যের জন্য কাউকে ধরতে হয় না আমার। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?'

'আমার কিন্তু যৌবন বা বার্ধক্য কোনটাতেই কিছু আসে যায় না — সব সমান, আমার কাছে।'

'সব সমান? — এ আপনি কী বলছেন! আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।'

'কিন্তু আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্‌না — আমার এ যৌবন দিয়ে আমার কাজটা কী? আমি একা মানুষ, সহায় সম্বল বলে আমার কিছু নেই...'

'সেটা নির্ভর করে স্রেফ আপনার ওপরে।'

'মুশকিলটা এই যে আমার ওপর নির্ভর করছে না! অন্তত কোন একজন লোকেরও যদি আমার ওপর করুণা হত!'

ফেনেচ্‌কা আড়চোখে বাজারভের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

'আপনার কাছে এটা কী বই?' কিছুক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞেস করল।

'এটা? এটা হল একটা শিক্ষার বই, জ্ঞানের বই।'

'আপনি সর্বক্ষণ শিখছেন আর শিখছেন? আপনার একঘেয়ে লাগে না? আমার ত মনে হয়, আপনার অমনিতেই সব জানা হয়ে গেছে।'

'এটা ঠিক যে সব নয়। একবার একটু পড়ার চেষ্টা করে দেখুন না।'

'আমি ছাই ও বইয়ের মাথামুণ্ডু কী বুঝব? রুশীতে লেখা?' ভারী বাঁধাই-করা বইটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ফেনেচ্‌কা বলল, 'ওঃ কী মোটা বই!'

'হ্যাঁ রুশীতে লেখা।'

'সে যা-ই হোক না কেন, আমি কিছু বুঝতে পারব না।'

'না না, আপনাকে যে বুঝতে হবে অমন কথা আমি বলছি না। আপনি যখন পড়েন তখন আমি তাকিয়ে তাকিয়ে আপনাকে দেখতে চাই। আপনি যখন পড়েন, তখন আপনার নাকের ডগাটা যে ভাবে নড়াচড়া করে দেখতে বড় ভালো লাগে।'

ফেনেচ্‌কা ততক্ষণে বই খুলে চোখের সামনে 'ক্রেয়োসোট প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পড়ে যেতে নীচু গলায় অনেক কষ্টে সেটার পাঠোদ্ধারের উদ্যোগ করছিল — কিন্তু বাজারভের কথা শুনে সে খিলখিল করে হেসে উঠে হাত থেকে বই ফেলে দিল... বইটা বেঞ্চ থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল।

'আপনি যখন হাসেন তখনও আমার ভালো লাগে,' বাজারভ বলল।

'আঃ, ছাড়ুন ত!'

'আপনি যখন কথা বলেন তখন আমার ভালো লাগে। যেন একটা ছোট্ট নদীর কুলুকুলু আওয়াজ।'

ফেনেচ্‌কা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আঙুল দিয়ে ফুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল, 'ওঃ, আপনি আচ্ছা লোক যা হোক! আমার কথার মধ্যে আপনি কী পান বলুন ত? আপনি বড় বড় ঘরের কত বুদ্ধিমতী বিদুষী মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন!'

'আঃ ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্‌না! আমার কথা বিশ্বাস করুন, দুনিয়ার সমস্ত বুদ্ধিমতী বিদুষী মহিলা আপনার পায়ের নখের যোগ্য নয়।'

'ওঃ একটা কথা বললেন বটে!' ফেনেচ্‌কা ফিসফিস করে এই কথা বলে হাত কচলাল।

বাজারভ মাটি থেকে বইটা তুলে নিল।

‘এটা একটা ডাক্তারী বই, আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন যে বড়?’

‘ডাক্তারী বই?’ ফেনেচ্‌কা তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কথাটা আওড়াল। ‘আপনি জানেন কি? সেই যে আপনি ওষুধের ফোঁটাগুলো দিয়েছিলেন — আপনার মনে আছে? — তার পর থেকে মিতিয়ার চমৎকার ঘুম হচ্ছে! আমি জানি না, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব। সত্যি, আপনি এত ভালো যে কী বলব!’

‘সত্যি কথা বলতে গেলে কি, ডাক্তারকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত,’ বাজারভ ঠাট্টাচ্ছলে হেসে বলল। ‘আপনি নিজেই জানেন, ডাক্তাররা বড় স্বার্থপর হয়ে থাকে।’

ফেনেচ্‌কা বাজারভের দিকে চোখ তুলে তাকাল — তার মুখের ওপরের অংশে একটা সাদাটে দীপ্তি পড়তে কালো চোখদুটি আরও কালো মনে হতে লাগল। সে বুঝতে পারল না বাজারভ ঠাট্টা করছে, না সত্যি সত্যি বলছে।

‘আপনি যদি চান, আমরা খুশিই হব... তবে নিকলাই পেত্রোভিচকে জিজ্ঞেস করতে হবে...’

‘আরে, আপনি কি মনে করেন আমি টাকাকড়ি চাই?’ বাজারভ কথার মাঝখানে ওকে বাধা দিয়ে বলল। ‘না, আপনার কাছ থেকে টাকাকড়ির কোন প্রয়োজন নেই আমার।’

‘তাহলে কী চান বলুন?’ ফেনেচ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

‘কী চাই?’ বাজারভ আওড়াল। ‘আন্দাজ করুন দেখি।’

‘আন্দাজ করার ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি।’

‘তাহলে আমি আপনাকে বলি। আমার দরকার... ঐ গোলাপগুলোর একটা।’

ফেনেচ্‌কা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, এমনকি

অবাক হয়ে সে গালে হাত দিল — এতই অদ্ভুত বলে তার মনে হল বাজারভের ইচ্ছাটা। সে হাসল বটে, কিন্তু মনে মনে গর্বও বোধ করল। বাজারভ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল।

'তাই হবে, আপনার যেমন খুশি,' শেষকালে এই কথা বলে বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে পড়ে গোলাপফুল বাছাই করতে লেগে গেল। 'সাদা না লাল — কোন্ রঙের আপনার পছন্দ?'

'লাল, খুব বড় নয়।'

ফেনেচ্কা সোজা হয়ে বসল।

'এই যে ধরুন,' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিল, ঠোঁট কামড়ে কুঞ্জের প্রবেশপথের দিকে দৃষ্টিপাত করল, তারপর কান পাতল।

'কী ব্যাপার?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল। 'নিকলাই পেত্রোভিচ?'

'না... উনি মাঠে চলে গেছেন... তাছাড়া আমি ওনাকে ভয় পাই না।... কিন্তু পাভেল পেত্রোভিচ... আমার মনে হল যেন...'

'কী?'

'আমার মনে হল যেন উনি এখানে ঘোরাঘুরি করছেন।... না, কেউ নেই। এই যে ধরুন।' ফেনেচ্কা বাজারভকে গোলাপ দিল।

'পাভেল পেত্রোভিচকে আপনি ভয় পান কেন বলুন ত?'

'ওনাকে দেখলেই আমার কেমন যেন ভয় করে। উনি যে আমাকে কোন কথা বলেন, তা নয়, কেবল কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। তাছাড়া আপনিও ত ওনাকে পছন্দ করেন না — তাই না? মনে আছে, আগে সব সময় ওনার সঙ্গে আপনার তর্ক বেধে যেত? আমি

জানি না কী নিয়ে আপনাদের তর্কাতর্কি, কিন্তু আমি দেখেছি আপনি কী ভাবে ওনাকে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঘুরিয়ে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন...'

তার মতে, পাভেল পেত্রোভিচকে রাজারভ যে ভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে, ফেনেচ্‌কা হাতের ভঙ্গি করে তা দেখাল।

বাজারভ মৃদু হাসল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, উনি যদি আমার ওপর টেক্কা মারতেন তাহলে আপনি কি আমার পক্ষ নিতেন?'

'আমি আপনার পক্ষ নেব কেমন করে? সে ক্ষমতা আমার কোথায়? তাছাড়া আপনার সঙ্গে পেরে উঠবে এমন সাধ্য কার?'

'আপনি তাই মনে করেন? আমি কিন্তু জানি এমন একটা হাতের কথা যার একটা আঙুলের খোঁচায় আমি উলটে পড়ে যেতে পারি।'

'কেমন হাত সেটা?'

'আহা, আপনি জানেন না বুঝি? একবার শুঁকে দেখুন, যে গোলাপটা আপনি আমাকে দিলেন কী সুন্দর তার গন্ধ!'

ফেনেচ্‌কা গ্রীবা প্রসারিত করে মুখ বাড়িয়ে দিল ফুলের দিকে।... মাথা থেকে রুমাল খসে কাঁধের ওপর এসে পড়ল, অনাবৃত হয়ে পড়ল ঈষৎ বিশৃঙ্খল কালো ঝকঝকে চুলের রাশি।

'দাঁড়ান, আমি আপনার সঙ্গে গন্ধ শুঁকতে চাই,' এই বলে বাজারভ ঝুঁকে পড়ে তার স্ফুরিত অধরযুগলে গাঢ় চুম্বন এঁকে দিল।

সে চমকে উঠে দু'হাতে তার বুকে ঠেলা মারল, কিন্তু

ঠেলার মধ্যে ততটা জোর না থাকায় বাজারভ তার চুম্বন পুনরারম্ভ করে দীর্ঘস্থায়ী করার সুযোগ পেল।

লাইলাক ঝোপের পেছন থেকে একটা শুকনো কাশির আওয়াজ শোনা গেল। চোখের পলকে ফেনেচ্‌কা সরে গেল বেঞ্চের আরেক প্রান্তে। পাভেল পেত্রোভিচের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ঈষৎ ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে কেমন যেন একটা বিদ্বেষমিশ্রিত বিষণ্ণ কণ্ঠে 'ও, আপনারা এখানে!' — এই বলে চলে গেলেন। ফেনেচ্‌কা তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোলাপ গোছগাছ করে তুলে নিয়ে হন হন করে কুঞ্জ ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় সে ফিসফিস করে বলল, 'আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ।' তার মৃদু কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছিল অকৃত্রিম ভর্ৎসনা।

বাজারভের মনে পড়ে গেল কিছু দিন আগেকার আরেকটা দৃশ্য। সে বিবেকের দংশন অনুভব করল, চরম বিরক্তি ও আত্মগ্লানিতে তার মন ছেয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল, নাছোড়বান্দা নাগরদের দলে আনুষ্ঠানিক ভাবে নাম লেখাতে পেরেছে বলে ব্যঙ্গভরে নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে সে তার নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল।

এদিকে পাভেল পেত্রোভিচ বাগান থেকে বেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে বন পর্যন্ত গিয়ে পেঁছুলেন। সেখানে তিনি বেশ দীর্ঘ সময় কাটালেন। সকালের খাবারের সময় যখন তিনি এলেন তখন তার চোখমুখ এমন কালি হয়ে গেছে যে তা দেখে নিকলাই পেত্রোভিচ উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর শরীর ভালো আছে কিনা।

পাভেল পেত্রোভিচ উত্তরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ব্যাপারটা হল কি জানিস, আমি অনেক সময় পিত্তদোষে ভুগি।'

ঘণ্টা দুয়েক পরে তিনি বাজারভের দরজায় গিয়ে ঘা মারলেন।

'আপনার বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি বলে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি,' জানলার পাশে একটা চেয়ারে আসীন হয়ে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা সুন্দর ছড়িটার ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে (সচরাচর তিনি ছড়ি না নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন) তিনি বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আপনার সময় থেকে পাঁচটা মিনিট আমার জন্য খরচ করতেই হবে... এর বেশি অবশ্য আমার দরকার হবে না।'

'আপনি আমাকে যখন যেমন খুশি আজ্ঞা করতে পারেন,' বাজারভ জবাব দিল। পাভেল পেত্রোভিচ যেই মুহূর্তে দরজার চৌকাট পেরিয়েছেন তখনই বাজারভের মুখের ওপর কিসের যেন একটা ছায়া খেলে গেল।

'পাঁচ মিনিটে আমার দিব্যি কুলিয়ে যাবে। আমি আপনাকে মাত্র একটি প্রশ্ন করতে এসেছি।'

'প্রশ্ন? কী ব্যাপারে?'

'তাহলে দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। আমার ভাইয়ের বাড়িতে আপনার আগমনের শুরুতে, যখন আমি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আনন্দ থেকে নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করি নি, তখন অনেক বিষয় সম্পর্কেই আপনার মতামত শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, না আমাদের দু'জনের মধ্যে, না আমার উপস্থিতিতে—কোন অবস্থাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের, মোটকথা ডুয়েলের

কোন প্রসঙ্গ একবারও ওঠে নি। আমার জানতে ইচ্ছে হয় এই বিষয় সম্পর্কে আপনার মত কী?'

পাভেল পেত্রোভিচ ঘরে প্রবেশ করতে বাজারভ উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবারে সে আড়াআড়ি ভাবে হাতের ওপর হাত রেখে টেবিলের একপ্রান্তে বসে পড়ল।

'আমার মত হল এই,' সে বলল। 'তত্ত্বগত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ডুয়েল একটা বাজে জিনিস; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে — আরেক কথা।'

'তার মানে অবশ্য আমি যদি আপনাকে ঠিক বুঝে থাকি— আপনি বলতে চান যে ডুয়েলের ব্যাপারে আপনার তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, ব্যবহারিক বিচারে আপনি কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত দাবি না করে নিজেকে স্রেফ অপমানিত হতে দিতে রাজী নন — তাই ত?'

'আপনি আমার মনোভাব সম্যক অনুধাবন করতে পেরেছেন।'

'খুব ভালো কথা, মশাই। আপনার মুখ থেকে একথা শুনে আমি বড় প্রীত হলাম। আপনার কথা আমাকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করল...'

'অনিশ্চয়তার হাত থেকে, বলুন।'

'একই কথা। আমি এমন ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করি যাতে লোকে আমাকে বুঝতে পারে। আমি... সেমিনারিতে পড়া ছুঁচো-ইঁদুর জাতীয় প্রাণী নই। আপনার কথায় আমি একটা দুঃখজনক অবশ্যকর্তব্য থেকে মুক্ত হলাম। আমি আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামব বলে স্থির করেছি।'

বাজারভ চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আপনার **সঙ্গেই** বটে।'

'কিন্তু কেন? কী জন্য? জানতে পারি কি?'

'কারণটা আমি হয়ত বা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারতাম,' পাভেল পেত্রোভিচ শুরু করলেন। 'কিন্তু আমার মনে হয় সে সম্পর্কে চুপ থাকাই শ্রেয়। আমার রুচির বিচারে, আপনি এখানে বাড়তি মানুষ। আমি আপনাকে সহ্য করতে পারি না, আপনাকে আমি ঘৃণা করি। আর এটাও যদি আপনার কাছে যথেষ্ট মনে না হয়...'

পাভেল পেত্রোভিচের চোখে ঝিলিক খেলে গেল।... বাজারভের চোখও দপ্ করে জ্বলে উঠল।

'তা বেশ ত মশাই,' বাজারভ বলল। 'আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমার ওপর নিজের বীরধর্ম পরখ করে দেখার খেয়াল আপনার মাথায় এসেছে — এই ত? এই আনন্দ থেকে আমি আপনাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারতাম। কিন্তু যাক গে, আপনার যখন সাধ হয়েছে!'

'আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমি আপনার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ,' পাভেল পেত্রোভিচ উত্তরে বললেন। 'আমি তাহলে এখন আশা করতে পারি যে আমাকে হিংসাত্মক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য না করে আপনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন?'

'তার মানে রূপকের আশ্রয় না নিয়ে সাদা কথায় বলতে গেলে আপনার হাতের এই যষ্টিপ্রয়োগের ইঙ্গিত দিচ্ছেন ত?' বাজারভ বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল। 'আপনার বিবেচনায় কোন ভুল নেই। আমাকে অপমান করার কোন দরকার নেই আপনার। সেটা একেবারে নিরাপদও নয়। আপনি

ভদ্রলোকের মতন আচরণ করতে পারেন।... আমিও আপনার চ্যালেঞ্জ ভদ্র ভাবে গ্রহণ করছি।'

'চমৎকার!' এই বলে পাভেল পেত্রোভিচ হাতের ছড়িটা ঘরের কোনায় রেখে দিলেন। 'আমি এখন আমাদের ডুয়েলের শর্ত সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। কিন্তু প্রথমে আমি জানতে চাই, আমার চ্যালেঞ্জের অজুহাত হিশেবে ছোটখাটো বিবাদে লিপ্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিকতার কোন প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন কি?'

'না, আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বরং ভালো।'

'আমার নিজেরও তাই মনে হয়। আমি এও মনে করি যে আমাদের বিবাদের আসল কারণ খুঁজতে যাওয়ারও কোন মানে হয় না। আমরা একে অন্যকে সহ্য করতে পারি না। এর চেয়ে বেশি আর কী দরকার?'

'হ্যাঁ তার বেশি আর কী দরকার?' বাজারভ ব্যঙ্গ করে আওড়াল।

'আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের শর্ত সম্পর্কে যা বলছিলাম... যেহেতু আমাদের সঙ্গে আর কোন লোক থাকছে না... তাছাড়া সেরকম সাহায্য করার লোক পাবই বা কোথায়?..'

'ঠিক কথা, পাবই বা কোথায়?'

'তাই আমি সবিনয়ে আপনার জ্ঞাতার্থে প্রস্তাব করছি: ডুয়েল আমরা লড়ব কাল ভোরে, এই ধরুন, ছ'টার সময়, উপবনের পেছনে। লড়াই হবে পিস্তল দিয়ে। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান থাকবে দশ পায়ের।'

'দশ পায়ের? বেশ, বেশ। আমরা তাহলে দশ পায়ের দূরত্বে একে অন্যকে ঘৃণা করি?'

‘আট পায়েরও করা যেতে পারে,’ পাভেল পেত্রোভিচ বললেন।

‘তা ত বটেই। আটই বা নয় কেন?’

‘দু’জনে দু’বার করে গুলি ছুঁড়তে পারবে। যাতে পরে কোন কথা না ওঠে সেজন্য দু’জনারই পকেটে এই মর্মে চিঠি থাকবে যে তার মৃত্যুর জন্য সে নিজে দায়ী।’

‘কিন্তু এ ব্যাপারটা আমার আদৌ মনঃপূত হচ্ছে না,’ বাজারভ বলল। ‘অনেকটা যেন ফরাসী উপন্যাসের দিকে চলে যাচ্ছে। কেমন যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।’

‘হয়ত তাই। কিন্তু এটা ত মানবেন যে খুনের দায়ে পড়াটা সুখের ব্যাপার হবে না?’

‘মানছি। কিন্তু এই দুঃখজনক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর হাত থেকে উদ্ধারলাভের একটি উপায় আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সহযোগী বলতে যা বোঝায় সে রকম কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে না ঠিকই, কিন্তু কাউকে সাক্ষী রাখতে আপত্তিটা কিসের?’

‘ঠিক কার কথা ভেবে আপনি বলছেন, জানতে পারি কি?’

‘কেন? পিওতর।’

‘কোন্ পিওতর?’

‘আপনার ভাইয়ের খাসচাকর। লোকটা আধুনিক শিক্ষার ঠাটঠমক বেশ ভালো জানে, এরকম ক্ষেত্রে সে তার যথাযথ ভূমিকা — কমিল্‌ফো* পালন করে যাবে।’

‘আমার মনে হয় আপনি ঠাট্টা করছেন মাননীয় মহোদয়।’

‘আদৌ নয়। আমার প্রস্তাবটা নিয়ে বিবেচনা করলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে তা যেমন সরল তেমনি

* ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত (ফরসী-তে comme il faut)।

সুস্থমস্তিষ্কপ্রসূত। ঘটনা অমনিতেই চাপা থাকবে না। কিন্তু পিওতরকে উপযুক্ত তালিম দিয়ে খুনোখুনির জায়গায় নিয়ে আসার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আপনি এখনও ঠাট্টা করছেন,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে পাভেল পেত্রোভিচ বললেন। 'কিন্তু আপনি দয়া করে নিজের সম্মতি প্রকাশ করে যে অনুগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন তার পরে আপনার বিরুদ্ধে আমার আর কিছু বলার নেই।... তা হলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ...হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার পিস্তল আছে কি?'

'কোথা থেকে আমার পিস্তল থাকবে পাভেল পেত্রোভিচ? আমি ত আর যোদ্ধা নই।'

'তাহলে আমি আমার পিস্তল আপনাকে দেব। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি পিস্তল থেকে কোন গুলি ছুঁড়ি নি।'

'সংবাদটা শুনে বড় সান্ত্বনা পেলাম।'

পাভেল পেত্রোভিচ তাঁর ছড়ি তুলে নিলেন।

'অতএব মহানুভব, এখন কেবল বাকি রইল আপনাকে ধন্যবাদ জানানো এবং আপনি যাতে নিজের অধ্যয়নে পুনরায় মনোনিবেশ করতে পারেন সেই প্রার্থনা করা। আমার বিনীত নমস্কার জানবেন।'

'আমাদের আগামীকালের সুখকর সাক্ষাৎকার পর্যন্ত আজকের মতন এখানেই তাহলে বিদায়, মহানুভব,' অতিথিকে দোরগোড়ায় এগিয়ে দিয়ে বাজারভ বলল।

পাভেল পেত্রোভিচ বেরিয়ে চলে গেলেন। বাজারভ খানিকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'ধুত্তোর, শয়তান কোথাকার! কী চমৎকার! মূর্খামিও বটে!

জোর জমেছিল হাসির পালাটা! তালিম পাওয়া কুকুররা ঠিক এই ভাবে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে নাচে। কিন্তু 'না' বলারও কোন উপায় ছিল না — তাহলে নির্ঘাত আমাকে মেরে বসত, আর তখন... (আর কিছু নয় — কেবল কথাটা মনে মনে চিন্তা করামাত্র বাজারভের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠল) তখন ত ওকে বেড়ালছানার মতন গলা টিপে মারা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না।' সে তার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাছে ফিরে এলো। কিন্তু তার মন ততক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, পর্যবেক্ষণের জন্য মনের যে স্থৈর্য দরকার তা আর তার ছিল না। 'আজ আমাদের দেখে ফেলেছে,' সে মনে মনে ভাবল, 'কিন্তু নিজের ভাইয়ের পক্ষ নিয়েই কি এটা করছে? কিন্তু চুমু খাওয়া — তা নিয়ে অমন জল ঘোলা করার কী আছে? এখানে অন্য কোন জিনিস কাজ করছে। আরে! হ্যাঁ, নিজেই প্রেমে পড়ে নি ত? নির্ঘাত প্রেমে পড়েছে! এ ত দিনের আলোর মতন স্পষ্ট! কী ঝামেলায় পড়া গেল, দেখ দেখি!.. যা তা কান্ড!' শেষ পর্যন্ত সে মনে মনে বিবেচনা করে দেখল। 'যা-তা — যে-কোন দিক দিয়েই দেখ না কেন — যা-তা। প্রথমত মাথাটা বাড়িয়ে দিতে হবে, আর যা-ই ঘটুক না কেন, এখান থেকে চলে যেতে হবে। অথচ ও দিকে আর্কাদি... আর নেহাৎই নিরীহ বেচারি নিকলাই পেত্রোভিচ। যা-তা, বড় যা-তা ব্যাপার!'

কেমন যেন একটা বিশেষ ধরনের শান্ত ও নিস্তেজ ভাবে দিনটা কেটে গেল। ফেনেচ্‌কা বলে কেউ যেন এ জগতে কোথাও ছিল না। সে গর্তের ইঁদুরের মতো নিজের ঘরে গিয়ে বসে রইল। নিকলাই পেত্রোভিচের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর গমের দানায় রোগ

ধরেছে। অথচ এই ফসলের ওপর তাঁর বিশেষ আশা-ভরসা ছিল। পাভেল পেত্রোভিচের হিমশীতল সৌজন্য সকলকে — এমনকি প্রকোফিচকে পর্যন্ত তটস্থ করে তুলল। বাজারভ তার পিতাকে চিঠি লিখতে শুরু করেও শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টেবিলের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে মনে মনে ভাবল, 'যদি মারা যাই তাহলে জানতেই পাবে। তবে আমি মারা যাচ্ছি না। এই পৃথিবীতে আরও বহুকাল চরে বেড়াব।'

সে পিওতরকে পরদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তার কাছে আসতে বলল — জরুরী কাজ আছে। পিওতর ভাবল বাজারভ বুঝি তাকে সঙ্গে করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে যেতে চায়। বাজারভ বেশি রাতে শুতে গেল, সারা রাত রাজ্যের যত আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখে সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল।... তার চোখের সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল ওদিন্‌ৎসোভা — সে আবার তার মাও বটে। ওদিন্‌ৎসোভার পিছু নিয়েছে একটা কালো গোঁফওয়ালা বেড়াল — সেই বেড়ালটা হল ফেনেচ্‌কা। এদিকে পাভেল পেত্রোভিচ যেন এক বিশাল অরণ্য, অথচ তারই সঙ্গে তাকে নামতে হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। ভোর চারটের সময় পিওতর তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সে তৎক্ষণাৎ জামাকাপড় পরে তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চমৎকার, স্নিগ্ধ সকাল। আকাশের স্বচ্ছ পাণ্ডুর নীলিমার বুকে বিচিত্রবর্ণের ছোট ছোট পেঁজা মেঘের টুকরো দেখা যাচ্ছে। ঘাস আর পাতার ওপর জমে আছে বিন্দু বিন্দু শিশির, মাকড়সার জালের ওপর সেগুলো ঝলমল করছে।

কালিমালিপ্ত আর্দ্র ধরণী তখনও যেন ঊষার গোলাপী আভা ধারণ করে আছে। সমস্ত আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে চাতকপাখিদের সঙ্গীতসুধা। বাজারভ উপবনটার কাছাকাছি গিয়ে প্রান্তের ছায়ায় বসল। একমাত্র তখনই সে পিওতরের কাছে প্রকাশ করল কী ধরনের উপকার তাকে করতে হবে। শিক্ষিত ভৃত্যটি বেজায় ঘাবড়ে গেল। কিন্তু বাজারভ তাকে এই বলে আশ্বস্ত করল, তাকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হবে মাত্র — এর বেশি কিছু নয়; কোন দায়-দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বাজারভ এও যোগ করল, 'তাছাড়া ভেবে দেখ, কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তোমার ভাগ্যে লেখা আছে।' পিওতর নাচার হয়ে দু'হাত ছড়াল, মুখ নীচু করল, তার চোখেমুখে একটা রুগ্ণ সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়ল। সে একটা বার্চ গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মারিইনো থেকে রাস্তা চলে গেছে ছোট বনভূমিকে পাক দিয়ে। রাস্তার ওপর পড়ে আছে হালকা ধুলোর আবরণ — গতকাল থেকে তার ওপর এখনও কারও কোন স্পর্শ পড়ে নি — না গাড়ির চাকার, না মানুষের পায়ের। বাজারভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামড়াচ্ছিল আর বারবার নিজের মনে বলছিল, 'ইস্ কী মূর্খামি!' সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় তার বার দুয়েক কাঁপুনিও এসে গেল।... পিওতর হতাশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু বাজারভ মৃদু হাসল — সে ভয় পায় নি।

পথের ওপর ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ শোনা গেল। ...গাছপালার ওপাশ থেকে একটা চাষীর আবির্ভাব ঘটল। লোকটা ঢিলা করে পায়ে-পায়ে বাঁধা দুটো ঘোড়াকে সামনে

তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বাজারভের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে তার দিকে তাকাল, মাথার টুপি খুলল না। ব্যাপারটা পিওতরের কাছে কেমন যেন কুলক্ষণ বলে মনে হল, তাই তাকে হতবুদ্ধি দেখাল। বাজারভ মনে মনে ভাবল, 'এই যে এই লোকটাও সকাল সকাল উঠেছে। যাই হোক, উঠেছে অন্তত কাজের তাগিদে, আর আমরা?'

'মনে হয় উনি আসছেন,' হঠাৎ পিওতর ফিসফিস করে বলল।

বাজারভ মাথা তুলতে পাভেল পেত্রোভিচকে দেখতে পেল। হালকা খুপরি কাটা কোট আর তুষারশুভ্র পাতলুন পরে তিনি দ্রুতপদক্ষেপে রাস্তা ধরে আসছিলেন। বগলের তলায় চেপে বয়ে নিয়ে আসছেন সবুজ বনাতের কাপড়ে জড়ানো একটা বাক্স।

'মাফ করবেন, আমি হয়ত আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি,' এই বলে তিনি ঝুঁকে নমস্কার জানালেন— প্রথমে বাজারভের উদ্দেশে, পরে পিওতরের উদ্দেশেও — পিওতরকে সম্মানটা জানালেন অনেকটা হয়ত এই কারণে যে সে আজ দ্বন্দ্বযুদ্ধের একজন সেকেন্ড। তারপর বললেন, 'আমার খিদমদগারকে আমি আর জাগালাম না।'

'ও কিছু নয়,' বাজারভ উত্তরে বলল, 'আমরাও এই সবে এসে পৌঁছেছি।'

'আচ্ছা! তাহলে ত ভালোই হল।' পাভেল পেত্রোভিচ চারপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, 'কাউকে দেখা যাচ্ছে না, বাধা দেবার কেউ নেই।... আমরা আরম্ভ করতে পারি, কী বলেন?'

'হ্যাঁ আরম্ভ করা যেতে পারে।'

'নতুন করে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আশা করি?'

'না, কোন প্রয়োজন নেই।'

'আপনি গুলি ভরবেন কি?' বাক্স থেকে পিস্তল বার করতে করতে পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, আপনিই ভরুন, আমি বরং পায়ে মেপে দূরত্বটা ঠিক করে নিই। আমার পাগুলো লম্বা লম্বা আছে,' বাজারভ ঠাট্টা করে হেসে বলল। 'এক, দুই, তিন...'

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ,' অতি কষ্টে বিড়বিড় করে পিওতর বলল (সে বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল), 'আপনাদের যা মন চায় করুন, আমি সরে দাঁড়াই।'

'চার... পাঁচ... সরে যাও ভাই, সরে যাও। এমনকি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে পার, কানও বন্ধ করতে পার, তবে চোখ বন্ধ করো না। আর, কেউ যদি পড়ে যায়, ছুটে এসে তুলে নিও। ছয়... সাত... আট...' বাজারভ থামল। পাভেল পেত্রোভিচের দিকে ঘুরে বলল, 'হয়েছে? নাকি আরও দু'পা ফেলব?'

'আপনার যেমন খুশি,' দ্বিতীয় গুলিটা ভরতে ভরতে তিনি বললেন।

'আচ্ছা, আরও দু'পা ফেলা যাক,' বাজারভ বুটজুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটল। 'এই হল সীমানা। হ্যাঁ ভালো কথা, এই সীমানা থেকে আমাদের ক'পা করে দূরে সরে যেতে হবে? এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। গতকাল এ নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি।'

'আমি বলি কি দশ পা হোক,' দুটো পিস্তলই বাজারভের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে পাভেল পেত্রোভিচ উত্তরে বললেন। 'যে-কোন একটা বেছে নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন কি?'

'করব বৈ কি। আচ্ছা আপনি এটা মানবেন ত পাভেল পেত্রোভিচ যে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এত অদ্ভুত রকমের যে হাসির উদ্রেক করে? আপনি একবার চেয়ে দেখুন আমাদের সহকারীটির চোখমুখের অবস্থা কী হয়েছে।'

'আপনি এখনও ব্যাপারটাকে মজার মনে করতে চাইছেন,' পাভেল পেত্রোভিচ উত্তর দিলেন। 'আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধটা যে অদ্ভুত ধরনের সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি মনে করি আপনাকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য যে আমি দস্তুরমতো লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। A bon entendeur, salut!*'

'না না, আমরা যে একে অন্যকে খতম করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছি সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে একটু আধটু হাসিঠাট্টা না করার কী আছে, utile dulci** না মেলানোর কী আছে? তাহলে দেখুন, আপনি আমাকে ফরাসীতে বললেন, আমি আপনাকে লাতিনে।'

'আমি দস্তুরমতো লড়াই করব বলছি,' পাভেল পেত্রোভিচ পুনরাবৃত্তি করে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। এদিকে বাজারভ সীমারেখা থেকে দশ পা গুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনি তৈরি?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'পুরোদস্তুর।'

'তা হলে আমরা আগে বাড়তে পারি।'

---

* যার কান আছে সে শুনুক! (ফরাসী)

** প্রীতিকরের সঙ্গে উপযোগী (লাতিন)।

বাজারভ ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, পাভেল পেত্রোভিচও তার দিকে এগিয়ে গেলেন বাঁ হাত পকেটে পুরে আর পিস্তলের নল আস্তে আস্তে উ'চাতে উ'চাতে।... বাজারভ মনে মনে ভাবল, 'এ যে দেখছি সোজা আমার নাককে নিশানা ঠাউরেছে। দেখ দেখি কেমন আবার বেশ মন দিয়ে চোখ কোঁচকাচ্ছে ডাকাতটা। কিন্তু উপলব্ধিটা মধুর নয়। ওর ঘড়ির চেনটার দিকেই বরং তাকিয়ে থাকি...' বাজারভের ঠিক কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে কী যেন একটা বেরিয়ে গেল, সেই মুহূর্তে গুড়ুম করে গুলির আওয়াজ হল। 'শুনতে যখন পেয়েছি তার মানে, ঠিক আছে,' বিদ্যুতের মতো তার মাথায় খেলে গেল চিন্তাটা। সে আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে কোন রকম নিশানা না করে পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিল।

পাভেল পেত্রোভিচ সামান্য টাল খেলেন, তিনি হাত দিয়ে ঊরু চেপে ধরলেন। তার সাদা পাতলুনের ওপর দিয়ে রক্তস্রোত বয়ে চলল।

বাজারভ হাতের পিস্তল একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে গেল।

'আপনি জখম হয়েছেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'সীমারেখার দিকে আমাকে ডাকার অধিকার আপনার ছিল,' পাভেল পেত্রোভিচ বললেন, 'ও কিছু না। শর্ত অনুযায়ী, আমরা দু'জনে আরও একটি করে গুলি ছুঁড়তে পারি।'

'কিন্তু মাফ করবেন, ওটা না হয় অন্য কোন এক সময়ের জন্য তোলা থাক,' পাভেল পেত্রোভিচ বিবর্ণ হয়ে যেতে শুরু করেছেন দেখে বাজারভ তাঁকে খপ্ করে ধরে ফেলে বলল, 'আমি এখন আর দ্বন্দ্বযোদ্ধা নই, আমি একজন ডাক্তার, আমার

সর্বপ্রথম কাজ হল আপনার জখমটা পরীক্ষা করে দেখা। পিওতর! এদিকে এসো দেখি। পিওতর! কোথায় গিয়ে লুকোলে তুমি?'

'ও কিছু নয়।... কারও সাহায্যের দরকার নেই আমার,' থমকে থমকে উচ্চারণ করে বললেন পাভেল পেত্রোভিচ, 'বলছি, আমাদের... দরকার... ফের...' তিনি গোঁফে চাড়া দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হাত দুর্বল হয়ে পড়াতে আর উঠল না, চোখ উলটে গেল, তিনি চেতনা হারালেন।

'বোঝ কান্ড! অজ্ঞান! কোথা থেকে কী!' পাভেল পেত্রোভিচকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিতে দিতে আপনাআপনি বাজারভের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'দেখাই যাক, ব্যাপারটা কী?' সে পকেট থেকে রুমাল বার করে রক্ত মুছল, যেখানে আঘাত লেগেছে তার চারধারটা টিপে দেখল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে সে বলল, 'হাড় কোথাও ভাঙেচোরে নি, গুলিটা গভীরে না গিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে, কেবল একটা মাংসপেশী, vastus externus ঘায়েল হয়েছে। তিন সপ্তাহ পরে ইচ্ছে হলে ধেই ধেই করে নাচতেও পারে।... এদিকে কিনা অজ্ঞান! ওঃ এই নার্ভাস লোকজনদের নিয়ে আর পারা যায় না! দেখ দেখি, কী পাতলা চামড়া!'

'মরে গেলেন নাকি, কর্তা?' তার পিঠের ওপাশে কাঁপা কাঁপা গলার খসখসে আওয়াজ উঠল।

বাজারভ পিছু ফিরে তাকাল।

'জলদি যাও ত ভাই, এক ছুটে জল নিয়ে এসো — এখনও আমাদের দু'জনের চেয়ে ঢের বেশি দিন বাঁচবে হে।'

কিন্তু উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা এই ভৃত্যটি যেন তার কথা এতটুকু বুঝতে পারল না — জায়গা থেকে তার নড়াচড়ার

কোন লক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল না। পাভেল পেত্রোভিচ ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। 'মারা যাচ্ছে!' ফিসফিস করে এই কথা বলে পিওতর ক্রুশচিহ্ন আঁকতে লাগল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। ... একেবারে হাঁদামার্কা চেহারা!' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে আহত ভদ্রলোকটি বললেন।

'আ মলো যা, বললাম না এক ছুটে জল নিয়ে আসতে!' বাজারভ চেঁচিয়ে উঠল।

'দরকার নেই... ওটা ছিল মিনিটখানেকের একটা vertige* মতন।... আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করুন... হ্যাঁ, এই যে... এই ভাবে... যেটুকু জায়গা ছড়েছে তাতে কোন কিছু দিয়ে একটা পটি বাঁধলেই হল — আমি নিজে পায়ে হেঁটে ঘরে চলে যাব; তা নইলে একটা গাড়ি আমার জন্যে ডেকে পাঠানো দরকার। ডুয়েল... আপনার যদি তেমন অভিরুচি হয়, নতুন করে আরম্ভ না করলেও চলবে। আপনি উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন... আজ, কেবল আজকের কথা বলছি — খেয়াল রাখবেন।'

'অতীতের কথা স্মরণ করে কোন কাজ নেই,' বাজারভ আপত্তি তুলে বলল, 'আর ভবিষ্যতের কথা যদি বলেন, তা নিয়েও মাথা ঘামানোর কোন অর্থ হয় না, কেননা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমি এখান থেকে সরে পড়তে চাই। আসুন, এবারে আমি আপনার পায়ে পটি বেঁধে দিই। আপনার আঘাত বিপজ্জনক নয়, তাহলেও রক্তটা বন্ধ করা ভালো। কিন্তু তার আগে এই মরণশীল জীবটির সংজ্ঞা ফেরানো উচিত।'

---

* মাথা ঘোরা (ফরাসী)।

বাজারভ কলার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে পিওতরকে তুলে ধরে গাড়ি আনতে পাঠাল।

'দেখো, ভাইকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না কিন্তু,' পাভেল পেত্রোভিচ বললেন, 'ওকে জানানোর চিন্তা স্বপ্নেও যেন মাথায় না আসে।'

পিওতর ছুটল। ওর গাড়ি আনতে যতক্ষণ সময় লাগল ততক্ষণে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাটির ওপর বসে রইল। কারও মুখে কোন কথা নেই। পাভেল পেত্রোভিচ বাজারভের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করছিলেন। বাজারভের সঙ্গে আপসে মিটমাট করার কোন ইচ্ছা কিন্তু তাই বলে তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁর লজ্জা হচ্ছিল নিজের প্রগল্‌ভতার জন্য, ব্যর্থতার জন্য। গোটা ব্যাপারটা যে তিনিই পাকিয়ে তুলেছিলেন একথা ভেবেও লজ্জা হচ্ছিল তাঁর যদিও তিনি মনে মনে এটাও উপলব্ধি করছিলেন যে এর চেয়ে ভালো ভাবে এর মিটমাট সম্ভব ছিল না। নিজেকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, 'অন্তত এখানে আর ঘুরঘুর করবে না — তাই বা মন্দ কী?' নীরবতা স্থায়ী হল দীর্ঘক্ষণ — বেশ ভারী ও অস্বস্তিকর। দু'জনেরই অস্বস্তি লাগছিল। দু'জনেরই মনে হচ্ছিল যেন একে অন্যকে বুঝতে পারছে। বন্ধুদের মধ্যে এই উপলব্ধিটা প্রীতিকর, কিন্তু শত্রুদের মধ্যে দস্তুরমতো অপ্রীতিকর — বিশেষত যখন বুঝিয়ে বলার কোন উপায় থাকে না, আবার ছেড়ে চলে যাবারও উপায় থাকে না।

'আপনার পায়ের বাঁধনটা খুব শক্ত হয় নি ত?' শেষ কালে বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'না, ঠিক আছে, চমৎকার,' পাভেল পেত্রোভিচ জবাব দিলেন, তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, 'ভাইকে ঠকানো যাবে না,

ওকে বলতে হবে যে রাজনীতি নিয়ে আমাদের ঝগড়া বেধেছিল।'

'বেশ, ভালো কথা,' বাজারভ বলল। 'আপনি বলতে পারেন যারা ইংরেজিয়ানা ফলায় তাদের সবাইকে আমি যা নয় তাই বলে গালাগাল করেছি।'

'খাসা!' তারপর একটা চাষীকে দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এই লোকটা এখন আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে বলে আপনার মনে হয়?'

ঠিক এই চাষীটাই ডুয়েলের কয়েক মিনিট আগে আলগা করে পায়ে পায়ে দড়ি-বাঁধা ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে বাজারভের পাশ দিয়ে গিয়েছিল। এখন একই পথ ধরে ফেরার সময় মনে হল সে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে — বাবুদের দেখতে পেয়ে মাথার টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানাল।

পাভেল পেত্রোভিচের প্রশ্নের উত্তরে বাজারভ বলল, 'কে জানে! খুব সম্ভব কিছুই ভাবছে না। রুশী চাষী হল সেই রহস্যজনক অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি, যার সম্পর্কে মিসেস র‍্যাড্‌ক্লিফ*) কোন এক সময় অনেক কথা বলেছেন। তাকে বোঝে সাধ্যি কার? সে নিজেও নিজেকে বোঝে না।'

'আচ্ছা! এই তাহলে আপনার ধারণা!' পাভেল পেত্রোভিচ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন, দেখুন, আপনার আহাম্মকটা কী কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। আরে, ভাই যে এদিকে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে!'

বাজারভ মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল নিকলাই পেত্রোভিচ ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছেন — তাঁর মুখ ফেকাসে। গাড়ি

থামতে না থামতে তিনি লাফিয়ে নীচে নেমে দাদার দিকে ছুটে গেলেন।

'বলি, এসবের মানে কী?' উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন। 'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, ব্যাপারটা কী বলুন ত?'

'কিছু না,' পাভেল পেত্রোভিচ উত্তর দিলেন, 'খামোকা তোকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। মিস্টার বাজারভের সঙ্গে আমার একটা ছোটখাটো কলহমতন হয়েছিল — এর জন্যে আমাকে কিঞ্চিৎ খেসারত দিতে হল।'

'ঈশ্বরের দোহাই! কেন, কিসের জন্য এসব?'

'তোকে কী করে বলি? তা নেহাৎ যখন শুনতে চাস ত বলি। মিস্টার বাজারভ স্যার রবার্ট পিল*) সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতে শুরু করে দিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখি যে সমস্ত ঘটনাটার জন্য দায়ী একা আমি। মিস্টার বাজারভ চমৎকার আচরণের পরিচয় দিয়েছেন। আমি ওঁকে ডুয়েলে ডাকি।'

'কিন্তু তোমার যে রক্ত ঝরছে দেখছি!'

'তুই কি ভেবেছিলি আমার শিরায় জল আছে? কিন্তু এই রক্তক্ষরণ আমার পক্ষে বরং ভালোই। তাই না, ডাক্তার? হা-হুতাশ না করে আমাকে গাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য কর্ দেখি এখন। কালকের মধ্যে আমি ভালো হয়ে যাব। হ্যাঁ, এই যে, এই ভাবে। চমৎকার! ছেড়ে দাও হে কোচোয়ান।'

নিকলাই পেত্রোভিচ গাড়ির পেছন পেছন চললেন। বাজারভ তাঁর পেছনে...

নিকলাই পেত্রোভিচ তাকে বললেন, 'আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, শহর থেকে যতক্ষণ অন্য ডাক্তারকে নিয়ে আসা না যাচ্ছে ততক্ষণ আপনি দাদার ভার নিন।'

বাজারভ নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পাভেল পেত্রোভিচ বিছানায় শুয়ে আছেন — ব্যাণ্ডেজটা বেশ নিপুণ হাতে বাঁধা। বাড়িময় হুলস্থুল পড়ে গেল। অবস্থা দেখে ফেনেচ্‌কা ভিরমি খেয়ে গেল। নিকলাই পেত্রোভিচ কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে সকলের অলক্ষ্যে নিজের হাত মোচড়াতে লাগলেন। এদিকে পাভেল পেত্রোভিচ হাসি ঠাট্টা করে যেতে লাগলেন — বিশেষত বাজারভের সঙ্গে। তিনি একটা ফিনফিনে কেম্ব্রিকের শার্ট পরে তার ওপর বাবুয়ানা করে বেশ বাহারের একটা প্রাতঃকালীন কোর্তা চাপিয়েছেন, মাথায় পরেছেন ফেজটুপি। জানলার পর্দা ফেলতে দিলেন না, আর খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকা যে একান্ত দরকার বেশ মজা করে অনুযোগের সুরে সে কথা বলতে লাগলেন।

কিন্তু রাতের দিকে তাঁর জ্বর উঠে গেল। মাথা ব্যথা করতে লাগল। শহর থেকে ডাক্তার এসে হাজির হলেন। (নিকলাই পেত্রোভিচ দাদার আপত্তি শুনলেন না। তাছাড়া বাজারভ নিজেও সেই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করল। সারাটা দিন সে নিজের ঘরে বসে রইল — তার চেহারা আগাগোড়া পাণ্ডুর, খিটখিটে। খুব অল্প সময়ের জন্য সে ছুটে ছুটে রোগীকে দেখতে আসছিল। বার দুয়েক দৈবাৎ ফেনেচ্‌কার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কিন্তু বাজারভকে দেখামাত্র সে আতঙ্কে ছিটকে দূরে সরে গেল।) নতুন ডাক্তার শীতল পানীয় গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, তিনিও বাজারভের এই আশ্বাস সমর্থন করলেন যে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁকে বললেন যে দাদা অসতর্কতার দরুন নিজেই নিজেকে জখম

করে বসেছেন। উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'হুম্!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশটি চাঁদির রুব্ল হাতে পেয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য বলুন দেখি! এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে, বুঝলেন কিনা।'

বাড়ির কেউই বাইরের জামাকাপড় ছাড়ল না, ঘুমোতে গেল না। নিকলাই পেত্রোভিচ থেকে থেকে পা টিপে টিপে দাদার ঘরে প্রবেশ করেন, আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে যান। দাদার মাঝে মাঝে আচ্ছন্নের ভাব আসছে, তিনি মৃদু কাতরোক্তি করছেন, তন্দ্রার ঘোরে তাঁকে ফরাসীতে বললেন, 'Couchez-vous'*, পান করতে চান। নিকলাই পেত্রোভিচের উপরোধে একবার ফেনেচ্কাকে এক গেলাস লেমোনেড নিয়ে পাভেল পেত্রোভিচের কাছে যেতে হল। পাভেল পেত্রোভিচ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, ঢকঢক করে পানীয়টা নিঃশেষে পান করে ফেললেন। সকালের দিকে জ্বরের প্রকোপ কিছুটা বৃদ্ধি পেল, বিকারের ঘোরে একটু আধটু ভুল বকতেও শুরু করলেন। গোড়ার দিকে পাভেল পেত্রোভিচ অসংলগ্ন কথা উচ্চারণ করছিলেন, পরে হঠাৎ চোখ খুলতে যখন দেখতে পেলেন শয্যার পাশে তাঁর ভাই উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর ওপর ঝুঁকে আছেন তখন বিড়বিড় করে বললেন:

'আচ্ছা নিকলাই তোর কি মনে হয় না নেলির সঙ্গে ফেনেচ্কার মুখের মোটামুটি একটা আদল আসে?'

'কোন্ নেলির কথা বলছ দাদা?'

'এটা আবার তুই কী জিজ্ঞেস করছিস? কেন, ঐ যে প্রিন্সেস র... রে। বিশেষ করে মুখের ওপরের অংশটা। C'est de la même famille.**'

---

* শুয়ে পড়ুন (ফরাসী)।

** ওরকমই অনেকটা (ফরাসী)।

নিকলাই পেত্রোভিচ কিছু বললেন না, কিন্তু পুরনো অনুভূতি যে এত সজীব হতে পারে একথা ভেবে তিনি ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ‘কখন ভেসে উঠল দেখ!’

‘ওঃ কী ভালোই না আমি বাসি ঐ শূন্যগর্ভ প্রাণীটাকে!’ পাভেল পেত্রোভিচ বেদনায় আকুল হয়ে মাথার পেছনে দু’হাত রেখে কাতরে উঠলেন। ‘কোথাকার কোন্ এক বেহায়া তাকে স্পর্শ করতে সাহস পাবে এটা আমি বরদাস্ত করব না...’ কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

নিকলাই পেত্রোভিচ কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারলেন না এই কথাগুলোর সঙ্গে কার কী সম্পর্ক থাকতে পারে।

বাজারভ পর দিন সকাল আটটা নাগাদ তাঁর কাছে এসে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে জিনিসপত্র গোছগাছ করে ফেলেছে, তার সমস্ত ব্যাঙ, পোকামাকড় ও পাখিদেরও মুক্তি দিয়েছে।

নিকলাই পেত্রোভিচ সামনাসামনি তাকে দেখে সাক্ষাতের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আপনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।’

‘আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। দোষ যে আমার দাদা বেচারির তাতে কোন সন্দেহ নেই — তার জন্য তিনি শাস্তিও পেয়েছেন। উনি আমাকে নিজে বলেছেন যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে আপনার আর গত্যন্তর ছিল না। আমি বিশ্বাস করি যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ... যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের... অনেকটা কারণ হল আপনাদের দু’জনের মতামতের নিরন্তর পারস্পরিক

বিরোধমাত্র। তাকে এড়ানোর কোন উপায় আপনার ছিল না।' (নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর কথাগুলোর মধ্যে জট পাকিয়ে ফেললেন।) 'আমার দাদা সেকেলে ধাঁচের মানুষ, রগচটা, একগুঁয়ে।... ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঘটনার পরিসমাপ্তি অন্য ভাবে না ঘটে এই ভাবে ঘটেছে। এই নিয়ে যাতে কোন কেচ্ছাকেলেঙ্কারি না হয় তার জন্য আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি...'

'সেরকম কোন গোলমাল দেখা দিলে কাজে লাগতে পারে বলে আমি আমার ঠিকানা আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি,' বাজারভ তাচ্ছিল্যভরে বলল।

'আমি আশা করি সে রকম কোন গোলমাল দেখা দেবে না, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ।... আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি এই কথা ভেবে যে আমার বাড়িতে আপনার... আপনার থাকার এই পরিণতি হল। আমার আরও বেশি দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে আর্কাদি...'

যে কোন রকমের 'কৈফিয়তদান' ও 'ভাবাবেগের প্রকাশ' বাজারভ কোন কালে বরদাস্ত করতে পারত না — তাই সে অধৈর্য হয়ে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল:

'ওর সঙ্গে সম্ভবত আমার দেখা হবে, আর যদি না হয় তাহলে আমার অনুরোধ ওকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনি আমার গভীর মনস্তাপ জানবেন।'

'দয়া করে আপনিও...' এই বলে নিকলাই পেত্রোভিচ ঝুঁকে নমস্কার জানালেন। কিন্তু বাজারভ তাঁর কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বেরিয়ে চলে গেল।

বাজারভ চলে যাচ্ছে জানতে পেরে পাভেল পেত্রোভিচ তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনি তার সঙ্গে

করমর্দন করলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাজারভের আচরণ হল নিরুত্তাপ, হিমশীতল। তার বুঝতে বাকি ছিল না যে পাভেল পেত্রোভিচ নিজের উদারতা জাহির করার চেষ্টায় আছেন। ফেনেচ্কার সঙ্গে বিদায় নেওয়া তার সম্ভব হল না — কেবল জানলার ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে বাজারভের দৃষ্টিবিনিময় হল। ফেনেচ্কার মুখ বাজারভের কাছে বিষাদাচ্ছন্ন মনে হল। বাজারভ মনে মনে বলল, 'কপাল খারাপ বলে মনে হচ্ছে।... তবে চাই কি, এই অবস্থা থেকে কোন রকমে বেরিয়ে আসতেও পারে।' এদিকে পিওতর এত কাতর হয়ে পড়ল যে বাজারভের কাঁধের ওপর মাথা রেখে সে কাঁদতে লাগল। শেষকালে 'চোখ ছলছল করছে নাকি তোমার?' বাজারভ এই প্রশ্ন করাতে সে ঠাণ্ডা হল। দুনিয়াশা ত তার ব্যাকুল ভাব লুকানোর জন্য কুঞ্জবনের ভেতরে পালিয়ে গেল। এত সব দুঃখদুর্দশার জন্য যে দায়ী, সে কিন্তু দিব্যি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসে একটা চুরুট ধরাল, আর মাইল আড়াই পথ চলার পর রাস্তায় একটা মোড় নেওয়ার সময় যখন কির্সানভদের খামারবাড়ি আর জমিদারের নতুন বসতবাড়ি একটা রেখায় প্রসারিত হয়ে শেষবারের মতো তার চোখের সামনে দেখা দিল তখন সে কেবল থুতু ফেলে বিড়বিড় করে বলল, 'নিকুচি করেছি জমিদারগুষ্টির!' তারপর ওভারকোটটা সে আরও ভালো করে গায়ে মুড়ি দিল।

পাভেল পেত্রোভিচ অচিরেই একটু ভালো বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ তাঁকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। নিজের এই অবস্থা — যাকে তিনি 'বন্দীদশা' বলতেন—

বেশ ধৈর্য ধরে তিনি সহ্য করে গেলেন। তবে প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে নিজেকে সাফসুতর রাখার ব্যাপারে তিনি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিলেন। বারবার ওডিকোলন দিয়ে ঘর সুবাসিত করার জন্য ঝামেলা করতে লাগলেন। নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁকে পত্রপত্রিকা পড়ে শোনাতেন। ফেনেচ্‌কা আগের মতো তাঁর পরিচর্যা করতে লাগল। সে তাঁর জন্য সুরুয়া, লেমনেড, আধা সিদ্ধ ডিম আর চা নিয়ে আসত। কিন্তু যখনই তাঁর ঘরে ঢুকত, তখনই ভেতরে ভেতরে একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসত। পাভেল পেত্রোভিচের আকস্মিক আচরণ বাড়ির সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল — কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ফেনেচ্‌কাকে। একমাত্র যে লোকটা বিচলিত হল না সে হল প্রকোফিচ — সে বলে বেড়াতে লাগল যে তাদের সময় সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঝগড়া-মারামারি করত বটে, 'কিন্তু সে হত কেবল সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত লোকজনের মধ্যে। আর এই এদের মতো লোকের কথা যদি বল, অভদ্র আচরণের জন্যে এদের ওঁরা আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে বেত মারার হুকুম দিতেন।'

ফেনেচ্‌কা বিবেকের তেমন কোন দংশন ভোগ করছিল না। কিন্তু সময় সময় বিবাদের আসল কারণের কথা চিন্তা করে সে কষ্ট পেত। তাছাড়া পাভেল পেত্রোভিচও তার দিকে এমন অদ্ভুত ভাবে তাকাতেন যে ওঁর দিকে পেছন ফিরে থাকলেও সে তার ওপর ওঁর দৃষ্টি অনুভব করতে পারত। ভেতরে ভেতরে অনবরত এই রকম উদ্বেগের মধ্যে থাকার ফলে সে রোগা হয়ে গেল — আর এক্ষেত্রে সচরাচর যা হয় — সে দেখতে হল আরও মিষ্টি।

একদিন — তখন সকাল — পাভেল পেত্রোভিচ নিজেকে বেশ ভালো বোধ করায় শয্যা থেকে উঠে সোফায় গিয়ে

বসলেন। এদিকে নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে দস্তুরমতো খোঁজখবর নেওয়ার পর মাড়াইয়ের জায়গায় চলে গেলেন। ফেনেচ্‌কা চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে পাশের ছোট টেবিলটার ওপর নামিয়ে রেখে চলে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় পাভেল পেত্রোভিচ ওকে থামালেন।

'আপনার অত তাড়াটা কিসের ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্‌না?' তিনি শুরু করলেন। 'তেমন কোন কাজ আছে নাকি আপনার?'

'না কর্তা... কিন্তু হ্যাঁ কর্তা... ওখানে গিয়ে চা ঢালতে হবে যে।'

'আপনাকে ছাড়া দুনিয়াশা ওটা করতে পারবে। অসুস্থ লোকের পাশে একবার একটু বসুনই না। তাছাড়া হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথাও আছে।'

ফেনেচকা চুপচাপ একটা গদি-আঁটা চেয়ারের প্রান্তে গিয়ে বসল।

পাভেল পেত্রোভিচ গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, 'শুনুন, অনেক দিন হল আমি একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছি — আপনি যেন আমাকে ভয় পান?'

'আমি? আমার কথা বলছেন কর্তা?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনি আমার চোখে চোখে কখনও তাকান না — দেখে মনে হয় আপনার বিবেক যেন পরিষ্কার নয়।'

ফেনেচ্‌কার মুখে রক্তিমাভা খেলে গেল, কিন্তু সে পাভেল পেত্রোভিচের দিকে চোখ তুলে তাকাল। পাভেল পেত্রোভিচকে তার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল, তার বুক দুরদুর করে উঠল।

'আপনার বিবেক কি পরিষ্কার?' তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন।

‘কেন? পরিষ্কার হবে না কেন?’ সে মৃদুস্বরে বলল।

‘কেন, তা কে বলতে পারে! আচ্ছা, কার কাছে আপনি অপরাধী হতে পারেন? আমার কাছে? সেটা অসম্ভব? এই বাড়ির অন্য কোনও লোকজনের কাছে? তাও সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে কি আমার ভাইয়ের কাছে? কিন্তু আপনি ত ওকে ভালোবাসেন, তাই না?’

‘ভালোবাসি।’

‘আপনার সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে?’

‘আমি নিকলাই পেত্রোভিচকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি।’

‘সত্যি বলছেন? আমার দিকে একবার তাকান দেখি, ফেনেচ্‌কা।’ (এই প্রথম তিনি ওকে ‘ফেনেচ্‌কা’ বলে ডাকলেন) ‘আপনি জানেন, মিথ্যে কথা বলা বড় পাপ!’

‘আমি মিথ্যে বলছি না, পাভেল পেত্রোভিচ। আমি নিকলাই পেত্রোভিচকে ভালোবাসব না — এ কী করে হয়? — এর পর ত আমার বাঁচারই কোন অর্থ হয় না!’

‘ওর বিনিময়ে আপনি অন্য কাউকে চান না?’

‘কাকে চাইতে পারি, বলুন?’

‘তা কে বলতে পারে? আচ্ছা, ধরুন না কেন, এই যে যে ভদ্রলোকটি এখান থেকে চলে গেলেন তাকে।’

ফেনেচ্‌কা উঠে দাঁড়াল।

‘হা ভগবান! কেন, কিসের জন্যে আপনি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন, পাভেল পেত্রোভিচ? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি? এমন কথা কী করে মুখে আনতে পারলেন?’

পাভেল পেত্রোভিচ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘কিন্তু ফেনেচ্‌কা, আমি যে দেখেছি...’

'কী আপনি দেখেছেন, কর্তা?'

'ঐ যে ওখানে... কুঞ্জের ভেতরে।'

ফেনেচ্‌কার চুলের গোড়া এবং কণ্ঠমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল।

'কিন্তু সেখানে আমার দোষটা কোথায়, বলুন?' অতি কষ্টে সে উচ্চারণ করল।

পাভেল পেত্রোভিচ সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

'দোষ আপনার নয়? না? এতটুকু নয়?'

'আমি দুনিয়ায় একমাত্র নিকলাই পেত্রোভিচকে ভালোবাসি এবং চিরকাল তাকে ভালোবাসব!' ফেনেচ্‌কার গলা ঠেলে একটা চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে বলল, 'আর আপনি যা দেখেছেন সে সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে শেষ বিচারের সময়ও আমি এই কথাই বলব যে সে ব্যাপারে আমি দোষী নই, আমার কোন দোষ ছিল না। আর এখন, এই অবস্থায় আমার মরাই ভালো, যদি লোকের মনে এমন সন্দেহ হয় যে আমি আমার হিতৈষী নিকলাই পেত্রোভিচের কাছে...'

বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো -- আর ঠিক এই সময় সে অনুভব করল পাভেল পেত্রোভিচ তার হাত চেপে ধরেছেন। ... তাঁর দিকে তাকানোমাত্র ফেনেচ্‌কা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। পাভেল পেত্রোভিচ আগের চেয়েও ফেকাসে হয়ে গেছেন, তাঁর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে একটা, একমাত্র একটা ভারী অশ্রুবিন্দু তাঁর গণ্ডদেশ বয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'ফেনেচ্‌কা!' কেমন যেন একটা অদ্ভুত কণ্ঠে ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'ভালোবাসুন, আমার ভাইকে

ভালোবাসুন! ওর মনটা বড় নরম, বড় ভালোমানুষ ও! দুনিয়ায় আর কারও খাতিরে ওর সঙ্গে বেইমানী করবেন না, আর কারও কথায় কান দেবেন না! একবার ভেবে দেখুন, ভালোবেসেও ভালোবাসার পাত্র হতে না পারার মতন ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে! আমার বেচারা নিকলাইকে ছেড়ে যাবেন না!'

ফেনেচ্‌কা এতদূর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল, আতঙ্ক মিলিয়ে গেল। কিন্তু যখন পাভেল পেত্রোভিচ, স্বয়ং পাভেল পেত্রোভিচ, তার হাতটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলেন এবং চুম্বন না করে ঐ ভাবেই চেপে ধরে রইলেন — থেকে থেকে কেবল আক্ষেপভরে ফুলে ফুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তখন ফেনেচ্‌কার মনের যা অবস্থা হল...

'হা ভগবান!' সে মনে মনে ভাবল, 'আবার মূর্ছা গেল নাকি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিধ্বস্ত জীবনের সমস্ত স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছিল।

কার যেন দ্রুত ব্যস্তসমস্ত পদক্ষেপে সিঁড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। পাভেল পেত্রোভিচ সঙ্গে সঙ্গে ফেনেচ্‌কাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা লুটিয়ে শুয়ে পড়লেন। দরজা ফাঁক হয়ে গেল, প্রবেশ করলেন নিকলাই পেত্রোভিচ। তাঁর গন্ডদেশে গোলাপী আভা। তাঁকে প্রফুল্ল ও সতেজ দেখাচ্ছিল। কোলে মিতিয়া। বাবার মতো সেও গোলাপী, সতেজ — গায়ে একটামাত্র নীচের জামা। খুদে খুদে খালি পায়ের আঙুল দিয়ে বাবার গায়ের দেহাতীমার্কা কোর্তার বড় বড় বোতামগুলো আঁকড়ে ধরে বুকের ওপর লাফালাফি করছে।

ফেনেচ্‌কা তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ছুটে গেল এবং তাঁকে, সেই সঙ্গে পুত্রকেও হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধের ওপর মাথা রাখল। নিকলাই পেত্রোভিচ অবাক হয়ে গেলেন। ফেনেচ্‌কা লাজুক ও নম্র স্বভাবের — তৃতীয় কোন ব্যক্তির সমক্ষে সে কখনও তাঁকে সোহাগ দেখায় না।

'কী হল তোমার?' তিনি বললেন, তারপর দাদার দিকে নজর পড়তে ফেনেচ্‌কার কোলে মিতিয়াকে দিয়ে পাভেল পেত্রোভিচের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আগের চেয়ে খারাপ বোধ করছ?'

পাভেল পেত্রোভিচ কেম্ব্রিকের রুমালে মুখ গুঁজলেন।

'না... অমনিতে... কিছু নয়। বরং আজ অনেক ভালো বোধ করছি।'

'তুমি কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সোফায় উঠে এসে ভালো কর নি।' তারপর নিকলাই পেত্রোভিচ ফেনেচ্‌কার দিকে ঘুরে যোগ করলেন, 'আরে তুমি আবার কোথায় চললে?' কিন্তু ফেনেচ্‌কা ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে দুম্‌ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নিকলাই পেত্রোভিচ দাদাকে বললেন, 'আমি আমার বীরপুরুষটিকে নিয়ে এসেছিলাম তোমাকে দেখাব বলে। জ্যাঠার জন্যে ওর মন কেমন করছে। ও অমন ভাবে ওকে নিয়ে চলে গেল কেন? কিন্তু তোমার কী হল? তোমাদের দু'জনের মধ্যে কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ভাই!' পাভেল পেত্রোভিচ গম্ভীর ভাবে বললেন।

নিকলাই পেত্রোভিচ চমকে উঠলেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন — যদিও নিজেই বুঝতে পারলেন না, কেন।

'ভাই,' পাভেল পেত্রোভিচ আওড়ালেন, 'আমাকে কথা দে, আমার একটা অনুরোধ রাখবি।'

'কী অনুরোধ? বল।'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু। আমার বিশ্বাস তার ওপর নির্ভর করছে তোর জীবনের সমস্ত সুখ। এখন আমি তোকে যে কথাটা বলতে চাই তা নিয়ে আজকাল সারাক্ষণ অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি।... ভাই তোর দায়িত্ব পালন কর, মানুষ হিশেবে তুই তোর দায়িত্ব পালন করে সততা ও মহত্ত্বের পরিচয় দে। তুই সবার ওপরে, সকলের চেয়ে ভালো মানুষ তুই — তাই বলি, যে-মোহ আর মন্দ দৃষ্টান্তের বশবর্তী হয়ে তুই পড়ে আছিস তার পালা চুকিয়ে দে!'

'তুমি কী বলতে চাও, দাদা?'

'ফেনেচ্‌কাকে বিয়ে কর্‌।... ও তোকে ভালোবাসে, ও তোর ছেলের মা।'

নিকলাই পেত্রোভিচ এক পা পিছিয়ে গেলেন। অবাক হয়ে গালে হাত দিলেন।

'একথা তুমি বলছ দাদা? বলছ কিনা তুমি, যাকে আমি চিরকাল এই ধরনের বিয়ের কট্টর বিরোধী বলে মনে করে এসেছি! সেই তোমার মুখে একথা! কিন্তু তুমি কি জান না, যাকে তুমি অতি সঙ্গত কারণে আমার কর্তব্য বললে, তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই এত দিন তা পালন করতে পারি নি!'

'এক্ষেত্রে তুই আমাকে শ্রদ্ধা করে ঠিক করিস নি,' হতাশাপূর্ণ ম্লান হাসি হেসে আপত্তি করে বললেন পাভেল পেত্রোভিচ। 'আমি এখন বুঝতে পারছি যে বাজারভ যে আভিজাত্যের প্রসঙ্গ তুলে আমাকে খোঁটা দিত সেটা ঠিকই করত। না রে ভাই না, ওসব নাক সিঁটকানো ভাব আর শৌখিন সমাজের চিন্তা ছাড়তে হবে — আমরা এখন বুড়ো, শান্তিপ্রিয় মানুষ — সমস্ত রকম অসার চিন্তা ছেড়ে দেবার

সময় হয়েছে। হ্যাঁ তুই যে কর্তব্য পালনের কথা বলছিস, তা-ই আমরা করব, আর তাহলেই, দেখবি, আমরা সুখও পাব।'

নিকলাই পেত্রোভিচ ছুটে গিয়ে দাদাকে আলিঙ্গন করলেন।

'তুমি আমার চোখ শেষ পর্যন্ত খুলে দিলে!' তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন। 'আমি কি আর সাধে সব সময় বলতাম যে তোমার মতন ভালো আর বুদ্ধিমান মানুষ এই দুনিয়ায় আর একটিও নেই! এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি যেমন বিচক্ষণ, তেমনি উদার।'

'আস্তে, আস্তে,' পাভেল পেত্রোভিচ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন। 'তোমার এই যে বিচক্ষণ দাদাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে সামান্য একজন ফৌজী ঝাণ্ডাবরদারের মতন ডুয়েল লড়ল, তার ঠ্যাঙ ধরে আর টানাটানি করে কাজ নেই। ফেনেচ্‌কা হবে আমার... belle-sœur* — এই হল সাফ কথা।'

'পাভেল, দাদা আমার! কিন্তু আর্কাদি কী বলবে?'

'আর্কাদি? কেন? ও উল্লসিত হবে! বিয়ে ওর নীতির বাইরে, কিন্তু সমতার উপলব্ধি ওর মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দেবে, ও তার জন্য গর্ব বোধ করবে। তাছাড়া সত্যিই ত এই au dix-neuvième siècle** কীই বা মানে হয় বর্ণপ্রথার?'

'ওঃ দাদা! দাদা! দাও, আরও একবার তোমাকে চুমো খাই। ঘাবড়িও না, আমি সাবধানে চুমো খাব।'

দুই ভাই আলিঙ্গনবদ্ধ হল।

'তুই কী বলিস, এখনই তোর সিদ্ধান্তটা ওকে জানালে কেমন হয়?' পাভেল পেত্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

---

* ভ্রাতৃবধূ (ফরাসী)।

** ঊনবিংশ শতাব্দীতে (ফরাসী)।

‘তাড়াহুড়োর কী দরকার?’ নিকলাই পেত্রোভিচ আপত্তি তুলে বললেন। ‘এই নিয়ে তোমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল নাকি?’

‘ওর সঙ্গে এই নিয়ে কথা? Quelle idée!*’

‘তা হলে ত চমৎকার! আগে সুস্থ হয়ে ওঠ — এটা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ভালো করে ভাবতে হবে, ভেবেচিন্তে দেখতে হবে...’

‘কিন্তু তুই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিস, তাই না?’

‘অবশ্যই, সিদ্ধান্ত ত নিয়েইছি। তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমি চলি, তোমার বিশ্রাম করা দরকার। যে কোন রকম উত্তেজনা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর।... যাই হোক, এই নিয়ে পরে আমাদের আরও কথা হবে। এখন ঘুমোতে যাও গে দাদা। ভগবান তোমাকে সুস্থ রাখুন!’

নিকলাই পেত্রোভিচ চলে যাবার পর পাভেল পেত্রোভিচ একা একা ভাবলেন, ‘আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে কেন ও? ভাবটা এমন যেন ব্যাপারটা ওর ওপর নির্ভর করছিল না! আর আমি, ও বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথাও চলে যাব — ড্রেসডেনে, নয়ত ফ্লোরেন্সে — সেখানেই বাস করব জীবনের অন্তিম মুহূর্ত যতদিন না আসে।’

পাভেল পেত্রোভিচ ওডিকোলন দিয়ে কপাল ভিজিয়ে চোখ বুজলেন। উজ্জ্বল দিনের আলোয় উদ্ভাসিত তার সুন্দর, বিশীর্ণ মস্তক শুভ্র উপাধানের ওপর শায়িত — যেন একটি শবদেহ।... বাস্তবিকই তিনি যেন এক জীবন্ত শবদেহ।

---

* কী যে চিন্তা! (ফরাসী)

পঁচিশ

নিকোল্‌স্কয়ের বাগানে উঁচু অ্যাশ গাছের ছায়ায় ঘাসে ঢাকা একটা ঢিবির ওপরে বসে আছে কাতিয়া ও আর্কাদি। তাদের পাশে মাটিতে শুয়ে শিকারী কুকুর ফিফি। সে তার দীর্ঘ শরীরটাকে যে রকম নমনীয় ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে রেখেছে শিকারীদের মহলে তা 'শশকমুদ্রা' নামে পরিচিত। আর্কাদি এবং কাতিয়া দু'জনের কারও মুখেই কোন কথা নেই। আর্কাদির হাতে একটা আধ খোলা বই, আর কাতিয়া ঝুড়ি থেকে ভুক্তাবশিষ্ট পাঁউরুটির গুঁড়ো খুঁটে খুঁটে বার করে চড়াইদের একটা ছোটখাটো পরিবারের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে — চড়াইগুলোও তাদের স্বাভাবিক ভয়মিশ্রিত স্পর্ধা নিয়ে তার পায়ের ঠিক কাছে লাফালাফি ও কিচিরমিচির করছে। মৃদুমন্দ বায়ু অ্যাশ গাছের ঘন পাতার মধ্যে শিহরন তুলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট পথটার ওপর এবং ফিফির হলুদ রঙের পিঠের ওপর ধীরে ধীরে পাণ্ডুর সোনালি আলোর বিন্দু আগে পিছে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। আর্কাদি ও কাতিয়ার ওপর বিস্তার করে আছে একটা নিরবচ্ছিন্ন ছায়া — কেবল কদাচিৎ কাতিয়ার চুলের ভেতরে চকমক করে উঠছে উজ্জ্বল একটা আলোর ফালি। ওদের দু'জনের কারও মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু ওদের এই নীরবতা এবং যে ভাবে ওরা দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে, সেটা ওদের আস্থাপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়কও বটে। ওদের দু'জনের কেউই যেন তার পাশের ব্যক্তিটির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়, অথচ দু'জনেই মনের গহনে এই সান্নিধ্যের জন্য উল্লসিত। সেই শেষবার যে আমরা ওদের দেখেছিলাম তার পর থেকে এখন

ওদের মুখের চেহারাও পালটে গেছে — আর্কাদিকে মনে হচ্ছে আগের চেয়ে ধীরস্থির, কাতিয়া যেন আরও প্রফুল্ল, তার সাহস যেন আগের চেয়ে বেড়েছে।

আর্কাদি শুরু করল, 'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না, রুশ ভাষায় অ্যাশ গাছকে যে 'ইয়াসেন'* বলা হয় সেটা খুব উপযুক্ত? — আর কোন্ গাছ আছে যে এত স্বচ্ছন্দে, এত স্পষ্ট হাওয়া ফুঁড়ে যেতে পারে?'

কাতিয়া চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ।' আর্কাদি ভাবল, 'যাক, এ আমাকে কাব্যি করে কথা বলার জন্য খোঁটা দেয় না।'

'আমি হাইনে পছন্দ করি না,' আর্কাদির হাতের বইটা চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে কাতিয়া বলল, 'যখন হাসে তখনও নয়, যখন কাঁদে তখনও নয় — আমি তাকে তখনই পছন্দ করি যখন সে ভাবে বিভোর, যখন সে বিষণ্ণ।'

'আমার কিন্তু পছন্দ যখন সে হাসে,' আর্কাদি মত প্রকাশ করল।

'এ হল আপনার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার সেই পুরনো বাতিক— তার রেশ... ('পুরনো বাতিক! — তার রেশ!' আর্কাদি মনে মনে ভাবল। 'বাজারভ যদি একথা শুনতে পেত!') দাঁড়ান না, আমরা আপনাকে পাল্‌টে দেব।'

'কে আমাকে পাল্‌টে দেবে? আপনি নাকি?'

'কে? — আমার দিদি; তাছাড়া পরফিরি প্লাতোনভিচ, যার সঙ্গে আপনি আর ঝগড়া করেন না, আমাদের মাসী, যার সঙ্গে এই সেদিন আপনি গির্জেয় গিয়েছিলেন।'

---

* ইয়াসেন অর্থ স্পষ্ট, উজ্জ্বল। — অনুঃ

'আমি ত আর 'না' বলতে পারি না! আর আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার কথা যদি বলেন, আপনার বোধ হয় মনে আছে, অনেক ব্যাপারে ইয়েভ্‌গেনির সঙ্গে তাঁকে একমত হতে দেখা গেছে।'

'তখন আমার দিদির ওপর ওঁর প্রভাব ছিল, যেমন ছিল আপনার ওপর।'

'যেমন ছিল আমার ওপর! আপনার কি তাহলে মনে হয় আমি এখন তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছি?'

কাতিয়া চুপ করে রইল।

আর্কাদি বলে চলল, 'আমি জানি, আপনি কখনও ওকে পছন্দ করতেন না।'

'ওঁর বিচার করার সামর্থ্য আমার নেই।'

'জানেন কি কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌না? যতবার আমি এই উত্তরটা শুনি, কোন বারই আমার তা বিশ্বাস হয় না।... এমন কোন লোক নেই যার বিচার আমাদের যে কেউ করতে পারে না! এটা স্রেফ আপনার একটা অজুহাত।'

'তাহলে আমি আপনাকে বলি, ওঁকে আমি যে ঠিক অপছন্দ করি তা নয়; আসলে আমি উপলব্ধি করি উনি আমার কাছে যেমন একজন ভিন্নগোত্রীয় লোক, আমিও তেমনি ওঁর কাছে ভিন্নগোত্রীয়... তাছাড়া, হ্যাঁ, আপনিও ওঁর কাছে তাই...'

'এমন কথা বলছেন কেন?'

'আপনাকে কী করে বুঝিয়ে বলি?.. উনি শিকারী জীব, আর আমরা হলাম পোষা জীব।'

'আমিও পোষা জীব নাকি?'

কাতিয়া ঘাড় নাড়ল।

আর্কাদি কানের পেছন চুলকাল।

‘শুনুন কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্না, কথাটা কিন্তু আসলে অপমানজনক।’

‘কেন, শিকারী জীব হওয়াটা কি আপনার ইচ্ছে নাকি?’

‘শিকারী জীব — না; কিন্তু সবল আর উদ্যোগী ত বটে।’

‘এ এমন জিনিস নয় যা আপনি চাইতে পারেন।... এই যে আপনার বন্ধু — উনি যে এটাও চান এমন নয়, অথচ ওঁর মধ্যে এটা আছে।’

‘হুম্! তা আপনি বলতে চান যে আন্না সের্গেইয়েভ্নার ওপর সে বড় রকমের প্রভাব খাটিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু ওর ওপর কেউ বেশি দিন টেক্কা দিয়ে চলতে পারে না,’ চাপা গলায় কাতিয়া যোগ করল।

‘আপনার এমন মনে করার কারণ?’

‘ও বড় দেমাকী... না, কথাটা আমি ঠিক বললাম না... ও নিজের স্বাধীনতাকে খুব মূল্য দেয়।’

‘কে না মূল্য দেয়?’ আর্কাদি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের ভেতরে বিদ্যুতের মতো যে-চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠল তা এই যে ‘কিন্তু তাতে লাভটা কী?’ কাতিয়ার মনেও খেলে গেল সেই একই চিন্তা: ‘কিন্তু তাতে লাভটা কী?’ অল্পবয়সী লোকজনের মধ্যে যখন ঘন ঘন ও বন্ধুত্বপূর্ণ মিলন ঘটে তখন অনবরত তাদের চিন্তাভাবনারও মিল দেখা যায়।

আর্কাদি মৃদু হেসে কাতিয়ার আরও একটু কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল:

‘আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে আপনি ওঁকে কিছুটা ভয় পান?’

'কাকে?'

'ওঁকে,' আর্কাদি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে আবার বলল।

'আর আপনি!' কাতিয়া পাল্‌টা জিজ্ঞেস করল।

'আমিও। খেয়াল রাখবেন, আমি কিন্তু বলেছি, 'আমিও'।'

কাতিয়া শাসানোর ভঙ্গিতে তার দিকে তর্জনী তুলল।

সে বলতে শুরু করল, 'এতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। দিদি আপনাকে এখন যে রকম সুনজরে দেখছেন এর আগে কখনও সে চোখে দেখতেন না — প্রথমবার আপনি যখন এখানে এসেছিলেন তখনকার তুলনায় অনেক বেশি প্রসন্ন আপনার ওপর।'

'তাই নাকি?'

'কেন, আপনি কি তা লক্ষ করেন নি? আপনি কি এতে খুশি নন?'

আর্কাদি চিন্তায় পড়ে গেল, তারপর বলল:

'আমি কী কাজ করেছি যার জন্যে আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার অনুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটতে পারে? আপনাদের মা'র চিঠিগুলো তাঁকে এনে দিয়েছি বলে কি?'

'সে কারণে ত বটেই, এছাড়াও আরও কারণ আছে যেগুলো আপনাকে আমি বলব না।'

'কেন? বলবেন না কেন?'

'বলব না, ব্যস্‌!'

'ও, বুঝেছি — আপনি বড্ড জেদী।'

'জেদী!'

'তাছাড়া নিরীক্ষণ করার ক্ষমতাও আছে আপনার।'

কাতিয়া আর্কাদির দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

‘আপনি কি তার জন্য রাগ করছেন? আপনি কী নিয়ে ভাবছেন?’

‘বাস্তবিকই নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা আপনার আছে — আমি ভাবছি, কোথা থেকে এলো আপনার এই ক্ষমতা? আপনি এমন ভীরু, কাউকে বিশ্বাস করেন না, সকলের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকেন...’

‘আমি বহুকাল একা থেকেছি — আপনা থেকেই চিন্তা এসে যায়। কিন্তু আমি সকলের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি এটা কি ঠিক?’

আর্কাদি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল কাতিয়ার দিকে। সে বলে চলল, ‘এ সবই চমৎকার। কিন্তু আপনার অবস্থায় — আমি বলতে চাই, আপনি যে রকম সম্পন্ন, সেই অবস্থায় লোকে সচরাচর এরকম গুণের অধিকারী হয় না — রাজা-মহারাজার কাছে যেমন সত্য সহজে পেঁছোয় না, তাদের ক্ষেত্রেও তেমনি।’

‘কিন্তু আমি ত আর ধনী নই।’

আর্কাদি হকচকিয়ে গেল — কাতিয়ার কথার তাৎপর্য সে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল না। পরে তার খেয়াল হল, ‘আরে সত্যিই ত — জমিদারী যে সমস্তটা ওর দিদির!’ কথাটা চিন্তা করে তার খারাপ লাগল না।

‘কী সুন্দর আপনি বললেন কথাটা!’ সে বলল।

‘কেন, ওকথা বলছেন কেন?’

‘বলেছেন সুন্দর — সহজ-সপ্রতিভ ভাবে, কোন রকম ভান না করে। প্রসঙ্গত আমার মতে, যে-লোক মনে মনে জানে এবং কথায় কথায় বলে যে সে গরিব, তার উপলব্ধির মধ্যে,

মানতেই হবে, বিশেষ ধরনের, নিজস্ব ধরনের একটা কেমন যেন আত্মশ্লাঘার ভাব প্রকাশ পায়।'

'আমার দিদির কৃপায় সে রকম কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয় নি। আমি আমার অবস্থার উল্লেখ করলাম, কেবল কথা প্রসঙ্গে তা উঠল বলে।'

'সেটা ঠিক। তবে আপনাকে মানতে হবে, যে আত্মশ্লাঘার কথা আমি এখন বললাম, আপনার মধ্যেও তার ছিটেফোঁটার আভাস পাওয়া যায়।'

'যেমন?'

'যেমন, আপনি ত আর — কথাটার জন্য আমাকে মাফ করবেন — কোন ধনী লোককে বিয়ে করতে যাবেন না, তাই না?'

'যদি আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম... না, আমার মনে হয়, তাহলেও করতাম না।'

'তাহলে! দেখলেন ত!' আর্কাদি উল্লসিত হয়ে বলল, তারপর একটু থেমে যোগ করল, 'আচ্ছা কেন তাকে বিয়ে করতেন না শুনি?'

'করতাম না এই কারণে যে গানেও অসমান ঘরের মেয়ের কথা আছে।'

'কারণ হয়ত এই যে আপনি কর্তৃত্ব করতে চান, নয়ত...'

'উঁহু। তা কেন হতে যাবে? বরঞ্চ তার উলটো — আমি নিজেকে সঁপে দিতে রাজী আছি; কিন্তু অসমান ব্যবহার — অসহ্য। নিজেকে সঁপে দিয়েও আত্মমর্যাদা বজায় রাখা — এটা আমি বুঝি। এ হল সুখ; কিন্তু কারও অধীনতা স্বীকার করে প্রাণ ধারণ করা... না, না, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়,' কাতিয়ার কথায় প্রতিধ্বনি করে

বলল আর্কাদি। 'আন্না সের্গেইয়েভ্না আর আপনার মধ্যে যে একই রক্ত বইছে এর পরও কি তা কাউকে বলে দিতে হবে! — তাঁরই মতো আপনিও স্বাধীনচেতা, তবে আপনি আরও গোপন স্বভাবের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কখনই প্রথম আপনার অনুভূতি প্রকাশ করবেন না — তা সে অনুভূতি যত প্রবল আর পবিত্রই হোক না কেন...'

'তা ত ঠিকই। এর অন্যথা কী করে সম্ভব?' কাতিয়া বলল।

'আপনিও একই রকম বুদ্ধিমতী। আর চরিত্রবলও, তাঁর চেয়ে বেশি যদি নাও হয়, সমান ত আছেই...'

'দয়া করে আমাকে আমার দিদির সঙ্গে তুলনা করবেন না,' কথার মাঝখানে তাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে কাতিয়া বলল, 'এটা আমার পক্ষে বড় বেশি অসুবিধাজনক। মনে হয় আপনি যেন ভুলে গেছেন যে দিদি যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, এবং... আর সব লোকের কথা ছেড়ে দিলেও, আর্কাদি নিকলায়েভিচ, আপনার অন্তত শোভা পায় না এ ধরনের কথা বলার — তাও আবার মুখ অমন গম্ভীর করে।'

''আপনার অন্তত' — এর মানে কী? আপনি এ সিদ্ধান্তে এলেন কী করে যে আমি ঠাট্টা করছি?'

'ঠাট্টা করছেন ত বটেই।'

'আপনি তাই মনে করেন? কিন্তু আমি যা বলছি তা যদি আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে বলে থাকি? শুধু তা-ই নয়, আমি যদি মনে করি যে কথাটা ঠিক যতটা জোর দিয়ে বলা উচিত ছিল ততটা জোর দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারি নি?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছেন? এখন তাহলে দেখতে পাচ্ছি আপনার

নিরীক্ষণের ক্ষমতা নিয়ে আমি বাস্তবিক বড় বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসা করে ফেলেছি আপনাকে।'

'সে কী রকম?'

আর্কাদি কোন জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এদিকে কাতিয়া ঝুড়ির ভেতরে হাতড়ে আরও কিছু ভাঙা রুটির গুঁড়ো খুঁজে পেয়ে চড়াইদের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কিন্তু তার হাত ছোঁড়াটা এত জোর হল যে রুটির গুঁড়োগুলো অনেক দূরে গিয়ে উড়ে পড়ল — চড়াই পাখিরা ঠোকরানোর আর অবকাশ পেল না।

'কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্না,' আর্কাদি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার হয়ত এতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু একথা জেনে রাখবেন যে আপনার দিদিকে কেন, এই দুনিয়ায় আর কাউকেই আমি আপনার জায়গায় বসাতে রাজী নই।'

মুখ ফসকে যে কথা বেরিয়ে গেছে তার জন্য যেন ভয় পেয়ে সে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে স্থান ত্যাগ করল।

এদিকে ফুলের সাজি সমেত কাতিয়ার দুই হাত ধপ্ করে তার কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল। সে মাথা হেঁট করে অনেকক্ষণ ধরে আর্কাদির অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। একটু একটু করে তার গন্ডদেশে ঈষৎ রক্তিমাভা ফুটে উঠল; কিন্তু অধরে তখনও হাসির চিহ্ন নেই, গভীর কালো চোখে বিহ্বলতার ছাপ এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কী যেন উপলব্ধির আভাস — যে উপলব্ধির এখনও কোন নাম দেওয়া যায় না।

'তুই একা?' পাশ থেকে বেজে উঠল আন্না সের্গেইয়েভ্নার কণ্ঠস্বর। 'আমার যেন মনে হল তুই আর্কাদির সঙ্গে বাগানে গেলি?'

কাতিয়া কোন ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ না করে আস্তে আস্তে দিদির দিকে চোখ ঘোরাল (ছিমছাম সুন্দর, এমনকি মার্জিত রুচির পোশাক পরে সে দাঁড়িয়ে ছিল ছোট রাস্তাটার ওপরে, হাতের খোলা ছাতার ডগা দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল ফিফির কানে), ধীরেসুস্থে উত্তর দিল:

'আমি একা।'

'সে ত আমি দেখতেই পাচ্ছি,' দিদি মৃদু হেসে বলল, 'ও তাহলে নিজের ঘরে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোরা একসঙ্গে পড়ছিলি?'

'হ্যাঁ।'

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না কাতিয়ার চিবুক ধরে তার মুখ তুলে ধরল।

'তোরা ঝগড়াঝাঁটি করিস নি ত?'

'না,' এই বলে কাতিয়া আস্তে করে দিদির হাতটা সরিয়ে দিল।

'তুই যে বেশ গুরুগম্ভীর চালে উত্তর দিচ্ছিস! আমি ভাবলাম ওকে এখানে পেয়ে যাব, তাহলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলতাম। ও নিজে কতবার আমার কাছে এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছে! তোর জন্যে শহর থেকে জুতো এসেছে, যা মাপ দিয়ে দ্যাখ দেখি। গতকাল আমার নজরে পড়ল যে তোর জুতোজোড়া একেবারে ক্ষয়ে গেছে। তুই কিন্তু এদিকে একদম নজর দিস না, অথচ কী চমৎকার তোর পায়ের গড়ন! তোর হাতের গড়নও সুন্দর... কেবল একটু বড় — এই যা। তাই বলছিলাম কি পায়ের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। তুই আমার অবশ্য ছলাকলার কিছুই জানিস নে।'

আন্না সের্গেইয়েভ্না তার সুন্দর পোশাকের মৃদু খসখস আওয়াজ তুলে পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল। কাতিয়া বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ল, হাইনে তুলে নিয়ে সেও স্থান ত্যাগ করল — অবশ্য জুতো পরে দেখার জন্য নয়।

চাতালের পাথরে বাঁধানো সিঁড়িগুলো রোদে তেতে উঠেছে — তার ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে হালকা পায়ে ধাপে ধাপে উঠতে গিয়ে সে মনে মনে ভাবল, 'চমৎকার পায়ের গড়ন... তোমরা বলছ, চমৎকার পায়ের গড়ন... হ্যাঁ, সেও আসবে এই পদপ্রান্তে।'

কিন্তু কথাটা মনে হওয়ামাত্র সে লজ্জা পেয়ে গেল, এক ছুটে চটপট ওপরে চলে গেল।

আর্কাদি দরদালানের ভেতর দিয়ে তার নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় খানসামা ছুটতে ছুটতে এসে তার নাগাল ধরল, জানাল যে শ্রীযুক্ত বাজারভ তার কামরায় বসে আছে, তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ইয়েভ্গেনি!' আর্কাদি প্রায় আঁতকে উঠে বিড়বিড় করে বলল, 'অনেকক্ষণ হল এসেছে নাকি?'

'না, এইমাত্র এসেছেন, বিশেষ ভাবে বলেছেন যে আন্না সের্গেইয়েভ্নাকে জানানোর কোন দরকার নেই — সোজা যেন আপনার ঘরে নিয়ে যাই।'

'আমাদের বাড়িতে কোন অঘটন ঘটল না ত?' এই কথা চিন্তা করে আর্কাদি ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বয়ে ছুটে ওপরে গিয়ে ঝট করে ঘরের দরজা খুলে ফেলল। বাজারভের চেহারা দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হল — তাকে আগের মতোই

উৎসাহপ্রবণ দেখাচ্ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের চোখমুখ বসে গিয়ে তার আকৃতির যা হাল হয়েছে, একটু অভিজ্ঞ চোখ হলে তার মধ্যে মানসিক উদ্বেগের লক্ষণ ধরে ফেলতে পারে। কাঁধের ওপরে ধূলিধূসরিত গ্রেটকোট, মাথায় টুপি — এই অবস্থায় সে বসে ছিল জানলার ধারিতে। এমনকি আর্কাদি যখন সোল্লাসে সোরগোল তুলে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল তখনও সে উঠে দাঁড়াল না।

'ওঃ, একেই বলে চমকে দেওয়া। তারপর, কী মনে করে?' ঘরের ভেতরে ছটফট করে পাক খেতে খেতে আর্কাদি কথাগুলো আওড়াতে লাগল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মনে মনে কল্পনা করতে চাইছে সে কত খুশী, আর অন্যকেও যেন সেটা দেখাতে চাইছে। বাজারভকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বাড়ির সব খবর ভালো ত? সবাই সুস্থ ত? — কী বলিস?'

'তোদের বাড়ির সব খবর ভালো, তবে সবাই সুস্থ এমন কথা বলা যায় না,' বাজারভ মুখ খুলল, 'তোর ঐ তড়বড়ানি বন্ধ কর্ ত। আমার জন্যে কিছু ঠাণ্ডা সরবত-টরবত আনতে বলে দে, বসে ঠাণ্ডা মাথায় শোন্ দেখি দু'কথায় আমি তোকে যা বলি — তবে আশা করি কথাগুলো যথেষ্ট সারবান হবে।'

আর্কাদি চুপ করে গেল। বাজারভ তখন পাভেল পেত্রোভিচের সঙ্গে তার ডুয়েলের কাহিনী বলল। আর্কাদি দারুণ অবাক হয়ে গেল, এমনকি তার মনটা বিষাদে ভরে গেল। কিন্তু সে তার মনোভাব গোপন করা সমীচীন বোধ করল, কেবল জিজ্ঞেস করল জ্যাঠার আঘাত যে বিপজ্জনক নয় কথাটা সত্যি কিনা। উত্তরে বাজারভ যখন বলল যে

আঘাতটা রীতিমতো কৌতূহল জাগানোর মতো, তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচারে নয়, তখন আর্কাদি চেষ্টাকৃত হাসি হাসল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে একটা অজানা আশংকায় আর লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। বাজারভকে দেখে মনে হল সে ওর মনোভাব বুঝতে পেরেছে।

সে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, দেখলে ত সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে থাকার ফলটা কী। তুমি নিজে সামন্তপ্রভু বনে যাবে — কোথা থেকে কী হল বুঝতে পারবে না — একদিন দেখতে পাবে তুমিও নেমে পড়েছ নাইটদের টুর্ণামেণ্টে। অতএব আমি ঠিক করলাম 'পিতৃপুরুষদের ভিটেয়' ফিরে যাই,' বাজারভ তার বৃত্তান্ত শেষ করে বলল, 'পথে তাই এখানে ঘুরে গেলাম — বেকার মিথ্যে বলা যদি মূর্খতা বলে গণ্য না করতাম তাহলে হয়ত বলতাম সমস্ত ঘটনাটা তোকে জানানোর উদ্দেশ্যে। না, আমি যে কেন ছাই এখানে আসতে গেলাম কে জানে? বুঝলি কিনা, ভুঁই থেকে মুলো যেমন ওপড়ানো হয় মানুষের পক্ষেও তেমনি কখন কখন নিজের ঝুঁটি ধরে নিজের মুলোৎপাটন করাটা মঙ্গলজনক — এই কাজটাই আমি দিন কয়েক আগে করেছি।... কিন্তু যার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যে মাটিতে আমার শেকড় গাঁথা ছিল আরও একবার তা দেখে যাবার বাসনা আমার।'

'আমি আশা করি এই কথাগুলো আমার বেলায় প্রযোজ্য নয়,' উত্তেজিত হয়ে আপত্তি তুলে আর্কাদি বলল, 'আমি আশা করি আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা তুই ভাবছিস না।'

বাজারভ একদৃষ্টে প্রায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'মনে হচ্ছে এতে যেন তুই বড় দুঃখ পাচ্ছিস? আমার ত ধারণা তোর সঙ্গে আমার ইতিমধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তোকে যে রকম তাজা আর সাফসুতর দেখাচ্ছে... সম্ভবত আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার সঙ্গে তোর চলছে চমৎকার।'

'আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার সঙ্গে আমার আবার কী চলবে?'

'কিন্তু ওর জন্যেই না বাছাধন শহর থেকে এখানে চলে এসেছ? হ্যাঁ, ভালো কথা, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলোর কাজ কারবার কেমন চলছে? তুই কি ওকে ভালোবাসিস নে? নাকি ব্যাপার এত দূর গড়িয়েছে যে বিনয় দেখানোর সময় এসেছে?'

'ইয়েভ্‌গেনি, তুই ত জানিস আমি তোর কাছে কখনও কিছু লুকোই নি। তুই বিশ্বাস কর, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, তোর ধারণা ভুল।'

'হুম্‌! এ যে নতুন কথা শুনছি,' অর্ধস্ফুটস্বরে বাজারভ মন্তব্য করল। 'কিন্তু তোর উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই — কোনটাতেই আমার কিছু আসে যায় না। একজন রোমাণ্টিক হলে বলত: আমার মন বলছে, আমাদের দু'জনার পথ এখন দু'দিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে। কিন্তু তা না বলে আমি স্রেফ এই কথা বলছি যে আমরা একে অন্যকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'ইয়েভ্‌গেনি...'

'বন্ধু আমার, এটা কোন মারাত্মক ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় হাঁপিয়ে ওঠার মতন কত জিনিসই না আছে! এখানে আসার পর থেকে একটা বিশ্রী রকমের অনুভূতি আমাকে ছেয়ে ফেলছে — কালুগার গভর্নরপত্নীর নামে গোগলের লেখা চিঠিগুলো*) বারবার পড়লে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই রকম।

তাছাড়া হ্যাঁ, গাড়ির ঘোড়াগুলো খুলতেও আমি বারণ করেছি।'

'না না তা হতে পারে না।'

'কেন?'

'নিজের কথা আমি না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার প্রতি এটা রীতিমতো বেআদপি করা হবে— তিনি অবশ্যই তোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।'

'আরে না, ওটা তোর ভুল ধারণা।'

'আমি কিন্তু তার উল্‌টোটা মনে করি — আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ধারণা সত্যি,' বাজারভের কথায় আপত্তি তুলে আর্কাদি বলল। 'ওসব ভড়ং আর কেন? একথাই যখন উঠল তাহলে সত্যি করে বল্‌ ত তুই নিজে কি ওর জন্যে এখানে আসিস নি?'

'তা হতে পারে, সেটা সঙ্গতও বটে, কিন্তু তবু বলব, তুই ভুল করছিস।'

আর্কাদি কিন্তু ঠিকই বলেছিল। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বাজারভের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করে খানসামা মারফত তাকে আমন্ত্রণ জানাল। বাজারভ তার কাছে যাবার আগে জামাকাপড় পাল্‌টাল। দেখা গেল সে তার নতুন জামাকাপড় এমন ভাবে গুছিয়ে রেখেছিল যাতে দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে বার করা যায়।

বাজারভ সেদিন যেখানে অকস্মাৎ ওদিন্‌ৎসোভাকে প্রেম নিবেদন করে বসেছিল আজ সে তাকে সেই ঘরে অভ্যর্থনা না জানিয়ে জানাল বৈঠকখানায়। সৌজন্যসহকারে সে বাজারভের দিকে আঙুলের ডগা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু মুখে তার উৎকণ্ঠার ছায়া প্রকাশ পেল — সেটা চেপে রাখতে পারল না।

বাজারভ ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলল, 'আন্না সের্গেইয়েভ্‌না, সর্বপ্রথম, একটা কথা বলে আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চাই। আপনার সামনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এক মরণশীল জীবকে, যে বহু কাল হল তার হুঁশ ফিরে পেয়েছে এবং আশা করছে অন্যেরাও তার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও মূর্খতা ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করবেন। আমি বহু দিনের মতো চলে যাচ্ছি। আপনি এটা মানবেন যে যদিও আমি নরম প্রকৃতির জীব নই, তবু আমার কথা স্মরণ করে আপনি মনে মনে বিতৃষ্ণা বোধ করবেন, এরকম একটা চিন্তা সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে আনন্দের হবে না।'

কোন লোক সবে উঁচু পাহাড়ে ওঠার পর যেমন গভীর নিশ্বাস ফেলে, আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাও তেমনি গভীর নিশ্বাস ছাড়ল, মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। সে দ্বিতীয়বার বাজারভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, বাজারভের হাতের চাপের উত্তরে সেও তার হাতে চাপ দিল।

'ওসব পুরনো কাসুন্দী যারা ঘাটে তাদের সঙ্গে কোন খাতির নেই,' সে বলল, 'তাছাড়া, বুকে হাত দিয়ে যদি বলতে হয়, অপরাধ আমিও তখন করেছি — ছলাকলা দিয়ে যদি নাও করে থাকি ত অন্য কোন উপায়ে। একটা কথা বলি, আমরা আগের মতোই বন্ধু থাকতে পারি। ওটা ছিল একটা স্বপ্ন, তাই না? আর স্বপ্ন কেই বা মনে রাখে?'

'ঠিকই ত, কে মনে রাখে? তা ছাড়া প্রেম?.. প্রেম একটা ভড়ং মাত্র।'

'সত্যিই? এ কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হল।'

এই ভাবে আন্না সের্গেইয়েভ্‌না তার মনের ভাব প্রকাশ করল, এই ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করল বাজারভ। তাদের

দু'জনেরই ধারণা হল যে তারা সত্যি কথা বলছে। কিন্তু সত্য ছিল কি, পূর্ণ সত্য ছিল কি তাদের কথার মধ্যে? ওরা নিজেরাই তা জানত না — লেখক ত কোন্ ছাড়! কিন্তু ওদের কথাবার্তা এমন খাতে বয়ে চলল যে মনে হল তারা একে অন্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে।

আন্না সের্গেইয়েভ্না বাজারভকে প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করল কির্সানভদের ওখানে সে কী করছিল। বাজারভ আরেকটু হলে পাভেল পেত্রোভিচের সঙ্গে তার ডুয়েলের বৃত্তান্ত বলে ফেলেছিল, কিন্তু পাছে আন্না সের্গেইয়েভ্না ভেবে বসে যে সে নিজেকে জাহির করছে, এই জন্য সে সামলে নিল, উত্তরে বলল যে ওখানে সারাক্ষণ কাজ করেছে।

আন্না সের্গেইয়েভ্না বলল, 'আর আমি, গোড়ায় মনমরা হয়ে পড়েছিলাম — ভগবান জানেন কেন; এমনকি বিদেশে চলে যাবার উদ্যোগ করছিলাম — ভাবতে পারেন!.. তারপর ঐ অবস্থা কাটিয়ে উঠলাম। আপনার বন্ধু আর্কাদি নিকলাইচ এলেন, আমার জীবন আবার বইতে শুরু করল তার নিজস্ব ধারায়, আমি ফিরে পেলাম আমার নিজের আসল ভূমিকা।'

'কী সেই ভূমিকা, জানতে পারি কি?'

'মাসী-পিসির ভূমিকা, অভিভাবিকা বা মায়ের ভূমিকা — যা খুশি আখ্যা দিতে পারেন। প্রসঙ্গত বলি, আপনি জানেন, এর আগে আমি আর্কাদি নিকলাইচের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ভালো করে বুঝতে পারতাম না। ওঁকে খুব অকিঞ্চিৎকর মনে হত। কিন্তু এখন আমি ওঁকে আরও ভালো চিনতে পেরেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে উনি বুদ্ধিমান।... আর সবচেয়ে বড় কথা, ওঁর বয়স কম, আপনার আমার মত নয়, ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ।'

‘ও কি আপনাকে দেখে এখনও লজ্জা পায়?’ বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

‘কিন্তু সত্যিই কি...’ আন্না সের্গেইয়েভ্না আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু ভেবে নিয়ে যোগ করল, ‘এখন উনি আগের চেয়ে অসন্দিগ্ধ, আমার সঙ্গে কথা বলেন। আগে আমাকে এড়িয়ে চলতেন। অবশ্য এটাও ঠিক যে আমি ওঁর সঙ্গলাভের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করতাম না। ওঁর খাতির বেশি কাতিয়ার সঙ্গে।’

বাজারভ বিরক্ত বোধ করল, মনে মনে বলল, ‘নারী কি আর ছলনাময়ী না হয়ে পারে!’

নিরুত্তাপ বাঁকা হাসি হেসে সে বলল, ‘আপনি বলছেন ও আপনাকে এড়িয়ে চলত, কিন্তু এটা হয়ত আপনার কাছে গোপন নেই যে ও আপনার প্রেমে পড়েছিল?’

‘সে কী? উনিও?’ আন্না সের্গেইয়েভ্নার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

‘উনিও,’ বাজারভ বিনীত ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে আওড়াল। ‘আপনি কি বলতে চান এ তথ্যটা আপনি জানতেন না? বলতে চান, এটা আপনার কাছে সংবাদ?’

আন্না সের্গেইয়েভ্না চোখ নামাল।

‘আপনি ভুল করছেন, ইয়েভ্গেনি ভাসিলিয়েভিচ।’

‘আমার মনে হয় না। তবে একথা উল্লেখ করা হয়ত আমার উচিত হয় নি।’ তারপর মনে মনে যোগ করল, ‘এরপর থেকে আর চালাকী খাটাতে এসো না বাপু!’

‘উল্লেখ না করার কী আছে? কিন্তু আমার মনে হয়

এক্ষেত্রেও আপনি একটা ক্ষণিকের অনুভূতিকে বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমার সন্দেহ হয় অতিরঞ্জনের দিকে আপনার ঝোঁক আছে।’

‘এ নিয়ে বরং আর কথা বলব না, আন্না সের্গেইয়েভ্‌না।’

‘কেন নয়?’ সে আপত্তি তুলল বটে, কিন্তু নিজেই প্রসঙ্গ পালটাল। যদিও বাজারভকে সে বলল এবং নিজেকে এই বলে আশ্বস্তও করল যে ও সব বিস্মৃত হয়েছে, তবু বাজারভের সামনে সে অস্বস্তি বোধ না করে পারছিল না। প্রসঙ্গ পাল্‌টে বাজারভের সঙ্গে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দিলে কী হবে, এমনকি তার সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করতে করতেও একটা মৃদু লজ্জা ও আশঙ্কার ভাব সে মনে মনে অনুভব করতে লাগল। লোকে ঠিক এই ভাবে সমুদ্রের বুকে, জাহাজে নিশ্চিন্ত মনে কথাবার্তা বলে, হাসিঠাট্টা করে — ভাবটা এমন যেন তারা শক্ত মাটির ওপর আছে; কিন্তু সামান্যতম এদিক-ওদিক কিছু একটা ঘটুক, অস্বাভাবিক কোন ঘটনার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাক, অমনি সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠবে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন, আর তাতেই প্রকট হয়ে পড়ে যে নিরন্তর বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা ভেতরে ভেতরে নিরন্তর তটস্থ ছিল।

বাজারভের সঙ্গে আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার কথাবার্তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে কথার উত্তর দিচ্ছিল। শেষকালে সে বাজারভকে হল্‌-ঘরে চলে আসতে বলল। সেখানে তারা রাজকুমারী ও কাতিয়াকে দেখতে পেল। ‘আর্কাদি নিকলাইচ কোথায়?’ জিজ্ঞেস করার পর গৃহকর্ত্রী যখন জানতে পারল যে এক ঘণ্টারও ওপরে হয়ে গেল তার দর্শন মিলছে না

তখন সে তাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তাকে খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল: বাগানের একেবারে ঘন একটা জায়গার ভেতরে গিয়ে দু'হাত জড় করে তার ওপর থুতনি ঠেকিয়ে সে চিন্তায় ডুবে বসে ছিল। তার চিন্তাভাবনাগুলো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু বিষণ্ণ নয়। সে জানত আন্না সের্গেইয়েভ্না বাজারভের সঙ্গে নিরালায় কোথাও বসে আছে। কিন্তু একথা ভেবে মনের মধ্যে আগের মতো ঈর্ষা সে বোধ করল না। বরঞ্চ তার চোখমুখ মৃদু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল সে যেমন কোন এক ব্যাপারে আশ্চর্য হচ্ছে, তেমনি অপার আনন্দ উপভোগ করছে এবং কোন একটা স্থির সংকল্পে আসার চেষ্টা করছে।

ছাব্বিশ

পরলোকগত ওদিন্‌ৎসোভ কোন নতুন জিনিসের প্রচলন পছন্দ করতেন না, তবে 'সুরুচির খাতিরে একটু আধটু চাপল্যে' তাঁর আপত্তি ছিল না। এরই পরিণামে হট হাউস আর পুকুরের মাঝখানে রুশী ইট দিয়ে অনেকটা গ্রীসীয় পোর্টিকো ধাঁচে একটা ইমারতমতন গড়ে উঠেছে। এই নির্মাণকর্মটিকে আমরা পোর্টিকো বা গ্যালারী যা-ই বলি না কেন, এর পেছন দিককার নিরেট দেয়ালের গায়ে মূর্তি রাখার জন্য ছয়টা কুলুঙ্গি ছিল — ওদিন্‌ৎসোভের ইচ্ছে ছিল বিদেশ থেকে ফরমাস দিয়ে মূর্তিগুলো আনাবেন। মূর্তিগুলো হবে নিভৃতি, নীরবতা, চিন্তন, বিষণ্ণতা, লজ্জাশীলতা ও ভাবুকতার প্রতীক। এর মধ্যে একটি মূর্তি— ঠোঁটের ওপর যার তর্জনী ঠেকানো — নীরবতার দেবীমূর্তি

বাইরে থেকে চালান এসেছিল, মূর্তিটাকে যথাস্থানে বসানোও হয়েছিল; কিন্তু ঐদিনই জমিদারের খেতমজুরদের যত ওঁছা ছেলেপুলে ওটার নাক ভেঙে দেয়। স্থানীয় এক পলেস্তারা কারিগর অবশ্য 'আগের চেয়ে দ্বিগুণ ভালো' একটা নাক লাগিয়ে দেবার ভার নিয়েছিল, কিন্তু ওদিন্‌ৎসোভ মূর্তিটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলার হুকুম দিলেন — তার জায়গা হল গিয়ে মাড়াইয়ের চালার একটা কোণে। বছরের পর বছর ওটা ওখানে থেকে গাঁয়ের মেয়েদের মনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে লাগল। পোর্টিকোর সামনের দিকটা বহুকাল হল ঘন ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গেছে — নিশ্ছিদ্র সবুজের মাথা ছাড়িয়ে দৃশ্যগোচর হয় কেবল স্তম্ভগুলোর চুড়ো। পোর্টিকোর ভেতরটায় দিনের বেলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা থাকে। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না একবার ওখানে একটা ঢোঁড়া সাপ দেখতে পেয়েছিল — তার পর থেকে আর ও জায়গায় যায় না। কিন্তু কাতিয়া প্রায়ই আসত, একটা কুলুঙ্গির নীচে পাথরের এক বড় বেদি তৈরি করা ছিল, সেটার ওপর এসে বসত। স্নিগ্ধতা ও ছায়ায় পরিবৃত হয়ে সে বই পড়ত, কাজ করত অথবা পরিপূর্ণ শান্তির এমন এক উপলব্ধির হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিত যা নিঃসন্দেহে যে-কোন মানুষের পরিচিত। এই উপলব্ধির মাধুর্য এখানেই যে আমাদের চারধারে এবং আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে জীবনের যে বিপুল তরঙ্গ নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে এর ফলে সে সম্পর্কে আমরা প্রায় অচেতন হয়ে পড়ি, একটা অস্পষ্ট মূক চেতনা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বাজারভের আগমনের পরের দিন কাতিয়া তার প্রিয় জায়গায়, পাথরের বেদিটার ওপর বসে ছিল, এবারেও তার

পাশে বসে ছিল আর্কাদি। আর্কাদি তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার সঙ্গে পোর্টিকোতে যেতে রাজী করাল।

প্রাতরাশের প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। শিশিরসিক্ত প্রভাতের স্থান নিয়েছে রৌদ্রতপ্ত দিন। আর্কাদির চেহারায় গতকালের সেই অভিব্যক্তি, কাতিয়ার চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। দিদি যখন তাকে বলা নেই কওয়া নেই আদর করে, তখন কাতিয়ার কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। অথচ আজ তাই-ই হয়েছে — প্রাতঃকালীন চা পানের ঠিক পর পর দিদি তাকে নিজের পড়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আগে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছে, তারপর এই উপদেশ দিয়েছে যে আর্কাদির সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে সে যেন যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে, বিশেষত নিরিবিলিতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা যেন এড়িয়ে চলে; সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানাল যে মাসীর এবং বাড়ির সমস্ত লোকজনের দৃষ্টি এ দিকে পড়েছে। তার ওপর আগের দিন সন্ধ্যায় আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার মনমেজাজও ভালো ছিল না। শুধু তা-ই নয়, কাতিয়া নিজেও অস্বস্তি বোধ করছিল — তার মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অপরাধ করতে চলেছে। আর্কাদির অনুরোধের কাছে নতিস্বীকার করে সে নিজেকে মনে মনে এই বলে প্রবোধ দিল যে এই শেষ বার।

আর্কাদি কুণ্ঠাহীন হলেও সলজ্জ ভাবে বলতে শুরু করল, 'কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌না, আপনার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করার সৌভাগ্য হওয়ার পর থেকে আপনার সঙ্গে অনেক জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছি আমি, কিন্তু একটা বিষয় আছে... আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা, যার উল্লেখ আমি আজ অবধি করি নি। গতকাল আপনি মন্তব্য

করেছিলেন না যে এখানে আপনারা আমাকে পাল্‌টে দিয়েছেন...' তার মুখের ওপর কাতিয়া যে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সেটা ধরার এবং সেই সঙ্গে তা এড়ানোর চেষ্টা করতে করতে সে যোগ করল। 'বাস্তবিকই আমি অনেক বদলে গেছি, আর এটা অন্য যে কারও চেয়ে আপনি ভালো জানেন... হ্যাঁ আপনি, যার কাছে আমি এই পরিবর্তনের জন্য আসলে ঋণী।'

'আমি?.. আমাকে বলছেন?' কাতিয়া বলল।

'আমি এখানে যখন এসেছিলাম তখন যে রকম প্রগলভ বালকটি ছিলাম এখন আর তা নই,' আর্কাদি তার নিজের কথার সূত্র ধরে বলে চলল, 'আমার যে চব্বিশ বছর বয়স হতে চলল এটাও ত দেখতে হবে! আমি এখনও আগের মতো উপযোগী হতে চাই, আমার যাবতীয় শক্তি সত্যের সন্ধানে উৎসর্গ করতে চাই। কিন্তু আমি আগে যেখানে আমার আদর্শের খোঁজ করতাম এখন আর সেখানে তার খোঁজ করি না; এখন আমি যেন দেখতে পাচ্ছি... আমার আদর্শ আমার আরও অনেক কাছে। এতদিন আমি নিজেকে বুঝতে পারি নি, এমন সমস্ত সমস্যা নিজের সামনে রাখতাম যেগুলোর সমাধান আমার সাধ্যাতীত।... আমার চোখ সম্প্রতি খুলে গেছে একটি অনুভূতির কল্যাণে... কথাগুলো আমি হয়ত তেমন একটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারছি না, কিন্তু আমি আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পারবেন...'

কাতিয়া কোন জবাব দিল না, কিন্তু আর্কাদির মুখের ওপর থেকে সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

আর্কাদির মাথার ওপরে বার্চগাছের ঘন পল্লবের মাঝখানে বসে একটা চ্যাফ্‌ফিঞ্চ পাখি নিশ্চিন্তমনে গান গেয়ে চলেছে।

আর্কাদি এবারে আরও উত্তেজিত হয়ে আবার বলতে লাগল, 'আমার বিশ্বাস... আমার বিশ্বাস এই যে যে-কোন সৎ লোকের উচিত যারা... যে-সমস্ত লোক... এক কথায়, যারা তার ঘনিষ্ঠ, কাছের লোক, তাদের সামনে সম্পূর্ণ অকপট হওয়া। সেই কারণে আমি... আমার অভিপ্রায় হল...'

কিন্তু এখানেই আর্কাদির বাকপটুতা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল, সে কথার খেই হারিয়ে ফেলল, আমতা আমতা করতে লাগল — কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে যেতে বাধ্য হল। কাতিয়া তখনও চোখ তুলে তাকাল না। মনে হচ্ছিল আর্কাদি যে কী বলতে চায় এটাও যেন সে বুঝতে পারছে না, সেই সঙ্গে সে যেন কিছু একটার অপেক্ষা করছে।

আর্কাদি আবার তার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে বলতে শুরু করে দিল, 'আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার কথায় আপনি চমকে উঠবেন, আরও বেশি চমকে উঠবেন এই জন্যে যে এই অনুভূতি কিছুটা পরিমাণে... কিছুটা পরিমাণে, মনে রাখবেন — আপনার সঙ্গেও সম্পর্কিত। মনে পড়ছে, গতকাল আপনি আমাকে এই বলে নিন্দা করেছিলেন যে আমি যথেষ্ট গুরুত্বমনা নই,' কোন লোক জলাভূমির পাঁকের মধ্যে পড়ে গেলে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সে আরও গভীর পাঁকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সে যেমন তাড়াতাড়ি ওপারে গিয়ে উঠতে পারার আশায় দ্রুত সামনের দিকে পা চালায় আর্কাদিও তেমনি এক ধরনের মানসিকতা নিয়ে বলে চলল, 'এই অপবাদ অনেক সময়ই চালিত হয়... এসে পড়ে... যুবকদের ওপর — এমনকি তারা যখন আর এর যোগ্য নয়, তখন। আমার মধ্যে যদি আরেকটু বেশি আত্মবিশ্বাস থাকত...

('আমাকে সাহায্য কর, দোহাই তোমার, আমাকে সাহায্য কর!' হতাশ হয়ে আর্কাদি ভাবল, কিন্তু কাতিয়া আগের মতোই — মাথা পর্যন্ত ঘুরাল না।) আমি যদি এমন আশা করতে পারতাম...'

'আপনি কী বলছেন সে বিষয়ে যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম,' সেই মুহূর্তে শোনা গেল আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

আর্কাদি সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল, কাতিয়া ফেকাশে হয়ে গেল। যে ঝোপগুলো পোর্টিকোকে আড়াল করে রেখেছে ঠিক তার পাশ দিয়ে চলে গেছে ছোট একটা পথ। সেই পথ ধরে যাচ্ছিল আন্না সের্গেইয়েভ্‌না। তার সঙ্গে বাজারভ।

কাতিয়া ও আর্কাদি তাদের দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু তাদের প্রতিটি কথা, পোশাকের খস্‌খস্‌ আওয়াজ, এমনকি নিশ্বাস-প্রশ্বাসও শোনা যাচ্ছিল। ওরা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে যেন জেনেশুনে, ইচ্ছে করেই সোজা পোর্টিকোর সামনে থমকে দাঁড়াল।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বলে চলল, 'বুঝলেন কিনা, আপনি-আমি — আমরা দু'জনাই ভুল করেছি। আমাদের কারও মধ্যেই আর প্রথম যৌবনের সেই রঙ নেই — বিশেষত আমার মধ্যে ত নেইই। আমরা হলাম প্রবীণ, শ্রান্তক্লান্ত। আমরা দু'জনাই — বিনয় করে আর লাভ কী? — যথেষ্ট বুদ্ধি রাখি: প্রথমে একে অন্যের প্রতি আগ্রহ বোধ করি, আমাদের কৌতূহল জেগে ওঠে... আর তারপর...'

'তারপর আমার ধক চলে যায়,' বাজারভ ওর কথাটা শেষ করতে দিল না।

'আপনি জানেন যে আমাদের মন কষাকষির কারণ এটা

ছিল না। তবে সে যাই হোক না কেন, সবচেয়ে বড় কথা হল, আমরা একে অন্যের জন্য তাগিদ বোধ করি নে। আমাদের মধ্যে বড় বেশি রকমের ছিল... হ্যাঁ, কথাটা ঠিক কী ভাবে বলা যায়?.. আমরা ছিলাম বড় বেশি এক রকম। আমরা এটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি। কিন্তু অন্যদিকে আর্কাদি...'

'আপনি তার জন্য তাগিদ বোধ করেন?' বাজারভ জিজ্ঞেস করল।

'হয়েছে, ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ। আপনি বলেছেন আমার প্রতি সে উদাসীন নয়, আমার নিজেরও সব সময় মনে হয়েছে যে আমাকে সে পছন্দ করে। আমি জানি যে আমি তার মাসী-পিসি হবার উপযুক্ত, কিন্তু আপনার কাছে আমি গোপন করছি না — এখন ঘন ঘন আমি তার কথা ভাবতে শুরু করেছি। এই তরুণ ও সতেজ উপলব্ধির মধ্যে একটা কেমন যেন চমৎকারিত্ব আছে...'

'এরকম ক্ষেত্রে 'সম্মোহন' শব্দটি আরও ভালো খাটে,' বাজারভ তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল। কথাগুলো সে শান্ত ভাবে বললেও তার চাপা কণ্ঠস্বরের মধ্যে ফুটে উঠল প্রবল তিক্ততা। সে বলল, 'আর্কাদি গতকাল কথাবার্তা বলার সময় আমার কাছ থেকে কী যেন লুকানোর চেষ্টা করে, আপনার সম্পর্কে কিংবা আপনার বোন সম্পর্কেও কোন কথা বলল না।... উপসর্গটা গুরুত্বপূর্ণ বটে।'

'কাতিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ও একেবারে ভাইয়ের মতন,' আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বলল, 'ওর এটা আমার বেশ ভালো লাগে, যদিও ওদের মধ্যে এরকম ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে দেওয়া আমার পক্ষে হয়ত উচিত হয় নি।'

'আপনি এই কথা বলছেন কি... বোন হিশেবে?' বাজারভ টেনে টেনে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

'বলাই বাহুল্য।... আচ্ছা, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলুন, হাঁটা যাক। কী অদ্ভুত সমস্ত কথাবার্তা আমাদের, তাই না? আমি কি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে আপনার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলব? আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভয় করি... কিন্তু আবার বিশ্বাসও করি, কারণ আপনি আসলে একজন বড় ভালো লোক।'

'প্রথমত, আমি আদৌ ভালো লোক নই; আর দ্বিতীয়ত, আপনার কাছে আমার আর কোন গুরুত্ব নেই, অথচ আপনি কিনা বলছেন আমি ভালো লোক... মড়া মানুষের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া যা এও তা-ই।'

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিচ, আমাদের এত বল নেই...' আন্না সের্গেইয়েভ্‌না আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু দমকা হাওয়া বইতে গাছের পাতা সরসর করে উঠল — তার কথাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু আপনি ত স্বাধীন,' কিছুক্ষণ বাদে বাজারভ বলল। বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না। ওদের পদশব্দ দূরে চলে গেল... চারদিকে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

আর্কাদি কাতিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। সে একই ভঙ্গিতে বসে আছে, কেবল মাথাটা আরও হেঁট করে।

'কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌না,' দু'হাতের মুঠো শক্ত করে কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলল, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি, চিরকালের জন্য, চিরজীবনের মতো ভালোবাসি। আপনাকে, একমাত্র আপনাকেই আমি ভালোবাসি। আমি আপনাকে এটা বলতে চেয়েছিলাম, আমার ইচ্ছে ছিল আপনার মনের কথা

জানা, আপনার পাণিপ্রার্থনা করা, কেননা আমি ধনী নই এবং আমি উপলব্ধি করছি যে-কোন রকম উৎসর্গের জন্য আমি প্রস্তুত।... আপনি উত্তর দিচ্ছেন না যে? আমার কথা কি আপনি বিশ্বাস করছেন না? আপনি ভাবছেন আমি চাপল্যের বশে কতকগুলো হাল্কা কথা বলছি? কিন্তু গত কয়েক দিনের কথা একবার স্মরণ করে দেখুন! অনেক আগেই কি আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন নি যে বাকি আর সব — আমার কথা বিশ্বাস করুন — সব, আর সবই বহুকাল হল গত হয়েছে, তার কোন চিহ্নমাত্র নেই? আমার দিকে তাকান, একটা কথা বলুন আমাকে।... আমি ভালোবাসি... আমি আপনাকে ভালোবাসি... বিশ্বাস করুন আমাকে।'

কাতিয়া গম্ভীর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে আর্কাদির দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলল:

'হ্যাঁ।'

আর্কাদি জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

''হ্যাঁ!' আপনি 'হ্যাঁ' বললেন কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্না! এই কথার অর্থ কী? এর অর্থ কি এই যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, নাকি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন... নাকি... নাকি... না, আমার এমন সাহস নেই যে কথাটা শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি...'

'হ্যাঁ,' কাতিয়া আওড়াল। এবারে কিন্তু আর্কাদি তাকে বুঝতে পারল। সে তার বড় বড় সুন্দর হাতদুটো ধরে নিজের বুকে চেপে ধরল, আনন্দের আতিশয্যে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। সে কোন রকমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কেবল বারবার বলতে লাগল, 'কাতিয়া, কাতিয়া...' এদিকে

কাতিয়া অনেকটা যেন সরলতা বশতই কাঁদতে লাগল, আবার অশ্রুর ফাঁকে নীরবে হাসতেও লাগল। যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনের চোখে এমন চোখের জল দেখে নি সে কখনও উপলব্ধি করতে পারবে না কৃতজ্ঞতায় ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে একজন মানুষ কত দূর পর্যন্ত সুখী হতে পারে।

পর দিন খুব ভোরে আন্না সের্গেইয়েভ্না বাজারভকে তার নিজের পড়ার ঘরে ডেকে পাঠাল, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি টেনে একটা ভাঁজ-করা চিঠি-লেখার-কাগজ তার হাতে তুলে দিল। ওটা ছিল আর্কাদির লেখা চিঠি — আন্না সের্গেইয়েভ্নার কাছে সে তার ভগ্নীর পাণিপ্রার্থনা করে চিঠিটা লিখেছে।

বাজারভ দ্রুত চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে তার বুকের ভেতরে জ্বলে উঠল একটা হিংস্র উল্লাসের অনুভূতি, কিন্তু অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করল।

বাজারভ বলল, 'তাহলে এই কথা! অথচ এই গতকালই না আপনি বলছিলেন যে কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্নার প্রতি তার ভালোবাসাটা ভ্রাতৃস্নেহ? এখন আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন?'

'আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন?' হাসতে হাসতেই আন্না সের্গেইয়েভ্না জিজ্ঞেস করল।

বাজারভের যদিও আদৌ কোন মজা লাগছিল না এবং আন্না সের্গেইয়েভ্নার মতো তারও বিন্দুমাত্র হাসি পাচ্ছিল না, তবু উত্তরে সেও হাসতে হাসতে বলল, 'তা যদি বলেন,

আমার মনে হয়, হ্যাঁ আমার মনে হয়, নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করা উচিত। যে-কোন দিক দিয়ে বিচার করলে চমৎকার মানানসই জুটি। কির্সানভের অবস্থা রীতিমতো স্বচ্ছল, সে বাপের একমাত্র ছেলে। তাছাড়া বাপও বেশ ভালো লোক, তিনি অমত করবেন না।'

ওদিন্‌ৎসোভা ঘরের ভেতরে এক পাক ঘুরল। তার মুখের রঙ পর্যায়ক্রমে রক্তিম ও পাণ্ডুর হয়ে উঠতে লাগল।

'আপনি তাই মনে করেন?' সে বলল। 'তা বেশ ত। আমি কোন বাধা দেখি না।... কাতিয়ার জন্যে আমি খুশি... আর্কাদি নিকলাইচের জন্যেও। বলাই বাহুল্য, আমি ওর বাবার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করব। ও নিজেই যাতে ওঁর কাছে যায় সে ব্যবস্থা আমি করছি। তাহলে দেখলেন ত গতকাল আপনাকে বলেছিলাম না যে আমাদের দু'জনেরই বয়স হয়ে গেছে! কথাটা সত্যি কিনা?.. আমি কিছুই লক্ষ করলাম না এটা কী করে হল? আমি এতে অবাক হয়ে যাচ্ছি!'

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না আবার হেসে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বাজারভও হাসতে হাসতে বলল, 'আজকালকার ছেলেছোকরারা বড় বেশি চালাক হয়ে গেছে।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আচ্ছা, চললাম তাহলে। আশা করি এ ব্যাপারটার একটা সুমধুর পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। আর আমি দূর থেকে আনন্দ উপভোগ করব।'

ওদিন্‌ৎসোভা ঝট করে তার দিকে মুখ ফেরাল।

'একি, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি? এখন তাহলে আপনার থাকার আপত্তিটা কোথায়? থেকে যান... আপনার সঙ্গে কথা বলেও সুখ... মনে হয় যেন একটা অতলস্পর্শী খাদের কিনারা

দিয়ে চলেছি। প্রথম প্রথম ভয় ভয় করে, তারপর কোথা থেকে যে সাহস এসে যায়! থেকে যান।'

'এই প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ, আন্না সের্গেইয়েভ্‌না, আর আমার বাকপটুতা সম্পর্কে যে স্তুতিবাক্য আপনি বললেন তার জন্যেও। কিন্তু আমার মনে হয় আমি অমনিতেই আমার চেনা-পরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে বেশ দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরি করেছি। উড়ুক্কু মাছ সামান্য কিছু কালের জন্যে শূন্যে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু শিগগিরই তাকে জলে আছড়ে পড়তে হয়। তাই বলছিলাম কি, দয়া করে আমাকেও আমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে যেতে দিন।'

ওদিন্‌ৎসোভা বাজারভের দিকে তাকাল, তার ম্লান মুখের ওপর একটা তিক্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'এই লোকটি আমাকে ভালোবাসত!' সে মনে মনে ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারভের প্রতি করুণায় তার মন ভরে উঠল। সে সহানুভূতির সঙ্গে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বাজারভেরও বুঝতে বাকি রইল না তার মনোভাব।

'না!' এই বলে সে এক পা পিছিয়ে গেল। 'আমি গরীব মানুষ হতে পারি, কিন্তু ভিক্ষে আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে গ্রহণ করি নি। আচ্ছা চলি, ভালো থাকুন।'

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না অনিচ্ছাকৃত ভঙ্গি করে বলে উঠল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এটা আমাদের শেষ দেখা নয়।'

'এই দুনিয়ায় কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে!' উত্তরে এই কথা বলে মাথা ঝুঁকিয়ে বাজারভ বেরিয়ে গেল।

'তুই তাহলে বাসা বাঁধবার মতলব করেছিস?' সেই দিনই আলগোছে বসে নিজের সুটকেস গোছগাছ করতে করতে বাজারভ আর্কাদিকে বলল। 'তা বেশ ত। ভালো ব্যাপার। তবে অমন লুকোচুরি করার কোন দরকার ছিল না। আমি আশা করেছিলাম তুই সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে যাবি। নাকি তুই নিজেই এতে হকচকিয়ে গেছিস?'

'সত্যি বলতে গেলে কি তোকে ছেড়ে যখন চলে এলাম তখনও এটা আমি আশা করতে পারি নি,' আর্কাদি উত্তর দিল, 'কিন্তু তুই নিজে কেন লুকোচুরি করছিস, বলছিস 'ভালো ব্যাপার'? — যেন বিয়ের ব্যাপারে তোর মতামত আমার জানা নেই?'

'ওরে আমার বন্ধু রে!' বাজারভ বলল, 'কী কথাই না তুই বললি! দেখছিস, আমি কী করছি? — আমার সুটকেসে খানিকটা খালি জায়গা রয়ে গেছে, সেই জায়গায় আমি শুকনো ঘাস-বিচালি ভরছি। জীবনের সুটকেসের ক্ষেত্রেও তাই — যা খুশি তাই দিয়ে ঠেসে দাও, খালি না থাকলেই হল। দোহাই তোর, অপরাধ নিবি না — তোর হয়ত মনে আছে কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌না সম্পর্কে আমি বরাবর কী মত পোষণ করতাম। কোন কোন মেয়ে বুদ্ধিমতী বলে কেবল এই কারণে চলে যায় যে তারা বেশ চাতুরী খেলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে জানে। কিন্তু তুই যাকে পছন্দ করেছিস সে কারও কাছে হার মানার পাত্রী নয়। শুধু তা-ই নয়, নিজের মত বজায় রাখার জন্য এমন ভাবে দাঁড়াবে যে তোকেও কব্জা করে ফেলবে — এ আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক,' বলতে বলতে বাজারভ দড়াম করে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিয়ে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এখন বিদায় নেবার আগে

আবার আমি তোকে বলছি... কেননা নিজেকে প্রতারণা করার কোন মানে হয় না — আমরা চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছি, আর তুই নিজেও এটা উপলব্ধি করতে পারছিস... তুই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস। আমাদের এই তিক্ত, কটু, লক্ষ্মীছাড়া জীবনের জন্য তোর জন্ম নয়। তোর মধ্যে সেই প্রবল স্পর্ধা নেই, নেই প্রচণ্ড ক্রোধ। যা আছে তা হল যৌবনের সাহস, যৌবনের উদ্দীপনা। এতে আমাদের কাজ চলবে না। তোমরা, অভিজাত সমাজের লোকেরা বড়জোর উদার প্রকৃতির নম্রতা ও উদার প্রকৃতির বিক্ষোভ পর্যন্ত যেতে পার — এর বেশি নয়। কিন্তু এ সব তুচ্ছ। যেমন ধর না কেন, তোমরা লড়াই কর না — অথচ নিজেদের বাহাদুর বলে মনে কর। কিন্তু আমরা চাই লড়াই করতে। আরে অত কথাই বা বলি কেন! আমাদের ধুলোবালিতে তোর চোখ কড়কড় করবে, আমাদের কাদা গায়ে লাগলে তুই নোংরা হয়ে যাবি। তাছাড়া আমাদের পক্ষে তুই যথেষ্ট বড় হয়ে উঠিস নি। তুই নিজের অজানতে নিজেকে নিয়ে মত্ত, নিজেকে তিরস্কার করতে তোর ভালো লাগে। কিন্তু ওসবে আমাদের ক্লান্তি লাগে — আমরা চাই অন্য কিছু! আমরা ভাঙতে চাই অন্যদের! তুই চমৎকার ছেলে, কিন্তু হাজার হোক তুই হলি নরমতরম, উদারপন্থী জমিদারনন্দন — et voilà tout* — আমার জন্মদাতা যেমন বলে থাকেন।'

'তুই চিরকালের জন্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিস ইয়েভ্‌গেনি?' আর্কাদি বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'তোর কি এছাড়া আর কোন কথা নেই আমাকে বলার?'

বাজারভ মাথা চুলকাল।

---

* ব্যস, আর কী (ফরাসী)।

'আছে আর্কাদি, আছে, অন্য কথাও আমার আছে, তবে তা আমি বলব না, কারণ সেটা হবে রোমাণ্টিসিজ্‌ম — আর তার অর্থ বিগলিত হয়ে পড়া। আমি বলি কি তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস বিয়ে করে ফেল্, নিজের বাসায় ভালো করে জাঁকিয়ে বোস্, আর ছেলেপুলে যত বেশি পয়দা করতে পারিস তত ভালো। তোর আমার মতন নয় — ঠিক সময় যদি তাদের জন্ম হয় তাহলে তারা চালাক চতুর হবে। আরে! ঘোড়াগুলো দেখছি তৈরি। আর নয়। সকলের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম।... তাহলে? কী হল? আয়, কোলাকুলি করা যাক — না কী?'

আর্কাদি ছুটে গিয়ে তার এককালের গুরু ও বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরল, তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

'যৌবন আর কাকে বলে!' শান্তকণ্ঠে বাজারভ বলল। 'কিন্তু কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌নার ওপর আমার ভরসা আছে। দেখিস কী চটপট তোকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেলে!'

'তাহলে বিদায় বন্ধু, চলি!' গাড়িতে উঠে বসে আর্কাদিকে সে বলল। তারপর আস্তাবলের চালার ওপর পাশাপাশি এক জোড়া দাঁড়কাককে বসে থাকতে দেখে সেই দিকে নির্দেশ করে বলল, 'এই যে তোর শিক্ষার একটা বিষয়!'

'এর মানে কী?' আর্কাদি জিজ্ঞেস করল।

'সে কী রে! প্রকৃতির ইতিহাসে কি তুই এতই কাঁচা, না কি তুই ভুলে গেলি যে-সব পাখি সংসার বেঁধে থাকে তাদের মধ্যে দাঁড়কাকদের স্থান খুব উঁচুতে? তোর জন্যে দৃষ্টান্ত বটে! আচ্ছা সিনর, বিদায়!'

গাড়ি ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল।

বাজারভ মিথ্যে বলে নি। সন্ধ্যাবেলায় কাতিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় দেখা গেল আর্কাদি তার গুরুর কথা বিলকুল ভুলে গেছে। ইতিমধ্যেই সে কাতিয়াকে মানতে শুরু করে দিয়েছে, কাতিয়াও এটা উপলব্ধি করতে পারছিল, কিন্তু তাতে সে অবাক হচ্ছিল না। পরের দিন মারিইনোতে নিকলাই পেত্রোভিচের কাছে তার যাবার কথা। এই দুই যুবক-যুবতীর যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, আন্না সের্গেইয়েভ্‌না সেদিকে খেয়াল রাখত, তবে শালীনতা ও শিষ্টতার খাতিরে খুব বেশি সময় তাদের দু'জনকে নিরালায় থাকতে দিত না। প্রিন্সেসকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সে ঔদার্যের পরিচয় দেয়। আসন্ন পরিণয়ের সংবাদটি তাঁর গোচরীভূত হওয়ামাত্র তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে কেঁদে ফেটে যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন। প্রথম প্রথম আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার আশঙ্কা হয়েছিল যে তাদের সুখের দৃশ্যটি তার নিজের কাছে হয়ত খানিকটা পীড়াদায়ক হবে; কিন্তু হল ঠিক তার বিপরীত — দৃশ্যটি তাকে পীড়িত ত করলই না, বরঞ্চ তার বেশ ভালো লাগল, শেষ পর্যন্ত তার মনও গলিয়ে দিল। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না এতে যেমন খুশি হল তেমনি দুঃখও পেল। মনে মনে ভাবল, 'দেখা যাচ্ছে বাজারভ ঠিকই বলেছিল — কৌতূহল, শুধুই কৌতূহল, শান্তির আকাঙ্ক্ষা আর স্বার্থপরতা...'

'ছেলেমানুষ!' সে জোরে বলে উঠল, 'প্রেম কি তাহলে একটা মোহ মাত্র?'

কিন্তু না কাতিয়া, না আর্কাদি — ওদের কেউ ওকে বুঝতে পর্যন্ত পারল না। তারা ওকে এড়িয়ে চলতে লাগল। দৈবাৎ যে কথাবার্তা তারা শুনে ফেলেছিল তা কিছুতেই তাদের মাথা

থেকে যাচ্ছিল না। তবে আন্না সের্গেইয়েভ্না অচিরে তাদের মনে স্বস্তি এনে দিল। এ কাজটা তার পক্ষে কঠিন ছিল না — কারণ সে নিজেও তার স্বাভাবিক স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

সাতাশ

পুত্রের আকস্মিক আগমনে বৃদ্ধ বাজারভ দম্পতির আনন্দের আর সীমা রইল না। এত তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসবে এটা তাঁরা আশাই করতে পারেন নি। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না এমন হুলস্থুল শুরু করে দিলেন এবং বাড়ির ভেতরে এত ছুটোছুটি করতে লাগলেন যে ভাসিলি ইভানভিচ তাকে 'মাদী তিতিরের' সঙ্গে তুলনা দিলেন। তাঁর গায়ের খাটো জামাটা থেকে যে বেঁটে লেজটা বেরিয়ে ছিল তাতে বাস্তবিকই তাঁকে একটা পাখির মতো দেখাচ্ছিল। এদিকে নিজে তিনি হম্বিতম্বি করতে লাগলেন, তাঁর পাইপের অ্যাম্বার পাথরটা একপাশ থেকে দাঁতে কাটতে লাগলেন, আর আঙুলে নিজের ঘাড় টিপে ধরে মাথাটা এমন ভাবে ঘোরাতে লাগলেন যে মনে হল তিনি যেন পরখ করে দেখতে চান মাথা ঠিক মতন প্যাঁচ দিয়ে আঁটা আছে কিনা, তারপর হঠাৎ বিরাট হাঁ করে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

'আমি তোমার কাছে পুরো ছ'সপ্তাহ থাকব বলে এসেছি, বুঝলে গো বুড়োকর্তা,' বাজারভ তাঁকে বলল, 'আমি কাজ করতে চাই, দোহাই তোমার, আমাকে জ্বালাতন করো না।'

'জ্বালাতন করার কথা বলছিস? — আমি এমন করব যে

তুই আমার চেহারা পর্যন্ত ভুলে যাবি!' ভাসিলি ইভানভিচ উত্তরে বললেন।

তিনি তাঁর কথা রাখলেন। আগের মতন পুত্রকে পড়ার ঘরে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবার পর তিনি নিজে ত তার কাছ থেকে আড়াল হয়ে থাকলেনই এমনকি তাঁর সহধর্মিণীকেও বাড়াবাড়ি রকমের স্নেহপ্রদর্শন থেকে সংযত করে রাখলেন। পত্নীকে তিনি বললেন, 'বুঝলে গো গিন্নি ইয়েনিউশ্‌কা প্রথমবার যখন বাড়ি আসে তখন আমরা উত্যক্ত করে ওর মেজাজ খানিকটা বিগড়ে দিয়েছিলাম। এখন একটু সমঝে চলা দরকার।' আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না স্বামীর সঙ্গে একমত হলেন বটে, কিন্তু এতে তাঁর লাভ বিশেষ হল না, কারণ পুত্রকে তিনি কেবল খাবার সময় চোখের দেখা দেখতে পেতেন, তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে তাঁর ভয় হত। কোন সময় তিনি হয়ত বলতে শুরু করলেন, 'ইয়েনিউশেন্‌কা রে!' কিন্তু বাজারভ ফিরে তাকানোরও অবকাশ পেত না — অমনি তিনি তাঁর জালি বটুয়ার ফিতেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আমতা আমতা করে বলেন, 'না না কিছু নয়, এই অমনি...' পরে ভাসিলি ইভানভিচের কাছে গিয়ে হাজির হন, গালে হাত দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা বল ত গো, কী করে জানতে পারব আজ দুপুরের খাবার পাতে কোন্‌ জিনিসটা ইয়েনিউশার পছন্দ হবে — বাঁধাকপির ঝোল না রসা?' 'তা তুমি নিজে কেন জিজ্ঞেস করলে না ওকে?' 'যদি বিরক্ত হয়?' কিন্তু অচিরে বাজারভ নিজে তাঁর স্বেচ্ছা বন্দীত্বের অবসান ঘটাল। কাজের ঘোর তার কেটে গেল, পরিবর্তে একটা ক্লান্তিকর একঘেয়েমি, চাপা অস্থিরতা তার ওপর ভর করল। তার সমস্ত গতিবিধির মধ্যে ফুটে উঠল অদ্ভুত একটা ক্লান্তির ছাপ। তার চলনভঙ্গি আগে

ছিল দৃঢ়, অদম্য আত্মপ্রত্যয়শীল — কিন্তু এখন তাতেও পরিবর্তন দেখা দিল। এখন আর সে একা একা বেড়াতে যায় না, সে সঙ্গ খুঁজতে থাকে। চা পান করে বৈঠকখানায় বসে, ভাসিলি ইভানভিচের সঙ্গে সবজি বাগানে পদচারণা করে এবং তাঁর সঙ্গে নীরবে ধূমপান করে। একবার ফাদার আলেক্সেই সম্পর্কেও খোঁজখবর নিল। প্রথম প্রথম পুত্রের এই পরিবর্তনে ভাসিলি ইভানভিচ আনন্দিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁর খুশি দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে চুপিচুপি অনুযোগ করে বললেন, 'ইয়েনিউশা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। ও যে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে বা রেগে আছে সে কথা বলছি না — সেটা হলেও এমন একটা কিছু বলার ছিল না; ওকে বড় শোচনীয় আর মনমরা দেখাচ্ছে — এটাই ভয়ের কথা। সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকে। ও যদি আমাদের ওপর বকাঝকা করত তাহলেও এর চেয়ে ভালো ছিল। রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর মুখের রঙ যে রকম হয়েছে তাতে আমার ভালো বোধ হচ্ছে না।' 'হা ভগবান, হা ভগবান!' বৃদ্ধা ফিসফিস করে বললেন, 'ওর গলায় আমি তাবিজ ঝুলিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ও যে তা করতে দেবে না।' ভাসিলি ইভানভিচ বেশ কয়েকবার বেশ কায়দা করে বাজারভের কাছ থেকে তার কাজ, শরীরের অবস্থা ও আর্কাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করে জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাজারভ অনিচ্ছাভরে, অবহেলার সঙ্গে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। একবার কথাবার্তার মধ্যে বাপ তার কাছ থেকে অল্প অল্প করে কিছু একটা বার করার চেষ্টা করছে আঁচ করতে পেয়ে বাজারভ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা অমন পা টিপে টিপে আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াও কেন বল ত? এই অভ্যেসটা

কিন্তু আগের চেয়েও খারাপ।' 'ব্যস, ব্যস, আমি কিছু বলছি না!' বেচারি ভাসিলি ইভানভিচ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে ওঠেন। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত ইঙ্গিত দিতেন সেগুলোও এর চেয়ে বেশি সফল হত না। একবার তিনি কৃষকদের আসন্ন মুক্তি প্রসঙ্গে, প্রগতি সম্পর্কে কথা উত্থাপন করেন — তাঁর আশা ছিল এতে পুত্রের সহানুভূতি জাগ্রত করতে পারবেন; কিন্তু পুত্র ঔদাস্যভরে বলল, 'গতকাল সন্ধের সময় আমি যখন বেড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন শুনতে পেলাম স্থানীয় চাষী পরিবারের ছেলেছোকরার দল পুরনো আমলের কোন গান না গেয়ে তার বদলে তারস্বরে গেয়ে চলেছে: সুসময় আসে ওগো, প্রেমরসে ভরিল পরান... — এই হল গিয়ে তোমার প্রগতি।'

কখন কখন বাজারভ গ্রামের ভেতরে ঘুরতে বেরোত এবং তার পুরনো অভ্যাসমতো হাসিঠাট্টার ছলে কোন চাষীর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিত। সে তাকে বলত, 'আচ্ছা ভাই জীবন সম্পর্কে তোমার মতামতটা একটু গুছিয়ে বল দেখি — লোকে যে বলে তোমাদের মধ্যেই আছে রাশিয়ার সমস্ত শক্তি, তোমরাই হলে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ, তোমরা শুরু করবে ইতিহাসের এক নবযুগ — তোমরা আমাদের সত্যিকারের ভাষা দেবে, দেবে বিধি-বিধান।' চাষী হয় কোন উত্তর দিত না, কিংবা উত্তর দিলেও সেটা হত অনেকটা এই রকম: 'এজ্ঞে সে ক্ষ্যামতা আমাদের আছে... কিন্তুক ব্যাপার হল আমাদের অবস্থাটা যা... ধরুন গে, যাকে বলে চরম।' 'তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি তোমাদের এই জগৎটা কী?' বাজারভ কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা কি সেই জগৎ যা তিনটে মাছের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'তিন মাছের পিঠের ওপর যা দাঁড়িয়ে আছে সে হল কত্তা পির্থিবী,' কুলপতিসুলভ কর্তৃত্বব্যঞ্জক সহৃদয় ভঙ্গিতে সুরেলা গলায় চাষী তাকে আশ্বাস দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলে, 'আর আমাদের জগৎ, মানে হল সমাজ, সবাই জানে টিকে আছে কত্তার ইচ্ছের ওপর — সেই জন্যি আপনারা হলেন আমাদের মা-বাপ। মালিক যত শক্ত হাতে আদায় করবে, চাষীর তত ভালো লাগবে।'

এ ধরনের কথাবার্তা শোনার পর একবার বাজারভ ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, চাষীও তার আপন পথ ধরল।

বাজারভের সঙ্গে এই চাষীটার যখন কথাবার্তা চলছিল তখন গোমড়ামুখে মাঝবয়সী আরেক চাষী দূর থেকে তা লক্ষ করছিল। সে তার কুটিরের চৌকাট থেকে প্রথম চাষীকে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে কথা হল? বকেয়া পাওনা নিয়ে নাকি?'

'কিসের বকেয়া রে ভাই!' প্রথম জন উত্তর দিল। তার কণ্ঠস্বরে এখন আর কুলপতিসুলভ সুরেলা ঢঙের চিহ্নমাত্র নেই — বরং শোনা গেল কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কঠোর ভাব। সে বলল, 'অমনি কিছুটা বকবক করল আর কি; জিভের আড় ভাঙার সাধ হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্দরনোক; ও আর কী বুঝবে?'

'তা আর বলতে! বুঝবেটা কী ছাই!' অন্য জন উত্তরে সায় দিয়ে বলল। দুই চাষীতে এবার টুপি-পরা মাথা ঝাঁকিয়ে, কোমরবন্ধনী কষে এঁটে তাদের নিজেদের কাজকর্ম ও অভাব-অনটনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। হায়! যে বাজারভ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল, যে বাজারভ চাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে জানে (পাভেল পেত্রোভিচের সঙ্গে তর্ক করার

সময় এই নিয়ে সে গর্বও করেছিল), সেই আত্মবিশ্বাসী বাজারভ কিন্তু সন্দেহও করতে পারল না যে ওদের চোখে সে একটা অদ্ভুত রঙচঙে সঙজাতীয় জীবমাত্র — এর বেশি কিছু নয়।

তবে শেষকালে সে তার কাজ খুঁজে পেল। একদিন তার সামনে ভাসিলি ইভানভিচ এক চাষীর জখম-হওয়া পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের হাত কাঁপছিল, তাই ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তিনি সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না — পুত্র তাঁকে সাহায্য করল। এর পর থেকে সে তাঁর ডাক্তারীতে নিয়মিত হাত লাগাতে শুরু করে দিল। তবে সেই সঙ্গে সে নিজে যে-সমস্ত ওষুধপত্র ও চিকিৎসার উপায় বাতলাত সেগুলো নিয়ে এবং পিতা তৎক্ষণাৎ তা কাজে লাগাচ্ছেন দেখে তাই নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করতেও ছাড়ত না। কিন্তু বাজারভের ঠাট্টা-বিদ্রূপে ভাসিলি ইভানভিচ বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না; এমনকি তিনি তাতে সান্ত্বনা পেতেন। নোংরা তেলচিটে ড্রেসিং গাউনটা আঙুল দিয়ে পেটের ওপর চেপে ধরে ধূমপান করতে করতে তিনি মুগ্ধ হয়ে বাজারভের কথাগুলো শুনতেন, আর তার মন্তব্যগুলোর মধ্যে যত বেশি জ্বালা থাকত খুশিতে উচ্ছ্বসিত পিতা তাঁর কালো ছোপ ধরা বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে ততই দরাজ হাসিতে ফেটে পড়তেন। এমনকি এই বুলিগুলো কখন কখন ফাঁকা বা অর্থহীন হলেও তিনি আওড়াতেন। যেমন কয়েকদিন ধরে, খাটুক না খাটুক, যত্রতত্র তিনি বলে গেলেন, 'আরে, এ যে দেখছি ঝুল ব্যাপার!' — একমাত্র কারণ এই যে তিনি প্রভাতী উপাসনায় যান জানতে পেরে পুত্র একথা বলেছিল। 'ভগবানকে ধন্যবাদ! মনমরা ভাবটা কেটেছে!' ফিসফিস করে তিনি সহধর্মিণীকে বলেন। 'আজ আমাকে যা

জব্দটা করল না, অবাক কাণ্ড!' কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে এরকম একজন সহকারী পেয়েছেন এই ভেবে আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল। রুশী দেহাতী টুপি মাথায় পুরুষদের ওভারকোট-গায়ে এক চাষী বৌয়ের হাতে মচকানোর এক শিশি লোশন না এক কৌটো মলম কী একটা তুলে দিতে দিতে তার সঙ্গে ও দু-একটা কথাও বলেছেন। 'আমার ছেলে যে আমার এখানে আছে এর জন্যে প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। সম্পূর্ণ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন তোমার চিকিৎসা করবে, বুঝলে গো? ফরাসীদের যিনি সম্রাট সেই নেপোলিয়নেরও এর চাইতে ভালো ডাক্তার নেই।' এদিকে যে চাষী-বৌ 'শূলবেদনায়' কষ্ট পাচ্ছে (একথার অর্থ অবশ্য তার ঠিক জানা ছিল না) বলে ডাক্তারের কাছে আসে সে কেবল মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায় আর দক্ষিণা দিতে গিয়ে হাত বাড়ায় জামার ভেতরে, যেখানে গামছার খুঁটে বাঁধা আছে গোটা চারেক ডিম।

একবার বাইরের এক ফিরিওয়ালা এখানে কাপড় বিক্রি করতে এসেছিল — বাজারভ তার দাঁত পর্যন্ত তুলে দেয়। দাঁতটা যদিও সাধারণ যে-কোন দাঁতের মতোই ছিল, তবু ভাসিলি ইভানভিচ ওটাকে একটা দুর্লভ সামগ্রী হিশেবে সযত্নে তুলে রাখেন, ফাদার আলেক্সেইকে দেখান আর বারবার বলতে থাকেন:

'একবার তাকিয়ে দেখুন কেমন শেকড়! কী শক্তি আমাদের ইয়েভ্‌গেনির! কাপড়ের ব্যবসায়ীটাকে একেবারে শূন্যে তুলে ফেলেছিল।... আমার মনে হয় ওক গাছ পর্যন্ত অমন টানের চোটে উপড়ে পড়ে যাবে।'

‘তারিফ করতে হয়!’ কী উত্তর দেবেন এবং আহ্লাদে-আটখানা-বৃদ্ধের হাত থেকে কী করে রেহাই পাওয়া যায় বুঝতে না পেরে অবশেষে ফাদার বললেন।

একবার পাশের গাঁ থেকে এক চাষী ভাসিলি ইভানভিচের কাছে দেখানোর জন্য তার অসুস্থ ভাইকে নিয়ে এলো। ভাইটি টাইফাস জ্বরে ভুগছে। খড়ের গাদার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বেচারি ধুকছে, মারা যাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ কালো কালো চাকায় ছেয়ে গেছে। বহুক্ষণ হল সে সংজ্ঞা হারিয়েছে। ডাক্তারী সাহায্য নেওয়ার কথা কারও মাথায় যে আগে থাকতে কেন আসে নি এই বলে ভাসিলি ইভানভিচ দুঃখ প্রকাশ করলেন, জানালেন বাঁচার কোন আশা নেই। বাস্তবিকই চাষী তার ভাইকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারল না — গাড়িতেই সে মারা গেল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে বাজারভ তার পিতার কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল তাঁর কাছে লুনার কস্টিক আছে কি না।

‘আছে। কেন? কী করবি?’

‘দরকার আছে... একটা কাটা জায়গা পোড়াতে হবে।’

‘কার?’

‘আমার নিজের।’

‘নিজের মানে! সে কী রকম? কী করে কাটল? কোথায়?’

‘এই এখানে, আঙুলটায়। আমি আজ গাঁয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে — সেই যে, যেখান থেকে টাইফাসরুগী চাষীটাকে এখানে আনা হয়েছিল। দেখলাম, ওরা কেন জানি না লাশটার

ময়না তদন্ত করার তোড়জোর করছে। বহুদিন হল এই কাজের অভ্যেস আমার চলে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, জেলাসদরের ডাক্তারকে আমি জানালাম ও কাজটা আমি করতে চাই। করতে গিয়ে আঙুল একটু কেটে গেল।'

ভাসিলি ইভানভিচ হঠাৎ একেবারে ফেকাশে হয়ে গেলেন, একটি কথাও না বলে তিনি ছুটে চলে গেলেন তাঁর কাজের ঘরে — সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ফিরে এলেন এক টুকরো লুনার কস্টিক নিয়ে। বাজারভের ইচ্ছে ছিল ওটা নিয়ে চলে যায়।

ভাসিলি ইভানভিচ বিড়বিড় করে বললেন, 'ভগবানের দোহাই, এ কাজটা আমাকে নিজের হাতে করতে দে।'

বাজারভ কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'প্র্যাকটিস করার জন্যে দেখছি তোমার হাত নিসপিস করছে!'

'দোহাই তোর, ঠাট্টা করবি না। তোর আঙুলটা দেখা। কাটা ত তেমন একটা বড় দেখছি না। ব্যথা লাগছে না ত?'

'ভয় পেয়ো না, আরও জোরে চাপ দাও।'

ভাসিলি ইভানভিচ থেমে গেলেন।

'তোর কী মনে হয় ইয়েভ্‌গেনি, লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দিলে ভালো হয় না?'

'সেটা আগে করা উচিত ছিল। আর এখন সত্যি বলতে গেলে কি লুনার কস্টিকেরও কোন দরকার নেই। রোগের ছোঁয়াচ যদি লেগে থাকে এখন অমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়ে গেছে... বলছিস কী...' ভাসিলি ইভানভিচ কোন রকমে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

'তা ছাড়া কী! চার ঘণ্টারও বেশি কেটে গেছে।'

ভাসিলি ইভানভিচ কাটা জায়গাটা আরও খানিকটা পুড়িয়ে দিলেন।

'কিন্তু জেলাসদরের ডাক্তারের কাছে কি লুনার কস্টিকও ছিল না?'

'না, ছিল না।'

'এ কী করে হয়! হা ভগবান! ডাক্তার, অথচ এত দরকারী এমন একটা জিনিস কিনা তার কাছে নেই!'

'ওর কাটা ছেঁড়ার যন্ত্রপাতিগুলো তুমি যদি একবার দেখতে!' এই বলে বাজারভ স্থানত্যাগ করল।

সেদিন একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরের দিন সারাটা দিন ধরে ভাসিলি ইভানভিচ যত রকম সম্ভব অছিলা সৃষ্টি করে পুত্রের ঘরে যেতে লাগলেন। তিনি অবশ্য ওর ক্ষতস্থান সম্পর্কে কোন উল্লেখ ত করলেনই না, এমনকি এটা-ওটা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এমন প্রখর দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন যে বাজারভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে চলে যাবে বলে শাসাল। ভাসিলি ইভানভিচ ওকে কথা দিলেন যে আর ওকে বিরক্ত করবেন না। তার আরও কারণ এই যে আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নার কাছ থেকে যদিও বলাই বাহুল্য তিনি সব গোপন করে গেছেন কিন্তু এখন তিনি কেন ঘুমোচ্ছেন না, তাঁর কী হয়েছে — এই সব প্রশ্ন করে মহিলা তাঁকে জ্বালাতে শুরু করে দিয়েছেন। পুরো দুটো দিন তিনি নিজেকে সংযত করে রাখলেন, যদিও আড়াল থেকে চুপে চুপে বারবার দেখার পর পুত্রের অবস্থা তাঁর তেমন ভালো মনে হচ্ছিল না। তৃতীয় দিন দুপুরের খাবার সময় তিনি কিন্তু

আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বাজারভ চোখ নামিয়ে বসে ছিল, একটা খাবারও সে স্পর্শ করল না।

'তুই খাচ্ছিস না কেন ইয়েভ্‌গেনি?' মুখে যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ততার ভাব এনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'খাবার ত মনে হয় বেশ ভালো রান্না হয়েছে।'

'ইচ্ছে করছে না, তাই খাচ্ছি না।'

'তোর কি খিদে নেই? আর মাথা?' ভয়ে ভয়ে তিনি যোগ করলেন, 'ব্যথা করছে?'

'ব্যথা করছে। করবে না ত কী?'

আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না সোজা হয়ে বসলেন, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন।

'দোহাই তোর ইয়েভ্‌গেনি, রাগ করিস নে,' ভাসিলি ইভানভিচ বললেন, 'তোর নাড়ীটা একবার আমাকে দেখতে দিবি কি?'

বাজারভ উঠে দাঁড়াল।

'আমি নাড়ী না দেখেই বলে দিতে পারি, আমার জ্বর হয়েছে।'

'শীত-শীত করছে?'

'তা করছে বৈ কি। যাই, গিয়ে শুয়ে পড়ি গে, তোমরা আমাকে একটু লাইম-চা পাঠিয়ে দিও। আমার মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'তাই বল্? আজ রাত্তিরে তোর কাশির আওয়াজ পাচ্ছিলাম,' আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না বললেন।

'ঠাণ্ডা লেগেছে,' বাজারভ আবার এই কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না লাইমফুল দিয়ে চা তৈরি করতে

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ভাসিলি ইভানভিচ পাশের ঘরে গিয়ে নীরবে মাথার চুল টানতে লাগলেন।

সেদিন বাজারভ আর শয্যা ছেড়ে উঠল না, সারা রাত সে এক উৎকট আধজাগা তন্দ্রার ঘোরে কাটাল। রাত একটার দিকে অনেক কষ্টে চোখ খোলার পর ঘরের বিগ্রহের ক্ষীণ দীপালোকে সে দেখতে পেল পিতার পাণ্ডুর মুখ তার ওপর ঝুঁকে আছে। সে তাঁকে যেতে বলল। বৃদ্ধ তার কথা মেনে চলে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই পা টিপে ফিরে এলেন, আলমারীর পাল্লার আড়ালে অর্ধেক লুকিয়ে থেকে নির্ণিমেষ নয়নে পুত্রকে দেখতে লাগলেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নাও শুয়ে থাকতে পারলেন না, 'বাছা ইয়েনিউশার নিশ্বাস-প্রশ্বাস কেমন পড়ছে' শোনার উদ্দেশ্যে এবং ভাসিলি ইভানভিচই বা কী করছেন দেখার জন্য তিনি মাঝে মাঝে পড়ার ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে সেখান থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। তিনি কেবল দেখতে পাচ্ছিলেন বুড়ো বাজারভের নিশ্চল, কুঁজো পিঠটা, কিন্তু তাতেই তিনি মনে মনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করছিলেন। সকাল বেলায় বাজারভ ওঠার চেষ্টা করল। তার মাথা ঘুরতে লাগল, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সে আবার শুয়ে পড়ল। ভাসিলি ইভানভিচ নীরবে ওর শুশ্রূষা করে চললেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না ওর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন কী রকম বোধ করছে, বাজারভ তার উত্তরে 'একটু ভালো,' বলে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুল। ভাসিলি ইভানভিচ দু'হাত নাড়িয়ে ইশারায় স্ত্রীকে চলে যেতে বললেন। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না ঠোঁট কামড়ে কান্না চেপে রেখে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন। সারা বাড়িতে হঠাৎ যেন অন্ধকার নেমে এলো। সকলের মুখ থমথমে। সর্বত্র নেমে এলো এক

অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। বাড়ির উঠোন থেকে এক গলাবাজ মোরগকে ধরে গাঁয়ে বিদায় করে দিয়ে আসা হল। বেচারি বুঝতে পারছিল না তার সঙ্গে এরকম আচরণের কারণ কী। বাজারভ পূর্ববৎ দেয়ালে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ভাসিলি ইভানভিচ তাকে নানা রকম প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাজারভ তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দেখে বৃদ্ধ তাঁর আরাম চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন — কদাচিত কেবল আঙুল মটকাতে লাগলেন। তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য বাগানে যাচ্ছিলেন, কোন এক ভাষাতীত বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন (বিস্ময়ের ভাব তাঁর মুখের ওপর থেকে কিছুতেই কাটছিল না), এই ভাবে পাথরের মূর্তির মতন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার পুত্রের ঘরে ফিরে আসছিলেন। স্ত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। অবশেষে স্ত্রী তাঁর হাত চেপে ধরলেন, আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে কী হল ওর বলই না?' সঙ্গে সঙ্গে ভাসিলি ইভানভিচের টনক নড়ল, স্ত্রীর কথার উত্তরে তিনি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন মৃদু হাসির বদলে কোথা থেকে যেন উচ্চকণ্ঠ হাসি এসে তার ওপর ভর করল, তখন তিনি রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ভোরবেলা তিনি ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। পুত্র যাতে রাগ না করে বসে এই কারণে তিনি তাকে খবরটা জানানো আবশ্যক মনে করলেন।

বাজারভ হঠাৎ সোফায় পাশ ফিরল, ফ্যালফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জল চাইল।

ভাসিলি ইভানভিচ তাকে জল দিলেন, সেই সুযোগে তিনি তার কপালটাও ছুঁয়ে দেখলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাজারভ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ধীরে ধীরে বলতে শ্বরু করল, 'শোনো গো ব্বড়ো কত্তা। আমার অবস্থা কাহিল। রোগের ছোঁয়ায় আমার শরীর বিষিয়ে গেছে, কয়েক দিন বাদে আমাকে কবর দিতে হবে তোমার।'

ভাসিলি ইভানভিচ টলে পড়ে যাচ্ছিলেন — যেন তাঁর পায়ে কেউ আঘাত করেছে।

অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, 'ইয়েভ্‌গেনি! এসব তুই কী বলছিস!.. ভগবান তোর ভালো কর্বন! তোর ঠাণ্ডা লেগেছে...'

'থাক, আর কেন?' বাজারভ তাঁকে বাধা দিয়ে ধীরেস্বস্থে বলল। 'একজন ডাক্তারের ম্বখে অমন কথা শোভা পায় না। রক্ত বিষিয়ে যাবার সমস্ত উপসর্গ তোমার নিজেরই জানা আছে।'

'কিন্তু কোথায় সেই উপসর্গ... বিষিয়ে যাবার? তুই আমাকে বল্ দেখি ইয়েভ্‌গেনি?'

'তা হলে এটা কী?' এই বলে বাজারভ জামার আস্তিন গ্বটিয়ে পিতাকে দেখাল — ভয়ংকর লাল লাল চাকায় তার শরীর ছেয়ে গেছে।

ভাসিলি ইভানভিচ আঁতকে উঠলেন, আতঙ্কে তিনি হিম হয়ে গেলেন।

'ধরলাম তা-ই,' শেষকালে তিনি বললেন, 'না হয় ধরলামই... যদি... যদি রক্ত বিষিয়ে যাবার মতো কিছ্ব হয়েও থাকে...'

'একে বলে পাইয়েমিয়া,' প্বত্র তাঁকে ধরিয়ে দিল।

'তা হ্যাঁ... ঐ অনেকটা... এপিডেমিক গোছের।'

'পাইয়েমিয়া,' বাজারভ কঠিনস্বরে স্পষ্ট উচ্চারণ করে আবার আওড়াল। 'তুমি তোমার বইখাতা ভুলে বসে আছ নাকি?'

'তা হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুই যেমন খুশি ভাবতে পারিস।... আমরা কিন্তু তোকে ঠিক সারিয়ে তুলব!'

'হুঁ হুঁ, সে গুড়ে বালি। কিন্তু কথাটা তা নয়। আমি আশা করি নি যে এত তাড়াতাড়ি মারা যেতে হবে। এই আকস্মিক ঘটনাটি, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, বড়ই দুঃখজনক। তোমার আর মা'র — তোমাদের দু'জনার ধর্মবিশ্বাস খুব গভীর — তোমরা এখন তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। তোমাদের ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষার এই হল সুযোগ।' আরও খানিকটা জল খেয়ে ঢোক গিলে সে বলল, 'এখন আমি তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব... আমার মাথা যতক্ষণ আমার নিয়ন্ত্রণে আছে ততক্ষণে তোমাকে বলে নিই। আগামীকাল অথবা পরশুদিন আমার মস্তিষ্ক কাজে ইস্তফা দেবে — সে ত তুমি জানই। আমার অবশ্য এখনও স্থির বিশ্বাস নেই আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার বলতে পারছি কিনা। আমি যতক্ষণ এখানে শুয়ে ছিলাম ততক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার চারপাশে একপাল লাল রঙের কুকুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, আর তুমি একটা বনমোরগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আছ। আমি যেন একটা নেশাগ্রস্ত মাতাল। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ?'

'তুই ত দস্তুরমতো স্বাভাবিক কথা বলছিস ইয়েভ্গেনি!'

'তাহলে ত আরও ভালো। তুমি আমাকে বলেছ যে ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়েছ... এই করে তুমি নিজে খুশিতে আছ... এবার আমাকেও খুশি কর — একজন লোক পাঠিয়ে...'

'আর্কাদি নিকলাইচকে ডেকে আনতে বলছিস ত?' তার মুখের কথা শেষ হতে না হতে বৃদ্ধ বললেন।

'আর্কাদি নিকলাইচ কে?' বাজারভের যেন ধ্যানভঙ্গ হল। 'ও, আচ্ছা! সেই দুগ্ধপোষ্যটি! না, ওকে বিরক্ত করতে যেয়ো না — ও এখন দাঁড়কাক বনে গেছে। অবাক হয়ো না, এখনও ভুল বকার অবস্থায় আসি নি। তুমি একজন লোক পাঠিয়ে দাও ওদিন্‌ৎসোভার কাছে — আন্না সের্গেইয়েভ্‌না ওদিন্‌ৎসোভা— এই নামে এ অঞ্চলে এক জমিদারনী আছে... জান? (ভাসিলি ইভানভিচ মাথা নাড়লেন।) তাকে যেন বলা হয় ইয়েভ্‌গেনি, অর্থাৎ বাজারভ তাকে নমস্কার জানিয়েছে আর একথা জানাতে বলেছে যে সে মরণাপন্ন। এই কাজটা করবে কি?'

'করব... কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ইয়েভ্‌গেনি, তুই মারা যাবি... এও কি সম্ভব... তুই নিজেই একবার ভেবে দ্যাখ্‌ না! এর পর ন্যায়বিচার বলতে আর কী থাকে?'

'সে আমি জানি না। তুমি কিন্তু লোক পাঠাও বাপু।'

'এক্ষুনি, এই পাঠাচ্ছি, আমি নিজে চিঠি লিখে দেব।'

'না। তার কী দরকার আছে? বলবে নমস্কার জানিয়েছে— এর বেশি কিছু দরকার নেই। এখন আমি আবার ফিরে যাই আমার সেই কুকুরের পালের কাছে। কী আশ্চর্য! মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তাজাল বুনতে চাই, কিন্তু কিছুতে কোন ফল হয় না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কিসের যেন একটা ছোপ আর কিছুই চোখে পড়ছে না।'

সে আবার ধপ করে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল। এদিকে ভাসিলি ইভানভিচ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে কোন রকমে স্ত্রীর শোবার ঘরে পেঁছে একেবারে ভেঙে পড়লেন — নতজানু হয়ে বসে পড়লেন বিগ্রহের সামনে।

'প্রার্থনা কর, আরিনা, প্রার্থনা কর!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, 'আমাদের ছেলে মারা যাচ্ছে।'

ডাক্তার এলেন — জেলাসদরের সেই বৈদ্যটি, যাঁর কাছে সে দিন লুনার কস্টিক পাওয়া যায় নি। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখার পর তিনি অপেক্ষা করে দেখার পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিলেন এবং সেই সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কেও দু-একটি কথা বললেন।

'আমার মতন এই রকম অবস্থায় কোন লোক যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে এমন ঘটনা দেখার সৌভাগ্য কি আপনার কখনও ঘটেছে?' এই কথা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বাজারভ আচমকা সোফার পাশের ভারী টেবিলটার একটা পায়া চেপে ধরে সেটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জায়গা থেকে নড়িয়ে ফেলল।

'শক্তির কথা যদি বলতে হয়, এখনও এখানে সমস্ত শক্তি আছে,' সে বলল, 'কিন্তু তবু আমাকে মরতে হবে!.. একজন বুড়ো মানুষের কথা যদি ধরা যায়, সে অন্তত বাঁচার অভ্যাস ছেড়ে দেবার মতো অবকাশ পেয়েছে, কিন্তু আমি... একবার মৃত্যুকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেই দেখ না কেন। উল্‌টে সেই তোমাকে খণ্ডন করবে — ব্যস্‌, চুকে গেল! কে? কে ওখানে কাঁদে?' খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সে যোগ করল, 'মা বুঝি? আহা বেচারি! এখন আর কাকে তোমার সেই চমৎকার রসা খাওয়াবে গো? আর তুমি ভাসিলি ইভানিচ, তুমিও বুঝি ঘ্যানঘ্যানি শুরু করে দিয়েছ? বেশ, খ্রীষ্টধর্ম যদি সাহায্য না করে তা হলে দার্শনিক হয়ে যাও, না হয় বিরাগী হয়ে যাও — কী বল? তুমি না বড়াই করে বলেছিলে যে তুমি দার্শনিক?'

'আমি আবার কোথাকার দার্শনিক!' উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন ভাসিলি ইভানভিচ, তাঁর গণ্ডদেশ বয়ে অঝোরধারে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

যত সময় যেতে লাগল বাজারভের অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। রোগের প্রকোপ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলল — শল্যচিকিৎসা করতে গিয়ে শরীরে বিষ প্রবেশ করলে সচরাচর যেমন ঘটে থাকে। এখনও তার চেতনা লুপ্ত হয় নি, অন্যের কথা বোঝার মতো ক্ষমতা তার আছে; এখনও সে যুঝে চলেছে। 'ভুল বকার ইচ্ছে নেই,' হাতের মুঠো পাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'যত সব আবোল-তাবোল!' সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আট থেকে দশ গেলে কত থাকে?' ভাসিলি ইভানভিচ পাগল-পাগল হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন, কখনও এ-দাওয়াই, কখনও ও-দাওয়াই বাতলে চলেন, কাজের মধ্যে কাজ যেটা করেন সেটা হল বারবার পুত্রের পা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া। 'ঠান্ডা চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও... বমি করাও... পাকস্থলীর কাছে সরষের পুলটিস লাগাও ... খারাপ রক্ত বার করার ব্যবস্থা কর,' উত্তেজিত হয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন। ডাক্তারকে তিনি বলে কয়ে থেকে যেতে রাজী করলেন। ভাসিলি ইভানভিচের প্রতিটি কথায় তিনি সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন, রোগীকে লেমোনেড খাওয়াচ্ছিলেন আর নিজের জন্য কখনও পাইপ, কখনও বা শরীর গরম রাখার কোন কড়া আরক অর্থাৎ ভোদ্কার ফরমাশ দিয়ে চলছিলেন।

আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না দরজার পাশে একটা জলচৌকির ওপর বসে ছিলেন, কেবল মাঝে মধ্যে উঠে যাচ্ছিলেন প্রার্থনা করতে। দিন কয়েক আগে একটা ছোট হাত-আয়না তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙে যায় — ব্যাপারটাকে তিনি চিরকালই কুলক্ষণ বলে গণ্য করে থাকেন। আন্‌ফিসুশ্‌কারও ক্ষমতা

ছিল না কিছু বলে তাঁকে প্রবোধ দেয়। তিমফেইচ ওদিন্‌ৎসোভার উদ্দেশে যাত্রা করল।

রাতটা বাজারভের ভালো কাটল না।... প্রবল জ্বরে সে ছটফট করতে লাগল। ভোরের দিকে সে একটু হালকা বোধ করল। আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌নাকে সে তার মাথা আঁচড়ে দিতে বলল, তাঁর হাতে চুমোও খেল, দু-এক ঢোক চাও পান করল। ভাসিলি ইভানভিচের চেহারায় একটু খুশির ভাব ফুটে উঠল।

তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'ভগবানের দয়া বলতে হবে। রোগ মোড় নিয়েছে... সংকট কেটে গেছে।'

'আহা, কী কথাই না বললে!' বাজারভ বলল। 'কথার কী মানে! খুঁজে বার করলে বটে শব্দ — মোড় নিয়েছে, ব্যস, মনটা হালকা হয়ে গেল। মানুষ কী করে আজও শব্দকে বিশ্বাস করতে পারে ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। যেমন ধর, তাকে মারধোর কিছুই করল না, শুধু বলল 'বোকা' — অমনি তার মন ভার হয়ে গেল; আবার তাকে হয়ত কোন টাকাকড়ি না দিয়ে স্রেফ মুখে বলল 'বুদ্ধিমান' — আর তাকে পায় কে! — আহ্লাদে গদগদ।'

বাজারভের এই নাতিদীর্ঘ ভাষণটির মধ্যে তার পূর্বেকার 'প্রগল্‌ভতার' আভাস দেখতে পেয়ে ভাসিলি ইভানভিচ গলে গেলেন।

'বাহবা! চমৎকার! চমৎকার বলেছিস বটে!' সোল্লাসে তিনি বলে উঠলেন, হাতে তালি বাজানোর ভান করলেন।

বাজারভ বিষণ্ণ হাসি হাসল।

সে বলল, 'তাহলে তোমার মতটা কী — রোগ মোড় নিয়েছে, না সংকট শুরু হয়েছে?'

'আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হল এই যে তুই আগের চেয়ে

ভালো বোধ করছিস, এতেই আমার আনন্দ,’ উত্তরে ভাসিলি ইভানভিচ বললেন।

‘বেশ বেশ, তাহলে ত চমৎকার! আনন্দ করাটা কোন সময়ই খারাপ নয়। আর হ্যাঁ, সেই তার কাছে, লোক পাঠিয়েছিলে?’

‘পাঠিয়েছি। তা আর বলতে!’

ভালোর দিকে পরিবর্তন কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। রোগের আক্রমণ ফের শুরু হয়ে গেল। ভাসিলি ইভানভিচ বাজারভের শয্যার পাশে বসে রইলেন। মনে হচ্ছিল কোন এক অসাধারণ তীব্র যন্ত্রণায় তিনি জর্জরিত। তিনি কয়েকবার কী একটা কথা বলিবলি করেও বলতে পারলেন না।

শেষকালে তিনি উচ্চারণ করলেন, ‘ইয়েভ্‌গেনি! বাছা আমার, আমার দুলাল, আমার আদরের ধন!’

এই অসাধারণ আবেদনটি বাজারভের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।... সে মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে যেন গুরুভার অচৈতন্যের ঘোর কাটিয়ে জাগার প্রয়াস করতে করতে বলল, ‘কী বাবা?’

‘ইয়েভ্‌গেনি,’ এই বলে ভাসিলি ইভানভিচ বাজারভের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন, যদিও বাজারভ চোখ খুলল না, তাঁকে সে দেখতেও পাচ্ছিল না। তিনি বলে চললেন, ‘ইয়েভ্‌গেনি, এখন তুই একটু ভালো বোধ করছিস। ঈশ্বর করুন, তুই সুস্থ হয়ে উঠবি। কিন্তু আমার খাতিরে, তোর মায়ের খাতিরে এই সময়টার সদ্ব্যবহার কর্ — একজন খ্রীষ্টান হিশেবে তোর কর্তব্য পালন করে আমাদের মনকে শান্ত কর্! তোকে এই কথা বলতে গিয়ে আমার মনের কী

ভয়ংকরই অবস্থা না হচ্ছে!.. কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর... চিরকালের জন্যে... ইয়েভ্‌গেনি, তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ, এর অর্থ কী...'

বৃদ্ধের গলা বুজে এলো। পুত্র যদিও আগের মতোই চোখ বুজে শুয়ে ছিল তবু তার মুখের ওপর যেন অদ্ভুত কিসের একটা ঝলক খেলে গেল।

'এতে যদি তোমরা সান্ত্বনা পাও, আমার কোন আপত্তি নেই,' শেষকালে সে বলল,' কিন্তু আমার মনে হয় এর জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি নিজেই না বললে আমার অবস্থা আগের চেয়ে ভালো!'

'ভালো ইয়েভ্‌গেনি, আগের চেয়ে ভালো। কিন্তু কে জানে, সবই ভগবানের ইচ্ছে। আর তুই যদি এই কর্তব্য পালন করিস...'

বাজারভ কথার মাঝখানে তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'না আমি একটু অপেক্ষা করে দেখব। আমি তোমার সঙ্গে একমত যে রোগ মোড় নিয়েছে। আর আমাদের যদি ভুল হয়ে থাকে, তাতেও বিশেষ ক্ষতি নেই। অচৈতন্য অবস্থায়ও ত লোকের কানে ভগবানের নাম ও মন্ত্র দেওয়া যায়।'

'কিন্তু ইয়েভ্‌গেনি তা হলেও...'

'আমি অপেক্ষা করব। এখন আমার ঘুম পেয়েছে। বিরক্ত করো না আমাকে।'

এই বলে মাথা আবার আগের জায়গায় রাখল।

বৃদ্ধ মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসলেন, চিবুকে হাত ঠেকিয়ে দাঁতে আঙুল কাটতে লাগলেন।...

এই অজ পাড়াগাঁয়ে স্প্রিং-দেয়া যাত্রিবাহী ঘোড়ার গাড়ির টগবগ আওয়াজ এত লক্ষ করার মতো যে সহসা সেই আওয়াজ

কানে যেতে ভাসিলি ইভানভিচ সচকিত হয়ে উঠলেন। হালকা চাকাগুলোর ঘর্ঘর আওয়াজ কাছে, আরও কাছে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে — দেখতে দেখতে এত কাছে চলে এসেছে যে এবারে ঘোড়াগুলোর নাকের ঘড়ঘড়ানি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।... ভাসিলি ইভানভিচ এক লাফে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে জানলার দিকে ছুটে গেলেন। তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে চার ঘোড়ায় টানা দুই আসনযুক্ত একটি গাড়ি। এর অর্থ কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোন রকম ভেবেচিন্তে না দেখে এক অর্থহীন আনন্দের আকস্মিক উত্তেজনা বশে তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন দেউড়িতে।... চাপরাসধারী ভৃত্য গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে; স্বচ্ছ কালো অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা এবং কালো ওড়নায় মাথার চুল আর কাঁধ ঢাকা এক অভিজাত মহিলা নেমে আসছেন গাড়ি থেকে।...

'আমি ওদিন্‌ৎসোভা,' মহিলা বলল। 'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ বেঁচে আছেন? আপনি তাঁর বাবা? আমি ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

'আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্রী!' উল্লসিত হয়ে এই কথা বলে ভাসিলি ইভানভিচ তার হাত চেপে ধরলেন, অস্বাভাবিক উত্তেজনাভরে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঠোঁট মহিলার হাতের ওপর চেপে ধরলেন। ডাক্তার ততক্ষণে ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নামতে লাগলেন। লোকটি চশমা-চোখে, ছোটখাটো, চেহারায় জার্মান। ভাসিলি ইভানভিচ মহিলার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে আমার ইয়েভ্‌গেনি। এবারে ও বেঁচে যাবে! গিন্নি! ও গো গিন্নি!.. আমাদের ঘরে স্বর্গের দেবীর আগমন ঘটেছে গো!..'

'কী হল গো? ওঃ ভগবান!' বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বলতে

বলতে বৈঠকখানা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন এবং মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ সামনের বড় ঘরটাতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার পায়ের ওপর, পাগলের মতো তার পোশাকের আঁচলে চুমু খেতে লাগলেন।

'এ কী কাণ্ড! এ কী করছেন!' আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বারবার বলতে লাগল। কিন্তু আরিনা ভ্লাসিয়েভ্‌না তার কথায় কান দিলেন না, কেবল আউড়ে চললেন, 'দেবী! আপনি দেবী!'

'Wo ist der Kranke?* পেশেণ্ট কোথায়?' অবশেষে খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

ভাসিলি ইভানভিচের চমক ভাঙল।

'এই যে এখানে, দয়া করে আমার পেছন পেছন আসুন, ভের্টেস্টের হের কল্‌লেগা,'** পুরনো স্মৃতি হাতড়ে তিনি যোগ করলেন।

'আচ্ছা!' মুখ খিঁচিয়ে দন্তপাটি বিকশিত করে জার্মানটি বললেন।

ভাসিলি ইভানভিচ তাঁকে পড়ার ঘরে নিয়ে এলেন।

'আন্না সের্গেইয়েভ্‌না ওদিন্‌ৎসোভার কাছ থেকে ডাক্তার এসেছেন,' পুত্রের ঠিক কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বললেন, 'উনি নিজেও এখানে।'

বাজারভ হঠাৎ চোখ খুলল।

'কী? কী বললে তুমি?'

---

* রোগী কোথায়? (জার্মান)

** মাননীয় সহকর্মী (জার্মান ভাষায় wertester Herr Kollege)।

'বলছিলাম কি আন্না সের্গেইয়েভ্‌না ওদিনৎসোভা এখানে। উনি এই ডাক্তারবাবুটিকে তোর কাছে নিয়ে এসেছেন।'

বাজারভ চোখ মেলে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'উনি এখানে... আমি ওঁকে দেখতে চাই।'

'তুই ওঁকে দেখতে পাবি, ইয়েভ্‌গেনি। কিন্তু তার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার। সিদোর সিদোরিচ' (জেলাসদরের সেই চিকিৎসকটি) 'চলে গেছেন, তাই রোগের পুরো বৃত্তান্তটা আমিই এঁকে দিয়ে নিই, ছোটখাটো একটা সলাপরামর্শও আমাদের করতে হবে।'

বাজারভ জার্মানটির দিকে এক পলক তাকাল।

'আচ্ছা কথাবার্তা যা বলার চটপট সেরে ফেলুন। তবে লাতিন বলবেন না, আমি আবার বুঝতে পারি কিনা jam moritur * মানে কী।'

'Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein,** ভাসিলি ইভানভিচকে লক্ষ করে শুক্রাচার্যের নতুন শিষ্যটি বললেন।

'ইখ্‌... হাবে...*** তবে রুশ ভাষায় বললেই ভালো হয়,' বৃদ্ধ বললেন।

'ও, আচ্ছা! বালো কতা...'

সলাপরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে ভাসিলি ইভানভিচের সঙ্গে আন্না সের্গেইয়েভ্‌না পড়ার ঘরে প্রবেশ করল। ডাক্তার এরই মধ্যে

---

* মরতে চলেছে (লাতিন)।

** জার্মান ভাষায় মহাশয়ের অধিকার আছে মনে হচ্ছে (জার্মান)।

*** তা আছে আমার (জার্মান ভাষায় Ich habe)।

এক ফাঁকে ফিসফিস করে আন্না সের্গেইয়েভ্‌নাকে বলে দিয়েছেন যে রোগীর আরোগ্যলাভের কোন আশা নেই।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না বাজারভের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।... সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাজারভের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। মুখ জ্বরে টসটস করছে, সেই সঙ্গে মড়ার মতো পাণ্ডুর হয়ে গেছে। দেখে সে কাঠ হয়ে গেল। কেমন একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে আতঙ্ক যেন তাকে অবসন্ন করে ফেলল। সে যদি বাজারভকে সত্যি সত্যি ভালোবাসত তাহলে যে তার অনুভূতিটা অন্যরকম হত — এই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় খেলে গেল।

'ধন্যবাদ,' অনেক কষ্টে বাজারভ উচ্চারণ করল, 'আমি এটা আশা করি নি। আপনার অসীম দয়া। এই ত আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল, আপনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

'আন্না সের্গেইয়েভ্‌নার এত অনুগ্রহ...' ভাসিলি ইভানভিচ শুরু করলেন।

'বাবা আমাদের নিরিবিলিতে থাকতে দাও। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না, আপনি কিছু মনে করবেন না ত? আমার মনে হয় এখন...'

এই বলে সে মাথার ইঙ্গিতে তার শায়িত অসহায় দুর্বল শরীরটাকে দেখিয়ে দিল।

ভাসিলি ইভানভিচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ধন্যবাদ,' বাজারভ আবার বলল। 'এটা আপনার রাজকীয় অনুগ্রহ। শোনা যায় রাজা-রাজড়ারাও মুমূর্ষু মানুষকে দর্শন দিয়ে থাকেন।'

'ইয়েভ্‌গেনি ভাসিলিয়েভিচ, আমি আশা করি...'

'ওঃ আন্না সের্গেইয়েভ্‌না, আসুন সত্যি কথা বলা যাক।

আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি চাকার তলায় পড়েছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার কোন মানে ছিল না। মৃত্যু সেই একই পুরানো কাহিনী, কিন্তু পুরানো হলেও প্রত্যেকের কাছে নতুন। এখন পর্যন্ত সাহস হারাই নি... কিন্তু তারপর আসবে সংজ্ঞাহীন আচ্ছন্ন অবস্থা, আর তারপরই ভোঁ কাটা!' (সে দুর্বল ভাবে হাত নাড়াল) 'আপনাকে আমার আর কী বলার আছে?.. আপনাকে ভালোবাসতাম! — এই কথা বলব কী? আগেও এ কথার কোন অর্থ ছিল না, এখন ত আরও নেই। প্রেম হল একটা আকার, এদিকে আমার নিজের আকারটাই নিরাকারে পরিণত হতে চলেছে। আমি বরং বলব — আহা, কী সুন্দর আপনি! আর এখন এই যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কী রূপের ছটা আপনার...'

আন্না সের্গেইয়েভ্না নিজের অজান্তে চমকে উঠলেন।

'ও কিছু নয়, উদ্বিগ্ন হবেন না... ওখানে গিয়ে বসুন।... আমার কাছে আসবেন না — আমার রোগটা ছোঁয়াচে কিনা।'

আন্না সের্গেইয়েভ্না দ্রুত পায়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গিয়ে বাজারভ যেখানে শুয়ে ছিল সোফার পাশের সেই গদি আঁটা চেয়ারটার ওপর গিয়ে বসল।

'কী উদার আপনি!' ফিসফিস করে বাজারভ বলল। 'ওঃ কত কাছে, যৌবনে ভরপুর, কী স্নিগ্ধ, নির্মল... এই বীভৎস ঘরটার মধ্যে!.. আচ্ছা, বিদায় তাহলে! বহুকাল বেঁচে থাকুন — এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, সময় থাকতে তার সদ্ব্যবহার করুন। একবার চেয়ে দেখুন কী জঘন্য দৃশ্যটা — একটা পোকা অর্ধেক পিষে গেছে, কিন্তু এখনও কিলবিল করছে। অথচ আমিও ভাবতাম মরব না — মরলে চলবে কী

করে? অনেক কম্ম ফতে করব। অনেক কাজ আছে, আমি যে দানবীয় শক্তির অধিকারী! এখন সেই দানবের একমাত্র চিন্তা হল কী করে ভদ্র ভাবে মরা যায়, যদিও কী ভাবে মারা যাচ্ছি এই নিয়ে কেউ আর এখন মাথা ঘামাতে আসবে না... কিন্তু সে যাই হোক না কেন, লেজ নাড়ানোর মধ্যে আমি নেই।'

বাজারভ চুপ করে গেল, সে তার গেলাসটা হাতড়াতে লাগল। আন্না সের্গেইয়েভ্না হাতের দস্তানা না খুলে, ভয়ে ভয়ে মৃদু নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে জলের গেলাস তাকে এগিয়ে দিল।

'আমাকে আপনি ভুলে যাবেন,' সে আবার শুরু করল, 'মৃত লোক জীবিতের সঙ্গী হতে পারে না। আমার পিতা আপনাকে নির্ঘাত বলবেন, আহা কী মানুষটাকে হারাতে চলেছে রাশিয়া!.. ওসব বাজে কথা। কিন্তু বৃদ্ধের এই ভুল ভাঙাতে যাবেন না তাই বলে। যে কোন একটা কিছু দিয়ে বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখা আর কি... আপনি ত জানেনই। আর আমার মা... তাঁকেও দয়া করবেন। জানবেন সারা দুনিয়া ঘুরেও তাঁদের মতো মানুষ খুঁজে পাবেন না। রাশিয়া আমাকে চায়... না, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চায় না। কিন্তু চায় কাকে? তার চাই মুচী, চাই দরজি, চাই কসাই... মাংস বেচে... কসাই... দাঁড়ান, আমি সব গুলিয়ে ফেলছি। এখানে আছে একটা বন...'

বাজারভ কপালে হাত রাখল।

আন্না সের্গেইয়েভ্না তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'ইয়েভ্গেনি ভাসিলিচ, আমি এখানে...'

বাজারভ চট করে তার হাত সরিয়ে নিল, কনুইয়ে ভর দিয়ে সামান্য উঠল।

'বিদায়,' অকস্মাৎ বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে সে বলে উঠল।

তার চোখে দপ করে জ্বলে উঠল শেষ দীপ্তি। 'বিদায়... শুনুন, তখন কিন্তু আমি আপনাকে চুমু খাই নি।... এই নিভু নিভু জীবনের প্রদীপটায় ফুঁ দিন, নিভে যাক।...'

আন্না সেগেইয়েভ্না তার কপালে ঠোঁট ঠেকাল।

'ব্যস আর নয়!' বলে সে বালিশের ওপর লুটিয়ে পড়ল। 'অন্ধকার... এখন সব অন্ধকার...'

আন্না সেগেইয়েভ্না নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

'কী হল?' ভাসিলি ইভানভিচ তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

'ও ঘুমিয়ে পড়েছে,' কথাটা সে এমন ভাবে বলল যে প্রায় শোনা গেল না।

নিদ্রাভঙ্গ হওয়া আর বাজারভের কপালে ছিল না। সন্ধ্যা হতে না হতে বাজারভ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তির মধ্যে ডুবে গেল, পর দিন সে মারা গেল। ফাদার আলেক্সেই মৃত্যুপথযাত্রীর সদগতির জন্য ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তৈললেপন ক্রিয়াপর্বে যখন তার বুকের ছাতিতে পবিত্র তেল মাখানো হতে থাকে তখন তার একটা চোখ খুলে যায় — মনে হয় যেন জোব্বাধারী পুরোহিতের মূর্তি, ধূমায়মান ধূপদানি, বিগ্রহের সামনেকার জ্বলন্ত মোমবাতী — এ সব দেখে মুহূর্তের মধ্যে মুমূর্ষু লোকটির প্রাণহীন মুখের ওপর যেন আতঙ্কমিশ্রিত কাঁপুনি ধরনের কী একটা ভাব খেলে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে উচ্ছ্বসিত বিলাপে ভেঙে পড়ল, তখন ভাসিলি ইভানভিচ এক আকস্মিক উন্মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। 'আমি ত বলেইছি আমি বরদাস্ত করব না,' ভাঙা গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন। তাঁর মুখ বেঁকে গেল,

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল। শূন্যে ঘুষি উঁচিয়ে যেন কাউকে শাসতে লাগলেন তিনি: 'এ আমি বরদাস্ত করব না! বরদাস্ত করব না!' কিন্তু আরিনা ভ্লাসিয়েভ্না চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর গলা ধরে ঝুলে পড়তে দু'জনে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আন্ফিসুশ্কা পরে ভৃত্যদের মহলে এই ঘটনার বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে বলে, 'এই ভাবে হাঁটু মুড়ে মাথা নীচু করে দু'জনে পাশাপাশি — ঠিক যেন দুপুর বেলায় দুই শান্ত নিরীহ ভেড়া...'

কিন্তু দ্বিপ্রহরের দাবদাহেরও অবসান ঘটে, নেমে আসে সন্ধ্যা ও রাত, আর তখনই শ্রান্তক্লান্ত প্রাণীরা প্রত্যাবর্তন করে শান্তির আলয়ে, সেখানে তারা সুখে নিদ্রা যায়।

আটাশ

ছয় মাস কেটে গেল। শুভ্র শীতের আবির্ভাব ঘটেছে — সেই সঙ্গে নির্মেঘ হিমের কঠোর নিস্তব্ধতা, মচমচে বরফের পুরু চাদর, গাছপালার গায়ে গোলাপী তুষারকণা, পাণ্ডুর মরকত রঙের আকাশ, বাড়িতে বাড়িতে ছাদের ওপরকার চিমনীর মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী, মুহূর্তের জন্য দরজা খোলা পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসে বাষ্প। লোকজনের তাজা মুখগুলো দেখলে মনে হয় যেন হিমের ছোবল খেয়েছে, ঘোড়াগুলো ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ব্যস্ত হয়ে ছুটছে। জানুয়ারীর বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আরও শক্ত করে চেপে ধরছে নিথর নিস্তরঙ্গ বাতাসকে, দ্রুত নিভে আসছে গোধূলির রক্তিমাভা। মারিইনোর বাড়ির জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠল।

প্রকোফিচের গায়ে কালো ফ্রককোট, হাতে সাদা দস্তানা। সে আজ বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সাতজনের উপযোগী প্লেট-কাঁটা-চামচ ইত্যাদি দিয়ে টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। এক সপ্তাহ আগে পল্লীর একটা সাধারণ গির্জায় প্রায় কোন সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়েছে দুটি বিবাহ-অনুষ্ঠান — কাতিয়ার সঙ্গে আর্কাদির ও ফেনেচ্‌কার সঙ্গে নিকলাই পেত্রোভিচের। ঠিক ঐ দিনই আবার নিকলাই পেত্রোভিচ তাঁর দাদার বিদায়োপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন করেছেন। দাদা কার্যব্যাপদেশে মস্কো যাত্রা করছেন। আন্না সের্গেইয়েভ্‌না তরুণ দম্পতিকে উপঢৌকন দানের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করেন নি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মস্কো চলে গেছেন।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় সকলে টেবিলের ধারে এসে আসন গ্রহণ করল। মিতিয়াকেও ওখানে জায়গা দেওয়া হল। আজকাল আবার তার জন্য এক ধাই রাখা হয়েছে। ধাইয়ের মাথায় কিংখাবের টুপি। পাভেল পেত্রোভিচ আসন গ্রহণ করলেন কাতিয়া ও ফেনেচ্‌কার মাঝখানে। ওদের দু'জনের স্বামীদের জায়গা হল তাদের স্ত্রীদের পাশে। আমাদের পরিচিত ব্যক্তিবর্গের হালে পরিবর্তন ঘটেছে। সকলেই যেন আগের চেয়ে দেখতে আরও ভালো হয়েছে, আরও পরিণত হয়ে উঠেছে। একমাত্র পাভেল পেত্রোভিচই রোগা হয়ে গেছেন। কিন্তু রোগা হওয়ার ফলেই তাঁর ভাবব্যঞ্জনাময় অবয়বে আরও বেশি করে লালিত্য ও আভিজাত্যের দীপ্তি সঞ্চারিত হয়েছে।... ফেনেচ্‌কাও এখন হয়েছে অন্যরকম। তার পরনে সদ্য পাট ভাঙা রেশমী পোশাক, কেশসজ্জার ওপর শোভাবর্ধন করছে চওড়া মখমলী কাপড়ের সজ্জা, গলায় সোনার একনরী হার।

সে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে বসে আছে — তার শ্রদ্ধা যেমন নিজের প্রতি, তেমনি নিজের চারপাশের সমস্ত কিছুর প্রতি। আর সে এমন ভাবে মৃদু মৃদু হাসছে যে মনে হচ্ছে বুঝি বলতে চায়, 'আপনারা আমাকে মাফ করবেন, আমার দোষ নেই।' একা সে নয় — অন্য সকলের মুখেও সেইরকম মৃদু হাসি, ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি। সকলেই সামান্য অস্বস্তি বোধ করছে, সামান্য বিষণ্ণ বোধ করছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি সকলেরই খুব ভালো লাগছে। প্রত্যেকে একটা অদ্ভুত মজার ভঙ্গিতে সৌজন্য দেখিয়ে অন্যের সেবায় লাগার চেষ্টা করছে। দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটা নির্দোষ প্রহসনে অভিনয় করতে রাজী হয়েছে। সকলের চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে কাতিয়াকে — সে অসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিজের চারধারে চোখ বুলিয়ে দেখছে। লক্ষ করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে ইতিমধ্যেই নিকলাই পেত্রোভিচ তার প্রতি এত স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েছেন যে কাতিয়া বলতে তিনি অজ্ঞান। ভোজনপর্ব সমাধা হওয়ার আগে আগে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, সুরাপাত্র হাতে নিয়ে পাভেল পেত্রোভিচকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ।... আমার দাদা, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ... অবশ্য বেশি দিনের জন্য নয়। তবু আমি তোমাকে না বলে পারছি নে যে আমি... মানে আমরা ... আমি কী করে... কী করে আমরা... মুশকিলটা ত এখানেই, বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার একেবারে আসে না! আর্কাদি, তুই কিছু বল্।'

'না বাবা, আমি এর জন্য তৈরি নই।'

'আমি যেন খুব তৈরি! আচ্ছা ঠিক আছে দাদা, তোমার

সঙ্গে কোলাকুলি করতে দাও, তোমার সব রকম মঙ্গল কামনা করি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাছে ফিরে এসো!'

পাভেল পেত্রোভিচ সকলকে চুম্বনসিক্ত করলেন, বলাই বাহুল্য মিতিয়াকেও বাদ দিলেন না। এছাড়া ফেনেচ্‌কার আবার হস্তচুম্বনও করলেন, যদিও কায়দা করে হাত সামনে বাড়িয়ে দেওয়া ফেনেচ্‌কার এখনও ঠিক রপ্ত হয়ে ওঠে নি। নতুন করে ভরা পাত্রটা নিঃশেষে পান করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাভেল পেত্রোভিচ বললেন, 'বন্ধুরা আমার, সকলের সুখ কামনা করি! Farewell!' তাঁর কথায় শেষের এই ছোট্ট ইংরেজি লেজুড়টার প্রতি কেউ নজর দিল না বটে, কিন্তু সকলেই সমবেদনা উপলব্ধি করল।

'বাজারভের স্মৃতিতে,' কাতিয়া স্বামীর কানে ফিসফিস করে এই কথা বলে তার গেলাসের সঙ্গে নিজের গেলাস ঠেকাল। প্রত্যুত্তরে আর্কাদি তার হাতে জোরে চাপ দিল, কিন্তু সকলের সামনে গলা খুলে এই প্রস্তাব রেখে পান করার ভরসা তার হল না।

মনে হতে পারে, এখানেই বুঝি কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কিন্তু কাহিনীতে যে-সমস্ত চরিত্রের অবতারণা আমরা করেছি, তারা এখন, ঠিক এই মুহূর্তে কী করছে কোন কোন পাঠক সম্ভবত জানতে আগ্রহী হবেন। আমরা তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তুত।

আন্না সের্গেইয়েভ্‌না সম্প্রতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এক ভবিষ্যৎ রুশ জননেতার সঙ্গে — প্রেমে পড়ে নয়, তবে বিশেষ কোন এক প্রত্যয়বশত। ভদ্রলোক উকীল, রীতিমতো

বুদ্ধিমান, প্রখর বাস্তববুদ্ধি, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বাকপটুতার অধিকারী — এখনও যুবক, উদার প্রকৃতির, বরফের মতো ঠাণ্ডা। তারা দু'জনে চমৎকার মিলেমিশে জীবন যাপন করছে। আর শেষ পর্যন্ত, কে বলতে পারে, তারা হয়ত সুখের... এমনকি ভালোবাসার সন্ধান পেতে পারে? মাসী প্রিন্সেসের মৃত্যু হয়েছে, মরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের স্মৃতি থেকে মুছে গেছেন। কির্সানভরা পিতা-পুত্রে মারিইনোতে স্থায়ী ভাবে বাস করছে। তাদের কাজ কারবারের উন্নতি ঘটছে। আর্কাদি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছে, খামার থেকে এখন তাদের বেশ ভালো আয় হচ্ছে। নিকলাই পেত্রোভিচ জমিদার ও প্রজাদের সালিস নিযুক্ত হয়েছেন, মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে তাঁকে অবিরাম ঘুরে বেড়াতে হয়, দীর্ঘ ভাষণ দান করতে হয় (তিনি এই মত পোষণ করেন যে চাষীদের 'চৈতন্যোদয়' করা দরকার, অর্থাৎ একই কথা বারবার বলে তাদের একেবারে অতিষ্ঠ করে ছাড়তে হবে), যদিও সত্যি কথা বলতে গেলে কি, যারা কখনও আপ্লুত হয়ে, কখনও বা বিষণ্ন সুরে কৃষক মুক্তির (যাকে তারা আনুনাসিক উচ্চারণে 'এমাঁসিপাসিয়োঁ' বলে থাকে) কথা বলে সেই শিক্ষিত অভিজাত ভূস্বামীদের যেমন তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেন না, তেমনি সন্তুষ্ট করতে পারেন না অশিক্ষিত ভূস্বামীদের, যারা চক্ষুলজ্জার কোন বালাই না রেখে 'নিকুচি করেছি তোর 'মুনাসিপাসিয়োন' ' বলে কৃষক মুক্তির উদ্দেশ্যে গালাগাল বর্ষণ করে। এই দুই দলের কাছেই তিনি বড় বেশি নরম। কাতেরিনা সের্গেইয়েভ্‌নার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার নাম কোলিয়া। মিতিয়া ইতিমধ্যে ছোটাছুটিতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে, অনর্গল বকবক

করে। আর ফেনেচ্‌কা — ফেদোসিয়া নিকলায়েভ্‌না স্বামী ও পুত্র ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে তেমন সমাদর করে না, যেমন করে তার পুত্রবধূটিকে। কাতিয়া যখন পিয়ানো বাজাতে বসে তখন সে এক ঠায় সারা দিন সেখানে বসে বসে বাজনা শুনতে পারলে খুশি হয়। প্রসঙ্গত, পিওতরের কথাও উল্লেখ করতে হয়। মূর্খতা ও ভারিক্কি চালের জন্য সে একেবারে জরদ্‌গবে পরিণত হয়েছে। কথা বলার সময় এমন বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে যে বোঝে সাধ্য কার! সেও বিয়ে করেছে, বিয়েতে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে রীতিমতো ভালো পণ আদায় করেছে। পাত্রী শহরের এক সবজীবাগানের মালীর মেয়ে। এর আগে মেয়েটি দুটি ভালো ভালো পাত্রকে হাঁকিয়ে দিয়েছে স্রেফ এই কারণে যে তাদের কোন ঘড়ি ছিল না, কিন্তু পিওতরের ঘড়ি ত আছেই উপরন্তু আছে পেটেণ্ট চামড়ার জুতো।

ড্রেজডেনের ব্রিউল্‌ টেরাসে*) দুটো থেকে চারটের মধ্যে — কেতামাফিক শৌখিন লোকদের হাওয়া খাওয়ার মোক্ষম এই সময়টাতে আপনারা দেখতে পাবেন বছর পঞ্চাশেকের এক ব্যক্তিকে। মাথার চুল একেবারে সাদা, দেখে মনে হয় যেন গেঁটে বাতে ভুগছেন, কিন্তু এখনও সুপুরুষ, মার্জিত বেশভূষা, আর সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা ছাপ আছে যা একমাত্র সমাজের উঁচু স্তরের লোকজনের সঙ্গে দীর্ঘকালের সংস্পর্শের ফলেই অর্জিত হতে পারে। ইনি পাভেল পেত্রোভিচ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি মস্কো থেকে বিদেশে চলে যান, অবশেষে ড্রেজডেনেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর বেশির ভাগ ওঠা বসা ইংরেজ আর অভ্যাগত রুশীদের সঙ্গে। ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার সময় তাঁর আচরণ

সরল, প্রায় বিনয়ী। তবে আত্মমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকেন। তাদের কাছে তিনি খানিকটা নীরস, কিন্তু দস্তুরমতো ভদ্রলোক — 'a perfect gentleman' বলে তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। রুশীদের সঙ্গে আচরণের বেলায় তিনি অনেকটা রাশ আলগা, আশ মিটিয়ে মনের ঝাল ঝাড়েন, নিজেকে নিয়ে এবং তাদের নিয়েও মজা করেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি প্রকাশ করতে পারেন বড় সুন্দর করে, অনায়াস তাচ্ছিল্যভরে, শিষ্টাচার বজায় রেখে। তিনি স্লাভ সর্বস্ববাদী মত পোষণ করেন — সকলেরই জানা আছে যে সমাজের উঁচু মহলে এই মত très distingué* রূপে গণ্য। রুশ ভাষায় তিনি কিছুই পাঠ করেন না, কিন্তু তাঁর লেখার টেবিলে রুশী চাষীদের ছালবাকলের জুতো আকারের এক রুপোর ছাইদানি আছে। আমাদের দেশ থেকে যে-সমস্ত পর্যটক যায় তারা ওঁর পেছন পেছন রীতিমতো ঘুরঘুর করে। সাময়িক ভাবে বিরোধী শিবিরের লোক মাত্ভেই ইলিচ কলিয়াজিন বোহেমিয়ার স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রগুলোতে*) যাবার পথে রাজোচিত সৌজন্য সহকারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান। এদিকে ওদেশের যারা মূল অধিবাসী, যাদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম, তারা তাঁকে সামনে পেলে পারলে পুজো করে। দরবারী ভজনগানের আসর, থিয়েটার ইত্যাদির টিকিট পেতে হবে? — der Herr Baron von Kirsanoff-এর মতো এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি তা আর কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এখনও যথাসাধ্য লোকের ভালো করার চেষ্টা করেন। এখনও অবশ্য মাঝেমধ্যে একটু আধটু সোরগোল তোলেন — আর সে ত হবেই — এক

---

* রীতিমতো শ্রদ্ধাজনক (ফরাসী)।

কালে তিনি অভিজাত সমাজের চোখের মণি ছিলেন না? কিন্তু জীবন ধারণ করাটা তাঁর পক্ষে দুর্বিষহ... যতটা দুর্বিষহ বলে তিনি নিজে সন্দেহ করেন তার চাইতেও বেশি। একবার অন্তত রুশী গির্জায় তাঁকে দেখুন তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গভীর ভাবনায় সমাহিত হয়ে পড়েন, অনেকক্ষণ কোন নড়াচড়া করেন না, তিক্ত ভাব নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ করে থাকেন, তারপর আচমকা সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রায় সবার অলক্ষ্যে ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে শুরু করেন।

কুক্‌শিনাও বিদেশে গিয়ে পড়ছে। সে এখন হাইডেলবার্গে। এখন সে প্রকৃতিবিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে স্থাপত্যবিদ্যা চর্চা করছে। স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে সে নতুন নিয়ম আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করে। আগের মতোই ছাত্রদের সঙ্গে তার খুব দহরম মহরম, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অল্পবয়সী রুশী বিদ্যার্থীদের সঙ্গে। হাইডেলবার্গে তাদের সংখ্যা প্রচুর। এরা প্রথম প্রথম বস্তু সম্পর্কে তাদের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সরলমতি জার্মান অধ্যাপকদের অবাক করে দেয়, পরে কিন্তু ঐ অধ্যাপকরাই আবার তাদের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ও চরম আলস্য দেখে অবাক হয়ে যান। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের তফাত বোঝে না, অথচ সব কিছুকে নস্যাৎ করার মনোভাব এবং আত্মগৌরব যাদের মধ্যে প্রবল এই রকম দু-তিন জন রসায়নশাস্ত্রবিদ আর সেই সঙ্গে মহামতি ইয়েলিসেভিচ — এদের নিয়ে সিত্‌নিকভও সেণ্ট পিটার্সবুর্গে দিব্যি শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। সিত্‌নিকভও বড় একটা কিছু হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, আর তার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়,

বাজারভের 'কর্মধারা' সে বহন করে চলেছে। লোকে বলাবলি করে যে হালে কে নাকি তাকে ধরে পিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে তাকে পিটিয়েছে তাকে সে ছেড়ে কথা বলে নি: একটা ছোটখাটো এলেবেলে কাগজে সে এই মর্মে একটা এলেবেলে ছোট লেখা ছাপাতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাকে যারা ধোলাই দিয়েছিল তারা কাপুরুষ। এটাকে সে ব্যঙ্গ বলে। বাপ আগের মতোই তার ওপর হম্বিতম্বি করে, আর বৌ মনে করে ও একটা হাবাগবা... এবং সাহিত্যিক।

রাশিয়ার এক দূর প্রান্তের এক অজ পাড়াগাঁয়ে একটা ছোটখাটো কবরখানা আছে। আমাদের প্রায় আর দশটা কবরখানার মতো এটারও অবস্থা শোচনীয়: চারপাশের খানাখন্দগুলো বহুকাল হল আগাছায় ভরে গেছে, কাঠের ধূসর ক্রসগুলো ঝুঁকে পড়েছে, পচছে, সেগুলোর মাথার ওপরকার চালাগুলো কোন এক সময় রঙ করা ছিল, পাথরের ফলকগুলো সব উঠে এসেছে — দেখে মনে হয় যেন নীচ থেকে কেউ ধাক্কা মারছে। ন্যাড়া-ন্যাড়া দু-তিনটে গাছ সামান্য ছায়া দেয় কি দেয় না। সমাধির ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার দল। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটি সমাধি আছে যেখানে কোন মানুষের স্পর্শ লাগে না, কোন জীবজন্তু সেটাকে মাড়ায় না। একমাত্র পাখিরা তার ওপর এসে বসে, ভোরবেলায় গান গায়। সমাধিটা বেষ্টন করে আছে লোহার রেলিঙ; তার দুই প্রান্তে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি কচি ফার গাছ। ইয়েভ্গেনি বাজারভ এই সমাধিতলে সমাধিস্থ। অদূরবর্তী ছোট পল্লী থেকে এখানে প্রায়ই আসেন এক বৃদ্ধ দম্পতি — স্বামী স্ত্রী দু'জনেই এখন লোলচর্ম। একজন আরেকজনকে ধরে ধরে ক্লান্ত পদক্ষেপে পা টেনে টেনে তাঁরা পথ চলেন। রেলিঙটার

কাছাকাছি এসে নতজানু হয়ে পড়ে যান, অনেকক্ষণ ধরে অঝোরে কাঁদেন, অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন মূক সমাধিশিলাটাকে যার নীচে শায়িত আছে তাঁদের পুত্র। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সংক্ষেপে দু-একটা কথাবার্তা বলেন, পাথরের ওপরকার ধুলো ঝাড়েন, ফারগাছের একটা ডাল সিধে করে দেন, তারপর আবার প্রার্থনা করতে বসেন। কোনমতে তাঁরা ছেড়ে যেতে পারেন না এই জায়গাটা। এখানে থাকলে তাঁদের মনে হয় তাঁরা যেন তাঁদের পুত্রের, পুত্রের স্মৃতির অনেক কাছাকাছি আছেন।... তাঁদের প্রার্থনা, তাঁদের অশ্রু — এ সবই কি নিষ্ফল? তাহলে কি মানতে হবে যে স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম ও নিষ্ঠার পবিত্র অনুভূতি সর্বশক্তিমান নয়? না তা নয়। তা হতে পারে না! সমাধিশিলার নীচে যে হৃদয় শায়িত আছে তা যত আবেগপূর্ণ, যত পাপী, যত বিদ্রোহীই হোক না কেন, সমাধির ওপর যে ফুল ফুটছে তা শান্ত অক্ষুব্ধ নিষ্পাপ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। সে ফুল আমাদের কেবল চিরশান্তির কথা, 'উদাসিনী' প্রকৃতির সেই পরমা শান্তির বাণীই বলছে না, সেই সঙ্গে বলছে অনন্ত মিলন ও অনন্ত জীবনের বাণী।...

টীকা-টিপ্পনী

'পিতা-পুত্র' উপন্যাসের পরিকল্পনা লেখকের মাথায় আসে ১৮৬০ সালের গ্রীষ্মকালে। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৬০ সালের ৬ আগস্ট তারিখে লেখা একটি পত্রে। পত্রে তুর্গেনেভ লিখেছেন, 'অল্প অল্প করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। একটা বড় নতুন উপন্যাসের চিন্তা মাথায় এসেছে...' প্রায় দু'মাস তুর্গেনেভ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। ১৮৬০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত 'খুঁটিনাটি সমেত' পরিকল্পনাটি প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৮৬০ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তুর্গেনেভ খুব বেশি কাজ করে উঠতে পারেন না। কেবল নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তিনি 'গুরুত্বের সঙ্গে' 'নতুন উপাখ্যান রচনার কাজে হাত দেন। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ লেখা হয়ে যায় এবং ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি সমস্ত কাজটা শেষ করে উঠতে পারবেন বলে তুর্গেনেভ আশা প্রকাশ করেন।

১৮৬১ সালের ১৪ মার্চ তারিখে প্যারিস থেকে ব্রুসেল্‌সে লিখিত পত্রে লেভ তল্‌স্তয়কে প্রতিশ্রুতি দেন যে রাশিয়ায় তাঁদের প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকারের সময় 'পিতা-পুত্র' পাঠ করে শোনাবেন, তবে তিনি এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে পাঠ করার সৌভাগ্য 'শিগগির হবে কিনা সন্দেহ', কেননা 'পুরো ব্যাপারটা মাঝপথে এসে আটকে গেছে।'

উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধ সমাপ্ত হয় ১৮৬১ সালের জুলাই

মাসে: 'অবশেষে আমার রচনা সমাপ্ত হল। ২০ জুলাই আমি শেষ শব্দটি লেখার পরম তৃপ্তি উপভোগ করলাম।'

তুর্গেনেভের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় 'পিতা-পুত্র' খুবই দ্রুত লেখা হয়। ১৮৬১ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর লিখিত পত্রগুলির মধ্যে কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ এবং কাজের গতির জন্য তাঁর তৃপ্তি উপলব্ধি করা যায়। তবে এই পত্রগুলির মধ্যেই আরও যে সুর লক্ষ করা যায় তা হল উপন্যাসটি 'ওতরালো' কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ এবং আগে থাকতে এই উপলব্ধি যে গণতান্ত্রিক শিবিরে এটি গৃহীত হবে না। ১৮৬১ সালের ৩০ জুলাই তারিখে তুর্গেনেভ তাঁর দিনলিপিতে লেখেন, 'সাফল্য কী রকম হবে জানি না। 'সভ্রেমেন্নিক' (সমকালীন) সম্ভবত বাজারভের জন্য আমার ওপর উপেক্ষা বর্ষণ করবে — কেউ বিশ্বাস করবে না লিখতে গিয়ে সর্বক্ষণ আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি।'

১৮৬২ সালে 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসের যে পৃথক একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেটি তুর্গেনেভ প্রখ্যাত সমালোচক বেলিন্‌স্কিকে উৎসর্গ করেন।

পরবর্তীকালে উপন্যাসটির উপর অনবরত আক্রমণ চলতে থাকায় তুর্গেনেভ একাধিকবার তাঁর ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়ে লেখকের সিদ্ধান্ত সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লিখিত 'পিতা-পুত্র প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিতে। তাতে প্রথম ঘোষণা করেন তাঁর মূল প্রতিপাদ্য: 'জীবনের বাস্তবতার, সত্যের অবিকল, জোরাল প্রতিরূপ গড়ে তুলতে পারা সাহিত্যিকের পক্ষে পরম সুখের বিষয় — এমনকি সেই সত্য তাঁর নিজস্ব সহানুভূতির সঙ্গে না মিললেও।'

পৃষ্ঠা ২২

...রাজপরিবার প্রতিপালন দফতরে... — বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় রাজপরিবারের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দফতর। উক্ত সম্পত্তির আয় রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতিপালনের জন্য ব্যয়িত হত।

পৃষ্ঠা ২৩

কিন্তু... এসে পড়ল আটচল্লিশ সালের ধাক্কা... — ১৮৪৮ সাল। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী ও জুলাই বিপ্লবের বছর। বিপ্লবের আশংকায় সন্ত্রস্ত জার প্রথম নিকলাই কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সেগুলির মধ্যে একটি হল বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধকরণ। রুশ সম্রাট প্রথম নিকলাইয়ের রাজত্বকাল ১৮২৫-১৮৫৫ সাল।

পৃষ্ঠা ৩৫

...সম্রাজ্ঞী ইয়েকাতেরিনার কালের... — রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনার রাজত্বকাল (১৭৬২-১৭৯৬)।

পৃষ্ঠা ৩৭

মহাপ্রতিভাধর রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) ‘ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিন’ কাব্যোপন্যাস (সপ্তম পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় স্তবক) থেকে উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ৪২

...তিনি আসন্ন সরকারী ব্যবস্থাদি, বিভিন্ন কমিটি, প্রতিনিধিত্ব... — ১৮৫৭ সালের ৩ জানুয়ারী জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের সভাপতিত্বে ১৮৬১ সালের কৃষক মুক্তি সংক্রান্ত

সংস্কারের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়। এক বছর পরে (১৮৫৮ সালের ৮ জানুয়ারী) ঐ কমিটি মুখ্য কমিটি রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৮৫৮ সালে জারের সনদবলে রাশিয়ার সমগ্র এলাকায় সর্বত্র গড়ে ওঠে জেলা কমিটি নামে অভিজাত ও ভূস্বামীবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংস্থা। কৃষকদের মুক্তির প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব ঐ সমস্ত সংস্থার উপর ন্যস্ত ছিল।

পৃষ্ঠা ৪৪

...গাম্ব্‌সীয় আরাম কেদারায়... — বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বসবাসকারী ফরাসী আসবাবকারিগর গাম্ব্‌সের নাম থেকে।

পৃষ্ঠা ৪৫

Galignani-র সাম্প্রতিক সংখ্যা — ১৮১৪ সাল থেকে প্যারিসে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত উদারপন্থী দৈনিক পত্রিকা Galignani's Messenger ('গালিনিয়ানির সমাচার')। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা — জোভানি আন্তোনিও গালিনিয়ানি (১৭৫২-১৮২১)।

পৃষ্ঠা ৫৩

ও হল নিহিলিস্ট। — নিহিলিস্ট — নাস্তিবাদী (লাতিন শব্দ 'নিহিল' — নাস্তি)। নিহিলবাদ — বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসার লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বিপ্লবী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ ভাবে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সকলকেই উক্ত আখ্যায় অভিহিত করতেন।

পৃষ্ঠা ৫৪

ঈশ্বর তোমাদের সুস্থ রাখুন, তোমরা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হও... — গ্রিবইয়েদভের (১৭৯৪-১৮২৯) 'বুদ্ধি দুঃখ আনে' কমেডি (দ্বিতীয় অংক পঞ্চম দৃশ্য) থেকে উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ৫৪

...ছিল হেগেলিস্ট — হেগেলিস্ট বা হেগেলবাদী — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক গেওর্গ ভিল্‌হেল্ম হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মতানুসারী।

পৃষ্ঠা ৫৯

শিলার — ফ্রিড্‌রিখ শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) — বিখ্যাত জার্মান কবি, 'কুটিলতা ও প্রেম', 'লুঠেরা' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা।

পৃষ্ঠা ৫৯

গ্যটে — যোহান ভোল্‌ফগাং গ্যটে (১৭৪৯-১৮৩২) — বিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিক, শিলারের বন্ধু। এঁদের দুজনকেই 'ঝঞ্ঝা ও পীড়ন' যুগের কবি বলা হয়।

পৃষ্ঠা ৬০

লিবিখ্‌ — ইউস্টিস লিবিখ্‌ (১৮০৩-১৮৭৩) — জার্মান রসায়নবিদ, কৃষির তত্ত্ব ও প্রয়োগ সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের লেখক।

পৃষ্ঠা ৬৩

রাজপুরুষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় অভিজাত রাজপুরুষ পরিবারের সন্তানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা

সম্পন্ন সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৭৫৯ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানত রক্ষিবাহিনীতে কাজের জন্য তালিম দেওয়া হত।

পৃষ্ঠা ৬৬

স্ফিংকস — পুরাকাহিনীতে উল্লিখিত এক দানবী বিশেষ। এর মাথা ছিল মানবীর আর দেহ সিংহিনীর। পুরাকাহিনী মতো এই দানবী গ্রীসের থিবা শহরের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, পাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলে তাকে হেঁয়ালি ধরত, হেঁয়ালির উত্তর দিতে না পারলে হত্যা করত। পরোক্ষে স্ফিংকস রহস্যময়তার প্রতীক।

পৃষ্ঠা ৬৭

বাডেন (জার্মান 'স্নান') — দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির একটি জেলা ও শহর, বিখ্যাত স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

পৃষ্ঠা ৭১

আর্থার ওয়েলসলি ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫২) — ইংরেজ সেনাপতি ও রাষ্ট্রকর্মী। ১৮১৫ সালে প্রুশীয় সেনাবাহিনীর আনুকূল্যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

পৃষ্ঠা ৭১

লুই ফিলিপ — ফরাসী দেশের রাজা (১৭৭৩-১৮৫০)। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপ

সিংহাসন পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পৃষ্ঠা ৭১

হুইস্ট — এক ধরনের তাস খেলা।

পৃষ্ঠা ৭৮

ইয়েরমোলভ আলেক্সেই পেত্রোভিচ (১৭৭৭-১৮৬১) — জেনারেল, ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধের (নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে) জনৈক বীর। ককেশাসে অবস্থিত রুশ সেনাবাহিনীর সর্বময় অধিনায়ক।

পৃষ্ঠা ৭৮

'স্ত্রেল্ৎসি' — মাসাল্স্কির (১৮০২-১৮৬১) চার খণ্ডে সমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত।

পৃষ্ঠা ৮৯

নিকলায়েভ্না। — রুশ ভাষায় সম্ভ্রমার্থক সম্বোধনে মূল নাম ও পিতৃনাম অর্থাৎ পিতৃকুলের পরিচয় ধরে ডাকার রীতি।

পৃষ্ঠা ৯০

ফ্রান্ৎস শুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮) — বিখ্যাত জার্মান সুরকার। শুবার্টের সঙ্গীত সুললিত, লোকসঙ্গীতের খুব কাছাকাছি।

পৃষ্ঠা ৯৪

বুখ্নর-এর *Stoff und Kraft* — জার্মান শারীরবিজ্ঞানী ও স্থূল জড়বাদী লুড্ভিগ বুখ্নর-এর (১৮২৪-১৮৯৯) বইটির রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।

পৃষ্ঠা ১০০

এই ইচ্ছাকৃত ভুল আসলে আলেক্সান্দ্রীয় ঐতিহ্যেরই রেশ। — রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেক্সান্দরের শাসনকাল (১৮০১-১৮২৫), যখন অভিজাত সমাজের মধ্যে ফরাসী ভাষার চর্চা এবং নির্ভুল রুশ ভাষা উচ্চারণের প্রতি অবজ্ঞা প্রাধান্য বিস্তার করে।

পৃষ্ঠা ১০২

শুধু শিল্প সাহিত্য নয়... এমনকি... না না উচ্চারণ করতেও ভয় হয়... — লোকসমাজে সচরাচর গৃহীত সমস্ত অনুশাসনকে বাজারভ অস্বীকার করছে, অর্থাৎ বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মসংক্রান্ত ধ্যানধারণা ইত্যাদি কোনটাই সে মানে না।

পৃষ্ঠা ১০৯

...আমাদের শিল্পীরা নাকি ভ্যাটিকানের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। — ভ্যাটিকানে (রোমের নগরী) ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের আবাসস্থল, তাঁর শাসনাধীন দুর্লভ শিল্পনিদর্শনের বহু সংগ্রহশালা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ৫০-৬০-এর দশকে রুশ নিসর্গচিত্রের ক্ষেত্রে এক নতুন বাস্তবধর্মী ধারার প্রবর্তন ঘটে। তরুণ শিল্পীরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রুশ শিল্প সৃষ্টির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ভ্যাটিকানের প্রতি রুশ শিল্পীদের অবজ্ঞার কারণ অনেকাংশে এটাই।

পৃষ্ঠা ১০৯

রাফায়েল — রাফায়েল সান্তি (১৪৮৩-১৫২০) — সুবিখ্যাত

ইতালীয় শিল্পী। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি 'ম্যাডোনা' পর্যায়ের চিত্রগুলি।

পৃষ্ঠা ১২০

জেলার অভিজাত সভার আধিকারিক... — অভিজাত সভার আধিকারিক অভিজাত সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সমগ্র জেলার অভিজাত বর্গের প্রধান।

পৃষ্ঠা ১২২

গিজো — ফ্রাঁসোয়া পিয়ের গিলিওম গিজো (১৭৮৭-১৮৭৪) — ফরাসী ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রকর্মী।

পৃষ্ঠা ১২২

সভেচিনা সোফিয়া পেত্রোভনা (১৭৮২-১৮৫৯) — অতীন্দ্রিয়বাদী লেখিকা। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী রাশিয়ার অভিজাতমহলে চাঞ্চল্য সঞ্চার করে।

পৃষ্ঠা ১২২

কনডিলাক — ফরাসী ভাববাদী দার্শনিক কনডিলাক এতিয়েন দে বোননো (১৭১৫-১৭৮০)। তাঁর প্রধান রচনা — 'অনুভূতির মূল তত্ত্ব'।

পৃষ্ঠা ১২৪

...কিন্তু **বায়রনিজম! — হাস্যকর। —** বিপ্লবী রোমাণ্টিকবাদের প্রবক্তা, বিখ্যাত ইংরেজ কবি জর্জ নোয়েল গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪)। এখানে বায়রনিজমের অর্থ হল বায়রন এবং তার রোমাণ্টিক নায়কদের অনুকরণ।

পৃষ্ঠা ১২৫

বুর্দালু — লুই বুর্দালু (১৬৩২-১৭০৪) — জেসুইট, ফরাসী ধর্মপ্রবক্তা, অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।

পৃষ্ঠা ১২৬

স্লাভভক্ত — ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম রুশ সামাজিক চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার সমর্থকরা রাশিয়ার জন্য তার 'স্বকীয় জীবনচর্যার' ভিত্তিতে নীতিগত ভাবে পশ্চিম ইউরোপ থেকে পৃথক পথ অনুসরণের পক্ষপাতী। তাঁরা প্রাচীন রুশ সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষক পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করেন, ধর্মীয় ও ভাববাদী দর্শনের বিকাশ ঘটান।

পৃষ্ঠা ১৩৩

...'মস্কো সমাচারে' ...কিস্‌লিয়াকোভের লেখা... — কিস্‌লিয়াকোভ পদবীটি সম্ভবত কল্পিত। 'মস্কো সমাচার' (মস্কোভ্‌স্কিয়ে ভেদোমস্তি) — সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৭৫৬ সাল থেকে এর সূচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে পত্রিকাটিতে ভূম্যধিকারী ও যাজকশ্রেণীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল স্তরের মতামত প্রকাশিত হতে থাকে।

পৃষ্ঠা ১৩৪

জর্জ সান্দ — ফরাসী লেখিকা অরোরা দ্যুদেভানের (১৮০৪-১৮৭৬) ছদ্মনাম। তিনি তাঁর রচনায় নারীর সমাধিকারের সমস্যাদি উত্থাপন করেন।

পৃষ্ঠা ১৩৪

রাল্‌ফ উল্‌ডো এমার্সন (১৮০৩-১৮৮২) — মার্কিন লেখক ও ভাববাদী দার্শনিক।

পৃষ্ঠা ১৩৪

ওঃ এ প্রসঙ্গে কী দারুণ প্রবন্ধ লিখেছেন ইয়েলিসেভিচ! — তুর্গেনেভ এখানে ‘সভ্রেমেন্নিক’ (সমকালীন) প্রত্রিকার সহযোগী-লেখক গ. ইয়েলিসেভিচ (১৮২১-১৮৯১) ও ম. আন্তোনভিচ (১৮৩৫-১৯১৭)-এর প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

পৃষ্ঠা ১৩৫

পাথফাইন্ডার — মার্কিন লেখক জেম্‌স ফেনিমোর কুপার-এর (১৭৮৯-১৮৫১) ‘পাথফাইন্ডার’, ‘প্রেইরী’, ‘লাস্ট অফ দি মোহিকান্স’ প্রভৃতি উপন্যাসের নায়ক।

পৃষ্ঠা ১৩৫

হাইডেলবার্গ — জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি শহর, যেখানে জার্মানির প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় (১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) অবস্থিত।

পৃষ্ঠা ১৩৫

রবার্ট বুন্‌সেন (১৮১১-১৮৯৯) — বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক।

পৃষ্ঠা ১৩৭

পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫) — ফরাসী সামাজিক-

রাজনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত রচনাদির লেখক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা, নারী স্বাধীনতার বিরোধী। প্রুধোঁর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির মারাত্মক সমালোচনা করেন কার্ল মার্কস।

পৃষ্ঠা ১৩৭

টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে (১৮০০-১৮৫৯) — ইংরেজ ইতিহাসবিদ। তাঁর প্রধান রচনা — 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'।

পৃষ্ঠা ১৩৮

'দমোস্ত্রই' — ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত রুশ পুথির নাম। এতে সেকালের রুশ পরিবারের জন্য কঠোর পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতি নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে পারিবারিক জুলুম।

পৃষ্ঠা ১৬০

মিখাইল মিখাইলভিচ স্পেরান্স্কি (১৭৭২-১৮৩৯) — প্রথম আলেক্সান্দরের রাজত্বকালে জনৈক রুশ রাষ্ট্রনেতা এবং কতকগুলি সংস্কারমূলক খসড়া কর্মসূচীর প্রণেতা। ইনি ছিলেন পল্লী যাজকের পুত্র।

পৃষ্ঠা ১৮১

টোগেনবার্গ — ফ্রিড্রিখ শিলারের চারণগীতির রোমাণ্টিক নায়ক 'বীরব্রতী টোগেনবার্গ'। বহু বছর মঠের সামনে বসে বসে কাটান, অপেক্ষা করেন, কবে তাঁর প্রেমিকা জানলা খুলে মঠের ভেতর থেকে তাঁকে দেখা দেবে।

পৃষ্ঠা ১৮১

ত্রুবাদুর — মধ্যযুগের চারণকবি। এঁরা বীরব্রতী সম্প্রদায়ের। মুখ্যত প্রেমের মহিমাগীতি গাইতেন।

পৃষ্ঠা ২২৪

খ্রিস্টোফর ভিল্‌হেল্‌ম হুফেলান্ড্‌ (১৭৬২-১৮৩৬) — জার্মান বিজ্ঞানী, 'মানুষের আয়ুবৃদ্ধির কলাকৌশল' (ম্যাক্রোবাইয়োটিক্‌স) গ্রন্থের লেখক।

পৃষ্ঠা ২২৮

'স্বাস্থ্যবান্ধব' — চিকিৎসাসংক্রান্ত পত্রিকা। ১৮৩৩ থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত।

পৃষ্ঠা ২২৮

করোটিবিজ্ঞান — করোটির গঠন দেখে মানুষের মনস্তত্ব ও নৈতিক ধর্ম নির্ধারণের শাস্ত্র। এক ধরনের ছদ্মবিজ্ঞান।

পৃষ্ঠা ২২৮

শেন্‌লাইন, রাডেমাখের — জার্মান বিজ্ঞানী, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ।

পৃষ্ঠা ২২৮

ফ্রিড্‌রিখ হফ্‌মান (১৬৬০-১৭৪২) — জার্মান থেরাপিউটিস্ট। তাঁর মতে যে কোন রোগের মূল কারণ হল দেহের অভ্যন্তরস্থ রসের বিকার।

পৃষ্ঠা ২২৮

ব্রাউন — বিখ্যাত ইংরেজ থেরাপিউটিস্ট ও চিকিৎসক জন ব্রাউন

(১৭৩৫-১৭৮৮)। তাঁর মতে, মানুষের দেহের অভ্যন্তরে এমন এক 'জীবনীশক্তি' আছে যার পরিচালনায় সেখানে নানা রকম প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

পৃষ্ঠা ২২৯

পিওতর খিস্তিআনভিচ ভিৎগেন্‌স্তাইন (১৭৬৮-১৮৪২) — ফিল্‌ডমার্শাল, ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধে (নেপলিয়নের বিরুদ্ধে) অংশগ্রহণকারী। ১৮১৮-১৮২৮ সালে দু'নম্বর (দক্ষিণের) আর্মি পরিচালনা করেন। এই আর্মিতেই ডিসেম্ব্রিস্টদের দক্ষিণাঞ্চলের গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে।

পৃষ্ঠা ২২৯

ভাসিলি জুকোভ্‌স্কি (১৭৮৩-১৮৫২) — বিখ্যাত রুশ কবি ও অনুবাদক।

পৃষ্ঠা ২২৯

ডিসেম্বরের চৌদ্দ তারিখের ঘটনায়... যাঁরা যাঁরা জড়িত ছিলেন... — ডিসেম্ব্রিস্টদের দক্ষিণাঞ্চলের সমিতিতে ১৮২৫ সালের চৌদ্দই ডিসেম্বর যে অভ্যুত্থান ঘটে এখানে তার কথা বলা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২৩০

বুড়ো পারাসেল্‌সাস... — বিখ্যাত সুইস চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষক পারাসেল্‌সাস (ছদ্মনাম) — থেওফ্রাস্ট বম্‌বাস্ট ফন্‌ হোগেনহাইম্‌ (১৪৯৩-১৫৪১) বহু ওষুধের গাছগাছড়া আবিষ্কার করেন, রোগের অনুসন্ধান ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পৃষ্ঠা ২৩৩

নেপলিয়নের নীতি এবং ইতালি সংক্রান্ত প্রশ্নের জটিলতা...— বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি ও জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য ইতালির সংগ্রাম ৬০-এর দশকে রুশদেশের সমাজে মনোযোগ আকর্ষণ করে। রুশদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাময়িক পত্রপত্রিকায় এই প্রশ্ন নিয়ে তুমুল আলোচনা চলে।

পৃষ্ঠা ২৩৪

হোরেস — প্রাচীন রোমের বিখ্যাত কবি হোরেস (খ্রীঃ পূঃ ৬৫-৬৮ অব্দ)। তিনি তাঁর গীতিকবিতায় ও গাথাকাব্যে প্রকৃতির কোলে জীবন উপভোগের মহিমা কীর্তন করেছেন।

পৃষ্ঠা ২৩৬

ব্যাপ্‌টিস্ট যোহান — বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী যীশু খ্রীষ্টের পূর্বসূরী, তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রাজা হেরডের কলুষিত জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন বলে তিনি তাঁর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। হেরডের আজ্ঞায় ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পৃষ্ঠা ২৩৭

'আলেক্সিস অথবা অরণ্যের কুটির' — ফরাসী লেখক দিউক্‌রে-দিউমিনিলের (১৭৬১-১৮১৯) লেখা নীতিশিক্ষামূলক ভাবপ্রবণ উপন্যাস। ১৭৯৪, ১৮০০ ও ১৮০৪ সালে এর রুশভাষায় অনূদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ২৩৯

জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) — ফরাসী জ্ঞানবাদী, গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী, অভিজাতসম্প্রদায় বিরোধী। তিনি তাঁর 'মানুষে মানুষে বৈষম্যের উদ্ভব ও ভিত্তি বিষয়ক বিচার' (১৭৫৫) গ্রন্থে মানুষের 'স্বাভাবিক' অবস্থার 'সুখী জীবনযাত্রার' সঙ্গে সমসাময়িক সমাজের প্রতিতুলনা করেছেন। কায়িক শ্রমকে রুশো মানুষের শিক্ষা ও সুখী জীবনযাত্রার অন্যতম শর্ত বলে গণ্য করতেন।

পৃষ্ঠা ২৪৪

'শয়তান রবার্ত' — ইতালীয় সুরকার জাকোমো মেইয়ের্‌বারের (১৭৯১-১৮৬৪) একটা অপেরা।

পৃষ্ঠা ২৪৬

সুভোরভের অধীনে... — বিখ্যাত রুশ সেনাপতি আলেক্সান্দর সুভোরভ (১৭২৯-১৮০০)।

পৃষ্ঠা ২৫৩

'হও সবে আগুয়ান! রাশিয়ার রাখ মান!' — ১৮৬১ সালে প্যারিসে তুর্গেনেভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে অভিজাতসম্প্রদায় বহির্ভূত উদারপন্থী ও গণতন্ত্রী লেখক নিকলাই উস্পেন্‌স্কি পুশ্‌কিনের কবিতা সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন হুবহু তার উদ্ধৃতি। এ প্রসঙ্গে পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আন্নেন্‌কভকে তুর্গেনেভ লিখেছেন: 'কয়েক দিন আগে আমার এখানে আহার করে গেলেন মানববিদ্বেষী উস্পেন্‌স্কি (নিকলাই)।

পুশকিনের নামে গালাগাল করাটা কর্তব্য মনে করায় তিনি আমাকে এই বলে বুঝ দিলেন যে পুশকিন তাঁর সব কবিতায় একমাত্র যে কাজটি করেছেন তা হল 'হও সবে আগুয়ান! রাশিয়ার রাখ মান!' বলে চেঁচানো।' (পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আন্নেনকভ, সাহিত্যস্মৃতি, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯০৯।)

পৃষ্ঠা ২৫৬

ক্যাস্টর আর পোল্লুক্স (ওরাই আবার ডিওস্কুর) — রোমের পুরাকাহিনীতে উল্লিখিত যমজ ভাই। জেউসের পুত্র। দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের জন্য ওদের প্রসিদ্ধি ছিল।

পৃষ্ঠা ২৭৪

অভিভাবক সমিতি — শিক্ষালয়, অনাথ আশ্রম, দেবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংস্থা। অভিভাবক সমিতি জমিদারী বন্ধক নিয়ে সুদে জমিদারদের কর্জ দিত।

পৃষ্ঠা ২৭৬

রবিবাসরীয় বিদ্যালয় — গোড়ার দিককার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বয়স্ক লোকজনের মধ্যে যারা অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করা। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (১৮৫৯ সালের এপ্রিল) ও কিয়েভে (১৮৫৯ সালের অক্টোবর) এবং পরে আরও বহু শহরে এই ধরনের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই বিদ্যালয়গুলিকে তারা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের একটি উপায় হিশেবে ত বটেই, সরকারবিরোধী প্রচারের অন্যতম বৈধ রূপ বলেও গণ্য করে।

পৃষ্ঠা ২৭৯

বল্টিক অঞ্চলের অভিজাতসম্প্রদায়ের অধিকার — জার্মান ব্যারনরা বল্টিক অঞ্চলের কৃষকদের ওপর যে অসংযত শোষণ চালাত চল্লিশের দশকের শেষ দিকেই ইউ. সামারিন 'রিগার চিঠি'তে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। সামারিনের এই লেখাগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে মস্কোয় ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রচারিত হয়। ১৮৫৯ সাল থেকে শুরু করে কৃষক প্রশ্নে বল্টিক অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি একাধিকবার পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। আরও কিছুকাল পরে বল্টিক ব্যারনদের 'অধিকার' ও বিশেষ সুবিধাভোগের লুঠেরা চরিত্র বিখ্যাত রুশ লেখক ও সমালোচক চের্নিশেভ্স্কি তুলে ধরেন।

পৃষ্ঠা ৩০৭

মিসেস র‍্যাড্‌ক্লিফ (১৭৬৪-১৮২৩) — ইংরেজ লেখিকা। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল কাল্পনিক রোমহর্ষক ও রহস্যজনক ঘটনার বর্ণনা।

পৃষ্ঠা ৩০৮

স্যার রবার্ট পিল (১৭৮৮-১৮৫০) — ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা। রক্ষণশীল।

পৃষ্ঠা ৩৩৬

...কালুগার গভর্নরপত্নীর নামে গোগলের লেখা চিঠিগুলো...— এখানে ১৮৪৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে আ. ও. স্মির্নভার কাছে গোগলের লেখা পত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'গভর্নরপত্নী কাকে বলে' শিরনামায় পত্রটি 'সভ্রেমেন্নস্ত্ ই

একনমিচেস্কি ভপ্রোস্' ('সমকাল ও অর্থনীতিচিন্তা') পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ৩৯১

ব্রিউল্ টেরাস — এল্‌বা নদীর ওপরে ড্রেজডেনের কোন এক কালের দুর্গ প্রাকারে এর অবস্থান ছিল। হেন্‌রিখ ব্রিউল্ (১৭০০-১৭৬৩) — পোলীয় রাজা ও স্যাক্সনীয় কুর্‌ফিউর্‌স্ট তৃতীয় অগাস্টাসের মন্ত্রী।

পৃষ্ঠা ৩৯২

বোহেমিয়ার স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রগুলোতে... — চেক দেশের মারিয়েনবাদ ও কার্লসবাদের স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র। সেই সময় চেকদেশ বোহেমিয়া নামে পরিচিত ছিল।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers

17, Zubovsky Boulevard

Moscow 119859, Soviet Union

ইভান তুর্গেনেভ • পিতা-পুত্র

রুশ সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যশিল্পী রূপে ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩) এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি — 'শিকারীর রোজনামচা' এবং 'রুদিন', 'বাবুদের বাসা', 'পূর্বক্ষণ', 'পিতা-পুত্র', 'নয়া আবাদ' উপন্যাস, বহু নাটক, বড় গল্প, অভিভাষণ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, 'গদ্যকাব্য' ইত্যাদি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর এই রচনাগুলি যে ভাষাতেই মুদ্রিত হোক না কেন — যেখানেই মানুষের বাস, যেখানে এগুলি নিয়ে মানুষ ভাবনাচিন্তা করেছে, সেখানেই — কোটি কোটি পাঠকের হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়েছে।

'পিতা-পুত্র' (১৮৬২) উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের রাশিয়ার সমাজ জীবনের, তার জটিল ভাবাদর্শগত সংগ্রামের এক উজ্জ্বল চিত্র। সেই চিত্রাঙ্কনে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ সূক্ষ্ম লিরিকধর্মী প্রতিভার এবং মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।